ঐশ্বরিক সত্য

ঐশ্বরিক সত্য

সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জ্জী

সপ্তর্ষি প্রকাশন

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থটি এই শর্তসাপেক্ষে বিক্রি হল যে প্রকাশকের লিখিত পূর্ব-সম্মতি ছাড়া যে আকারে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অন্যরূপ বাঁধাই বা প্রচ্ছদের এবং অনুরূপ ধরন ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবসা-সূত্রে বা অন্যভাবে এই গ্রন্থ ধার দেওয়া, পুনরায় বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে প্রচার করা যাবে না। সেই সঙ্গে উপরোক্ত কপিরাইট অধীন অধিকারকে সীমায়িত না করে পরবর্তী ক্রেতার উপর এই শর্তও আরোপ করা হচ্ছে যে, এই গ্রন্থের কপিরাইটের মালিক এবং উপরোক্ত প্রকাশক, উভয়েরই লিখিত পূর্ব-অনুমতি ছাড়া যে কোনো পদ্ধতিতে বা যে কোনো উপায়ে (ইলেকট্রনিক মাধ্যম, মেকানিক্যাল ফোটোকপিং বা অন্যভাবে) এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ মজুত অথবা কোনো পুনরুদ্ধার (রিট্রিভাল) পদ্ধতিতে উপস্থাপন বা প্রেরণ করা যাবে না।

প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৯
প্রচ্ছদ | প্রণব বর্ধন
© | লেখক
প্রকাশক | স্বাতী রায়চৌধুরী
সপ্তর্ষি প্রকাশন
৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক | শরৎ বুক হাউস
কলকাতা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র | ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৯
৮০, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯
যোগাযোগ | চলভাষ ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭
ই-মেল saptarshiprakashan@hotmail.com

দাম | ৫০০ টাকা

সূচনা কথা

'শ্রদ্ধেয়া সুভদ্রা দেবী' আমার ঠাকুর মা, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশভাগের যন্ত্রণা ওঁনাকে কুরে কুরে খেয়েছে শেষ নিঃশ্বাস অবধি। দেশের গল্প বলতে বলতে ওঁনার গড়িয়ে পড়া চোখের জল আর সাদা কাপড় দিয়ে বারবার মুছে ফেলা আমাকে উৎসাহিত করেছে কোরআন শরিফের ব্যাখ্যা করতে। সমস্ত পরিবার নিয়ে এক রাতে ঢাকা থেকে চলে আসা, ময়মন সিংহের গল্প, দেশের বাড়ির গল্প, রমণা কালী বাড়ির গল্প, টিকাটুলির গল্প সবটাই আমার অন্তরকে সর্বদা প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিতো। ধর্মীয় বিভেদ এবং ভারত বিভাজনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই কোরআনের এক অভাবনীয় সূত্র ঈশ্বর আমার মস্তিষ্কে আবিষ্কারের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই আমি এই বইটি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া ঠাকুমাকে উৎসর্গ করলাম, যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই।

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার পরম বন্ধু এবং হৃদয়ের কাছের মানুষ জাহাঙ্গীর আলামকে, আমার দিদি ফৌজিয়া জাহাঙ্গীরকে।

ধন্যবাদ জানাই শুভদীপ রায়, প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী (বাংলা টাইপের জন্য) এবং দেবকন্যা সেনকে (বাংলাদেশে বইটির প্রচার প্রসারের জন্য) ।

আমার ভাষার দূর্বলতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাংলায় কোরআনের ব্যাখ্যা কিছুটা উর্দু এবং হিন্দি ব্যাখ্যার থেকে আলাদা, এর কারণ আমার মস্তিষ্কে যে বাংলা ভাষার এবং কোরআনের আয়াতগুলির ভাবাদর্শ উৎপন্ন হয়েছে আমি সেগুলিই লিপিবদ্ধ করেছি। আদর্শগত ভাবে সমস্ত অনুবাদই এক এবং অভিন্ন। ভাষাগত পার্থক্যের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ভাষা দ্বারা অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেছি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাইনি। আমার অনুভব বুঝতে আশা করি পাঠক গণের অসুবিধা হবে না।

বইটা যেহেতু বাংলায় সেই কারণে আমি আরবি ভাষায় কোরআনের আয়াত দেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিনি। কেন না সাধারণ মানুষ আরবি ভাষা বোঝে না তাছাড়া কোরআনের আদর্শ অনুযায়ি কোরআনকে বুঝে উপলব্ধি করাই শ্রেয়। এই বইটির আয়াতগুলির অর্থ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা। শুধুমাত্রা ব্যাখ্যা এবং সন্দেশটি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত। কারও ভাবাবেগে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী

কলকাতা

ভূ মি কা

"আল্লাহ ইমানদার দের পরম বন্ধু। তিনি তাদেরকে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং অবিশ্বাসীদের অবিভাবক হলও শয়তান। তারা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। ওরাই নরকবাসী সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল"

— আয়েত নং ২/২৫৭

প্রেম, জ্ঞান, অহিংসা, শান্তি এবং প্রাকৃতিক সত্যই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আল্লাহর প্রার্থনার একমাত্র রাস্তা। অপ্রাকৃতিক বলে প্রকৃতিতে কোনও তথ্যই হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক শব্দও প্রাকৃতিক শব্দ থেকে উদ্ঘাটিত। যে মানুষ সত্য জ্ঞান এর প্রকাশে প্রকাশিত হয় সেই মানুষ এরই আল্লাহর আশীর্বাদ এবং অনুকম্পা প্রাপ্ত করে। যার মস্তিষ্ক শান্তিময় হয়ে থাকে তারই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে আর সেই অশান্তির থেকে মুক্তি পায় এবং পরমেশ্বর আল্লাহ তাকে অন্ধকার থেকে আলোর উজ্জ্বলতায় নিয়ে যান। সত্যজ্ঞান এবং শান্তি লাভ করার পর যে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা কে মোহ, মায়া, লোভ, হিংসার দ্বারা প্রভাবিত করে সেই মানুষ আলোর উজ্জ্বলতা থেকে গভীর অন্ধকারের দিকে প্রবেশ করে।

পবিত্র কোরান শরীফের সমস্ত আয়েত মানুষ এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে জ্ঞান, অহিংসা, শান্তি, প্রেম এবং মানবতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আয়েত এর আদর্শগুলিকে কখনোই মানুষ তার অপবিত্র চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে না। হিংসার আগুন কখনোই এই আয়েতগুলিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে না আর এই আয়েতগুলি মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্য কখনোই হতে পারে না, আয়েতগুলির আদর্শ অটল, অজয় ও অমর এবং তা সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি অনু পরমাণুতে এবং ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়।

আয়েতগুলির ভিত্তি সত্যর ওপর আধারিত এবং এর নিয়মগুলি মানুষ এবং মানুষের সমাজকে উন্নত থেকে উন্নততর করে থাকে। আয়েতগুলির গভীরতা উপলব্ধি করে নিজের জীবনের প্রবর্তিত করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে এটি পরিপূর্ণ জীবন ধারা। সমাজ কল্যাণে এবং পবিত্রতার লক্ষ্যে আয়েতগুলির ভাবাদর্শ যেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত পবিত্র এবং শান্তিপ্রিয় মানুষের দায়িত্ব এই ভাবাদর্শের প্রচার করা।

পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে যে ভাবাদর্শ আমি প্রাপ্ত করেছি, আমি আমার মতো করে আমার ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছি। আয়েতগুলির ব্যাখ্যা করার সময় যে ভাষা আমার মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়েছে আমি তাই ব্যাক্ষ্যা করেছি।

সুরাহ-ইব্রাহীম আয়েত নং- ৮ এ বলা হয়েছে "পরমেশ্বর আল্লাহ চাহিদাহীন এবং প্রশংসনীয়"

প্রতিটি অণুপরমাণুই পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, ওনার কোনও বস্তুরই প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে যা মানুষ প্রাপ্ত করেছে তার সত্যতা এবং লক্ষ্য মানব সমাজের উন্নতি ও শান্তির জন্য হয়ে থাকে কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা এই তথ্য বুঝে উঠতে পারে না। কখনও কখনও নিজের লক্ষ্য থেকে সরে নিজের চরিত্র ও অন্তরাত্মাকে পাপ দ্বারা প্রভাবিত করে থাকে এবং অশান্ত হয়ে ওঠে। অহিংসা, প্রেম ও মানবতার প্রাপ্তি থেকে এরা বঞ্চিত থাকে। আজ মানুষের কাছে যা কিছু আছে এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে যা পেয়েছে তার সমস্তটাই মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আজ পর্যন্ত ধর্ম কে যে ভাবে ভাবা হয়েছে তার দ্বারা মানব সমাজে কোনও লাভই হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ধর্ম থেকে লাভ যদি কারোর হয়ে থাকে তবে শুধুমাত্র স্বঘোষিত ধর্মের ঠিকেদারদের হয়েছে। কিছু মিথ্যে, কিছু মন গড়া তথ্য বিক্রি করে এরা নিজেদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্তি করেছেন। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং অদৃশ্য অস্তিত্বকে হাতিয়ার বানিয়ে মানব সমাজকে কু-সংস্কারে প্রভাবিত করে মানব সমাজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। মানব সমাজকে এই কু-প্রথা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এবং ধর্মকে বিজ্ঞান এবং যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর আমার মস্তিকে ধর্ম পুস্তকগুলির অন্তর্নিহিত রহস্যের উন্মোচন করেছেন এবং যার দ্বারা মানব এবং মানব সমাজে জ্ঞান, অহিংসা, প্রেম ও মানবতার প্রচার ও প্রসার ঘটবে।

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান ও আশীর্বাদ প্রদান করে থাকেন"- (২/১০৫)

বিজ্ঞানের দ্বারাই আজকের আধুনিক মানব সভ্যতা সব থেকে উপকৃত হয়েছে। পরমেশ্বর আল্লাহর সোজা সরল পথ দ্বারা মানব শান্তি এবং প্রগতি প্রাপ্তি করে। ধর্মের লক্ষ্যই হলও শান্তি এবং প্রগতি।

নদী-নালা, খাল-বিল সব কিছুর জল সমুদ্রে গিয়ে মেশে, ঠিক সেইমত সমস্ত প্রার্থনাই যাতে অন্তরের একাগ্রতা এবং সত্য হয় এবং যা কোনও মতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয়ে থাকে এবং যে প্রার্থনায় কোনও ভাবেই সমাজের ও মানুষের ক্ষতি না হয়ে থাকে সেই সমস্ত প্রার্থনাই পরমেশ্বর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এই নিয়ে যতই তর্ক-বিতর্ক হোক না কেন সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এটাই পরম সত্য এবং কোরান শরীফও এই তথ্যের সাক্ষ্যদান করে থাকে (২২/৬৭)

পবিত্র মানুষ শুধুমাত্র পবিত্রতা, জ্ঞান এবং শান্তির আদর্শই প্রচার করে এবং তাদের লক্ষ্য হয় শান্তি যা পরমেশ্বর আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়। "বিবাদ" আল্লাহর আদর্শে অত্যন্ত ঘৃণ্য-চরিত্র।' "কোরান শরীফে" বলা আছে " যে যার নিজের নিজের কর্মফলের উত্তরদায়ী" (১০৯/৬) এবং তার সাথে এটাও বলা হয়েছে "এতে কোনও জবরদস্তি নেই" (২/২৫৬); "সমস্ত অবতারগণ যারা সত্যের বাণী প্রচার করে তাদের ওপরে বিশ্বাস রাখা" (২/১৩৬, ৩/৮৪) কারণ সমাজ সাম্প্রদায়িকতার থেকে মুক্ত থাকে এবং এও বলা হয়েছে "প্রত্যেক সম্প্রদায় তেই সত্যের বাণী প্রচার করার জন্যে অবতার (রসুল) অবতীর্ণ হয়েছে" (১৬/৩৬, ১৪/৪)

মানুষের প্রথম কর্তব্য হল আল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি প্রেম এবং তার উপলব্ধি এবং তা কেন? প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ থাকে; একটি পাঁচ বছরের বাচ্চারও অন্যায় বোধ থাকে। মিথ্যা বলা এবং চুরি করা মহাপাপ। কোনও বাচ্চা যদি অন্যায় ভাবে কিছু নিয়ে থাকে তবে সে তা লুকাবার চেষ্টা করে থাকে এটি অতিসাধারণ কিন্তু লক্ষ্মণীয়, ধর্ম পুস্তক এই অতিসাধারণ কথাগুলি মানুষকে শেখাবার জন্যে না, কেন না মানুষ প্রাকৃতিক ভাবেই এই সমস্ত আদর্শগুলি প্রাপ্ত করে থাকে। ধর্ম পুস্তকগুলি মানুষের অপবিত্র চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ এবং অনুশাসিত করে শান্তি এবং শিক্ষার পথ দেখায়।

অহিংসা এবং প্রেমের দ্বারাই মানুষের শান্তি প্রাপ্তি ঘটে। মানুষ বিবেক দ্বারা যা ধারণ করে সেটাই ধর্ম। কোনও বস্ত্র কিংবা জীবিকার দ্বারা ধর্ম পরিপূর্ণ হয় না। এই মানব বিবেককে পবিত্র এবং শান্তিময় রাখার উদ্দেশ্যেই ধর্ম পুস্তকের সৃষ্টি এবং এটাই পরম সত্য যা দুষ্কৃতীরা উপলব্ধি করতে পারে না।

মানুষ এর জন্ম, মৃত্যু এবং জীবন ধারা কেন এবং কিসের জন্যে? মানব জীবন সর্বোত্তম, প্রকৃতির আনন্দ এবং তার লাভ যতটা মানুষ এর প্রাপ্তি হয়েছে সেটা অন্য কোনও প্রাণীর হয়নি। একটি জানোয়ার ও নিজের ভালো মন্দ বোঝে কিন্তু কিছু মানুষ এটা বোঝে না। শান্তি এবং জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃতিকে ভালো ভাবে বোঝা যায় এবং তার আনন্দ অনুভব করা যায়। প্রকৃতি মানুষকে উন্নত এবং উত্তম মস্তিষ্ক প্রদান করেছেন তবুও মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত বিবাদ, লালসা, ঈর্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তা কেন? প্রকৃতি সমস্ত তথ্যেরই বিপরীত তথ্য রেখে মানব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করেছেন, সমস্ত আদর্শ এবং তথ্যের মালিকই পরমেশ্বর আল্লাহ।

আমার (সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি) মস্তিষ্কে কোরান শরীফে আয়েতগুলির ব্যাক্ষ্যায় যা তথ্য উদঘাটিত হয়েছে সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায়। কেউ বুঝুক না বুঝক, কারোর ভালো লাগুক না লাগুক সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছা। তার ইচ্ছাই মস্তিষ্কে চিন্তার উদ্ভাবন এবং অবসান ঘটে। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে পরিবর্তন সময় চক্রের অনুসারে নিশ্চিত এবং নিয়মের বাইরে কেউ যেতে পারে না।

"নহি আমি প্রথম রসুল, জানি না আমার ও তোমাদের সম্বন্ধে কি করা হবে? আমি কেবল তোমাদের প্রত্যাদিষ্ট বিষয় অনুসরণ করি আমি শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী" (৪৬/৯)

পরমেশ্বর আল্লাহ আদর্শ অনুযায়ী অবতারগণের কাজ হলও শুধু মানুষকে সতর্ক করা। মানুষ কতটা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করবে তা পুরোপুরি তার নিজের ওপরে নির্ভর করে। যে সত্যতা সমস্ত অবতারগণ সাথে সাথে "হজরত মহম্মদ" মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কালচক্রে মানুষ যখন এই সত্যতা থেকে দূরে সরে গেছে তখন পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছাতে এই সত্য তা কে মানুষের কাছে পৌঁছনোকে আমি কর্তব্য বলে মনে করি এবং এই পুস্তক একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র যার দ্বার মানুষের মধ্যে বিভেদ কম হবে।

সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী

১. সুরা ফাতেহ (FATIHA)	১৩
২. সুরা ব্যক্কারা (BAQARA)	১৪-১১১
৩. আল ইমরান (AL-IMRAN)	১১২-১৫১
৪. সুরা নিশা (NISA)	১৫২-১৯০
৫. আল মিইয়দা (MAEDA)	১৯১-২১৬
৬. আল আনাম (AL-ANAAM)	২১৭-২৪৮
৭. আল আরাফ (AL-ARAF)	২৪৯-২৮২
৮. আল আনফাল (ANFAL)	২৮৩-২৯৫
৯. আল তাওবা (AL-TAUBAH)	২৯৬-৩২৩
১০. ইউনুস (YUNUS)	৩২৪-৩৪২

সুরা ফাতেহ
(FATIHA)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[1:1] শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *বল, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নামে, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়*

[1:2] যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

ব্যাখ্যা: *যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তার।*

[1:3] যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, মহান বিচারক, সমস্ত প্রাণীর পালন কর্তা।*

[1:4] যিনি বিচার দিনের মালিক।

ব্যাখ্যা: *মানব শুধু সর্বশক্তিমানের-ই প্রার্থনা করেন এবং সেই শক্তির কাছেই সাহায্যপ্রার্থী কালচক্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে অর্থাৎ "সর্বশক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত"।*

[1:5] আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি মানুষের সবথেকে বড়ো বন্ধু ও সাহায্যকারী এবং প্রকৃতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, মানব সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই সাহায্যপ্রার্থী।*

[1:6] আমাদেরকে সরল পথ দেখাও

ব্যাখ্যা: *সত্য, প্রেম, শিক্ষা, মানবতা, ভাতৃত্ব, অহিংসা ও শান্তির পথই হল মানবের সঠিক ও সোজা পথ "হে আল্লাহ আমাকে ওই পথেই পরিচালিত এবং অধিষ্ঠিত করুন।"*

[1:7] সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *আমাদের, সত্য, পবিত্রতা আর প্রেমের পথে পরিচালিত করো যেখানে সম্মান আর শান্তির জীবনের পুরষ্কার আছে। সেই পথে নয় যেখানে অশান্তি ও অভি-সম্পাত আছে।*

সন্দেশ: আল্লাহর তালার কোনও প্রশংসার প্রয়োজন নেই, প্রশংসার মানে হল ঈশ্বর-এর প্রকৃতি থেকে মানুষ যে আনন্দ উপভোগ করে এবং মানুষের যা প্রাপ্তি হয় তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

ঈশ্বর এতই দয়ালু ও মমতাময় যে মানুষের সুবিধার জন্য এই প্রার্থনা মন্ত্র মানুষের মৌখিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

টীকা: সনাতন ধর্মের গায়ত্রীর মহামন্ত্র আর সুরা-ফাতেয়ার মানে মোটামুটি একই।

সুরা ব্যক্কারা
(BAQARA)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[2:1] আলিফ লাম মীম।

ব্যাখ্যা: *এই রহস্যময় শব্দগুলিকে আরবিতে হুরুফ-এ-মেকতাত বলা হয়, যার অন্তর্নিহিত অর্থ ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার মস্তিষ্কে প্রাপ্ত হয়েছে।*

আলিফ— *আলিফ এর মানে হচ্ছে আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। সৃষ্টির সমস্ত অণু পরমাণু ও ক্রিয়া প্রক্রিয়া আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সমস্ত কিছু ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, পরিচালিত হয় এবং বিনাশ হয়। ওই পারমাণবিক ঐশ্বরিক শক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই সম্ভব নয়। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে বৈজ্ঞানিকরা কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন যা আল্লাহর রহস্যময় শক্তির বিবরণ প্রদান করে, পরমাণু, নিউট্রন, ইলেকট্রন, প্রোটন দ্বারা সংঘটিত হয়, প্রোটন তৈরি হয় কোয়ার্ক ও গ্লুয়োপ নামক অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা। একটি গ্লুয়োন-কণার সাথে তিনটি কোয়ার্ক কণা জুড়ে প্রোটন তৈরি হয়, তারপর পরমাণু। বিগ-ব্যাঙ এর সময় যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-এর সৃষ্টি হয় তখন শুরুতে পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল না, নিউট্রন, প্রোটন-ও ছিল না শুধু কোয়ার্ক ও গ্লুয়োন কণা ছিল। ওই সময় পৃথিবীর তাপমান ছিল ১ লক্ষ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, আস্তে আস্তে তাপমান কম হবার পর পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া আল্লাহর, ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখনও হয়ে চলেছে, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সংগঠিত হয় আর এই শক্তি সর্বকালের জন্য বর্তমান, উনি ছাড়া কিছুই নেই, এই শক্তি অজেয়, অমর, অদৃশ্য এবং অবিনাশী।*

লাম— *নাম-অর্থাৎ (লা-ইলাল্লহ) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই, সব কিছুই আল্লাহর-ই। আল্লাহ ও তার সৃষ্টি বিভিন্ন নয়। প্রত্যেক পরমাণুতে আল্লাহর উপস্থিতি বা ওনার উপস্থিতি দুটোই একই এবং প্রমাণিত হয় আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই।*

মীম— *মীম থেকে মহম্মদ- প্রেম, ভাতৃত্ব, মানবতা, অহিংসা, জ্ঞান, সংযম ও শান্তির প্রতীক 'হজরত মহম্মদ'। প্রাকৃতিক সত্য ও মানুষের সঠিক জীবন ধারার পথ প্রদর্শক মহম্মদ এবং ওনার আদর্শ বিভিন্ন সমাজে যে সমস্ত মহাপুরুষ দ্বারা প্রচারিত হয়েছে তারা সবাই 'হজরত মহম্মদ' এর প্রতীক।*

[2:2] এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,

ব্যাখ্যা: *আল্লাহর সত্যতা ও প্রাকৃতিক আদর্শের ওপর কোনও সন্দেহ নেই, এই সত্যতা মানব সত্ত্বার জন্য মার্গ দর্শক আর কোরান শরীফ এই সমস্ত আদর্শের পুস্তকরূপ।*

লা— ইলাহা-ইল্লালাহ

সন্দেশ: সন্দেহের কথা সেখানেই বলা হয় যেখানে সত্য দুর্বল হয়, আল্লাহর সমস্ত প্রকৃতির পরম সত্য। "সন্দেহ" মানুষের একটা বিশেষ চারিত্রিক গুণ এবং সেই গুণকে সামনে রেখে এই আয়েতে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে। তার কারণ হল অদৃশ্য আল্লাহ রহস্যময় আর এই রহস্যে মানুষ সর্বদাই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও এই সন্দেহের বশে মানুষ কুসংস্কারের স্বীকার ও হয়, আবার এই সন্দেহই মানুষকে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। এবং যতক্ষণ না অনুসন্ধানের কোনও পরিণাম পাওয়া যায় ততক্ষণ মানুষ এই অনুসন্ধানের ওপর বিভিন্ন ধরনের তথ্য নির্ণয় করে থাকে এবং কখনও কখনও সেই তথ্যের যৌক্তিতা খুবই দুর্বল হয়, তথ্য প্রমাণিত হবার আগে পর্যন্ত মানুষের মনে সন্দেহের বীজ গভীর ভাবে উপস্থিত থাকে এবং মানুষের এই চারিত্রিক গুণ কে সামনে রেখেই এই আয়েতে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে।

[2:3] যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর মানুষের জন্যে সর্বদাই রহস্যময়, যে মানুষ এই রহস্যের উপর বিশ্বাস (ইমান) রাখেন এবং সভ্যতা, সংযম, শিক্ষা, মানবতা, প্রেম, অহিংসা আর সুখ-শান্তির (নমাজ) আদর্শকে নিজের জীবনে এবং সমাজে প্রবর্তিত করেন আর পবিত্র পরমেশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করে এবং সৃষ্টির ভাণ্ডার থেকে যা তার প্রাপ্য তার থেকেই ব্যয় করেন।*

সন্দেশ: নামাজের কোনও বিশেষ পদ্ধতি কোরান শরীফে বর্ণনা করা হয়নি, তার কারণ কোরান শরীফ সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ আর সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বর এর ইচ্ছায় সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় আলাদা আলাদা পুজা পদ্ধতি ব্যাবহর করে থাকে। কোরান শরীফে সুরা-আল-হজ আয়েত নং ৬৭-তে বলা হয়েছে পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের জন্যই আলাদা প্রার্থনা পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন এবং সুরা-বকরাহ আয়েত নং ১৩৬ এবং সুরা-ইমরান আয়েত নং ৮৪-তে বলা হয়েছে সমস্ত অবতারের ওপর বিশ্বাস (ইমান) রাখতে এবং এতেই প্রমাণিত হয় যে প্রার্থনার কোনও বিশেষ পদ্ধতি হয় না; প্রার্থনা, মানুষের প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক আচরণ। কোরান শরীফ একটি পরিপূর্ণ পুস্তক এবং মানব সভ্যতার জন্য— এ আশীর্বাদ স্বরূপ। ঐতিহাসিক তথ্য-র অণুসারে বলা যেতে পারে "হজরত মহম্মদ" এর অনেক আগে

থেকেই পবিত্র কাবায় নমাজ পড়া হত, এবং লক্ষের বিষয় ওই সময় কাবায় বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি অবস্থান করত।

এই কারণেই কোরান এ বর্ণীত নমাজ পরমেশ্বর আল্লাহর ওই পূজা পদ্ধতি যা চারিত্রিক গুণ দ্বারা পূর্ণতা পায়। আমি বিশ্বাস এর সাথে বলতে পারি "মুসলমান" শব্দ একটি বিশেষণ (Adjective), যা মানুষের কোনও বিশেষ গুণকে বর্ণনা করে। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা কে 'সমাজ' বলা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা পদ্ধতি বিভিন্ন এবং এটি ঈশ্বর প্রদত্ত এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনও ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্ভব নয় এটা সর্বজন বিধিত। ইসলামের প্রার্থনা পদ্ধতি হচ্ছে নামাজ যা "হজরত মহম্মদ' দ্বারা বর্ণীত এবং নমাজ মানুষের শারীরিক এবং মানসিক সমৃদ্ধি প্রদান করে। এর সাথে সাথে প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য হল— নিজেকে নিজের চরিত্রের দোষ, গুণ এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং নিজেকে পাপ মুক্ত রেখে নিজের অস্তিত্ব দ্বারা কাউকে কোনও কষ্ট না দেওয়া।

"হজরত মহম্মদ" দ্বারা বর্ণীত নমাজ মানুষকে শারীরিক এবং মানসিক লাভ প্রদান করে আর সাথে সাথে মানুষকে অনুশাসিত করে এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রদান করে।

[2:4] এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

ব্যাখ্যা: *যে সমস্ত মানুষ অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত শিক্ষা এবং আদর্শের ওপর বিশ্বাস (ইমান) রাখেন এবং বিনাশ নিশ্চিত এই প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর বিশ্বাস রাখেন।*

সন্দেশ: মানুষ দু-প্রকার এর কর্তব্য পালন করে, এক নিজের জন্য এবং অপরটি হল সমাজের জন্য। অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত উপদেশ গ্রহণ করে মানুষ নিজের পুরো জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করে তুলতে পারেন এবং সাথে সাথে ওনাদের বর্ণিত উপদেশ দ্বারা সমাজের প্রতি মানুষের যা কর্তব্য তা পালন করে মানুষ নিজের পরবর্তী প্রজন্মর জন্য সুখ এবং শান্তিময় সমাজের সৃষ্টি করে যেতে পারে। অবতারগণ সব সময়ই প্রাকৃতিক সত্য সমাজের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানব সভ্যতার উন্নতির পথ প্রদর্শন করেছেন। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমস্ত তথ্যই কিংবা বাস্তবিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে। যখন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় কোনও তথ্য রূপান্তরিত হয় তখন মানুষ নিজের ভাষায় তাকে "মৃত্যু" বলে, ঠিক এই রকম ভাবেই পৃথিবীতে মানুষের জন্মের আগে অন্য প্রাণী উপস্থিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ "ডাইনোসর", কালচক্রে মানব সভ্যতার বিকাশ হয় এবং এই কালচক্রে মানব সভ্যতার বিনাশও হবে। এই সত্য কে আরবি ভাষায় "ক্যায়ামত" বলা হয়েছে আর সংস্কৃতে বলা হয়েছে "প্রলয়"। কারণ যাই হোক না কেন প্রলয় কিংবা ক্যায়ামত অবশ্যম্ভাবী। এবং এই নিয়মের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য সমস্ত পুস্তকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা, লোভ, মোহ-মায়া এবং মানব চরিত্রের অপবিত্র গুণ এই নিয়ম উপলব্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং পাপমুক্ত থাকে। যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ "ক্যায়ামত" এর গভীরতা কে উপলব্ধি করতে পারে তো মানব সমাজের বিভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ পুরোপুরি সমাপ্ত হবে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই আদর্শকে যদি মানুষ ঠিক এবং পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পারে তবে মানব মস্তিষ্ক মস্তিস্কে প্রয়োজনাতিরিক্ত

উচ্চাকাঙ্খা লালসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্ভব হবে না। এবং মানব শান্তি এবং সুখের অধিকারি হবে।

[2:5] তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ এই সমস্ত আদর্শ কে ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারবে এবং কোনও রসুলকে ছোটো কিংবা বড়ো মনে করে বিভাজনের সৃষ্টি না করে তারাই শান্তি এবং মুক্তির পথ প্রাপ্তি করবে আর এই সমস্ত মানুষ হিংসা এবং অশান্তির আগুনের থেকে মুক্ত থাকবে।*

সন্দেশ: "ধর্ম" সংস্কৃত ভাষার 'ধৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ হল যা আমরা ধারণ করি এবং এ বিষয়ে কোনও মানুষ একে অপরের উত্তরাধিকারী কিংবা উত্তরদায়ী নয়। ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় প্রত্যেক মানুষকে নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে অপরের প্রতি হিংসা কিংবা বিদ্বেষ মানুষের নিজেরই অশান্তির কারণ।

[2:6] নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তার ঈমান আনবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের প্রাকৃতিক এবং মানুষের জন্য লাভজনক সত্য এবং রহস্য অবতারগণের (রসুল) মাধ্যমে মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্য কে অস্বীকার যারা করেন (কাফির) তাদেরকে যতই অশান্তির প্রকোপ এর সত্যতা দ্বারা ভয় দেখানো হোক না কেন তারা সত্য অস্বীকার করবেই। তার কারণ লালসাা, ঈর্ষা আর উচ্চাকাঙ্খা তাদের মস্তিষ্ককে অবরুদ্ধ করে রাখে, ভালো খারাপের বিচার তাদের থাকে না এটাই তাদের অশান্তির কারণ। এই সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত কুঃ চারিত্রিক গুণাবলী যখন মানব মস্তিষ্কে গভীর ভাবে বসবাস করে তখন এই ধরনের মানুষ কোনও রকম সৎ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না এবং তা পালন করা তো দূরের কথা, যতই তাদেরকে কর্মফল সম্বন্ধে বোঝানো হোক না কেন তারা বিশ্বাস করবে না। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে মানব এবং মানব সভ্যতার জন্য যে নিয়ম মানব সমাজে প্রচলিত তা যে মানুষ অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে না এবং প্রাকৃতিক নিয়ম কে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা করে তারাই "কাফের"।*

সন্দেশ: এই আয়েতের ওপর কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব:- "মুসলমান" নামক সম্প্রদায়ের মানুষরা মনে করেন যে মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই "কাফের" এবং তাদেরকে ভয় দেখানো কিংবা না দেখানো, কিছুতেই তারা ঈমান আনবেন না। প্রশ্ন হল তাহলে রাসুল-এ-পাক "হজরত মহম্মদ" নিজের প্রবর্তিত পথ কে ইসলামের নাম দিলেন তখন ওনার আশেপাশে সবাই "কাফের" ছিলেন এবং তার মধ্যে থেকে কিছু লোক রসুল এর প্রবর্তিত ধর্ম পথ গ্রহণ করেছিলেন। যখন আল্লাহ সব কিছু জানেন ও বোঝেন এবং কাফের অবুঝ হয় এবং আগে থেকেই সমস্ত কিছু নিশ্চিত হয়ে থাকে তো অবতারগণ (রসুল) দ্বারা উপদেশাবলি প্রবর্তনের কি উদ্দেশ্য? এই সমস্ত প্রশ্নের আধারে বলা যেতে পারে কিংবা প্রমাণিত হয় যে পাপী মানুষ পাপকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে তারাই "কাফের" এবং এই ধরনের মানুষের জেদ তাদেরকে সত্য এবং লাভকারী নিয়মগুলোকে অনুভব করতে দেয় না।

[2:7] আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *কালচক্রে পরমেশ্বর আল্লাহ এই ধরনের মানুষের বিবেক মৃত করে দেন এবং এদের চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি সব বিনষ্ট হয়ে যায় এবং অশান্তির অভিশাপ দ্বারা নারকীয় জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করা হয় (প্রাকৃতিক রূপে)।*

সন্দেশ: পাপকেই নিজের লক্ষ্য যারা মনে করেন তাদের বিবেক নিজের লক্ষ্য ছাড়া কিছুই দেখতে, শুনতে এবং বুঝতে পারে না এবং তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হয় নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা আর লোভ মানুষকে পাপ কার্যে উৎসাহিত করে এবং এই সমস্ত মানুষ সত্য দেখতে পায় না (অন্ধ) সত্য শুনতে পায় না (বধির) হয়ে যায় এবং এরা হৃদয়ের পবিত্রতা এবং শান্তির লাভজনক প্রতিফল উপলব্ধি করতে পারে না। মানব সমাজ এবং সভ্যতায় পাপ আছে তাই মানুষ পুণ্যের ফল অনুভব করতে পারে। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ দিয়েই মানব জীবন গঠিত এবং এই আদর্শ দ্বারা মানবজীবন পরিপূর্ণতা পায়। বৈচিত্র্য প্রকৃতির দেওয়া উত্তম উপহার মানুষের জন্য।

[2:8] আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।

ব্যাখ্যা: *কিছু কিছু মানুষ আছে যারা মৌখিক ভাবে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের ওপর বিশ্বাস রাখার অঙ্গীকার এবং দাবি করেন কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ করে না। এই ধরনের লোকেরা নিশ্চিত রূপে অসভ্য এবং অপবিত্র।*

সন্দেশ: কিছু দুস্কৃতি মানুষ আছেন যারা ভণিতা এবং দাবী করেন পবিত্রতার শুধুমাত্র প্রদর্শন করার জন্য, বহুরূপী, বিশ্বাসঘাতক সবসময় পবিত্রতার অভিনয় করেন এবং নিজেকে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখেন যাতে মনে হয় উনি পরমেশ্বর আল্লাহর সমস্ত আদর্শ পালন করছেন। এমন বস্ত্র ধারণ করেন যেন কোনও সাধু-সন্ত। মিথ্যা আর বিশ্বাসঘাতকতা এদের লক্ষ্য হয় সবসময় পরমেশ্বর আল্লাহর শপথ নেয়, এই সমস্ত মানুষ অপবিত্র হয়, মিথ্যাচারি মানুষেরই সপথ এর প্রয়োজন হয়। সত্য ও সত্যের প্রকাশ এতটাই উজ্জ্বল হয় যা সর্বদা মানব সমাজে প্রকাশিত হতে থাকে আর যার শপথের কোনও প্রয়োজন হয় না।

[2:9] তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের লোকেরা মনে করেন পরমেশ্বর এবং পবিত্র লোকেদের ধোকা দিয়ে খুব চালাকি করেছেন এবং এতে তারা খুশিও হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত কাজ দ্বারা তারা নিজেকেই ধোঁকা দেয় এবং অশান্তির জীবন অতিবাহিত করে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লার আদর্শকে নিজের জীবনে প্রবর্তিত না করে শুধু মাত্র আচার-বিচার দ্বারা পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব নয়। ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক আদর্শ যা মানুষের জন্য কর্তব্য তা হল প্রেম, সভ্যতা, পবিত্রতা, মানবতা, অহিংসা, শিক্ষা, সুখ-শান্তি এবং সেবা— এই আদর্শই গ্রহণই হল সত্য এবং শান্তির পথ।

[2:10] তাদের অন্তঃক্ষরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছেন ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষের অসুস্থ বিবেককে পরমেশ্বর আরও অসুস্থতা প্রদান করেন এবং অশান্তির প্রকোপ এদের গ্রস্ত করে নেয়।*

সন্দেশ: বহুরূপী অপবিত্র মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খায় বশীভূত হয়ে ঈশ্বরের নামে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এই ধরনের মানুষের উচ্চাকাঙ্খা এতটাই অধিক হয় যে উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেন।

[2:11] আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।

ব্যাখ্যা: *সমাজকে সংঘটিত করার নামে ধর্মের নামে বিভেদ এবং বিবাদ সৃষ্টি যারা করে তারা মৌখিক ভাবে বলে "আমরা তো শিক্ষা প্রদান করছি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভেদ সৃষ্টি করছি"।*

সন্দেশ: এই ধরনের মানুষকে এই সমস্ত কাজের অধিকার এবং দায়িত্ব কে দিয়েছে? "সত্য" শুধুমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতির কাছে বর্তমান। এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী প্রকৃতি দ্বারা প্রতিপালিত হয় এবং এ দায়িত্ব আল্লাহ কাউকে প্রদান করেনি (সুরা ১০৯ আয়েত ৬, সুরা ২ আয়েত ২৫৬)। ধর্মের বিষয়ে কেউ কারোর উত্তরদায়ী নয় মানুষ আর পরমেশ্বর আল্লাহর আধ্যাত্মিক মেলবন্ধন হল ধর্ম আর উত্তরদায়িত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রযোজ্য। অবুঝ এবং সরল মানুষ কে ধর্মের সত্যতা না বুঝিয়েই কিংবা গোপন করেই নিজের অধিকার এবং লাভ পাওয়ার লক্ষ্যে কিছু মানুষ ধর্মকে অন্যায় ভাবে ব্যাবহার করে এরাই প্রাকৃতিক সত্যতা কে বিনাশ করার প্রয়াস করে। এই ধরনের মানুষরা নিজের উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য নিজের ভুল এবং ক্ষতিপূর্ণ মতবাদ তা যতই অপ্রাকৃতিক ও অযৌক্তিক হোক না কেন অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের চেষ্টায় আর অপরকে ভুল প্রমাণিত করতে সমাজে মিথ্যা বার্তা প্রদান করে এই ফলস্বরূপ সমাজ বিভেদ এবং বিবাদ এর সৃষ্টি হয়। বিভেধ আর বিবাদ প্রাকৃতিক আদর্শ বিরুদ্ধ। সাম্প্রদায়িক আদর্শ এমনই যা মানুষের মধ্যে সর্বদা বিভেদ সৃষ্টি করে, আদর্শের নামে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি মানুষের ভ্রম আর এর সাথে সাথে মানুষের আর্থিক অবস্থা, রং-রূপ এবং জীবন ও জীবিকার পদ্ধতি কখনও কখনও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। মানব চরিত্রের আধারে মানুষের মধ্যে শুধু মাত্র দুটোই সম্প্রদায় হয় পবিত্র এবং অপবিত্র তথা পাপ পুণ্যের সম্প্রদায় এই আয়েতের এটাই উপদেশ।

[2:12] মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

ব্যাখ্যা: *পাপী আর সাম্প্রদায়িক মানুষদের থেকে সমাজ কে বাঁচানো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আর ঝগড়া বিবাদে যারা বিশ্বাস রাখেন তারা নিশ্চিত রূপে অবুঝ এবং অপ্রাকৃতিক এরা বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের শান্তি বিঘ্নিত করে। প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ সত্য ও পবিত্রতার উপলব্ধি করতে পারে।*

[2:13] আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মতো! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।

ব্যাখ্যা: *অহিংসা, মানবতা এবং সুখ-শান্তিকামী মানুষ কে দাঙ্গাবাজ লোকেরা বোকা এবং দুর্বল মনে করে এবং শান্তির পথ ত্যাগ করে অশান্তির পথ গ্রহণ করে। সত্য এবং*

পবিত্রতার মিথ্যা দাবী যারা করেন তাদের মস্তিষ্কে প্রকৃতি এমন পর্দা পরিয়ে দেন আমৃত্যু তারা অপবিত্রই থেকে যাবেন। এরা নিশ্চিত রূপে বোকা যারা হিংসা আর ঘৃণার দ্বারা নিজের জীবন কে অশান্ত করে তোলে আর দ্বেষ ভাব রেখে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। সুখ শান্তির প্রাপ্তি ভাগ্যবানকে চিনিয়ে দেয়।

[2:14] আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।

ব্যাখ্যা: *সভ্য এবং সংযমী মানুষের সামনে ভ্রষ্ট এবং পাপীরা নিজেদের সঠিক প্রমাণ করতে বিভিন্ন ধরনের ছলচাতুরি গ্রহণ করেন এবং যখন নিজের চরিত্রের লোকেদের কাছে যায় তখন তাদের সাথে মিলিত হয়ে পাপ করা শুরু করে দেয় এবং পবিত্র লোকেদের পবিত্রতা ও শান্তি কে বিদ্রূপ করেন, এরা মহাপাপী।*

[2:15] বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পরেশান থাকে।

ব্যাখ্যা: *নিজের পাপ কার্য কে সত্যতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের ছলনার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। মনুষ্য সমাজে পাপ পুণ্যর উপস্থিতি রেখে প্রকৃতি মানুষের জীবনকে বৈচিত্র্যময় করেছে এবং এই কারণে সমাজে কিছু মানুষের বিবেকে অপবিত্রতা সৃষ্টি করেছেন। কিছুটা পাপ পুণ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের নিজের অধিকারে থাকে এবং সমাজে পাপ ও পুণ্যের অনুপাত ঠিক করা প্রকৃতির কাজ। মানুষের বিবেক যে-কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে এটাই প্রকৃতির নিয়ম।*

[2:16] তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ অশান্তিকে শান্তির পরিবর্তে, মূর্খতাকে শিক্ষার পরিবর্তে গ্রহণ করে থাকে। না এরা নিজেরা শান্তি পায় না অপরকে শান্তিতে থাকতে দেয়, কিছু সময় অবধি মানুষের বিবেক মানুষের নিজের অধিকারে থাকে, বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যখন মানুষের বিবেক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ নিজের চাহিদা কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না এবং সঠিক সত্য ও যৌক্তিক তথ্যের বদলে অযৌক্তিক তথ্যকে গ্রহণ করে এবং ইচ্ছা পূর্তির লালসায় কখনও কখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।*

সন্দেশ: মানুষে উচ্চাকাঙ্খা যখন লোভ, লালসা আর অহংকার দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার মস্তিষ্ক ও বিবেক অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। এর অর্থ হল সে সুখ শান্তির বদলে অশান্তির আগুন গ্রহণ করেছে।

[2:17] তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালানো এবং তার চারদিকের সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

ব্যাখ্যা: *পাপী দের কাছে উজ্জ্বল সত্য আসার পরেও তারা সত্যকে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ ধরনের মানুষের মস্তিষ্ক থেকে জ্ঞান এর প্রকাশ কেড়ে নেন এবং অন্ধকার জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করেন, এই ধরনের লোকেদের দৃষ্টি সত্য এবং শান্তির গভীরতা এবং উপকার উপলব্ধি করতে পারে না। অশান্তি, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার এর অন্ধকারে এই ধরনের মানুষ ডুবে যায়।*

সন্দেশ: জ্ঞানের প্রকাশ মানুষকে পাপ পুণ্যের পরিচয় দান করে। সত্য প্রমাণিত হবার পরেও যদি কোনও মানুষ নিজের জেদ এবং অহংকার এ বশীভূত হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে তবে তার তা নিজের ভ্রম সত্যের কোনও দোষ নয়। সত্য সর্বদাই নিজের আদর্শ এবং প্রকাশকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করে থাকে।

[2:18] তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।

ব্যাখ্যা: *পাপী মানুষের মস্তিষ্কে সমস্ত জানলা বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞান এবং শান্তির উপকারিতা ওরা বুঝতে পারে না, এ ধরনের মানুষ নিজের বিচার বিবেক এবং বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে।*

[2:19] আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মতো যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝোড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময়কালে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত।

ব্যাখ্যা: *ঈশ্বর প্রদত্ত উপদেশ যা রহস্যময় (অন্ধকার) এবং প্রচণ্ড উজ্জ্বলতা (বিদ্যুৎ এর চমক) এবং জ্ঞানের প্রকাশ (বিদ্যুৎ) এবং পাপীরা মৃত্যু ভয়ে ভীত, অশান্তির অভিশাপ দ্বারাও ভীত। নিজের ভুলের আক্ষেপ নিজের আঙুলই দাঁত দিয়ে চেবায়। পাপীরা সত্য শুনতে অস্বীকার করে কানে আঙুল দিয়ে। সমস্ত পাপী মানুষ প্রাকৃতিক অভিশাপ দ্বারা বেষ্টিত।*

সন্দেশ: পাপচক্রে সম্পূর্ণ রূপে জড়িত মানুষ সর্বদা ভয় ভীত হয়ে থাকেন নিজের কর্মফলের চিন্তায়, আর জ্ঞান এতটাই শক্তিশালী যে তার ভয়ে বিবশ হয়ে যেতে হয়। এই সমস্ত ঘটনাবলী এক রহস্যময় শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয় এবং এই ভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাপী এবং দুষ্কৃতিদের নিজের চক্রব্যূহ দ্বারা বেষ্টিত করে রাখেন। যে মানুষের জীবন থেকে সুখ শান্তি চলে যায় তার জীবন মৃত্যুর সমতুল্য। বেঁচে থাকাও তার জন্য মৃতপ্রায়।

[2:20] বিদ্যুতলোক যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বসময় ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *মানব সমাজে কিছু এরকম লোকও হয় যারা কোনও বস্তুর উজ্জ্বলতায় লালায়িত হয়ে তাকে পাবার আশায় নিজের পুরো শক্তি এবং সামর্থ্যকে দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে নিজের উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য শুধুমাত্র এই লক্ষ্যেই নিজেকে পরিচালনার প্রচেষ্ট করে। এক্ষেত্রে সমস্ত আদর্শ ও উপদেশ যা মানব সমাজকে প্রগতির দিকে নিয়ে যায় সব কিছুকে উপেক্ষা করে। এরা বস্তুর উজ্জ্বলতায় ঘুরতে ফিরতে পছন্দ করেন। উদ্দেশ্য পূর্তি না হলে বিভিন্ন রকম অভিযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।*

পরমেশ্বর চাইলে এই ধরনের মানুষদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ করে ধ্বংস করে দিতেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত অণু-পরমাণুতে উনি উপস্থিত।

সন্দেশ: এই ধরনের লোভী মানুষরা কিছু সময় যাবৎ নিজের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন, তারপর প্রাকৃতিক রূপে এদের সমাপ্তি ঘটে। সত্য এতটাই উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী যে পাপী আর হিংসায় প্রভাবিত মানুষকে কষ্ট প্রদান করে এই ধরনের মানুষ যখন নিজের বিচার ধারায় খুশি থাকেন তখন তাদের কোনও অভিযোগ থাকে না। কষ্টে উপনীত হলেও বিভিন্ন রকম অভিযোগ শুরু করে দেন, নিজের চরিত্রের অবলোকন বিন্দু মাত্র করেন না।

[2:21] হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রাকৃতিক সত্য এবং উপদেশ হল "ঈশ্বর এর প্রকৃতি এবং প্রাণীর সেবাই আল্লাহর প্রার্থনা"। আল্লাহ এবং ওনার প্রকৃতি সমস্ত তথ্যের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনহার। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এও উনি সবার প্রতিপালক অধিকর্তা ছিলেন এবং থাকবেন। প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, অহিংসা, শান্তি এবং শিক্ষার পথই ঐশ্বরিক পথ এবং মুক্তির পথ।*

সন্দেশ: সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রকৃতি মানুষের মস্তিষ্ক এবং বিবেক-এ কিছু বিশেষ চরিত্র প্রদান করেছেন এবং এবং চরিত্রাবলী সব যুগের মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। আল্লাহর প্রার্থনা অর্থাৎ মানব নিজের চরিত্রে সেই সমস্ত গুণাবলী ধারণ করুক যার দ্বারা মানব সমাজ, সভ্যতা এবং উত্তরসুরির উপকার সয় এবং এই তথ্যের সব থেকে সুন্দর আবেগ হল প্রেম, দয়া, মমতা, অনুকম্পা এবং শান্তি। (এই সমস্ত গুণাবলী প্রাকৃতিক)

[2:22] যে পরিত্রতা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ পৃথিবীকে গোলাকৃতি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষের উপলব্ধি পৃথিবী সমতলের মতো। যাতে মানুষ নিজের বিচরণ নিজে করতে পারে। প্রাণীদের জন্যে আকাশ (Ozone Layer) সৃষ্টি করেছেন যাতে সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীর সমতল অবধি না পৌঁছায়। ওই আকাশ থেকেই বৃষ্টি প্রদান করেছে যাতে ফসল ফলিয়ে মানুষ নিজের খাদ্য জোগাড় করতে পারে। যে মানুষ ঈশ্বরের এই সমস্ত প্রকৃতি জানার পরেও অবাধ্য হয়ে ঈশ্বরের আদেশ এবং আদর্শকে উপেক্ষা করেন তারাই শিরক করে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে খর্ব করে দেখেন আর অপমানিত করেন।*

সন্দেশ: জল বাষ্প হয়ে আকাশের মেঘ সৃষ্টি করে আর এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয় আবার সেই বৃষ্টির জলই বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। এই প্রাকৃতিক রূপান্তর দ্বারা ঈশ্বর মানুষের উপকার করে থাকেন। কিছু লোক আছেন যারা এই আয়েতের বিপক্ষে প্রশ্ন করে থাকেন, বলেন এই আয়েতে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। আয়েতে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়নি, বলা হয়েছে মানুষের জন্য পৃথিবী সমতল।

[2:23] এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লা প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছেন। মানুষের ক্ষমতা নেই ওই ধরনের কোনও কিছু সৃষ্টি করার। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি, বিনাশ, আবিষ্কার, প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া যা আল্লাহর আশীর্বাদে মানুষ প্রাপ্ত করেছে।

সন্দেশ: সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের অধিকার এবং ক্ষমতা কিছুই নেই সৃষ্টির ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলমানরা মনে করেন কোরান-এর আয়েত এর মতো আয়েত সৃষ্টি করা অসম্ভব কিন্তু আমি মনে করি আয়েতের অর্থ হল প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং সৃষ্টির নিয়ম। যদি আয়েতের অর্থ কিছু আরবি শব্দ হত তো নিশ্চিত রূপে মুসলমানরা বিতর-এর নমাজে "দোয়া কানুদে' পরেন যা কোরানে নেই। এছাড়া ওই সমস্ত ধর্ম পুস্তক যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে পূজনীয় সেই সমস্ত পুস্তকের শ্লোকগুলিকে বিচার করলে দেখা যাবে কারোর সাথে কারো বিস্তর তফাৎ নেই। দোয়া কানুদ একটি বৈদিক শ্লোক।

[2:24] আর যদি তা পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

ব্যাখ্যা: অশান্তির আগুন থেকে মানুষ তখনই বাঁচতে পারে যখন মানুষ পাপমুক্ত থাকে এবং সাথে সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা এই সমস্ত গুণাবলী থেকে মানব মস্তিষ্ক মুক্ত থাকলে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। এই আয়েত এ অশান্তিকে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার বিবেক পাথরের মতো তারাই এই আগুনের ইন্ধন। সেই কারণেই এই আয়েতে বলা হয়েছে "এই আগুনের ইন্ধন হবে পাথর এবং মানুষ" মানে যার বিবেক পাথরের মতো কঠিন।

[2:25] আর হে নবী (সাঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

ব্যাখ্যা: শান্তির জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সভ্য এবং পবিত্র মানুষের জীবন শান্তির স্বর্গে বিরাজমান থাকে যাতে পবিত্র ঠান্ডা জল এর মতো শীতলতা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহর লাভকারী আদর্শের দ্বারা এই ধরনের মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়। এরা পবিত্র এবং শান্তিকামী সাথী বন্ধু পায়। এবং কালচক্রে এই নিয়মেরই আধারে মানব সমাজ এবং সভ্যতার উন্নতি হয়েছে।

সন্দেশ: নারী ও পুরুষ একে-অপরের পরিপূরক এবং প্রকৃতিতে সব মানুষের অধিকার সমান

তাতে কোনও বিভেদ নেই। নারী, পুরুষ ও কিন্নর যে কেউ ভালো কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে পুরুষের কথা উল্লেখ থাকলেও নারী ও কিন্নরের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? প্রাকৃতিক নিয়মের আধারে বলা যেতে পারে "সভ্যপত্নী" শুধুমাত্র প্রতীক পবিত্র সাথীর যা মানুষের আশেপাশে থাকলে মানুষ সুখ শান্তি পায়। প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা এবং শান্তিকামী মানুষ পৃথিবীর যে কোনায় থাকুক না কেন তারা সবাই একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একে অপরের বন্ধু। কোরান শরীফ এই আয়েত দ্বারা স্পষ্ট করেছে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচারধারা এবং আদর্শগত ভাবে শুধুমাত্র দু-রকমই বিভাজন সম্ভব তা হল পাপ এবং পূণ্য আর পবিত্র আর অপবিত্র। কোরান শরীফের প্রত্যেক আয়েত সমস্ত কালচক্রে, সমস্ত মানব সভ্যতা এবং সমস্ত মানব প্রজাতির জন্য এক পরিপূর্ণ পুস্তক। এই আয়েতের প্রথম অংশে পুণ্য কর্মের কথা বলে প্রত্যেক মানুষকে চারিত্রিক শুদ্ধিকরণ এবং পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহের মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লক্ষ্যবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত ও উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লার মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্যে সব রকমের উদাহরণ রেখেছেন এবং তাতে কৃপণতা করেননি। সভ্য এবং ইমানদার মানুষ আল্লাহর প্রকৃতিকে গভীর ভাবে অনুভব ও অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু অপবিত্র মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃতিকে চিনতে পারেন না আর মিথ্যা প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে যান। পরমেশ্বর অবুঝ ও জেদি লোকদের পথভ্রষ্ট করেন এবং এরাই ফাসিক অর্থাৎ মিথ্যেবাদী এবং সভ্য মানুষদের পরমেশ্বর সঠিক পথ প্রদান করে সুখ শান্তির জীবন দান করে।*

সন্দেশ: অহংকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জেদি এবং মোহমায়ায় ডুবে থাকা মানুষ ঈশ্বরের এই প্রকৃতিকে চিনতে পারেন না। যদি পাপ না থাকত তবে মানুষ পুণ্য অর্জন করতে পারত না এবং মানবজীবন যন্ত্রের মতো হয়ে যেত।

[2:27] (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ এবং জ্ঞান কে অনুভব করার পরেও যারা তার বিনাশ আর বিরোধিতা করার চেষ্টা করে এবং মানব সমাজে প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং একতার উপদেশ মানে না এবং সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে এই ধরনের লোক নিজেদেরই ক্ষতি করে।*

সন্দেশ: মানবসমাজ এবং সভ্যতার রক্ষাকবজ হল অহিংশা, শান্তি এবং শিক্ষা।

[2:28] কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বর এর অধিকারে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত তথ্যই বিনাশের পর রূপ পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই পরমাণু (atom) দ্বারা নির্মিত এবং সংঘটিত। যখন ঈশ্বরের আদর্শ মানুষ পুরোপুরি উপলব্ধি করেন তখন মানুষের সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে অর্থাৎ আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন (অর্থাৎ তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করা)। প্রাণহীন পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রাণ সঞ্চার করেছেন, এরপর প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যু রেখে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করেন।*

সন্দেশ: মৃত্যুর পর মানব শরীরকে জ্বালানো হোক কিংবা কবর দেওয়া হোক, পরমাণু দিয়ে গঠিত মানব আবার পরমাণুতে পরিবর্তিত হয় এবং তার কি রূপান্তর হবে সেটা শুধুমাত্র প্রকৃতি জানেন। রূপান্তর সৃষ্টির নিয়ম এবং তা সময়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই আয়েতে মানবের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তুমি মৃত ছিলে এর অর্থ হল সভ্যতার প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে মানুষ জংলি-জীবন যাপন করত, তারপর সভ্যতার প্রকাশে মানব সমাজে জীবনদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে জ্ঞান এর প্রকাশ দিয়ে অজ্ঞনতাকে দূর করেছেন। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ এবং মানব সভ্যতার মাঝেও পরিবর্তনের নিয়ম উপস্থিত ছিল যা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিনাশ সৃষ্টির নিয়ম এবং প্রত্যেক বিনাশের পর নতুনের সৃষ্টি হয় আর একে রূপান্তর বলে, আর এই রূপান্তরকে মানুষের ভাষায় মৃত্যু বলা হয়।

[2:29] তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্তই। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরি করেছেন সাত আশমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহর শক্তি দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত বস্তুর রচনা হয়েছে আর পৃথিবীর ভূপৃষ্ট থেকে ওজন স্তর অবধি সাত ধরনের বায়ুস্তর রেখে আয়েতে সপ্ত আকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এই ভাবেই তিনি সপ্ত আকাশের রচনা করেছেন এবং পরমেশ্বর রহস্যময়।*

সন্দেশ: ভূপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্য অবধি বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন প্রকারের বায়ুস্তর এবং বায়ু দ্বারা মানুষকে সুরক্ষা এবং সুবিধা প্রদান করেছেন ও বৈজ্ঞানিকরা একে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। ১। ১ থেকে ৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত Troposphere, ২। ৩২ থেকে ৮০ কিলোমিটার Stratosphere, ৩। ৮০ থেকে ৬৪০ কিলোমিটার Ozonosphere, ৪। ৬৪০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার lonosphere, ৫। ১০০০ কিলোমিটার বা তার ওপরে Exsosphere। এই পাঁচ ভাগকে তাদের চারিত্রিক গুণ অনুযায়ী আরও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শেষ হয় সেখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তনের দ্বারাই ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে কোনও শক্তি নিয়ে আছড়ে পরে না, এবং এই নিয়মের আধারে বায়ুস্তরে গবেষণা করলে তাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। আজ মানুষ তার চরণ পৃথিবীর বাইরেও রেখেছেন। পরমেশ্বর এর ইচ্ছা অনুযায়ী ওনার কিছু রহস্য বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বরূপ মানুষ প্রাপ্ত করেছে।

[2:30] আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ

আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্ত্বাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে উত্তম মস্তিষ্ক প্রদান করে নিজের প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রদান করেছেন এর অর্থ হল মানুষের দ্বারাই মানুষের পাপ পূণ্যের ফল প্রদান করা এবং মানব সমাজের নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা মানব সমাজকে পাপ মুক্ত করেন। এই কারণেই মানুষ পরমেশ্বর এর প্রতিনিধি ও প্রাণীশ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল মানুষের বিবেকের সাথে ঈর্ষা ও লোভ যুক্ত করে আল্লাহ নিজের প্রতিনিধিত্ব কেন প্রদান করলেন? এই প্রশ্ন প্রকৃতির প্রতিটি কোণে কোণে বিরাজমান। আয়েতে ফরিস্তাদের প্রশ্ন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এই রহস্যময় তথ্য মানুষের জন্য অনাবিষ্কৃত এবং আল্লাহর এক্তিয়ার ভুক্ত। মানুষ প্রাণীশ্রেষ্ঠ এবং মানব জীবনের সাথে পাপ পূণ্য জুড়ে মানব জীবন বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।*

সন্দেশ: মানুষ কে পৃথিবীতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ বানিয়ে প্রকৃতি দ্বারা উন্নত জীবন দ্বারা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। আয়েতের বর্তমান অনুবাদ অনুযায়ী কিছু প্রশ্ন আছে যথা

১। ফরিস্তাদের প্রশ্ন করার অধিকারের কথা কোথা থেকে এল এবং কে দিল?

২। পৃথিবী সৃষ্টির আগেই কি মানুষের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল? বিজ্ঞান এর বিপরীত তথ্য প্রদান করে।

৩। আল্লাহ এবং ফরিস্তাদের মধ্যো যে কথোপকথন হয়েছিল তাতে কে কাকে বলেছে তা পরিস্কার নয় কেন? এবং এই কথোপকথন পৃথিবীর মানুষ অবধি পৌঁছোনোর কি উদ্দেশ্য?

৪। যখন আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন তবে কি আল্লাহ কি তাদের সাহায্যপ্রার্থী?

৫। আল্লাহর নির্ণয়ে ফরিস্তার বিরোধ প্রকাশ করা কি অবাধ্যতা নয়? ফরিস্তারাও কি আল্লাহার প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা রাখত? "ইচ্ছা" রাখাই কি ফরিস্তাদের চরিত্র?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একটাই তথ্যে প্রমাণিত হয় সেটা হল প্রত্যেক ক্রিয়া তার বিপরীত ক্রিয়া।

এই আয়েতে একটি বিশেষ মানব চরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। মানব সমাজে মানুষের দ্বারাই সমস্তরকম অপবিত্র কার্য সংঘটিত হয়, আর নিজেদের মধ্যেই লড়াই এর সৃষ্টি করে কখনও সম্প্রদায়ের নামে কখনও রং-রূপের আধারে কখনও বিচার ধারার আধারে নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে মরে, তা কেন? ফারিস্তেদের প্রশ্ন এক রহস্যের সূচনা করে যা আল্লাহ জানেন কিন্তু ফারিস্তারা জানে না এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে এই রহস্যময় তথ্য আমি উন্মোচন করছি—

সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম হল সব তথ্যের বিপরীত তথ্য। অশান্তি না থাকলে মানুষ শান্তির অনুভব করতে পারত না, এবং আল্লাহ মানুষের দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া সংঘটিত করেন, অশান্তিরও সৃষ্টি করেন অতঃপর শান্তি স্থাপন করেন যাতে মানব জীবন বৈচিত্র্যময় হয়। এই তথ্যের আধারে অপবিত্রতার (শয়তান) সৃষ্টিও আল্লাহর ইচ্ছা প্রসূত।

[2:31] আর আল্লাহ তাআলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, *আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।*

ব্যাখ্যা: *প্রাণীর ভিত্তি হল "আদাম" এবং এই মানুষকে সমস্ত রকম জ্ঞান (কালমা) প্রদান করেন যাতে মানব জীবন সরল হয় আর এই জ্ঞান এর পুষ্টিকরণের জন্য যুগ যুগ ধরে মানব মস্তিষ্কের বিকাশ করা হয়েছে এবং এটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক।*

সন্দেশ: ফারিস্তা প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় বস্তুকে চিহ্নিত করে, মানবের সুবিধার জন্যে। "আদম" সমস্ত প্রাণীর ভিত্তি এবং মানুষ প্রাণীশ্রেষ্ঠ যাকে উত্তম মস্তিষ্ক প্রদান করে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়েছে। সময়ে সময়ে মানুষকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদান করে নিজের কিছু রহস্যময় তথ্য মানুষের কাছে উন্মোচন করেছেন, এই তথ্যই এই আয়েতে উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে "বস্তুর নাম শেখানো হয়েছে"।

[2:32] তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোনও কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।

ব্যাখ্যা: *মানুষকে প্রদান করা জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক রূপান্তরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান। মানুষ নিজের জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করে যদি প্রকৃতির প্রত্যেকটি তথ্যকে যদি এক একজন ফরিস্তার নাম প্রদান করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষ ও ফারিস্তার সৃষ্টি একই তত্ত্ব থেকে এবং এই ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এক অদৃশ্য শক্তি তথা আল্লাহ।*

সন্দেশ: আল্লাহর ঐশ্বরিক শক্তি প্রকৃতির সমস্ত নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সৃষ্টির প্রতিটি নিয়ম এক একটি ফারিস্তাকে চিহ্নিত করে। সমস্ত ফারিস্তা তথা সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং তথ্য আল্লাহর শক্তি দ্বারা জন্ম নেয় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়। এই আয়েতে ফারিস্তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে পবিত্র ঘোষণা করেছে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রকৃতির সমস্ত তথ্য পবিত্র এমনকি অপবিত্রতা শব্দটিও।

[2:33] তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও জমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো, আর যা তোমরাগোপন কর!

ব্যাখ্যা: *আল্লাহতালাহ মানুষকে প্রকৃতির কিছু বস্তু এবং তথ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন। এছাড়া আরও অনেক প্রাকৃতিক তথ্য আছে যা মানুষের কাছে অনাবিষ্কৃত। মানুষ যখন প্রাকৃতিক কিছু তথ্যের আবিষ্কার করল তখন তারা জানতে পারল পৃথিবী এবং আকাশ মানে মহাশূন্যের মালিক আল্লাহ এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া পক্রিয়াও আল্লাহর অধিকার ভুক্ত। মানুষ প্রকৃতির কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে সময় চক্রের সাথে সাথে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর নিজের রহস্যময় অস্তিত্বের কিছু অংশই মানবের কাছে উন্মোচন করেছেন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পারমাণবিক শক্তির তত্ত্ব, অনু পরমাণুর গঠনশৈলী এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং ঐশ্বরিক কণা।

[2:34] এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিস ব্যতীত সবাই শিজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে সমস্ত প্রাকৃতিক তথ্যই মানুষের ব্যাবহারের জন্য এবং তার জীবন ধারা সহজ করার জন্য রাখা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে প্রাকৃতিক সমস্ত তথ্যই এক একজন দেবদূত এবং তাদের দ্বারা মানুষকে প্রণাম জানানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যেই অপ্রাকৃতিক দেবদূত (শয়তান) যে মানুষের সেবা করতে অস্বীকার করে (ইবলিশ) যে মানুষের মস্তিষ্কে এবং বিবেকে উপস্থিত থেকে মানুষকে অপবিত্র কাজে উৎসাহিত করে।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে প্রত্যেক দেবদূত আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আদমকে প্রণাম (সেজদা) নিবেদন করেছিল। প্রশ্ন হল ইসলামিক রীতি অনুযায়ী আল্লাহ নিজেকে ব্যাতিত অন্য কোনও অস্তিত্বের সেজদা পছন্দ করেন না তবে কেন দেবদূত দ্বারা মানুষকে প্রণাম নিবেদন (সাজদা) করালেন কি উদ্দেশ্যে এবং এর মূল লক্ষ্য কী?— মানুষের ভেতরে ঐশ্বরিক জ্যোতির উপস্থিতি (জ্ঞান ও বিবেক) থাকার দরুন আল্লাহ পরোক্ষ ভাবে নিজের জ্যোতিকে প্রণাম করিয়েছেন। যখন দেবদূতরা মানুষের সেবায় নিযুক্ত হতে পারে এবং এই তথ্যকে কোরান শরীফে উল্লেখ করে আল্লাহ তালা মানুষকে বার্তা দিয়েছেন প্রাণী সেবাই হল পরমেশ্বরের প্রার্থনার সবথেকে উত্তম পদ্ধতি। ইবলিশ নামের দূত যাকে শয়তান আক্ষ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যে অহংকারে অন্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করেছেন সেই কারণেই ইবলিশকে হৃদয়হীন বা অধার্মিক বলা হয়েছে। মানুষের অন্তরাত্মার সাথে অপবিত্র ইবলিশকে জুড়ে দিয়ে প্রকৃতি মানব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করেছেন। মানুষের অপবিত্র বিবেক সর্বদা মানুষকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা এবং পাপ কার্যে উৎসাহিত করে থাকে এবং মানুষের সুখ-শান্তি ভঙ্গ করে। কোরানের এই আয়েত দ্বারা কাফেরের (অধার্মিক) প্রধান দুটি চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় এক হল 'অহংকার', দুই হল 'আল্লাহর আদেশের অবমাননা' অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক নিয়মের অবমাননা'। এই আয়েতটি রহস্যময়ই আর এটিকে গভীর রূপে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় কে শয়তান, ফরিস্তে কারা এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কী আদেশ?

[2:35] এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর মানুষের অস্তিত্বকে অর্থাৎ আদম এবং হাউয়াকে সুখ শান্তির স্বর্গে অধিষ্ঠিত হবার আদেশ প্রদান করেছিল। (অনন্ত সুখ এবং শান্তির সাথে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনই হল স্বর্গপ্রাপ্তি)। এই অবস্থার সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। আত্মার শরীর হয় না এবং খাবার ও প্রয়োজন হয় না, অপবিত্র এবং পাপী বিবেকের স্পর্শে যাবার অনুমতি ছিল না। যাতে মানব শান্তির জীবন প্রাপ্ত করেন এবং অত্যাচারী না হন।*

সন্দেশ: এই আয়েতে বিশেষ এক গাছের উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার সংস্পর্শে না যাবার আদেশ প্রদান করা হয়েছে এই বৃক্ষ হল মানুষের সমস্ত পাপ চরিত্রের প্রতীক এবং মানুষের বিবেক যত পাপ কর্মে লিপ্ত হবে ঠিক ততই তার শান্তি বিঘ্নিত হবে। মৃত্যুর পর মানব শরীরের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, আর খাদ্য মানুষের শারীরিক প্রয়োজন। যখন শরীরই থাকবে না তখন খাদ্যের কথা কি উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অপবিত্র বৃক্ষকে কোথাও ধর্ম পুস্তক গুলিতে কোথাও আপেল এবং কোথাও গমের বৃক্ষ রূপে

বর্ণনা করা হয়েছে? কোরানে উল্লেখ আছে মানব শরীর মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকায় যে সমস্ত উপাদান রয়েছে সে সমস্ত উপাদান মানব শরীরে পাওয়া যায় এর থেকে প্রমাণিত হয় মানব শরীর পৃথিবীতেই জন্মায় এবং পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে তার মৃত্যু হয়। মানব মস্তিষ্কের প্রয়োজনাতিরিক্ত মোহ, মায়া, ঈর্ষা, অহংকার এবং লোভ মানুষের সুখ শান্তিকে কেড়ে নেয়। যে কারণে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয় তাকে কোরানে শয়তান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

[2:36] অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্থলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।

ব্যাখ্যা: *শয়তান অর্থাৎ অপবিত্র চিন্তা ধারা মানুষকে ভ্রমিত করে মানুষের অস্তিত্বে প্রবেশ করে, এবং প্রাকৃতিক আদর্শ তথা অহিংসা, সুখ, শান্তি, মানবতা, প্রেম এবং শিক্ষার আদর্শকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেন অর্থাৎ "ঈশ্বর মানুষের সমস্ত সুখ শান্তিকে কেড়ে নিয়ে স্বর্গ থেকে বহিস্কার করেছেন।" অপবিত্র বিবেক মানুষের শত্রু রূপে বর্ণনা করেছেন আর মানুষকে কিছু সময় জন্যে পৃথিবীতে থাকার এবং প্রাকৃতিক সুখ এবং শান্তিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন।*

সন্দেশ: মানব জীবনে সুখের সাথে দুঃখ জুড়ে পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের জীবনকে বৈচিত্র্যময় করেছেন অর্থাৎ মানুষের জীবনে একাকীত্বের অবকাশ রাখেননি এবং পাপী অপবিত্র মানুষদের জীবনে অশান্তি প্রদান করে কষ্টর জীবন দান করেছেন সেই কারণে আয়েতে সুখ এবং দুঃখকে একে অপরের শত্রু বলা হয়েছে। পবিত্র বিবেক এবং অপবিত্র বিবেক একে অপরের শত্রু, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী কিছু সময়ের জন্য নির্ধারিত এবং তাদের খাদ্য অভ্যাস ও আলাদা আলাদা। এর সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর পছন্দ এবং অভ্যাস আলাদা আলাদা এটি একটি রহস্যময় বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। সূর্য থেকে নির্গত হওয়া গ্যাস ক্রমাগত ঠান্ডা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, প্রাণীর সৃষ্টি হবার পূর্বে জল সৃষ্টি হয়েছে। জল সমস্ত প্রাণীর জীবন, জল ছাড়া কোনও প্রাণ বাঁচতে পারে না। 2:1 অনুপাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিত হয়ে জল সৃষ্টি হয়। যদি মনে করা হয় হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পৌরাণিক নাম আদম আর হাউয়া তবে প্রমাণ হয় আদম আর হাউয়ার মিলনে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী হয়ত এই কারণেই কোরান এ "একে অপরের শত্রু" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রূপ পরিবর্তন সৃষ্টির নিয়ম আর তা কালচক্রে সংগঠিত হয়। এই আয়েতে "একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি তার ঠিকানা" বলে রূপ পরিবর্তনের তথ্যকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

[2:37] অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভাবে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহ সুখ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করার সমস্ত তথ্য প্রদান করেছেন শারীরিক ও মানসিক ভাবে এবং এই ভাবেই আল্লাহ মানুষকে অশান্তি থেকে মুক্তি দেন অর্থাৎ মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা মেনে নেন। আল্লাহ পরম দয়ালু এবং ক্ষমা প্রদানকারী।*

সন্দেশ: দেবদূতেরা পবিত্র আল্লাহর আদেশ অনুসারে মানুষের অস্তিত্বের কাছে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন কারণ মানুষের ভেতরে পবিত্র ঐশ্বরিক জ্যোতির উপস্থিতি। অপবিত্র শক্তি (ইবলিশ) যা সর্বদা মানবকে অহংকার করতে শেখায় এবং সাথে সাথে পরমেশ্বর এর আদেশকে উল্লঙ্ঘন করতেও শেখায়। হৃদয়হীন পাপী মানুষকে শয়তান রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এই আয়েতের ওপর কিছু প্রশ্ন আছে যা তথ্যের আধারে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন—

স্বর্গে শয়তানের উপস্থিতি, **২।** স্বর্গ থেকে মানুষকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, **৩।** স্বর্গীয় মৃত্তিকা দ্বারা মানুষের সৃষ্টি।

বর্তমান কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়েতের উপরে অনেক প্রশ্নের উৎপত্তি হয় যথা—

১। অপবিত্র বৃক্ষ স্বর্গে কি করে উপস্থিত থাকতে পারে? অপবিত্রতা কি স্বর্গীয় অস্তিত্ব? পরমেশ্বর আল্লাহ আদেশের উল্লঙ্ঘন এবং অবমাননা এবং আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে অহংকার প্রদর্শন করা যে কারণে ইবলিশকে স্বর্গ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। তার পরেও স্বর্গে শয়তানের উপস্থিতি কোথা থেকে এল? এই শয়তানি বৃক্ষকে কোথাও গম কোথাও আপেলের বৃক্ষ বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআনে শুধুমাত্র গাছ বলা হয়েছে আসলে সেটা কি? এই আয়াতে একে অপরের শত্রু অর্থাৎ কে কার শত্রু?

২। আয়েত অনুসারে পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আদম কিছু "কলমা" (শ্লোক) শিখেছিলেন সেটা কি?

প্রশ্নের আধারে বর্তমান ব্যাখ্যাগুলি যা আজকের দিনে মুসলমান সমাজে ব্যাপক ভাবে পড়া হয় আমার মনে হয় তা পুরোপুরি অন্ধ বিশ্বাসের ওপর আধারিত। ইসলাম ও রসুল হজরত মহম্মদ এর আদর্শ অনুযায়ী অন্ধ বিশ্বাস যার কোনও যৌক্তিকতা নেই তা মহাপাপ (শির্ক)। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদম এবং হাউয়াকে স্বর্গে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে স্পষ্টরূপে প্রাণীসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কোরআনের এই আয়েত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় মানব শরীরের সৃষ্টি এই পৃথিবীতেই এবং এর ভিত্তি হল জল।

লক্ষ্য লক্ষ্য বছর আগে সূর্য থেকে নির্গত বায়ুপিন্ড শীতল হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং পৃথিবীর বায়বীয় অস্তিত্ব পরবর্তী কালে জলের সৃষ্টি করে (H_2O) পরবর্তীকালে এই জল থেকেই সৃষ্টি হয় এককোষী প্রাণীর। বহু বছর অতিক্রম করার পর বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে মানব শরীরের সৃষ্টি হয় তথা এই তথ্যই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টির ইতিকথা। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে আদম আর হাউয়া বলা হয়েছে, অপবিত্র অস্তিত্বকে ইবলিশের নাম প্রদান করা হয়েছে। এবং এই সমস্ত অস্তিত্বই প্রত্যেক মানুষকে একক এবং অভিন্ন অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। সৃষ্টিতে মানুষই শক্তিশালী ও চিন্তাশীল এবং উত্তম মস্তিষ্কের অধিকারী এবং তা পুরোপুরি প্রকৃতির দান। এই আয়েতে কিছু 'কলমা" শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান ইসলামিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই কলমা হল আদমকে হজরত মহম্মদের নামে জপ করতে শেখানো হয়েছিল। যার দ্বারা আদমকে ক্ষমা করা হয়েছিল। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে হজরত মহম্মদ এর নাম আদম আকাশে দেখতে পেয়েছিল। শয়তানি বৃক্ষের ফল খাওয়ার দরুন যে পাপ আদম করেছিল তার থেকে হজরত মহম্মদ এর "কলমা" পরে আদম মুক্তি প্রাপ্ত হয় এটাই ইসলামিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ রূপে কোরান শরীফ এবং আল্লাহর আদর্শ বিরুদ্ধ। প্রকৃতি এবং কোরান শরীফের আদর্শ

অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে নিজেকেই তার নিজের কর্মফল ভোগ করতে হয়। এবং প্রত্যেক অবতার শুধুমাত্র ঈশ্বর এর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন এবং ঈশ্বরের আদেশ ও আদর্শই তাদের কাছে একমাত্র উপাস্য। এই তথ্য অনুযায়ী ঈশ্বর প্রদত্ত শিক্ষা ও জ্ঞান সমস্ত রসুল মারফত মানব সমাজে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো কলমা শিক্ষা। এবং মানুষকে সহজ সরল রাস্তায় পরিচালনা করা এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। পাপপুণ্যের কর্মফল মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির ওপর নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং এই নিয়ম শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে মুখস্থ কিছু কলমা পড়লে বদলে যায় না। সমস্ত অবতারগণ এবং কোরানের আদেশ শুধুমাত্র পরমেশ্বরের কাছেই প্রার্থনা নিবেদন করা।

[2:38] আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনও হেদায়েত পৌঁছোয়, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনও ভয় আসবে, না (কোনও কারণে) সে চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের লজ্জার কারণ হলো পাপ। মানুষের বিবেক যখন মানুষকে অপবিত্র ও পাপ কাজে পরিচালিত করে তখন এই ধরনের মানুষকে মানবসমাজে অপমানিত এবং অসম্মানিত হতে হয় এবং এ জীবন চরম অশান্তিময় যা শান্তির স্বর্গ থেকে বহু দূর। পাপীর কর্মকাণ্ড সমাজে প্রকাশিত হবার অর্থ হলো সেই ব্যক্তির লজ্জাজনক উন্মোচন। এই আয়েত অনুযায়ী পবিত্র মানবদের লজ্জার বস্তু উন্মোচনের ভয় থাকে না এবং থাকে না কোনও অনুতাপ।*

সন্দেশ: "কলমা" হলো সত্যের বহিঃপ্রকাশ যা প্রত্যেক মানুষকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা উচিত আর প্রাকৃতিক সত্য হলো প্রেম, শিক্ষা, শান্তি এবং অহিংসা-এর আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করাই হল কলমা যা আয়েত নং ৩৭-এ বলা হয়েছে এবং তা দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আয়েত নং ৩৮-এ। কোরান শরিফ মানুষের সুখময় ও শান্তিময় জীবনের পথপ্রদর্শক। এবং শিক্ষাকে কোরানে আল্লাহর পরেই স্থান দিয়েছেন; সর্বাধিক উচ্চারিত শব্দ হল "আল্লাহ" এবং তার পরেই বলা হয়েছে "ইল্ম"। এই শব্দের অর্থ হল শিক্ষা যা পুরো কোরান শরিফে ৮০০ বার উল্লেখিত হয়েছে।

[2:39] আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শগত উপদেশ যা পুস্তক রূপে মানুষের কাছে বর্তমান তার উপেক্ষা এবং উল্লঙ্ঘন করে তার অশান্তির নরকে জীবন যাপন করেন এবং সর্বদা অশান্তির জীবন অতিবাহিত করেন যতক্ষণ না সত্যের উপলব্ধি হয়।*

সন্দেশ: অবমাননাকারীকে আরবি ভাষায় "কাফের" বলা হয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ী একে অপরকে কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে। ইসলামেও প্রায় ২০০-এর কাছাকাছি সম্প্রদায় আছে এবং ছোটো ছোটো আদর্শগত কারণে একে অপরকে কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে এবং নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আদর্শের বৈচিত্র্যকে কখনও কাফের আখ্যা দেওয়া যায় না যতক্ষণ না ওই আদর্শ সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে। হিংসা, ঘৃণা, ঈর্ষা এই সমস্ত মানব চরিত্রই প্রাকৃতিক আদর্শের উল্লঙ্ঘন করে থাকে। এই সমস্ত চরিত্র যে মানুষের ভেতরে বর্তমান তারাই হৃদয়হীন হয় এবং ধর্মপুস্তক অনুযায়ী হৃদয়হীন মানুষকেই কাফের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির

সমস্ত নিয়মই সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিয়ম অনুসারে চলে। মানব বর্ণিত অনেক তথ্যই আছে যা কালচক্রে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণেই নিজেকে সর্বদা ঠিক ও অপরকে ভুল প্রমাণের লক্ষ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাও প্রকৃতির আদর্শবিরুদ্ধ। মানবধর্ম হল প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, শান্তি, শিক্ষা এবং মানবকল্যাণ এবং হজরত মহম্মদ এই ঐশ্বরিক আদর্শের প্রতিনিধি।

[2:40] হে বণী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ করো আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ করো আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞ, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় করো আমাকেই।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েল সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততিদের সম্বোধিত করে বলা হয়েছে আল্লাহ তালার তরফ থেকে যে প্রাকৃতিক আশীর্বাদ তাঁরা পেয়েছেন তা যেন তাঁরা স্মরণ করেন এবং তাঁর উপদেশকে পুরোপুরি গ্রহণ করে শান্তির জীবন অতিবাহিত করেন এবং শান্তির জীবন ঈশ্বর প্রদত্ত পুরস্কার। মানুষ আল্লাহর সাথে প্রেম শিক্ষা মানবতা অহিংসা এবং শান্তির আদর্শ দ্বারা আবদ্ধ এবং বন্দিত।*

সন্দেশ: প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঘৃণা, অহংকার এবং ঈর্ষা ত্যাগের দ্বারাই মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে। মানুষের শান্তির জীবন ও সুশৃঙ্খলিত অন্তরাত্মা ও বিবেকই পরমেশ্বর আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার।

[2:41] আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিয়ো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচো।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে নিজ নিজ ধর্মপুস্তক বর্তমান এবং নিশ্চিত রূপে প্রত্যেক ধর্মপুস্তকই সৃষ্টির আদর্শগত নিয়মে দ্বারা সৃষ্ট এবং যা ঐশ্বরিক সত্য। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মপুস্তক ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ধর্মপুস্তককে সম্মান করুক তাতেই শান্তি আর পরমেশ্বর আল্লাহ ওঁনার হিংসা, বিবাদ যাঁরা করেন তাঁদের পছন্দ করেন না। আল্লাহর প্রেরিত আদর্শকে সম্মান জানিয়ে ওঁনার প্রদত্ত কর্মফলকে ভয় পেয়ে ওঁনার প্রার্থনাই সঠিক পথ, এই পথকে যারা বিঘ্নিত করে এবং লাভবান হবার প্রচেষ্টা করে তারা কোনদিন সুখশান্তির অধিকারী হতে পারে না।*

সন্দেশ: মানবসমাজ এবং মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানবের যা প্রাপ্তি হয় তার ওপর বিশ্বাস করা মানুষের কর্তব্য অর্থাৎ যা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস রাখা আর সময়চক্রের সাথে যে সত্য উন্মোচিত হয়েছে তা অস্বীকার করা মহাপাপ (কুফ্রিয়ত)। সত্যকে গোপন করে মানুষকে ভ্রমিত করাও মহাপাপ। ঐশ্বরিক সত্য আলাদা আলাদা ধর্মপুস্তকে আলাদা আলাদা স্থানে আলাদা আলাদা ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ঐশ্বরিক সত্যের কোনও পরিবর্তিত রূপ নেই। মানুষ নিজের অবিচার এবং নির্বুদ্ধিতার বশে ঐশ্বরিক সত্যকে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের বিফল প্রয়াস মানবসমাজকে সত্যচ্যুত করতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে ঐশ্বরিক সত্য অপরিবর্তিত এবং পবিত্র মানুষ ঐশ্বরিক সত্য ব্যাখ্যা করে তার প্রতিদানের

আশা করে না। আয়েতে বলা হয়েছে "আয়েতের প্রতিদান সামান্য মূল্যের বিনিময়ে" এর অর্থ হল অর্থের বিনিময়ে ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শকে যেন বিকৃত না করা হয়। ঐশ্বরিক সত্য ও আদর্শের সাথে কুসংস্কার জুড়ে দেওয়া মহাপাপ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যৌক্তিকতার আধারে কোরানে প্রতিটি আয়েত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যা অনুভব করা মানবকর্তব্য।

[2:42] তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিয়ো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন কোরো না।

ব্যাখ্যা: *সত্যের প্রকাশ এতটাই উজ্জ্বল যা কোনও বাধারই সম্মুখীন হয় না। পাপচক্রে লাখ বিরোধিতা এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সত্যের প্রকাশ সৃষ্টির অণু পরমাণুতে প্রকাশিত এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সত্য ও অসত্য একে অপরের বিপরীত এবং এদেরকে মেলানোর চেষ্টা সব সময় বিফলে যায়।*

সন্দেশ: সত্য কখনও অসত্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অসত্যের অন্ধকারে সত্যের উজ্জ্বলতাকে কালিমালিপ্ত করা যায় না। সব চক্রান্তই সত্যের উজ্জ্বলতার কাছে বিফল হয়। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ঐশ্বরিক সত্যের নিয়মকে প্রভাবিত করতে পারে না। মানবসভ্যতা বিকাশের কারণ হল যুগ যুগ ধরে সত্যের উজ্জ্বল বিকাশ এবং তার প্রভাব। অন্ধবিশ্বাসে ডুবে যারা কোরানের আদর্শকে বুঝতে চায় না, সোজা কথায় যারা বলে কোরানকে না বুঝে আরবি ভাষাতেই পড়া পুণ্যের কাজ এই আয়েত দ্বারা তা একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

[2:43] **ব্যাখ্যা:** *মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রাকৃতিক আদর্শকে পুরোপুরি নিজের জীবন এবং অন্তরাত্মা দিয়েগ্রহণ করুক এবং সত্যের পথে পরিচালিত হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক অর্থাৎ নামাজ পড়ুক এবং নিজেকে পরমেশ্বরের আদর্শের সামনে পুরোপুরি ঝুঁকিয়ে রকু করুক।*

সন্দেশ: নামাজের সংকল্প হলও মানবসমাজে অহিংসা, প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং যা প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং শুধুমাত্র এই কারণেই কোরান শরিফে নামাজের বিশেষ কোনও পদ্ধতির উল্লেখ নেই। সুরা-আলেজ আয়েত সংখ্যা ৬৭-তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে পরমেশ্বর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে বিভিন্ন প্রার্থনা পদ্ধতি নিযুক্ত করেছেন এবং এই আদর্শে বিবাদের কোনও অবকাশ নেই। আলাদা আলাদা ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্যে পরমেশ্বরে এই সিদ্ধান্ত। এই আয়েতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের আদেশ এবং আদর্শের সামনে মাথা নত (রকু) করা মানুষের কর্তব্য। এর সাথে অপবিত্র কামনা বাসনা ত্যাগ করাও মানুষের কর্তব্য।

[2:44] তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিভাবে পাঠ করো? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?

ব্যাখ্যা: *নিজের অপবিত্রতাকে উপেক্ষা করে অপরের পবিত্রতাকে উপহাস করা এবং সাথে সাথে পবিত্রতার উপদেশ প্রদান করা এবং সত্যকে উপলব্ধি করার পরও অবুঝ হবার অভিনয় করে থাকে।*

সন্দেশ: দুষ্কৃতী মানুষ নিজের পাপকে গোপন করার জন্য অন্যকে পবিত্রতার উপদেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরনের মানুষের বিবেক ভালো ভাবেই জানে যে পাপের কর্মফল কী

হয়? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ঠিক এই কাজটাই করে এসেছে। বেদ, গীতাএর আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে লুকিয়ে রেখে মানুষকে কুসংস্কারের দিকে প্রেরিত করত। শুধুমাত্র নিজের সুবিধাকল্পে এবং সাথে সাথে সমাজে অস্পৃশ্যতার ঘৃণ্য বীজ বপন করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

[2:45] ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাজের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদেশ এবং আদর্শই আশীর্বাদস্বরূপ মানবজীবনে সুখশান্তি আনতে পারে। মানুষের জীবনে শান্তি এবং ধৈর্যকে দৃঢ় করে শুধুমাত্র পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস মানব মস্তিষ্কে হিংসা, লোভ, ঘৃণা, অহংকার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, ফলস্বরূপ মানুষ নিজের অবস্থানে খুশি থাকে, মৃত্যুও তাদেরকে ভীত করতে পারে না, এই ধরনের মানুষরাই ধৈর্যবান।*

[2:46] যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং অস্তিত্বকে যে মানুষ পুরোপুরি অনুভব করতে পারে তার ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে মিলন ঘটে। মৃত্যুর পর মানবশরীর প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায় এবং আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতির কোলে মানুষ ফিরে যায়।*

[2:47] হে বণী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ করো আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ করো) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর।

ব্যাখ্যা: *ইজরাইল সম্প্রদায়কে আদেশ করা হয়েছে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে মনে করে মানব সমাজে অত্যাচার না করতে। আল্লাহর আশীর্বাদেই ইজরাইল সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠতার সম্মান লাভ করেছে এবং এই সম্প্রদায়কে মানবসভ্যতার প্রগতির ইন্ধন বানানো হয়েছে। এই আশীর্বাদের কথা মাথায় রেখে অহংকার না করে মানবকল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করা ইজরাইল সম্প্রদায়ের কর্তব্য।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর বাণী কখনও মিথ্যে হয় না। বর্তমান সমাজেও ইয়াকুবের বংশধর অর্থাৎ খ্রিস্টানরা পৃথিবীতে রাজত্ব করছে এবং তা সর্বজনবিদিত, একই কথা "বাইবেল" (ইঞ্জিল) উল্লেখ আছে। এই আদেশ মেনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উচিত অহংকার না করে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে নিজেদের নিযুক্ত রাখা।

[2:48] আর সে দিনের ভয় করো, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনও সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোনওরকম সাহায্যও পাবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক মানুষ নিজের নিজের কর্মফলে উত্তরদায়ী। কেউ কারোর দুঃখ বা খুশি উপলব্ধি করতে পারে না, শুধুমাত্র সম্মিলিত হওয়া ছাড়া এবং এটা পুরোপুরি এক প্রাকৃতিক অনুভব এবং সত্য। আর এক্ষেত্রে কোনওরকম সুপারিশ প্রযোজ্য নয়।*

[2:49] আর (স্মরণ করো) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নিকৃষ্টতম যন্ত্রণা এবং অশান্তির (ফেরাউন) থেকেও পরিত্রাণ করেন। যখন পৃথিবীতে পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

সন্দেশ: যুগ যুগ ধরে মানবসমাজে পাপ এবং পাপের অস্তিত্ব বৃদ্ধি পেলে পরমেশ্বর অবতার অবতীর্ণ করে পাপপুণ্যের অনুপাতকে সন্তুলিত করেন এবং মানবকে সংকটমুক্ত করেন। মিশর দেশের রাজা ছিলেন "ফেরাউন" যে নিজেকে ঈশ্বর মনে করতেন এবং লোকের ওপর অত্যাচার চালাতেন। ঈশ্বর মুসা নামের অবতারকে অবতীর্ণ করে মানুষকে রাজা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফেরাউনকে নাশ করেছিলেন। এই ঘটনাটি হুবহু পৌরাণিক ঘটনা কৃষ্ণ এবং কংসের ঘটনার প্রতিচ্ছবি। কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আর মুসার জন্মবৃত্তান্ত পুরোপুরি মিলে যায় আমার মনে হয় যাকে মিশর দেশে মুসা বলা হয়েছে সেই ভারতবর্ষে কৃষ্ণ রূপে পরিচিত হয়েছে।

[2:50] আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে।

ব্যাখ্যা: *পাহাড়প্রমাণ উঁচু এবং সমুদ্রসম গভীর পাপ এবং পাপীদের বিনষ্ট করে পরমেশ্বর আল্লাহ সমাজে সভ্যতা এবং পবিত্রতা দ্বারা মানব এবং মানবসমাজের সুরক্ষা এবং মুক্তি প্রদান করেন যখন পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। রাজা ফেরাউনের অত্যাচার সীমা পার করে গেছিল। পরমেশ্বর আল্লাহ মুসা নামক অবতার অবতীর্ণ করে মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এটি একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ।*

সন্দেশ: পাপপুণ্যের অনুপাতকে সংকলিত করার জন্যে পৃথিবীতে অবতারগণ জন্ম নেন ঐশ্বরিক অস্তিত্ব নিয়ে।

[2:51] আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা ৪০ রাত্রি ধ্যানযোগে সত্যের অনুসন্ধান করার পর যখন নিজের সমাজকে পরিলক্ষণ করলেন তখন উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সমাজ কু-সংস্কারে ডুবে গেছে এবং অত্যাচারিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।*

সন্দেশ: কুসংস্কারও এক ধরনের সামাজিক অত্যাচার।

[2:52] তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই এবং সেই কারণেই উনি সর্বদা মানুষকে ক্ষমা করে আসছেন। যখন সব কিছুই ওঁর অথবা ওঁর মধ্যেই সব কিছু অথবা উনি নিজেই সব কিছু এবং সর্বদা উনি মানুষকে সত্যের পথই প্রদর্শন করেছেন এবং উনি অনন্ত সেই কারণেই বলা যেতে পারে মানুষ প্রার্থনা করেন শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্যকল্পে। পরমেশ্বর আল্লাহর কাছে এর কোনও আবশ্যকতা*

নেই। মানুষের ভুল এবং মূর্খতা কখনও না কখনও তার নিজেরই উপলব্ধি হয় এটাই তার জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমা। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ নিজেরই ক্ষতিসাধন করে এবং নিজেই অত্যাচারিত হয়ে থাকে।

[2:53] আর (স্মরণ করো) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পারো।

ব্যাখ্যা: *মুসার দ্বারা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া পরমেশ্বর আল্লাহর একটি ঐতিহাসিক আশ্চর্য ছিল। ফেরাউনের মতো শক্তিশালী রাজার থেকে মুক্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরের শক্তিশালী আদর্শ দ্বারাই সম্ভব ছিল এবং ওই আদর্শকে মানুষের মধ্যে প্রচার করে মুসা এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। এই আশ্চর্য ঘটনা দ্বারা সমাজকে অত্যাচারমুক্ত করা হয়েছিল।*

সন্দেশ: এই আয়েতে মুসা দ্বারা প্রদত্ত উপদেশাবলি "ফুরকান" নাম দেওয়া হয়েছিল এবং কোরান শরিফকেও কখনও কখনও ফুরকান বলা হয়। এর মানে হল যে ঐশ্বরিক আদর্শ ফুরকান দ্বারা বর্ণিত সেটাই কোরান শরিফে বর্ণিত। অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রাকৃতিক ভাবে মুসা উপলব্ধি করেছিলেন সেই জ্ঞানই "হজরত মহম্মদ" প্রাকৃতিক রূপে প্রাপ্ত করেছিলেন। কিছু লোক বলে যে মুসার মৃত্যুর পর তার গ্রন্থকে বদলে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শব্দ বদলালেও ঐশ্বরিক সত্য কোনও দিন বদলানো যায় না যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে আর ঐশ্বরিক সত্য হল প্রেম, মানবতা, অহিংসা, সভ্যতার আদর্শ মেনে চলাই যুগ যগ ধরে মানবকর্তব্য ছিল— আছে এবং থাকবে।

[2:54] আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা করো স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।

ব্যাখ্যা: *যখন মুসা নিজের সগোত্রীয় লোকেদের বলেছিলেন তাঁরা কুসংস্কারে ডুবে নিজেদের উপরই অন্যায় করছেন এবং গোছানাকে সৃষ্টিকর্তা রূপে পুজা করে নিজের মধ্যে উপস্থিত ঐশ্বরিক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করছেন এবং এও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সত্যের প্রকাশ দ্বারা পরমেশ্বর কুসংস্কারকে মিটিয়ে দেন আর প্রকৃতি সর্বদাই মানবের উপরে দয়াবান (এই আয়েতে গোছানা হল কুসংস্কারের প্রতীক, এবং নিজেকে হত্যা করার মানে হল নিজের অপবিত্র শক্তিকে হত্যা করা)।*

[2:55] আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তো প্রত্যক্ষ করছিলে।

ব্যাখ্যা: *কখনও কখনও মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে। এই আয়েতে বজ্রপাতের সাথে ঈশ্বরের পবিত্র উপদেশকে তুলনা করা হয়েছে। যখন মানুষ ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে তখন ঈশ্বর নিজের প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মানুষকে তার অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়ে থাকে। সন্দেহপ্রবণ মানুষ নিজে চরিত্র অনুসারে ঈশ্বরের লাভদায়ী নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করে কিংবা বিশ্বাস করে না এর কারণ হল ঈশ্বর নিজের নিয়মাবলি মানুষের দ্বারাই মানুষকে প্রবর্তন করে থাকে। আল্লাহ*

মানুষের জন্য অদৃশ্য এবং এই কারণেই সন্দেহপ্রবণ মানুষ সর্বদাই ঈশ্বর অস্তিত্ব এবং আদর্শের উপর সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে এবং এই সন্দেহই মানুষের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে।

সন্দেশ: বিদ্যুৎ মানুষের জন্য উপকারী এবং ক্ষতিকারকও বটে, সেইরকম ঐশ্বরিক সত্য মানবসমাজের জন্য উপকারী এবং উজ্জ্বল।

[2:56] তারপর, মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

ব্যাখ্যা: *পাপ মানুষের অন্তরাত্মাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় (অন্তরাত্মার মৃত্যু মানে মানুষের চারিত্রিক মৃত্যু)। এক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিদ্যুতের মতো নিজের উপদেশ দ্বারা মানুষের মৃত বিবেককে বাঁচিয়ে সমাজে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত করে।*

সন্দেশ: মানুষের শারীরিক মৃত্যু হলে মানুষ আর ফিরে আসে না সুতরাং আয়েতে বর্ণিত মৃত্যুর সাথে মানুষের শারীরিক মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই। মানুষের এটা বোঝা উচিত কোরান শরিফের আয়েতের বৈজ্ঞানিক আধার কি এবং কিভাবে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয় সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে রূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানুষের ভাষায় একে মৃত্যু বলা হয়। অনু-পরমাণু দ্বারা গঠিত মানুষ মৃত্যুর পর আবার অণু পরমাণুতে পরিণত হয় এটাই ঐশ্বরিক সত্য।

[2:57] আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ করো, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করেছে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র উপদেশের সাথে সাথে সব ধরনের সুখসুবিধা মানুষকে প্রদান করেছেন। মেঘ ও বৃষ্টির দ্বারা মানুষ যেমন চাষাবাদ করে বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি উৎপন্ন করেন এবং নিজেদের মুখরোচক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করে মানবজীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন এও ঐশ্বরিক সৃষ্টি। মেঘ দ্বারা যেরকম ভূপৃষ্ঠকে শীতল করা হয় ঠিক সেইরকমই সুখশান্তি প্রদান করে মানুষের জীবনকে শীতল করা হয়।*

[2:58] আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ করো এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশি খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাকো এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সাজদা করে ঢুকে, আর বলতে থাকো— 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'-তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহ তালা মানুষকে সত্য এবং সুখশান্তির রাস্তা গ্রহণ করে পবিত্রতার দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ সুখশান্তির জীবন যাপন করুক এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও আনন্দ উপভোগ করুক এবং সৃষ্টিতে ঘটিত সমস্ত পাপ বর্জন করুক এবং নিজের অলক্ষে ঘটিত ভুলের জন্যে বিবেক দ্বারা ক্ষমা ভিক্ষা করুক।*

সন্দেশ: মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মূর্খতার বশীভুত হয়ে পাপ কর্মে

লিপ্ত হয়ে পড়ে প্রকৃতি মানুষকে উত্তম মস্তিষ্ক প্রদান করেছেন যা দিয়ে মানুষ ঠিক এবং ভুল চিহ্নিত করতে পারে এবং পাপ কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পাড়ে। এই আয়েতে পাপমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজকে গ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন।

[2:59] অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব, আসমান থেকে, নির্দেশ লংঙ্ঘন করার কারণে।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী পাপী মানুষরা সর্বদাই শান্তিপূর্ণ সমাজের সুখ ও শান্তি বিনষ্ট করার প্রয়াস করে চলেছেন। আল্লাহ তালা এই মানুষদের অশান্তির অভিশাপে জর্জরিত করেছেন।*

সন্দেশ: ঈশ্বর প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে যা সরল ও সুখময়, যা কুচক্রীরা কুসংস্কার আর অযৌক্তিক আচার-বিচার দ্বারা প্রভাবিত করার প্রয়াসে ক্রমাগত মানবসমাজকে ভ্রমিত করার চেষ্টা করে চলেছেন। স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থলোভী নিজের স্বার্থের জন্যে মানুষ এই কাজ করে থাকেন আর কখনও কখনও সমাজে নিজের নামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অপবিত্র রাস্তা গ্রহণ করে সমাজের ক্ষতি করে থাকেন। ইতিহাস এবং সময় ক্রমাগত এদের ভুল প্রমাণিত করে এসেছে আর আগেও করবে।

[2:60] আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত করো পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান করো আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িয়ো না।

ব্যাখ্যা: *মুসা ঈশ্বরের কাছে সগোত্রীয় লোকেদের জন্যে শান্তি ও সত্যের পথ প্রার্থনা করেছেন (জলের জন্য প্রার্থনা) এবং শান্তি ও সত্যের জ্ঞান মানুষকে বোঝানোর প্রয়াস করেছেন। জলের মতো স্বচ্ছ পবিত্র শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শ কুসংস্কারাচ্ছন্ন কঠিন হৃদয় (পাথরের মতো হৃদয়) পাপী এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের উপরে লাঠির মতো আঘাত করেছেন এবং যখন মানুষ সত্যের পথ অবলম্বন করল তখন ১২ রকমের পথ আবিষ্কৃত হল যা মানুষকে সুখশান্তির জীবন প্রদান করে এবং সাথে সাথে মানুষের মধ্যেকার বিভেদ দূরীভূত করবে।*

মানবজীবনে ১২ ধরনের সত্যের উপকারিতা:

১। প্রাণীসেবা

২। শিক্ষা

৩। অপ্রয়োজনীয়, অলাভকার্য বর্জন করা

৪। সত্য এবং জ্ঞানের প্রকাশকারী মানুষদের সম্মান এবং অনুসরণ করা

৫। আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি মানুষ এক এবং অভিন্ন– এই আদর্শে দৃঢ় সংকল্প করা

৬। নিজের চারিত্রিক ব্যবহার দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেওয়া

৭। সৃষ্টির ভাণ্ডার থেকে যতটুকু মানুষের প্রাপ্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রাকৃতিক নিয়মকে নিজেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত না করা

৮। প্রকৃতির সৃষ্টির নিয়মানুসারে প্রতিটি মানুষের বিচারধারা বিভিন্ন হয়ে থাকে— এই নিয়মকে সম্মান জানানো

৯। পাপ এবং অপবিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করা, প্রেম অহিংসা শান্তি শিক্ষা ভ্রাতৃত্ব এই সমস্ত আদর্শ এবং তার নিয়ম মেনে ঈশ্বরের সেবা করা

১০। প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, মোহ, মায়া, হিংসা, অহংকার যা মানুষকে পাপকার্যে উৎসাহিত করে তার থেকে দূরে থাকা, যে কোনও প্রকারের নেশা যা মানুষকে নির্বোধ করে দেয় তা ত্যাগ করা

১১। সংস্কার এবং কুসংস্কারে অন্তর অনুধাবন করা এবং তা মানুষকে বোঝানো, সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে পরিবর্তন তথা মৃত্যু নিশ্চিত যা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলে মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওয়ার আশা কম হয়— এই উপলব্ধি করার চেষ্টা করা

১২। কালচক্র, অবস্থা এবং পরিবর্তন সৃষ্টির নিয়ম আর এই নিয়মগুলিকে মানবসভ্যতা এবং সমাজে উন্মোচিত বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার দ্বারা সমাজকে উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা মানুষের কর্তব্য।

[2:61] আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম ? তোমরা কোনও নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হল এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানত না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালঙ্ঘনকারী।

ব্যাখ্যা: *মুসার সগোত্রীয় মানুষ তাঁর কাছে বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রার্থনা করলেন। অবতার মুসা তাদের সভ্যতা, শিক্ষা এবং শান্তির শহরে প্রবেশ করতে বললেন। প্রত্যেক মানুষ একই রকম জীবনশৈলীতে থাকতে থাকতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন আর এর ফলে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভ বৃদ্ধি পায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভকে সম্বরণ করতে পারলেই মানুষের শান্তির পথ প্রশস্ত হয়। কিছু মানুষ মুসার উপদেশকে উপেক্ষা করেছিলেন যার ফলে তাদের মস্তিষ্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের জীবনে অশান্তি, অপদস্থতা ও দারিদ্রতা পরিস্ফুটিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক অভিসম্পাত তাদের ওপরে প্রবর্তিত হয়েছিল, এইভাবেই দুষ্কৃতী মানুষ অবতারগণের আদর্শের হত্যা করে থাকেন। কেননা এই ধরনের মানুষ অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়।*

সন্দেশ: লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রাকৃতিক চরিত্র। যখন এই চরিত্র প্রবলরূপে মানুষকে প্রভাবিত করে তখন সেই মানুষ পাপকার্যে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের কর্ম দ্বারা নিজের ওই সুখশান্তিকে বিনষ্ট করে। সুখশান্তির পরিবর্তে অর্থ এবং বিলাসিতা কামনা করা মানুষের ভ্রম।

[2:62] নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।

ব্যাখ্যা: *এক ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখে (ঈশ্বরের নামে মানব সম্প্রদায়কে বিভাজিত না করে) যারা পবিত্র কাজ করে তারা সকলেই ইমানদার (বিশ্বাসী) হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এই মানবচরিত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা নামাঙ্কিত হয় না। পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র দুই প্রকারেই বিভক্ত করা যায়। এক হল সভ্য সংজমী, সুখশান্তি, প্রেম, মানবতা এবং অহিংসার আদর্শের বিশ্বাসী সম্প্রদায়, অপরটি হল পাপী অভদ্র এবং বিবাদে আদর্শে বিশ্বাসী সম্প্রদায়।*

সন্দেশ: "পূজা পদ্ধতির বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়ম" আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছুই সম্ভব নয় সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হচ্ছে। মানবচরিত্র মানুষের পরিচয়। এই আয়েতের বিশেষতা হল মানবচরিত্র সাম্প্রদায়িক চিন্তার উর্ধ্বে। কোরআন শরীফ কিংবা যে-কোনও ধর্মীয় পুস্তক সাম্প্রদায়িক ভাবনার উর্ধ্বে। পবিত্র জ্ঞানের পুস্তক সমগ্র মানবজাতির জন্য উৎসর্গিত। এই আয়েতের অনুসারে সব থেকে উত্তম প্রার্থনা পদ্ধতি হল সৎ কর্ম করা এবং শান্তি, অহিংসার আদর্শে চলা। এই আয়েতে "সায়েবীন" শব্দটি সেই সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে যার বিশেষ ব্যাখ্যা কোরান শরীফে নেই, কিন্তু এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় সম্প্রদায়কে কোরআন শরীফে "সায়েবীন" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। "সুরা-তাগা-বুন" আয়েত নং ২-এ উল্লেখ আছে: "তিনি তোমাদের সৃজন করিয়াছেন কেহ কাফের, কেহ মুমিন, আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি ভালোভাবে দেখেন" এই আয়েতে প্রমাণ করে মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র দু-ভাবে বিভক্ত করা যায়।

[2:63] আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধরো সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় করো।

ব্যাখ্যা: *এই আয়েতে অপবিত্র শক্তির তুলনা কৌতুর নামক পাহাড়ের সাথে করা হয়েছে। আল্লাহ পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা রেখেছেন এবং অপবিত্রতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক আদর্শকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।*

সন্দেশ: মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মানবসমাজের অপবিত্র শক্তির উপস্থিতি বিশালাকার পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়ে মানবসমাজে অবস্থান করে এবং মানবসমাজকে কখনও কখনও অশান্ত করে দেয় এবং এই পাপ শক্তির থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আল্লাহ প্রদত্ত শান্তিময় ও শিক্ষাময় জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। সভ্যতা, সংযম, প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা এবং শিক্ষা এগুলি শুধুমাত্র শব্দ নয়এটা উপলব্ধি করে এই শব্দগুলির আদর্শকে নিজের বিবেকের সাথে যুক্ত করে শান্তিপ্রাপ্ত করাই মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

[2:64] তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি সর্বদাই মানবের পবিত্র শক্তিকে কুলসিত করার ক্রমাগত চেষ্টা করে থাকে আর ঐশ্বরিক শক্তি ক্রমাগত মানুষকে পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসে এবং এটা প্রমাণিত হয় মানবসমাজের সভ্যতা এবং পবিত্রতার দ্বারা। প্রকৃতির কৃপা মানবসমাজের ওপর না হত তো মানবসমাজের ক্রমাগত অবক্ষয় হত।*

[2:65] তোমরা তাদেরকে ভালোরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলম: তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের পাপপুণ্যের পরিচয় হয়। বাঁদরের চালচলন মানুষের মনে মজা সৃষ্টি করে এবং আনন্দিত হয় এবং বাঁদরকে কিছু মানুষ ভয়ও পায়। যদি মানুষকে বাঁদরের মতো ভাবা যায় তবে তা মানুষের জন্য অপমান। যে মানুষ আল্লাহর অভিশাপ দ্বারা অশান্তি, কষ্ট এবং অপমানের জীবন ভোগ করে। অপবিত্রতার জ্ঞান কিছু হলেও মানুষের থাকে জেনেশুনে যখন মানুষ অপবিত্র কাজ করে তখন মানুষ ঈশ্বরের অভিশাপ গ্রহণ করে অপমানিত হয় এবং সমাজে বাঁদরের মতো উপহাসের পাত্র হয়ে থাকে।*

সন্দেশ: মানব প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে বাঁদরের মতো জংলী জীবন যাপন করত। সমস্ত প্রাণীকুলে শুধুমাত্র মানুষকেই প্রকৃতির আধুনিক এবং সভ্য সমাজ প্রমাণ করেছে এবং সাথে সাথে জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা উজ্জ্বলিত করেছেন তা সত্ত্বেও মানুষ যদি অসামাজিক কাজ করে তো নিশ্চিতরূপে নিজের সভ্যতার ধ্বংসের কারণ মানুষ নিজেই হবেন।

[2:66] অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তালা মানুষকে অভিশাপ এবং আশীর্বাদের উদাহরণ ক্রমাগত দিয়ে চলেছেন যা কালচক্রে সমস্ত মানবসভ্যতার জন্যে শিক্ষা, উপদেশ ও উদাহরণ।*

সন্দেশ: পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে জংলী মানুষের উপস্থিতি মানুষের জন্যে এক উদাহরণ মানুষের অতীতকে মানুষের সামনে প্রমাণিত করার জন্যে সভ্য ও প্রগতিশীল সমাজের সাথে সাথে জংলী মানুষদেরকেও পৃথিবীতে রাখা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ ব্রাজিলের আমাজন নদীর অববাহিকায় এবং ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপের আশেপাশে আজও জংলী মানুষ বর্তমান।

[2:67] যখন মুসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন: আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মুসা (আঃ) বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ব্যাখ্যা: এই আয়েতে বর্ণিত মুসার দ্বারা গরুর জবাই করার কথা সম্পূর্ণ সাংকেতিক। গরুর উপকারিতা এবং তুচ্ছ মূল্য মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চিনিয়ে দেয়, যখন দুষ্কৃতী মানুষকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা গ্রাস করে, সত্য এবং শিক্ষার কথা যারা বলে তাদেরকে এরা তাদের মূর্খের উপাধি দিয়ে থাকে। এই আয়েতে গরু জবাই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ ত্যাগ করাকে সংকেত করে।

[2:68] তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়— বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেলো।

ব্যাখ্যা: *উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থ এবং হিংসা এই সমস্ত মানবচরিত্র প্রাকৃতিক। মানবস্বভাব হল যতই প্রাপ্তি হোক না কেন আরও বেশি প্রাপ্তির আশায় উৎসাহিত হওয়া। এখানে যে গরুর উল্লেখ করা হয়েছে তা মানুষের সমস্ত কু-চরিত্রকে*

সংকেত করে। মানবচরিত্রের তুলনা গরুর সাথে করা হয়েছে, বলা হয়েছে গরুটি যেন বৃদ্ধা না হয় অর্থাৎ নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিরাশায় পরিণত না হয় এবং এক্ষেত্রে সীমা যেন না লঙ্ঘিত হয় এবং এই গরুটি যেন বাচ্চা না হয় অর্থাৎ নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অতি ক্ষুদ্র না করে জীবন জীবিকার আনন্দর সমাপ্তি না ঘটে এবং মধ্যবয়সী গরুর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে জীবনকে সমতা প্রদান করার জন্য।

সন্দেশ: মধ্যবয়সী গরুর জবাই করে মানুষের কী প্রাপ্তি ঘটবে? মানুষের কী অধিকার আছে অন্য একটি প্রাণীর প্রাণ হরণের? প্রকৃতি গরুকে মানুষের খাদ্যরূপে প্রদান করেছে। এর সাথে মানুষের কর্মের কী যোগ? অযৌক্তিক আদেশ পরমেশ্বরের হতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যৌবনের সময় মানুষ বেশি পাপ করে থাকে। এবং এই যৌবনের সময়ই মানুষের আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়। এই কারণেই আয়েতে সাংকেতিক ভাবে বলা হয়েছে যৌবনের সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়।

[2:69] তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যে, তার রং কিরূপ হবে? মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী—যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে।

ব্যাখ্যা: *উচ্চাকাঙ্ক্ষার রং সর্বদাই উজ্জ্বল এবং দেখা যায় মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই চকচকে অথচ এই উজ্জ্বল বস্তুগুলির খুব বেশি উপকারিতা নেই। কৃত্রিম বস্তুর উজ্জ্বলতা মানুষকে প্রলোভিত করে তোলে আর পাপের দিকে ঠেলে দেয়।*

[2:70] তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন— তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেন-না, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীলমনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়বে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত।

ব্যাখ্যা: *মানুষ বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়েছিল। লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানব অস্তিত্বের গভীর পর্যন্ত অবস্থিত যা মানুষের অজান্তেই বৃদ্ধি পায় আর এই চারিত্রিক গুণাবলির ওপরে যে মানুষ অনুশাসন করতে পারে তারই শান্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তি হয়।*

সন্দেশ: গরু কুরবানী করা এবং আল্লাহর সোজা এবং সঠিক পথে পরিচালিত হবার মধ্যে কী সম্পর্ক? গরু কুরবাণি দেবার পরও কি মানুষের পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তি ঘটবে? কোরানের বর্তমান ব্যাখ্যার সাথে আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শের কোনও মিল নেই। আমার (সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি) ব্যাখ্যা প্রমাণ করে আয়েতে বর্ণিত গরু পুরোপুরি সাংকেতিক যা মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লোভকে চেনায় এবং এই চরিত্রের বলিদানই মানব এবং মানবসমাজকে সুখময় ও শান্তিময় করে তোলে। আয়েত নং ৬৭-৭০ অবধি এক বিশেষ গরুর উল্লেখ করা হয়েছে যে সুন্দর হবে এবং লোক তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে এবং এর সাথে সাথে আয়েত নং ৭১ এ বলা হয়েছে যে গরুটি একেবারেই নিখুঁত এবং চাষাবাদের ব্যবহার হয়নি এবং জল বহনেও ব্যবহার করা হয়নি।

গরুর নিখুঁত মধ্যবয়সী সোনালি রং এই সমস্তর কুরবানির সাথে কী সম্পর্ক? যখন সমস্ত প্রাণের অধীশ্বর পরমেশ্বর একতা নির্বাক প্রাণীর বলিদান মানুষকে কী পুণ্য প্রদান

করতে পারে? খাদ্যরূপে যে সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিগত ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে তার সাথে প্রাণীটির রূপ রঙের কী সম্পর্ক? আল্লাহ কি এমন কোনও হুকুম দেবেন যার কোনও প্রতিফল নেই? আল্লাহ কখনওই অযৌক্তিক এবং অযাচিত আদেশ মানুষকে দেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়েতে বর্ণিত গরুর সাথে মানুষের মধ্যবয়সের তুলনা করা হয়েছে (যৌবন)। এই সময়ই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন চরম সীমায় উপনীত হয় এবং ঠিক সেই সময় মানুষের চারিত্রিক সুরক্ষা প্রয়োজন। ধৈর্য এবং অবস্থার ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের চরিত্রকে অনুশাসন করাই মানুষের কর্তব্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্তি না হলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে এবং পাপকার্যে উৎসাহিত হয়। এই আয়েতে সোনালি রঙের সাথে সোনার উজ্জ্বলতার তুলনা করা হয়েছে যা মানবের কাছে অতীব লোভনীয়। এমন একটা গরুর কথা বলা হয়েছে না সে কৃষ্টিকাজে ব্যবহৃত হবে, না সে জল বহন করবে, আর সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা কুঁড়ে তারা পরিশ্রম করে কামানো পছন্দ করে না এই সমস্ত মানুষ অর্থপিপাসু এবং অসৎ ভাবে অর্থ উপার্জন করে থাকে। আয়েতে বর্ণিত গরু কখনও কখনও এদেরকেও বলা হয়ে থাকে।

[2:71] তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

ব্যাখ্যা: *মুসা বলেছিলেন এমন গরু হবে যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হবে না, জল বহন করবে না এবং সুস্থ সবল দাগরহিত হতে হবে— এ ধরনের গরু সম্ভব নয়, এ গরুটি সাংকেতিক এবং রহস্যময়। বেশি লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের শান্তি কেড়ে নেয় যার মস্তিষ্কে এই সমস্ত মানবচরিত্রের প্রভাব কম তার চরিত্রই কলঙ্করহিত হয় এবং এই সমস্ত মানবচরিত্রের পরিত্যাগই মানবের সব থেকে বড়ো বলিদান অর্থাৎ মানুষ সত্যের চরম অধিকারের মূল্য প্রদান করেছে। অর্থাৎ গরু কুরবানী করল।*

সন্দেশ: প্রশ্ন হল আয়েতে বর্ণিত গরুর বর্ণনা অনুযায়ী তা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই কথাটি ভাবলেই বোঝা যাবে আমার (সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি) ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটা গরু কুরবানী দিয়ে কারও সঠিক এবং শান্তির রাস্তা প্রাপ্ত হতে পারে না। অন্তরাত্মার শুদ্ধিকরণই মানবের সঠিক এবং মুক্তির পথ।

[2:72] যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণকে মানুষ হত্যা করেছিলেন তাদের আদর্শকে এবং উপলব্ধিকে বিকৃত এবং বিনষ্ট করে এবং যার ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যেই মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সমস্ত প্রকারের মতভেদের বিচার এবং তার প্রতিফল পরমেশ্বর আল্লাহ প্রমাণস্বরূপ মানুষকে দিয়েছেন।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ প্রবর্তিত বিচারধারা সত্য এবং শান্তির পথ, মানব অস্তিত্বের রহস্য যার কিছুটা অবতারগণের মারফত মানবসমাজে প্রদান করেছেন কিছু বিকৃত মানসিকতার স্বার্থান্বেষী মানুষ যাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে সত্য প্রকট হয়েছে। মানুষের চরম লজ্জাজনক ক্রিয়া হচ্ছে "পাপ" যা মানুষ সর্বদাই লুকানোর চেষ্টা করে কিন্তু সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশে এই প্রচেষ্টা সর্বদাই বিফলে যায়।

[2:73] অতঃপর আমি বললাম: গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত করো। এভাবে

আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন— যাতে তোমরা চিন্তা করো।

ব্যাখ্যা: *আয়েতে বর্ণিত "এক টুকরো মাংস" অবতারগণের বর্ণিত সত্যের প্রকাশে উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি যা মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রজ্বলিত করে এবং তারা মূর্খতার গভীর মৃত্যুশয্যা থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই ভাবেই পরমেশ্বর আল্লাহ মৃত অন্তরাত্মা এবং নির্দয় (পাথরসম হৃদয়)-কে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা দ্বারা জীবিত করেন (শিক্ষিত) এবং মানবসমাজে উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করে।*

সন্দেশ: আয়েতটিতে আরবি ভাষায় গরুর উল্লেখ নেই।

[2:74] অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

ব্যাখ্যা: *সত্যের উপলব্ধি হবার পর মানুষের বিবেক পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়। কোনও কোনও মানুষ মানবসমাজের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করে নেয় ঠিক যেমন জল দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। কোনও কোনও মানুষ জলের ফোয়ারার মতো সমাজের জন্যে কাজ করে থাকেন আবার কোনও কোনও মানুষ মানবকল্যাণে নিজের অস্তিত্বকে বলিদানও করে দেন।*

সন্দেশ: এই আয়েতে পাথরসম হৃদয়, মানুষের কঠিন সংকল্প এবং বিশ্বাসকে সংকেত করে। এর বিপরীতে কিছু কঠিন হৃদয়ের মানুষ আছে যারা নিজেদের জেদ এবং অহংকারে বশীভূত হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজেই বিচূর্ণ হয়ে যায়।

[2:75] হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ইমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষরা সর্বদাই আশা করেন যে সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তা সবাই উপলব্ধি করুক কিন্তু ওঁদের আশাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক জেনেশুনে সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তা বিনষ্ট করার প্রয়াস করেন।*

সন্দেশ: প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমস্ত মানুষেরই নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতী মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করা কখনও কখনও কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়েতে মানুষের এই প্রাকৃতিক চরিত্রকে অন্য মানুষের একে অপরের অধিকারের মাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে। কিছু মানুষ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্তির লক্ষ্যে সত্যকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে যা সর্বদাই ভুল প্রমাণিত হয়। আর কিছু মানুষ এরকম হয় যারা সত্যকে বুঝতেই পারে না। কখনও কখনও মানুষের জেদ, লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্যকে অনুভব করতে দেয় না।

[2:76] যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে

তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তোমরা কি তা উপলব্ধি করো না?

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী মানুষ পবিত্র মানুষের সামনে সত্য এবং প্রাকৃতিক শান্তির পথে সাক্ষী প্রদান করে কিন্তু পিছনে রূপ পরিবর্তন করে সত্যকে বিনষ্ট করার চক্রান্ত করে থাকে।*

[2:77] তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে?

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ গোপন এবং প্রকাশিত সমস্ত তথ্যরই মালিক ওঁর সত্য এতটাই উজ্জ্বল হয় যে-কোনও অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়ে যায় একে লুকোনো কিংবা প্রভাবিত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।*

সন্দেশ: মিথ্যে এবং কুসংস্কার সর্বদাই কালচক্রে ভুল প্রমাণিত হয়।

[2:78] তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।

ব্যাখ্যা: *অর্বাচীন, মূর্খ মানুষ শুধুমাত্র বাহ্যিক আঁচার বিচারে প্রভাবিত এবং সন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাঁদের অজ্ঞানতা তাদেরকে সত্যের অনুধাবন এবং তার গভীরতাকে উপলব্ধি করতে দেয় না; না তার জানার প্রচেষ্টা থাকে, না সত্যকে সে স্বীকার করতে পারে এবং ভুল তথ্যের ওপর বিশ্বাস করে সত্যের অবলোকন করতে পারে না।*

সন্দেশ: এই আয়েতে স্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে কিছু মূর্খ মানুষ আছে যারা কোরআনের আয়েতগুলিকে না বুঝে মুখস্থ করে এবং আশা করে এতেই তাদের পুণ্য লাভ হবে — এটিই তাদের সবচেয়ে বড়ো ভ্রম। মানবসমাজে জ্ঞানের পুস্তকগুলি মানব এবং তার সমাজের কল্যাণ সাধনকরে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহর করুণায় মানুষের ভাষায় ও তার লিখিত রূপ প্রাপ্ত করেছে। এই জ্ঞানেরই সংকলন হচ্ছে পুস্তক কিছু লোক পুস্তকের পূজা করেন কিংবা জ্ঞানের দেবীর পূজা করেন কিন্তু জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন না— এটা তাঁদের অজ্ঞানতা। পুস্তকের জ্ঞানকে অনুধাবন করা এবং জানাই জ্ঞানের প্রার্থনা।

[2:79] অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ— যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।

ব্যাখ্যা: *কিছু মানুষ ধর্মের নামে মনগড়া আঁচার বিচারের জন্ম দেয় এবং তা পরমেশ্বর আল্লাহর নামে চালানোর চেষ্টা করে যাতে লোক তার মনগড়া মিথ্যায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে আর আল্লাহর আদর্শকে নিজের সুবিধার্থে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আর অন্য লোককেও পথভ্রষ্ট করে নিজের দল ভারী করার চেষ্টা করে অর্থের লোভে।*

সন্দেশ: স্বঘোষিত ধার্মিক যারা নিজের মতো নিজের সুবিধার জন্যে সত্যকে অসত্যে পরিণত করার চেষ্টা করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অবৈধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্তির লক্ষে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক বিচারধারা প্রবর্তন করে থাকে। মিথ্যা অঙ্গীকার এদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ যাতে এরা পটু হয়।

[2:80] তারা বলে: আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গোণাগুণতি কয়েকদিন। বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনও অঙ্গীকার পেয়েছ

যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না— না তোমরা যা জানো না, তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতি মানুষ দাবি করে তাদের কষ্ট ক্ষণিকের এবং তাদেরকে অশান্তির আগুন স্পর্শ করবে না— এই ধরনের অঙ্গীকার না প্রাকৃতিক না ঐশ্বরিক। এরা পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বের মিথ্যা ছায়াছবি সৃষ্টি করে থাকে।*

সন্দেশ: শান্তির স্বর্গপ্রাপ্তির মিথ্যা অভিনয় যারা করেন তাদের সত্যতা কখনোই সমাজের কাছে স্পষ্ট নয়। এই মিথ্যে অভিনয় শুধুমাত্র সমাজকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে।

[2:81] হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোজখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদেশ এবং আদর্শের উল্লঙ্ঘন করে অপবিত্র কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষেরা সব সময়ের জন্যই অশান্তি এবং মানসিক পীড়ার সাথে যুক্ত থাকে এটা তারা নিজেরা উপলব্ধি করে কিন্তু লোকের সামনে প্রকাশ করে না।*

সন্দেশ: মানব বিবেক সর্বদাই মানুষের অপকর্মের বিরোধিতা করে থাকে।

[2:82] পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জন্নতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদেশ এবং উপদেশ যাঁরা গ্রহণ এবং পালন করেন তাঁরা সর্বদাই শান্তির স্বর্গে বিরাজমান থাকেন অর্থাৎ সত্য ও জ্ঞানের অনুধাবন করার পর তা নিজের জীবনে প্রবর্তিত করে জীবন অতিবাহিত করে তাঁদের শান্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তি হয়।*

সন্দেশ: মানুষের পরম লক্ষ্য হল শান্তি যা পাওয়ার রাস্তা হল অহিংসা, প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, পবিত্রতা, শিক্ষা এবং সংযমের আদর্শকে নিজের জীবন দ্বারা পালন করা।

[2:83] যখন আমি বণী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নমাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি ইজরাইল সম্প্রদায়কে কিছু সত্যের অঙ্গীকার করিয়েছিলেন আল্লাহর আদর্শ ব্যতীতত বাকি সব রকম আদর্শের প্রার্থনা বর্জনীয়। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার, পরিচিত অনাথ গরিবদের প্রতি ভালো ব্যবহার এবং সাহায্যদান। দেখা গেছে পবিত্র মানুষ ছাড়া কিছু মানুষ এই আদর্শের বিরোধিতা করেন।*

সন্দেশ: এই আয়েতে ইজরাইল সম্প্রদায়কে নমাজ প্রতিষ্ঠিত করার এবং জাকাত দেবার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল ঐতিহাসিক ভাবে ইজরাইল সম্প্রদায়ের কাছেও নমাজ এবং জাকাতের প্রথা ইসলামের পূর্ববর্তী সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। কোরআন শরীফেও এই দুই প্রথা পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রার্থনা পদ্ধতি ইজরাইল সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের একেবারেই আলাদা, এক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হয় যে নমাজের অর্থ হল প্রেম, মানবতা, শিক্ষা, অহিংসা, জ্ঞানের, ভাতৃত্ত প্রাপ্তির জাকাত হলও নিজের রোজগারের একটা বিশেষ অংশ যা সমাজের সুরক্ষা এবং উন্নয়নের কাজে প্রদান করা

যা বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নিজের নিজের সরকারকে কররূপে প্রদান করে। নমাজে কোনও বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ নেই তার একটা বিশেষ কারণ হল প্রার্থনা পদ্ধতি পুরোপুরি আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক যা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে পালন করে থাকে এবং কোরআন সকল মানুষ এবং সম্প্রদায়ের জন্য এক পরিপূর্ণ পুস্তক এই আয়েত এই তথ্যকেই স্পষ্ট করে।

[2:84] যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

ব্যাখ্যা: *বিভেদ এবং রক্তপাত না করা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রদত্ত আদেশ যা সম্পূর্ণ রূপে পালন করা মানবকর্তব্য, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, প্রেম, শিক্ষা এবং অহিংসা মানুষ এবং পরমেশ্বর আল্লাহর মধ্যে মধ্যকার প্রাকৃতিক অঙ্গীকার, নিজেদের মধ্যে রক্তপাত এবং মানুষকে তার সুখশান্তির বাসস্থান ও জীবন থেকে উচ্ছেদ করা এই প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘন। আল্লাহ সব কিছু দেখেন এবং জানেন মানুষের উত্তম চরিত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে পরিচালনা করাই আল্লাহর প্রতি তার সংকল্প যা মানবসভ্যতা ও সমাজের জন্য লাভদায়ী। মানব প্রাণী শ্রেষ্ঠ।*

[2:85] অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনোখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনওই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীতে কিছু মানুষ এমন আছে যারা শান্তি, ভাতৃত্ব, এবং শিক্ষার আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করে মানবসমাজকে "সম্প্রদায়ে" বিভক্ত করে দাঙ্গার সৃষ্টি করে। একে অপরের বাসস্থান এবং জীবিকা ধ্বংস করার চেষ্টা করেন এবং অপরকে বিভ্রান্ত করে নিছক শত্রুতার সৃষ্টি করে নিজের শত্রুদের বন্দি বানায়। এই সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে বিভাজিত করে আংশিক রূপে গ্রহণ করে নিজেদের সুবিধার্থে। এই ধরনের মানসিকতার ব্যক্তিদের জীবন অভিশপ্ত হয়।*

সন্দেশ: যুদ্ধ মানবসভ্যতার সর্বনাশের কারণ আর শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বিভেদ সৃষ্টি করাও অশান্তির কারণ, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মানুষকে হত্যাকরা কখনোই আল্লাহর নিয়ম হতে পারে না। "সুরাহ-বাকারা"-তে আয়েত নং ৮৪ ও ৮৫-এ পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

[2:86] এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না।

ব্যাখ্যা: *কিছু মানুষ এরকম আছে যারা নিজেদের অন্তিম সময়ে সুখশান্তির বিনিময়ে যৌবনের ভোগবিলাস এবং অন্যায় অবিচারে সাথে অহংকার এবং জেদগ্রহণ করে থাকে। প্রাকৃতিক ভাবে মানব নিজের বৃদ্ধাবস্থায় সবথেকে বেশি শারীরিক ও মানসিক*

দুর্বলতা ভোগ করে থাকে। সেক্ষেত্রে সংযম এবং নিষ্ঠার সাথে যারা জীবন অতিবাহিত করে তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। হত্যার মতো অপরাধ সে শারীরিক হোক কিংবা বিচারধারার হোক নিজের লক্ষ্য এবং লালসা পূর্তির উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকলে তার বিবেক তাকে কখনোই শান্তিতে বাঁচতে দেবে না। এক্ষেত্রে কেউ তার সাহায্যকারী হবে না।

[2:87] অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোনও রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভালো লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

ব্যাখ্যা: *মানবচরিত্রকে সামনে রেখে পরমেশ্বর আল্লাহ মানব এবং মানবসমাজের কল্যাণ অর্থে অবতারগনের মাধ্যমে নিজের আদর্শকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিছু লোক নিজেদের অহংকার এবং জেদের বশবর্তী হয়ে পবিত্র এবং সঠিক পথ ও আদর্শকে ত্যাগ করেছেন এবং কখনও কখনও সেই আদর্শকে মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা করেছেন এবং আদর্শকে হত্যা করে অবতারগণকে হত্যা করেছেন।*

সন্দেশ: প্রকৃতির আশীর্বাদে অবতার ঈষা ও মুসা সকলেই পবিত্র জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং প্রকৃতিগত ভাবে যা ওঁদের মস্তিস্ক প্রাপ্তি ঘটেছিল, কোরআনে এই পবিত্র ও ঐশ্বরিক ঘটনাকে "রূ-হুল-কুদ্দুস" বলা হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই সত্যের উপলব্ধি করতে পারে না এবং কখনও কখনও কুসংস্কার সত্যের হত্যাকারী রূপে প্রকাশ পায়।

[2:88] তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ইমান আনে।

ব্যাখ্যা: *অসভ্য এবং দুষ্কৃতী মানুষের অন্তর পুরোপুরি পাপ এবং অপ্রাকিৃতিক আদর্শে আচ্ছাদিত থাকে, সংস্কার এবং সত্যের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে না। জ্ঞান এবং সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ তাদের অন্তর অবধি প্রবেশ করতে পারে না। বস্তুত এই ধরনের মানুষ জ্ঞান এবং সত্যের ওপর বিশ্বাস রাখে না।*

[2:89] যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে এই ধরনের মানুষরা সর্বদা অপবিত্র করার চেষ্টা করে কিন্তু পরমেশ্বর নিজের আদর্শকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন, যুগ যুগ ধরে অবতারগণের মাধ্যমে নিজের আদর্শ মানবকে দিয়েছেন মানবেরই কল্যাণ অর্থে তবুও কিছু মানুষ আল্লাহর আদর্শের লাভ এবং অবতারগণের দ্বারা বর্ণিত নিয়মকে উপেক্ষা করে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনে এবং প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারে এই ধরনের মানুষ অশান্তি ভোগ করে অভিসম্পাতিত হয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতটি প্রমাণ করে যে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ যা পুস্তকরূপে মানবসমাজে

উপস্থিত, ওই সমস্ত বই ওই সমস্ত পুস্তক একে অপরের পরিপূরক। একই আদর্শ আলাদা আলাদা পুস্তকে আলাদা আলাদা উপায়ে সময়, ভাষা আর বিভিন্ন অবস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

[2:90] যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহর আদর্শ এবং উপদেশকে নিজের উদ্দেশ্যকল্পে ব্যবহৃত করা, আল্লাহর সাথে কফুর করার সমান। আদর্শের সত্যতা যে মানুষ অনুভব করে এবং নিজের জীবন ও চরিত্র দ্বারা ব্যবহারিক করে তোলে তাদেরকে কষ্ট প্রদান করা আল্লাহর অবমাননা (কুফ্রিয়ত) এবং এই ধরনের মানুষদের অভিশাপ এবং অশান্তির জীবন ভোগ করতে হয়।*

সন্দেশ: সংযামী মানুষ, পবিত্র মানুষকে কষ্ট দেওয়া অবিশ্বাসী কাফেরদের সব থেকে বড়ো ভুল কেন-না পক্ষান্তরে কাফেররা নিজেদেরই সর্বনাশের উৎস হয়ে যায়।

[2:91] যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ওই গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে?

ব্যাখ্যা: *যখন দুষ্কৃতী মানুষদের পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য এবং লাভদায়ী আদর্শকে বিশ্বাস করতে বলা হয় তখন তারা অস্বীকার করে এবং নিজের ক্ষতিকারক আদর্শকেই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করার অঙ্গীকার করে এবং সমস্ত তথ্য ও প্রমাণকে অস্বীকার করে। আর পূর্ববর্তী সকল অবতার ঐতিহাসিক সত্যতা এবং বর্ণিত শান্তি এবং শিক্ষার পথকে অস্বীকার করে অবতারগণের আদর্শকে হত্যা করেন।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ পরিবর্তনশীল নয়। যুগ যুগ ধরে আল্লাহ নিজের সত্য এবং লাভদায়ী নিয়ম যা মানুষের জন্যে কল্যাণকারী নিজের অবতারগণ দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবসভ্যতা এবং সমাজে পবিত্রতা এবং শান্তির অনুপাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বদাই প্রকৃতি পবিত্র মানুষদের শক্তি প্রদান করেছেন এবং এই আদর্শের প্রতি অনিহা প্রকাশ করা কিংবা চক্রান্ত করে এই আদর্শকে অপবিত্র করার প্রচেষ্টা সর্বদাই বিফলে গেছে। ঐশ্বরিক সত্য এতটাই শক্তিশালী যা সর্বদাই সমস্ত চক্রান্তনকে বিফল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুর্বলচিত্ত মানুষ নিজেদের ভালোমন্দ বিচার করতে পারে না।

[2:92] সুস্পষ্ট মু'জেয়াসহ মুসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা পবিত্র ও সত্য আদর্শের সাথে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে গেছিলেন তবুও মুসা সম্প্রদায় মানুষরা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সত্যকে অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের ওপরেই অত্যাচার করেছিল। এই আয়েতে বর্ণিত "বাছুর" মানুষের উচ্চকাঙ্ক্ষা এবং লালসাকে সংকেত করে। মুসা সেই তথ্যই মানুষকে বোঝাতে*

চেষ্টা করেছিলেন যা পূর্ববর্তী অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ শান্তির পথকে নিজের অহংকার এবং জেদ দ্বারা বিঘ্নিত করে থাকে তারা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ।

[2:93] আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধরো, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোনো। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যেকার অঙ্গীকার শান্তি, শিক্ষা এবং প্রেম আর মানব অস্তিত্ব এবং অন্তরাত্মার সাথে পাপশক্তিকে (তুর) যুক্ত করেছেন আর আদেশ করেছে সত্য এবং শান্তির পথকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করার অঙ্গীকার করতে কিন্তু কিছু মানুষ এই আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করে নিজের অস্তিত্বের সাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লালসার জাল বিছিয়ে অপবিত্র কার্যে লিপ্ত হয়ে থাকেন। এই ধরনের মানুষরাই কাফের।*

সন্দেশ: এই আয়েতে বাছুরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভ এবং লালসার সংকেত করে মানব অস্তিত্বের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

[2:94] বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে— অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

ব্যাখ্যা: *যদি মানব সত্যের পথ গ্রহণ করে থাকে এবং তার অন্তরাত্মা প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হিংসা এবং ঘৃণার থেকে পবিত্র থাকে তো নিশ্চিত ভাবে মানুষ মৃত্যুভয়ে ভয়ভীত হবে না।*

সন্দেশ: সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে সমস্ত অস্তিত্বের মৃত্যু অনিবার্য এবং এই আদর্শকে পুরোপুরি বোঝা এবং গ্রহণ করাই হল কয়ামতের উপরে বিশ্বাস রাখা। পরম সত্য হল মৃত্যু সত্যতাকে যে মানুষ উপলব্ধি করবে তার মস্তিষ্ক থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, মায়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হিংসা, ঘৃণার মতো অপবিত্র চিন্তা প্রশমিত হবে।

[2:95] কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ওইসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ লালসা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে দীর্ঘায়ু হবার কামনা করবে কিন্তু আল্লাহ এবং তার পবিত্র সমাজ এই ধরনের মানুষকে বিশেষরূপে সংকেত করবে।*

সন্দেশ: শান্তি এবং সুখময় জীবন পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ আর পবিত্র মানুষ সর্বদাই এই ধরনের জীবন কামনা করে থাকে। কিছু মানুষ ইচ্ছাপূর্তিকে শান্তিপ্রাপ্তির মাধ্যম মনে করে কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষের ইচ্ছা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনোই পূর্ণতা পায় না। একের পর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আশা মানুষের মোহ মায়া রূপ ধারণ করে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে।

[2:96] আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও

অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে বিরত করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।

ব্যাখ্যা: *পোশাকি ভণ্ড অস্তিত্বের লালসা যে মানুষের মধ্যে আছে তারা নিজেদের ইচ্ছাপূর্তিকল্পে হাজার বছরের জীবনের প্রার্থনা করেন। যতই জীবন ওদের প্রাপ্ত হোক না কেন, শাস্তির অভিশাপ থেকে ওরা কোনওদিনই মুক্তি পাবে না, কারণ পরমেশ্বর আল্লাহ ওদের কাজকর্ম প্রতিনিয়ত দেখে চলেছেন।*

সন্দেশ: দুষ্কৃতী (মুশরিক) হাজার বছরেও শান্তি প্রাপ্ত করতে পারবে না।

[2:97] আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ যে পদ্ধতিতে অবতারগণের মস্তিষ্কে সত্য এবং শান্তি প্রজ্বলিত করেছেন সেই পদ্ধতিকে "জেব্রাইল" নামকরণ করা হয়েছে। যখন আল্লাহ চোখের পলক পড়ার সাথে সাথে সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন এবং যে মানুষ এই পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁরা মূর্খ এবং অত্যাচারী হয়ে থাকেন।* পবিত্র মানুষের জন্যে শান্তি এবং সুখময় জীবনই পবিত্র আল্লাহর সঠিক প্রেরণা।

সন্দেশ: লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নির্বাচিত একজনই হয় যার মস্তিষ্ক থেকে রহস্যের উন্মোচন হয়— এই সত্যকে অস্বীকার যারা করে তারা সত্য এবং শান্তির পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

[2:98] যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সৃষ্টি করা সমস্ত প্রকৃতি এক একজন দেবতা (ফারিস্তা)। উদাহরণস্বরূপ অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি এবং বিজ্ঞান সবের অস্তিত্বই এক একজন দেবতা। অবতারগণও প্রকৃতির সুরক্ষাকল্পে নিয়োজিত আর যারা এই সমস্ত প্রকৃতিকে বিনষ্ট এবং বিভাজিত করার চেষ্টা করে তারা একে অপরের শত্রু। এরাই "কাফের"।*

[2:99] আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ স্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করেছেন অবাধ্য মানুষ যা সর্বদা অস্বীকার করে থাকেন।*

সন্দেশ: বলিষ্ঠ সত্য মানুষের জন্য লাভদায়ী কিছু মানুষের অবিশ্বাসী চরিত্র নিজের জেদ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে কিংবা নিজেদের পুরোনো আচার বিচারকে ত্যাগ না করার সংকল্পে সত্যকে অস্বীকার করেন।

[2:100] কি আশ্চর্য, যখন তারা কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

ব্যাখ্যা: *যখন সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ কিছু মানব উপলব্ধি করে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে তখন একদল মানুষ সমাজে থাকে যারা যে-কোনও অছিলায় সত্যকে অস্বীকার করে থাকে এবং প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এরাই বেইমান।*

[2:101] যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন— যিনি ওই কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল— যেন তারা জানেই না।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ যখন সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদান করতেন যা পূর্ববর্তী অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল তখন সমাজে কিছু মানুষ ছিল যারা সত্যকে অস্বীকার করত এবং কিছু না জানার ভান করত।*

সন্দেশ: অবতারগণের আদর্শ আল্লাহর রহস্যময় চরিত্রের সত্যতাকে প্রমাণিত করেন অর্থাৎ ঐশ্বরিক সত্য কালচক্রে সর্বদাই মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে এবং এটাই ইতিহাস। কাফেরের মুখ্য চরিত্র হল ঐশ্বরিক সত্য থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা।

[2:102] তারা ওই শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুব্যিা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হোয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনও অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

ব্যাখ্যা: *বিভেদকারী অপ্রাকৃতিক বিনাশকারী আদর্শকেগ্রহণ করে, বাদশা সুলেমানের ওপরেও বিভেদ সৃষ্টি করার অভিযোগ ছিল যা সমাজের দুষ্কৃতী লোকেদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল যারা মানুষকে অযৌক্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদর্শে বিশ্বাস করার উপদেশ দিত। এই ধরনের মানুষরা বিভেদ সৃষ্টি করাকেই নিজের আদর্শ মনে করত যা অতি নিকৃষ্ট বিনিময় যার দ্বারা এই ধরনের মানুষরা ক্রয় করে। এই আয়েতে বাবুল শহর মানুষের প্রকৃত চরিত্রকে চিহ্নিত (সাংকেতিক) করে এবং পবিত্র শান্তিকামী মানুষের চারপাশে শয়তানরা (পাপচক্র) অযৌক্তিক ও কুসংস্কার কথা প্রচলন করেছেন যাকে "হারুত মারুত" বলে বর্ণনা করা হয়েছে আর এই সমস্ত লোক পবিত্র লোকেদের লোভ, লালসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে কিন্তু এই চেষ্টা পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ব্যার্থ হয়। এই সমস্ত লোক সেই সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত থাকে যা মানুষকে অশান্তি ও কষ্টে রাখে আর এরা এটাও জানে যে তাদের জীবনের অন্তিম সময়ে দুঃখ ও শুখের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে তা-ও লোকেরা উত্তম বস্তুর বিনিময়ে তাদের সুখশান্তিকে বিক্রয় করে থাকে অর্থাৎ সুখশান্তির বদলে পাপ আর অপবিত্রকে গ্রহণ করে নেয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতে "হারুত মারুত"কে অপবিত্রের প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যা মানুষের ভেতরেই বর্তমান।

[2:103] যদি তারা ইমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ অজ্ঞ যারা প্রাকৃতিক এবং ঐশ্বরিক সত্যকে চিনতে এবং বুঝতে পারে না।*

সন্দেশ: সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়াই ঐশ্বরিক সত্য দ্বারা সংঘটিত হয় এবং পরিচালিত হয়। আর এই তথ্যে বিশ্বাসী হওয়া লাভদায়ী এবং যারা এর বিরোধী তাদের মস্তিষ্কে লোভ মায়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভয় এতটাই তাদের বিচলিত করবে যার দ্বারা শান্তিপ্রাপ্তি অসম্ভব

[2:104] হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বোলো না–'উনযুরনা' বলো এবং শুনতে থাকো। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র ও শান্তিকামী মানুষকে (মুসলমান) ঐশ্বরিক সত্যকে উপলব্ধি করা এবং চারিত্রিক গুণ দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা মানবকর্তব্য। একে অস্বীকার (রা-এনা) না করে গ্রহণ (উন-জ্ঞুন-না) করাই শ্রেয় আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।*

[2:105] আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যার কাফের, তাদের মনঃপূত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক পুস্তক বোঝা এবং উপলব্ধি করার পরেও যারা দুষ্কর্ম করে থাকে তারা মুশরিকিন এবং এদের আয়েতে কিতাবি কাফের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে মানবের মঙ্গল সংঘটিত করেন, আল্লাহ বড়োই অনুগ্রহশীল।*

[2:106] আমি কোনও আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?

ব্যাখ্যা: *সময় এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ঈশ্বর এবং তার প্রকৃতি মানবকে উত্তমতর বস্তু এবং সমাজব্যবস্থা প্রদান করেছেন এবং মানবজীবন সরলীকরণ করেছেন। ঠিক এই ভাবেই একের পর এক অবতার মানবসমাজের সৃষ্টি করে একই নিয়মে অধিষ্ঠিত হয়ে সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষকে আধুনিক এবং উত্তম জীবন প্রদান করেছেন। মানবজীবনকে উৎকৃষ্টতা প্রদান করার জন্যে প্রকৃতির এমন কিছু বস্তুর সাথে মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছেন এবং যার দ্বারা মানুষ নিজের সমাজ এবং জীবনকে সুন্দর বানিয়েছে। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক এবং মানব বন্ধু।*

[2:107] তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: *সমগ্র সৃষ্টিই পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন যা আণবিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবের কাছে আজকে যা আছে তা হাজার বছর আগে ছিল না আর হাজার বছর পরে কি রূপ ধারণ করবে তার জ্ঞান প্রকৃতির কাছেই বর্তমান। মহাশূন্য এবং*

ধরিত্রী সবার নিয়ন্ত্রণ ওই আণবিক শক্তি দ্বারাই হয়ে থাকে এবং প্রকৃতি মানবের সব থেকে বড়ো বন্ধু সহায়ক।

[2:108] ইতিপূর্বে মুসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও ? যে কেউ ইমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: *পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং সভ্যতার ব্যাপারে মানুষ অবতারগণকে প্রশ্ন করতেন এবং মুসাকেও এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সত্য এবং সঠিক সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত যারা তারাই গ্রহণ করে কুফরী ইমান এর বদলে (অবিশ্বাস বিশ্বাসের বদলে)।*

সন্দেশ: প্রকৃতি মানবসভ্যতা সময়চক্র এবং পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

[2:109] আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনও রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা: *সত্যকে উপলব্ধি করার পরেও (যা ধর্মপুস্তকরূপে মানবসমাজে বর্তমান) নিজস্বার্থে যারা মানব এবং মানবসমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস করে এবং হিংসা আর বিবাদের দিকে ঠেলে দেয় তারা সমাজে নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হবে শুধু সময়ের অপেক্ষা।*

[2:110] তোমরা নমাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।

ব্যাখ্যা: *"নমাজ" মানুষকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে শৃঙ্খলিত করে। আল্লাহর আদেশ "নমাজ" অধিষ্ঠিত করা হোক, সমাজের প্রগতি এবং কল্যাণের জন্যে নিজের উপার্জিত অর্থের একটি অংশ (যাকাত) প্রশাসনের সুবিধার্থে ব্যয় করো। মানব পূর্ণ পক্ষান্তরে মানবেরই উপকার করে থাকে যা কর্মফল, ঐশ্বরিক অধিকার এবং নিয়ন্ত্রক।*

সন্দেশ: "নমাজের" আক্ষরিক অর্থ হল প্রার্থনা, শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন। পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে মানুষের প্রাকৃতিক বন্ধন নমাজ দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রেম, মানবতা, অহিংসা, শিক্ষা এবং শান্তির আদর্শকে গ্রহণ করাই প্রার্থনা এবং প্রণাম নিবেদন। "কোরআন শরীফ" সমগ্র মানবসমাজে সর্বকালের জন্যে এক পরিপূর্ণ পুস্তক। আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি ঘোষণা করছি "নমাজের" গভীর অর্থ হল ঐশ্বরিক আদর্শের সাথে নিজের বিবেক এবং অস্তিত্বের সম্পর্ক স্থাপন। "নমাজের" পদ্ধতি প্রেম এবং প্রাণী সেবাতেই নিহিত এবং নিয়োজিত এবং সেই কারণেই "কোরআন শরীফে" "নমাজের" বিশেষ কোনও পদ্ধতির উল্লেখ নেই। যে মানবের অস্তিত্বের সাথে সভ্যতা সংযম, প্রেমময় হৃদয় এবং অহিংসার ভাব উপস্থিত এবং এর সাথে সাথে যে মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ মোহ মায়া ঈর্ষা এবং ঘৃণার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সেই মানুষই "নমাজ" কায়েম করে থাকে।

[2:111] ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রিস্টান ব্যতীত কেউ জন্নতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত করো।

ব্যাখ্যা: *সাম্প্রদায়িকতার আধারে ইহুদী এবং নুসারাগণের মধ্যে কিছু মানুষ স্বর্গপ্রাপ্তির দাবী করে থাকে— এটি একটি অলীক কল্পনা। স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে পবিত্র এবং সংযমী চরিত্রের দ্বারা।*

সন্দেশ: শান্তির পথ প্রাপ্ত করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ সভ্যতা, সংযম, শিক্ষা এবং অহিংসা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে গ্রহণ করে, স্বর্গের ভিত্তি হলেও মানুষের কর্মফল যা মানবজীবনে ঘটে থাকে, এই প্রাকৃতিক আদর্শ সম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

[2:112] হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির এই আদর্শের সামনে আত্মসমর্পণ করাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করা আর পবিত্র ও সমাজের কল্যাণকল্পে নিজের যোগদান আল্লাহর প্রার্থনা যার পুণ্যফল আল্লাহর নিকট গচ্ছিত।*

সন্দেশ: ঐশ্বরিক আদর্শের সামনে যে মানুষ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেন তাঁর কোনও ভয়, অনুতাপ থাকবে না, সে কোনওদিন উদাস হবে না। মানব সৃষ্টির উত্তম অস্তিত্ব, আর এই সৃষ্টির মধ্য থেকেই মানবের পাপপুণ্যের পরিচয় ঘটে।

[2:113] ইহুদীরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনও ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোনও ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে! এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও ওদের মতোই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

ব্যাখ্যা: *মানবসমাজে উপস্থিত সমস্ত ধার্মিক সম্প্রদায় নিজের বিচারধারা, আদর্শ এবং আঁচার বিচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সত্যের দাবী করেন। এবং অন্য সম্প্রদায়ের আদর্শকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন ইহা অবশ্যই মূর্খতা এবং অযৌক্তিক চিন্তাধারা। মানবসমাজে সত্য এবং অসত্যের নির্ণয় প্রকৃতি প্রমাণ সহকারে প্রকাশ করেন অর্থাৎ যে কারণে মানুষ নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেন তার সত্যতা আল্লাহ প্রকাশিত করে দেন।*

সন্দেশ: মানবচরিত্রের একটা বিশেষ দিক হল নিজেকে সঠিক প্রমাণিত করা, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাকৃতিক আদর্শকে সঠিকরূপে পালন করাই মানবকর্তব্য যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ভুলে গিয়ে অপরকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করে।

[2:114] যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীটাই আল্লাহর মসজিদ। আল্লাহকে বিশেষ কোনও বাসস্থান প্রদান করা তাঁর অনন্ত মহিমার পরিপন্থী। অপবিত্র অত্যাচারী মানুষ যারা আল্লাহর আদর্শ এবং বর্ণিত পথ অস্বীকার করে এবং সত্য পরিচর্যায় (মসজিদে আল্লাহর চর্চা) বাধা এবং ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করে। তারা অনুভব করুক প্রাকৃতিক অভিসম্পাতের যন্ত্রণা এবং তারপর সঠিক রাস্তা অনুসরণ করে পৃথিবীর সভ্য মানুষদের সম্প্রদায়ে নিজেকে*

যুক্ত করুক। এই ধরনের মানুষদের মানবসমাজে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং অন্তিম সময়ে কষ্টদায়ক মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

সন্দেশ: যে সমস্ত জায়গা থেকে মানুষ শিক্ষা, শান্তি এবং সঠিক পথে শিক্ষালাভ করে সেই সমস্ত জায়গাই মানুষের প্রার্থনাস্থল। সঠিক জ্ঞান মানুষকে সত্যের পথ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করে এবং যে স কল স্থানে সত্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের চর্চা হয়, সেই সমস্ত স্থান উপাসনালয় যা সম্মানিয় স্থান, এবং যেখানে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কল্যাণের অনুচর্চা হয়ে তাকে ধর্মস্থান বলে। "ধর্ম"-এর অর্থ হল মানব যা ধারণ করে— নিজের বিবেক এবং অস্তিত্বকে। সত্য, শিক্ষা এবং শান্তির আদর্শকে যে মানব ধারণ করে সেই বিশ্বাসী অর্থাৎ "ইমানওয়ালা"।

[2:115] পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সমস্ত অণু পরমাণুই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত। পূর্ব হোক কিংবা পশ্চিম, সবটাই এই প্রাকৃতিক আদর্শে পরিচালিত। প্রার্থনা-পদ্ধতি এবং দিক যা-ই হোক না কেন, সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শই মানুষের প্রার্থনার ভিত্তি। সমস্ত প্রার্থনা পরমেশ্বর আল্লাহর অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান।*

সন্দেশ: পারমাণবিক শক্তিই হল পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি যার দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং আল্লাহর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব এই তথ্যকেই প্রমাণিত করে। আণবিক শক্তি পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্বের রূপ প্রদান করে এবং প্রাণ সঞ্চার করে। এই আয়েত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বর্ণনা করে।

[2:116] তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র, বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে— সবই তাঁর আজ্ঞাধীন।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীর সমস্ত প্রাণই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সঞ্চালিত। এছাড়া বাকি সব অসম্ভব। এ কারণেই বলা যেতে পারে সমস্ত প্রাণী ওঁর সন্তান। সমস্ত প্রকৃতি ঈশ্বরের-পরমেশ্বর আল্লাহর। উনি পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্বের অধিকারী আল্লাহ।*

সন্দেশ: এই আয়েতটিও আণবিক শক্তির (Atomic Energy) তত্ত্ব প্রদান করে।

[2:117] তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনও কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে এ কথাই বলেন, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত সিদ্ধান্তই ওঁর ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়।*

[2:118] যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের কাছে কোনও নিদর্শন কেন আসে না? এমনি ভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে যারা প্রত্যয়শীল।

ব্যাখ্যা: *বহু অজ্ঞানী মানুষ এই পবিত্র জ্যোতিকে বিশেষ আকারে কল্পনা করার চেষ্টা করে এবং এই জ্যোতির অস্তিত্বের প্রমাণ চেয়ে থাকে। এই ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি এবং সভ্যতার শুরু থেকেই মানবসমাজে উপস্থিত ছিল এবং থাকবে কিন্তু জ্ঞানী মানুষ* আল্লাহর এই অদৃশ্য অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে।

সন্দেশ: এই পবিত্র জ্যোতির অস্তিত্বকে অনুভব করার সঠিক পথ হল শিক্ষা, মানুষ এই শক্তিকে অনুভব করে কিন্তু দেখতে পারে না। ঐশ্বরিক জ্যোতির অনুভব মানুষ নিজের অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন। পরমেশ্বর আল্লাহ আছেন কি নেই সেই বিতর্কে না গিয়ে মানবের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রকৃতিকে বিনষ্ট না করে শান্তির পথ অনুসরণ করা এবং জ্ঞান অর্জন করা

[2:119] নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোজখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

ব্যাখ্যা: *মানুষ জন্মগ্রহণ করে সত্য জ্ঞান নিয়ে, মানবসমাজে প্রকৃতি কিছু মানুষকে প্রেরণ করেন যারা মানবসমাজকে শিক্ষিত এবং শৃঙ্খলিত করতে সাহায্য করেন এবং সত্য জ্ঞান নিয়ে যাঁরা মানবসমাজকে পরিশুদ্ধ করেন তাঁরা অবতার এবং সম্মাননীয় এবং আশীর্বাদ। দুষ্কৃতী মানুষের কর্মফল কখনোই এদের প্রভাবিত করতে পারে না।*

[2:120] ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ওই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: *ধর্ম পরিবর্তন মানুষের ভ্রম। পবিত্র মানুষের একটাই ধর্ম হল প্রেম, শিক্ষা, শান্তি ও পবিত্রতা এবং যা অবিনশ্বর এবং অনন্ত— এর কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু মানুষ এরকম আছেন যাঁরা ধর্ম পরিবর্তনে বিশ্বাসী। সত্য হল পরমেশ্বর আল্লাহ এক এবং তার ধর্ম এক এবং মানবও একই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাণীশ্রেষ্ঠ। সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কারে ডুবে থাকা মূর্খতা। এই ধরনের মানুষদের অজ্ঞতাই তাদের বিনাশের কারণ।*

সন্দেশ: আল্লাহর আদর্শ এবং অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হওয়াটা পক্ষান্তরে মানুষের নিজেরই ক্ষতি। ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা নিজেদের অযৌক্তিক বিচারধারা হজরত মহম্মদকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। "কোরআন শরীফে" সুরাহ-মায়িদাহ আয়েত সংখ্যা ১৭-তে বর্ণিত আছে আল্লাহর নিয়মে কোনও হ্রদ বদল হয় না। এই আদর্শ অনুযায়ী ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের দাবী ভুল প্রমাণিত হয় এবং সেই কারণেই অবতার হজরত মহম্মদের আগমন।

[2:121] আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং নিয়ম যে মানুষ সঠিক ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে সেই পথেই পরিচালিত করেছেন সেই মানুষই সঠিক পথ গ্রহণ করেছেন এবং যাঁরা এর বিপরীতে নিজেকে পরিচালনা করেন পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেদের জীবনে ক্ষতি এবং কষ্টের অধিকারী হয়েছেন। এঁরাই পথভ্রষ্ট কাফের।*

[2:122] হে বণী-ইসরাঈল ! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

ব্যাখ্যা: *বাণী ইজরাইলের যতক্ষণ সত্য, জ্ঞান, মানবতা ও অহিংসার ওপর বিশ্বাস ছিল ততক্ষণ তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং শান্তি প্রাপ্ত করেছিল। এই ঐশ্বরিক জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছিল এই আয়েতের দ্বারা। মানবতার এই ধর্ম যে মানুষ গ্রহণ করে সেই মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ।*

[2:123] তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

ব্যাখ্যা: *সব মানুষকেই তার কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। মানুষকে সেই দিনের কথা ভেবে ভয় পেতে হবে যেদিন তার পাশে কোনও সাহায্যকারী এবং দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মতো কোনও লোক থাকবে না।*

[2:124] যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

ব্যাখ্যা: *ইব্রাহিমকে পরমেশ্বর আল্লাহ ত্যাগের মাপকাঠিতে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তারপর ওঁকে ত্যাগ এবং সভ্যতার পূজারি (ইমাম) ঘোষণা করা হয়েছিল। ইব্রাহিম প্রশ্ন করেছিলেন নিজের বংশধরদের সম্বন্ধে তখন উনি নিজের বংশধরদের অত্যাচারীরূপে দেখতে পেয়েছিলেন।*

সন্দেশ: ইব্রাহিম এর পরে তার বংশধর আস্তে আস্তে পাপী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল সমস্ত মানুষই নিজস্ব বিবেক এবং কর্মফলের উত্তর দায়ী নিজেই হয়ে থাকে। মাতা পিতা পবিত্র হলেও সন্তান যে পবিত্র হবে এরকম কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। এই আয়েত এটাই বর্ণনা করে। মানব চরিত্রের ভিত্তি হল মানুষের অন্তরাত্মা এবং বিবেক। নাম, রূপ-রং, ভাষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা মানব চরিত্রের মূল্যায়ন মূর্খতা।

[2:125] যখন আমি কাবা গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলনস্থল ও শান্তি আলয় করলাম, আর তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নমাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আর্দশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।

ব্যাখ্যা: *কাবা হল মানুষের পবিত্রতা, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং শিক্ষার প্রতীক যা, অবতার ইব্রাহিমের উপাসনাস্থল ছিল। প্রথাগত নমাজ যাতে রকু এবং সাজদা দুই বর্তমান তা ইব্রাহিমের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। আর ইসমাইলও এই প্রথার পালন করেছিলেন এই গৃহকে পবিত্র রাখার অর্থাৎ কাবার আদর্শকে অটুট এবং পবিত্র রাখার দায়িত্ব এদের ওপর ছিল।*

সন্দেশ: আদর্শের অবমাননাই কাবার অমর্যাদা। রকু অর্থাৎ সমাজে মানবতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের স্থাপনা করা এবং এই আদর্শের কাছে নিজের অপবিত্রের অস্তিত্বের সমর্পণ মানব সমাজে এই আদর্শকে দৃঢ় করে পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করা আল্লাহর প্রতি সম্মান জানানো নিজের অস্তিত্ব থেকে অপবিত্র অস্তিত্বের বিসর্জন ইমানের লক্ষ্য। এই প্রথাকেই ইসলামে সাজদা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[2:126] যখন ইব্রাহিম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিদান করো এবং এর

অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান করো। বললেন: যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাদের কেবল প্রয়োগে দোযগের আযাবে ঠেলে দেব; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

ব্যাখ্যা: *ইব্রাহিম প্রার্থনা করেছিলেন এই আদর্শ পালনকারী মানুষ অর্থাৎ পবিত্র সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষাকল্পে। এই আদর্শের সংকল্প হল কাবা এবং যারা এই সত্য আদর্শের বিরোধিতা করবে তারা নিশ্চিতরূপে অশান্তির প্রকোপ আস্বাদন করবে।*

সন্দেশ: হজরত মহম্মদের পূর্ববর্তী সময়ে কাবাগৃহে মূর্তি উপাসনা হত এবং ওখানকার মানুষ আলাদা মূর্তিরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। এক্ষেত্রে যদি মূর্তিপূজা অপবিত্র কাজ হয়ে তাকে তবে ইব্রাহিম পবিত্র কাবা গৃহে উন্নতি করে প্রার্থনা কেন করবে? এই প্রসন্নানুসারে এটাই প্রমাণিত হয় ভ্রাতৃত্বের কাবা, প্রেম, মানবতা, অহিংসা,ভাতৃত্ত্ব এর প্রতীক।

[2:127] স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তারা দোয়া করেছিল: পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞা।

ব্যাখ্যা: *মানবতা আর অহিংসার ভিত্তিকে মজবুত করার পর আল্লাহর কাছে প্রতিষ্ঠার এবং প্রসারের প্রার্থনা করেছিলেন ইসমাইল এবং ইব্রাহিম। আল্লাহ পরম বিজ্ঞ এবং শ্রোতা।*

[2:128] পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *হে পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত মানুষকে আপনার আদর্শের অনুগত করান এবং সত্য ও শিক্ষার পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।*

সন্দেশ: প্রার্থনার কোনও বিশেষ পদ্ধতি হয় না, সমস্ত অবতার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর উপাসনা করেছেন এবং এই সমস্ত পদ্ধতির ভিত্তি হল সভ্যতা, শৃঙ্খলা, প্রেম, শান্তি, শিক্ষা ও মানবতা।

[2:129] হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

ব্যাখ্যা: *হে পরমেশ্বর আল্লাহ, মানব সম্প্রদায়ে জ্ঞানী মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন যে সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য পথের শিক্ষা প্রদান করবে এবং আল্লাহর বাণীর সত্যতা ব্যাখ্যা করবে এবং এর সাথে সমাজকে পবিত্র করে। আল্লাহ পরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়।*

সন্দেশ: সুরাহ-ইব্রাহিমের আয়েত সংখ্যা ৪-এ সমস্ত ভাষা সম্প্রদায় অবতার প্রদান করার সংকল্প বর্ণনা করেছেন এবং বিজ্ঞানের দ্বারা সত্য জ্ঞান প্রমাণিত করেছেন।

[2:130] ইব্রাহিমের ধমল থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা

প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞানী মানুষ সভ্যতা, সংযম, শান্তি, অহিংসা এবং মানবতা যা ইব্রাহিমের ধার্মিক মান্যতা ছিল তার বিরোধিতা করবে এবং নিজের শান্তি বিঘ্নিত করবে এবং সর্বদা বিচলিত থাকবে। ইব্রাহিমের আদর্শে পরিচালিত হওয়া মানুষদের সুখশান্তি প্রাপ্ত হওয়াই প্রাকৃতিক আশীর্বাদ।*

সন্দেশ: যে মানুষ সভ্যতা, প্রেম, শান্তি, অহিংসা আর সুখশান্তিকে গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে হজরত ইব্রাহিম এবং সমস্ত অবতারের পথগ্রহণকারী ইমানওয়ালা। আার এই তথ্যই সুরাহ-বাকারাহ আয়েত সংখ্যা ১৩৬-এ ও সুরাহ-ইম্রান আয়েত সংখ্যা ৮৪-তে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়েতের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে, যে "ইব্রাহিমের উপাসনাপদ্ধতিকে ঘৃণা করে" সে নিজের মোহমায়ায় ডুবে সত্যকে উপেক্ষা করছে। ইব্রাহিমের উপাসনাপদ্ধতি সত্য এবং সরল ছিল। কাবায় উপস্থিত সমস্ত মূর্তি ইব্রাহিম ভেঙে দিয়েছিলেন একটিমাত্র ছেড়ে এবং ইব্রাহিমের থেকে নিয়ে হজরত মহম্মদ পর্যন্ত কাবায় মূর্তিপূজার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই সময়ে আবাবিলের সৈন্য দ্বারা কাবার সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের আধারে বলা যেতে পারে উপাসনাপদ্ধতি থেকে অনেক উপরে হল মানবচরিত্র এবং তার পবিত্রতা।

[2:131] স্মরণ করো, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: অনুগত হও। সে বলল: আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিকরূপে মানুষ যখন অনুভব করবে আল্লাহ এবং তার প্রাকৃতিক আদর্শের সামনে আত্মসমর্পণই সঠিক এবং সত্যের পথ এবং এটা অনুভূত হবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ঐশ্বরিক শক্তি।*

সন্দেশ: অহিংসা, প্রেম, মানবতা, শান্তি আর শিক্ষা— এটাই আল্লাহর সত্যির পথ আর এর কাছে যে মানুষ আত্মসমর্পণ করবে সেই মানুষ উন্নত এবং সঠিক পথের অধিকারী হবে।

[2:132] এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহিম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।

ব্যাখ্যা: *সভ্যতা, প্রেম, মানবতা, শিক্ষা, অহিংসা এবং সুখশান্তির সাথে আল্লাহর প্রকৃতির সঠিক ব্যবহারে খোঁজ। আর এই ধর্মের উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাদের বংশধরকে বলেছেন যে তুমি এই ধর্মকে পালন এবং রক্ষা করো ও আমৃত্যু এই ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকো।*

সন্দেশ: এই আয়েতটি প্রমাণ করে "মুসলমান" শব্দটি কোনও বিশেষ মানবচরিত্রকে ব্যাখ্যা করে এবং এই শব্দটি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাধি হতে পারে না। "মুসলমান" শব্দের অর্থ এবং গভীরতা পবিত্রতা এবং জ্ঞানকে শনাক্তকরণ করেন।

অবতার ইব্রাহিমের থেকে কবে হজরত মহম্মদ পর্যন্ত কাবায় মূর্তিপূজা হত— এটা একটা ঐতিহাসিক সত্যি। মূর্তিপূজা যখন কুসংস্কারের রূপ ধারণ করে এবং মানুষের মধ্যে হিংসার বীজ বপন করা শুরু করল তখন হজরত মহম্মদ কাবায় উপস্থিত সমস্ত মূর্তির অবসান ঘটালেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে কোরআনে প্রার্থনা পদ্ধতির থেকেও মানুষের পবিত্র চরিত্রকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

[2:133] তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল: আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইয়াকুবের মৃত্যুকালে ওঁর পুত্ররা প্রশ্ন করেছিলেন ওঁর মৃত্যুর পর প্রার্থনা পদ্ধতি কি হবে এবং তা কার প্রতি নিবেদন করা হবে? ঈশ্বরকে বিভাজিত করে মানুষ নিজেদের মধ্যেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে আর বিভাজিত হয়েছে যা প্রাকৃতিক এবং ঐশ্বরিক আদর্শের বিরুদ্ধ। ইব্রাহিম, ইসমাইল, ঈসা তথা সমস্ত অবতারই প্রেম, সত্যতা, শিক্ষা এবং শান্তিকে ঐশ্বরিক সত্য মেনে এক ঈশ্বরের প্রার্থনা করেছেন যা মানবকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে।*

সন্দেশ: সত্য এবং জ্ঞানের আদর্শ যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের আদর্শকে ভুলে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই আয়েতের উপদেশ হল "মানুষ এরকম না করে অতীতের থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সুন্দর এবং শান্তিময় করে তুলুক"।

[2:134] আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়— যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

ব্যাখ্যা: *সময়চক্রের সাথে সাথে মানুষের বিচারধারার পরিবর্তন হয় কিন্তু সত্য অপরিবর্তিত থাকে এবং একটি সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে এরকম আছে যারা সত্যকে সর্বদাই অস্বীকার করে আসে এবং পরাজিত হয়। পাপ এবং পুণ্যের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়, এক্ষেত্রে কেউ কারও উত্তরদায়ী নয়।*

[2:135] তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনো নয়; বরং আমরা ইব্রাহিমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ব্যাখ্যা: *নিজের সম্প্রদায়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করার প্রচেষ্টা কিছু মানুষ করে থাকে এবং যেমন ইহুদী এবং ইসাই সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদাই এই প্রচেষ্টা করে থাকে কিন্তু ঐশ্বরিক ধর্ম হল ইব্রাহিমের ধর্ম (প্রেম, মানবতা, শিক্ষা এবং অহিংসা)।*

সন্দেশ: প্রকৃতিগত ভাবে মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র দু-ভাগে বিভাজিত করা যায় যাঁরা পবিত্র শিক্ষা এবং শান্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁদের সম্প্রদায় এবং অপরটি হল অপবিত্রতা, হিংসা এবং ঘৃণার আদর্শে বিশ্বাসী যারা। অপবিত্র শক্তি মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ধার্মিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে মানবসমাজে শান্তি বিঘ্নিত করেছে এবং বর্তমান সময়ে মানবসমাজের অন্তর্বর্তী বিভেদের সব থেকে বড়ো কারণ হল ধর্ম। ইতিহাস প্রমাণ করে ধর্মীয় মতভেদই পৃথিবীতে মানবসমাজের মধ্যে সংঘটিত বেশির ভাগ যুদ্ধের কারণ। মানবসমাজের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হল ধর্মীয় মতভেদ। সত্য এবং পবিত্রতাই ঐশ্বরিক ধর্ম।

দ্রষ্টব্য: সুরাহ— তাগাবুন আয়েত নং ২ এই আদর্শকে প্রমাণিত করে যাতে বলা হয়েছে পরমেশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে কিছু পবিত্র মানুষ আছে এবং কিছু আছে অবিশ্বাসী অপবিত্র। ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি মানুষের এক ভ্রান্ত বিচারধারা।

[2:136] তোমরা বলো, আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।

ব্যাখ্যা: *বলো, বিশ্বাস করি পরমেশ্বর আল্লাহর প্রতি এবং প্রকৃতিগত ভাবে আমাদের যা প্রাপ্ত হয়েছে এবং পুস্তকরূপে যা অবতীর্ণ হয়েছে ইসমাইল, ইব্রাহিম, ইয়াকুব, ইসাক এবং তাঁদের বংশাবলির ওপর এবং মুসা ও ঈসার ওপর এবং অন্য সমস্ত অবতারের প্রতি তাঁদের পরমেশ্বরের দ্বারা যা প্রাপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে কারও কোনও পার্থক্য করি না, আমরা সকলের ওপর বিশ্বাস রাখি এবং ভক্তিপূর্বক শ্রদ্ধা করি।*

সন্দেশ: এই আয়েতে "অন্যান্য সমস্ত অবতার এবং তাঁদের পরমেশ্বর" বলে মানবসমাজে উপস্থিত পরমেশ্বরের বিভিন্ন নামের প্রতিষ্ঠা প্রদান করা হয়েছে। মানবসমাজে উপস্থিত পরমেশ্বরের বিভিন্ন নামে যে মতভেদ মানুষের মধ্যে যে উপস্থিত আছে তা সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। সমস্ত নবীর একই ঐশ্বরিক সত্যকে বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি স্থাপনা করেছেন। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এক এবং অভিন্ন। পরমেশ্বর আল্লাহর আলাদা আলাদা নাম প্রদান করে মানুষ আলাদা আলাদা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন। আদর্শের নামে বিভাজন ঐশ্বরিক আদর্শের বিরুদ্ধ এই আয়েতটি পুরোপুরি ভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে বাতিল করে দিয়েছে। কোরআন শরীফ সমস্ত মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

সুরা: আম্বিয়া আয়েত সংখ্যা ২২-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও শক্তি থাকলে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত— এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। পারমাণবিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত সৃষ্টির সমতুল্য কোনও শক্তির উপস্থিতি ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করে দিত। এই তত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত কোনও শক্তি অসম্ভব অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল-লিল লাহ" এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, পারমাণবিক শক্তি দ্বারাই সমস্ত অস্তিত্বের সৃষ্টি পরিবর্তন এবং বিনাশ হয় এবং এই শক্তিই অনন্ত, অমর, অজয় এবং অদৃশ্য যা সমস্ত শক্তির উৎস এবং একে শুধুমাত্র অনুভব করা যায়।

[2:137] অতএব তারা যদি ইমান আনে, তোমাদের ইমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *এই সত্যকে যারা উপলব্ধি করতে পারে তারাই ঈশ্বরের প্রতি ইমান এনেছেন মানে প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করেছেন এবং যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরা সত্যের বিরোধিতা করলেন পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞাতা।*

সন্দেশ: পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি এক ঈশ্বর এবং ওঁর প্রবর্তিত অবতারগণ, সমস্ত ধর্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের প্রতি বিশ্বাস আনেন তাহলেই মানব শান্তি এবং সুখ প্রাপ্ত করবে— এই আদর্শের বিরোধিতা করলে মতভেদ সৃষ্টিকারী অশান্তির বীজবপনকারী রূপে মানব সমাজে শনাক্তকরণ হবেন। ধর্মীয় মতভেদ মানব মস্তিষ্কে ঘৃণা, ঈর্ষা এবং নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করে। কোরআন শরীফে এই আয়েত দ্বারা সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মের সাথে যুক্ত অবতারগণের দ্বারা প্রদত্ত ঈশ্বরের নামের ওপর বিশ্বাস আনা এবং সম্মান প্রদর্শন এই আয়েতের মূল আদর্শ ও উপদেশ।

[2:138] আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে পুরোপুরি ভাবে অধিগ্রহণ করা মানব কর্তব্য— এর থেকে সুন্দর এবং উপকারী আদর্শ অসম্ভব। আমরা ওঁর আদর্শকেই বিশ্বাস ও গ্রহণ করি।

সন্দেশ: মানুষের আবেগ অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কে উপস্থিত প্রেম, মানবতা এবং শান্তির কামনা প্রকৃতিগত ভাবে বর্তমান। এবং এই প্রাকৃতিক রঙে নিজেকে এবং সমাজকে রাঙিয়ে দেওয়াই মানুষ এবং মানুষের সমাজের জন্য লাভদায়ী এবং এতেই ঈশ্বরের কাছে নিজের আত্মসমর্পণ করা আর যার দ্বারা মানুষের সুখশান্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্তি পায়।

[2:139] আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা: পবিত্র ও বিশ্বাসী মানুষ (ইমানওয়ালা) জিজ্ঞেস করেন পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আদর্শের মধ্যে মতভেদ কেন সৃষ্টি করা হয় যেখানে পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আদর্শ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য একই। প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মফলের উত্তরদায়ী সে নিজেই এবং পবিত্র মানুষ ঈশ্বরের এই আদর্শকেই অধিগ্রহণ করে থাকে এবং সমস্ত প্রাণীরই পরমেশ্বর এক এবং অভিন্ন।

সন্দেশ: ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানু ষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিভাজিত করেছে কখনও কখনও আলাদা আলাদা নাম প্রদান করে এবং কখনও প্রার্থনা পদ্ধতি দ্বারা। পরম সত্য হলও পরমেশ্বর আল্লাহ কোনওরকম প্রার্থনা আশা করেন না এবং নাম প্রদান করে ওঁর অনন্ত চরিত্রকে অবনত করা যায় না। মানুষ নিজের সন্তুষ্টি এবং মানসিক তুষ্টিসাধনকল্পে ঈশ্বরের নাম প্রদান করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা পদ্ধতি নিজেই আবিষ্কার করেছেন। নাম এবং প্রার্থনা পদ্ধতির থেকেও অনেক বেশি লাভকারী হল ওঁর আদর্শকে কঠিন ভাবে গ্রহণ করা এবং পালন করা। পরমেশ্বর আল্লাহকে নিয়ে মানুষের মধ্যে দু-প্রকারের মতভেদ রয়েছে এক হল ওনার নাম আর দ্বিতীয় হল ওনার প্রার্থনা পদ্ধতি এবং দুটোই হল মানুষের অলীক কল্পনা যা আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং মানবচরিত্রকে এই আয়েতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই আয়েত দ্বারা মানুষের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত রকম ধর্মীয় বিভেদকে রদ করা হয়েছে এবং কারও উত্তরদায়ী কাউকে ধার্য করা হয়নি, কারণ সর্বোচ্চ নির্ণায়ক হলেন আল্লাহ যাঁর দায়িত্ব না অবতারগণ পালন করতে পারেন না সাধারণ মানব। মানবসমাজে উপস্থিত সমস্ত নিয়মকানুন ঈশ্বর প্রদত্ত। পরমেশ্বর আল্লাহ এক এবং অভিন্ন এবং ওঁর আদর্শও তাই।

[2:140] অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খ্রিস্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন?

ব্যাখ্যা: *কথিত ছিল, ইব্রাহিম, ইসাক, ইয়াকুব আর ইসমাইল ইহুদী ছিল কিংবা নুসরানি ছিলেন? এই কথনে সত্য শুধুমাত্র পরমেশ্বর জ্ঞাত। মুখ্য হল পরমেশ্বর প্রদত্ত আদর্শ অনুযায়ী মানুষের জাত বিচার জঘন্য অপরাধ। ঈশ্বরের আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ।*

সন্দেশ: প্রেম, শিক্ষা, মানবতা, অহিংসা, শান্তি, সংযম এবং এর সাথে সাথে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা আল্লাহর মুখ্য আদর্শ ও উপদেশজাত এবং কর্ম বিচার করা মানুষের অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত।

দ্রষ্টব্য: মানবসমাজকে ধর্মের নামে সম্প্রদায় দ্বারা বিভক্ত করা জঘন্যতম অপরাধ।

[2:141] তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *কোরআন দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহ মানবসমাজে উপস্থিত সাম্প্রদায়িকতার বিচার রোধ করেছেন। মানুষের চরিত্রকেই মুখ্য করে প্রাধান্য দিয়েছেন।*

সন্দেশ: জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে এই আয়েত দ্বারা পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। আয়েত অনুসারে মানুষের চারিত্রিক গুণের আধারে মানবসমাজে শুধুমাত্র দুটো সম্প্রদায়ই প্রযোজ্য। এক হল পবিত্রতা, শিক্ষা, শান্তি, অহিংসা এবং প্রেমের পথে পরিচালিত সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় হল পাপ, হিংসা আর বিবাদের পথে পরিচালিত সম্প্রদায়। অতীত হওয়া মনীষীদের আদর্শ ইতিহাস হয়ে মানবসমাজে বর্তমান তাদেরকে মৃত কখনোই বলা যায় না। তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁদের আদর্শ, সংঘর্ষ, জীবনশৈলী সব কিছুর থেকে শিক্ষাগ্রহণ মানুষের জন্য লাভদায়ী।

[2:142] এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ওই কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।

ব্যাখ্যা: *পূর্ব-পশ্চিমের মতো সমস্ত দিকই পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। পবিত্র মানব কি কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তার তদন্ত এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কারণ জানার প্রচেষ্ট করা সভ্য সমাজের কর্তব্য।*

সন্দেশ: যখন পরমেশ্বর আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত দিকই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন তখন প্রার্থনার স্থান মসজিদ আক্সা কিংবা মসজিদ হারাম যা-ই হোক না কেন, মানুষের প্রার্থনা সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর অনুগ্রহ। এই আয়েত প্রমাণ করে প্রার্থনাস্থানের বিবাদ পুরোপুরি মানুষের ভ্রম এবং ভ্রান্ত ধারণা। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাদিসে অনেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে কিন্তু মোদ্দাকথা হল পৃথিবীর এমন কোনও স্থান নেই যা আল্লাহর অধীন নয় কিংবা যেখানে আল্লাহ নেই। এই সত্য হজরত মহম্মদ জানতেন এবং উনি কখনোই প্রার্থনাস্থলের ভ্রান্ত বিবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি।

[2:143] এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা

সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ইমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, শিক্ষিত আধুনিক শান্তিকামী মানুষকে প্রকৃতি মানবসমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রদান করেছে এবং যাদের অপবিত্রতা, মূর্খতা, জিদ সমাজে প্রকাশিত তারা অবশ্যই বিপদগামী। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের সত্য এবং শান্তি প্রাপ্ত ঘটে যে নিজের পবিত্রতাকে অবতারগণের শিক্ষার এবং আদর্শের কাছে অবনত করে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর আল্লাহ তাদের সৎ পথে চালনা করেছেন। পবিত্র মানুষদের বিশ্বাস এবং সংকল্প কখনোই বিফল হয় না, পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীর ওপর দয়াপ্রবণ।*

সন্দেশ: বর্তমান সমাজের যাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা করেছেন তাঁরা মনে করেন তাঁদের সম্প্রদায়ের ওপরেই পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের কিংবা সম্প্রদায় শুদ্ধিকরণের দায়িত্ব রয়েছে। এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তার কারণ হল "মুসলমান" শব্দটি মানুষের বিশেষ চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে, এটি একটি বিশেষণ, আরবি ভাষা কিংবা আরবি ভাষা পড়লেই মুসলমান হয়ে যায় না। কেউ কেউ মনে করেন পবিত্র হজরত মহম্মদের আভূষন নকল করলেও মুসলমান হওয়া যায়। শুধুমাত্র চারিত্রিক পবিত্রতা ও শিক্ষা দ্বারাই মুসলমান হওয়া যায়। এই শব্দটি আরব দেশে হজরত মহম্মদের জন্মের হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল, এছাড়া আয়েত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফলের উত্তরদায়ী সে নিজেই। তাহলে ঘোষণাকারী মুসলমানদের এই দায়িত্ব কে দিল?

কোরআন শরীফে বহু বার "ইলম" শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ হল শিক্ষা এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মানুষকে পবিত্রতা এবং শান্তির পথ প্রদর্শন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা-একাব আয়েত নং ৯-এ স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে এবং রসূল হজরত মহম্মদ ঘোষণা করেছেন যে উনি নিজেই জানেন না যে ওঁর সাথে কি পরিণতি হবে এবং ওঁর দায়িত্ব শুধুমাত্র মানবসমাজে পবিত্রতার সন্দেশ পৌঁছানো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়েত সংখ্যা ২/৪৮, ১২৩, ১৬৫, ৩/১১৭, ২০/৩, ১৭/৫৭, ৩৯/৩৩, ৩৪/৩৭, ৩৫/১৮, ৩৯/৩, ৪৬/১, ১৯, ৫৮/১৭, ৬০/৩— এই সমস্ত আয়েতে আমার প্রদত্ত তথ্য আরও বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত হয়।

[2:144] নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাকো, সেদিকে মুখ করো। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ সব সময়ই পরমেশ্বর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সমাজের*

অপবিত্র আচরণ অবতারগণকেও বিঘ্নিত করত এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবতারগণ প্রার্থনা করতেন এবং নিশ্চিতরূপে পরমেশ্বর আল্লাহ অবতার এবং পবিত্র মানুষের সাহায্য করেন। সমস্ত সভ্য, প্রেম, শান্তি, শিক্ষা এবং অহিংসাকামী মানুষের লক্ষ্য হল শান্তি (মসজিদে হারাম)। পৃথিবীর সেই সমস্ত মানুষ যারা শিক্ষা, অহিংসা এবং প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতায় বিশ্বাসী তাদের লক্ষ্য এবং দিশা একই হয়।

সন্দেশ: মসজিদে হারামকে প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, শান্তি, মানবতা, সভ্যতা এবং অহিংসার লক্ষ্যরূপে সাংকেতিক করা হয়েছে।

[2:145] যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ব্যাখ্যা: *যারা বিকৃত দুষ্কৃতী, অশান্ত, অসভ্য তারা কখনোই পবিত্রতা এবং শিক্ষার লক্ষ্যকে গ্রহণ করবে না এবং কিছু কিছু লোক আছে যারা সত্যের উপলব্ধি করার পরেও অপবিত্রতাকে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে তারা নিশ্চিতরূপে অত্যাচারী।*

সন্দেশ: মানুষের মধ্যেই পবিত্র এবং অপবিত্র অস্তিত্ব রয়েছে, মানুষের দ্বারাই পাপ এবং পুণ্য কার্য সংঘটিত হয়। এই আয়েত এই তথ্যকেই ব্যাখ্যা করে। অপবিত্র শক্তি মানুষকে সর্বদা ভ্রমিত করতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণস্বরূপ "সুরাহ ইরাফে" নিম্নলিখিতে উল্লেখ আছে:

সে বলেছে (অপবিত্র সত্যা) আমাকে সময় দাও মৃত্যু পর্যন্ত। (১৪)

পরমেশ্বর আল্লাহ ওকে আমৃত্যু সময় দিয়েছেন। (১৫)

সে বলেছে (অপবিত্র সত্যা) ঐশ্বরিক শক্তিকে আপনি (পবিত্র শক্তি)

আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং আমি শপথ নিচ্ছি যে আমি তার জন্য মানুষকে (আপনার অস্তিত্বকে) সর্বদাই সত্যের পথ থেকে বিভ্রান্ত করব। (১৬)

মস্ত দিক থেকেই মানুষের অস্তিত্বকে এবং বিবেকের ওপর হামলা করব এবং আপনি (ঈশ্বর) মানুষের মধ্যে অধিকাংশকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী দেখতে পারেন। (১৭)

এই কথোপকথন পুরোপুরি সাংকেতিক।

এছাড়াও কোরআনে আরও অনেক আয়েত আছে যা এই আয়েতের আদর্শকে প্রমাণিত করে, উদাহরণস্বরূপ: ৪/১১, ১৫/৩৭-৪১, ১৭/৬২-৬৫

[2:146] আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।

ব্যাখ্যা: *যে ভাবে মানুষ নিজের সন্তানকে অনুভব করে সেই ভাবে সভ্য মানুষ ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শকে চিনতে এবং অনুভব করতে পারে। কিছু লোক এরকম আছে যারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে অনুভব করার পরেও নিজের লক্ষ্যপূর্তির উদ্দেশ্যে সত্য গোপন করে।*

[2:147] বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হোয়ো না।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক সত্যকে যারা প্রকৃত ভাবে অনুভব করে তারা কখনোই বিভ্রান্ত হয় না। তারা সমাজের কল্যাণকল্পেই ব্রত থাকে।*

[2:148] আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যেদিকে সে মুখ করে এবাদত করবে। কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ দিক থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ জীবনশৈলী এবং চিন্তাধারা— এই সমস্ত কিছুর ওপরে হল সৎকার্য এবং পবিত্রতা এবং এই আদর্শই সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য। এই আদর্শে বিশ্বাসী সমস্ত মানুষই একই সম্প্রদায় ভুক্ত। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশক্তিমান।*

সন্দেশ: এই আয়েতে লক্ষণীয় তথ্য হল বলা হয়েছে প্রত্যেক অস্তিত্বেরই এক একটি দিশা নিযুক্ত আছে, এবং এতেই প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেক মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহ আলাদা আলাদা কর্ম, আলাদা আলাদা মস্তিষ্ক, আলাদা আলাদা বুদ্ধি এবং বিবেক এবং আলাদা আলাদা অবস্থান এবং শারীরিক গঠন এবং প্রয়োজন প্রদান করেছেন। কিন্তু পবিত্র সম্প্রদায়ের মানুষের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই হয় যা হল শিক্ষা, শান্তি, পবিত্রতা, মানবতা এবং অহিংসা।

[2:149] আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও— নিঃসন্দেহে এটাই হল তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুত তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন।

ব্যাখ্যা: *যে-কোনও প্রান্তের সভ্য এবং শান্তিকামী মানুষ একই চিন্তাভাবনা পোষণ করেন তাঁদের লক্ষ্য এবং কর্ম সর্বদাই প্রেম এবং শান্তিময় হয় তাদের মুখমণ্ডল মসজিদের হারামের দিকে থাকে)। প্রকৃতিতে সমস্ত রকম কর্মই প্রকাশিত।*

সন্দেশ: পবিত্রতা এবং শান্তির সংকল্প হল "কাবা"। অপবিত্র দুষ্কৃতীর কোনও স্থান নেই। কাবাকে একটি চৌকো পাথরের অট্টালিকা না মনে করে এর সংকল্পকে সামনে রেখে এর পরিক্রমা করা উচিৎ।

[2:150] আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আসো এবং যেখানেই অবস্থান করো, সেদিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হোয়ো না। আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দিই এবং তাতে যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষ নিজেদের লক্ষ্য এবং নিজেদের অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হোক, যাতে বিচারধারার মতভেদ বিবাদ কখনই শত্রুতার আকার না ধারণ করে।*

সন্দেশ: প্রেম, পবিত্রতা, শিক্ষা, শান্তি এবং অহিংসা— এই ৫ তথ্যই হল ইসলাম এবং নমাজের বুনিয়াদী তথ্য ও আদর্শ এবং এই আদর্শের সংকেত করে "কাবা"। ইসলাম নামের ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই প্রার্থনা পদ্ধতি কিছুটা হলেও বিভিন্ন তথ্য প্রার্থনা পদ্ধতির আঁধারেই

বিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বিভেদ পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী। আমি বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি কোরান শরীফের উপদেশ এবং আদর্শ সাম্প্রদায়িকতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না।

[2:151] যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনও তোমরা জানতে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের সৃষ্টির প্রাকৃতিক আদর্শ, মানবসমাজের মধ্য থেকেই কোনও বিশেষ মানবের মস্তিষ্ক দ্বারা ব্যাপ্ত করেন সেই পবিত্র মানুষ সমাজের পবিত্রতা এবং কল্যাণকল্পে পরমেশ্বরের আদর্শকে মানবসমাজে প্রচার ও প্রসার করেন এবং যার দ্বারা মানুষের সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হয়। উনি অনেক প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন করেন যা মানুষের অজানা ছিল।*

সন্দেশ: বিশেষতা প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় ঘটায়।

[2:152] সুতরাং তোমার আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার অনুগত হওয়া এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ মানব কর্তব্য যার দ্বারা মানুষ সুখশান্তি প্রাপ্ত করে।*

[2:153] হে মুমিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নমাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *সভ্য মানুষ সর্বদা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রদত্ত অবস্থানে খুশি থাকেন এবং অধৈর্য হন না। মানবতা, শৃঙ্খলা, প্রেম, শান্তি ও শিক্ষা (নমাজ) দ্বারা প্রার্থনার পরিপূর্ণ করেন এবং প্রকৃতির ওপর বিশ্বাস রাখেন।*

[2:154] আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বোলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝে না।

ব্যাখ্যা: *মনীষীদের মৃত ঘোষণা করা মূর্খতা, কারণ তাদের আদর্শ মানবসমাজে জীবিত থাকে। তাদের বলিদান মানুষের জন্যে সমস্ত যুগেই উদাহরণস্বরূপ বর্তমান থাকে এবং এরা সত্যের প্রতীক হয়।*

[2:155] এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষদের সামান্যই পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হতে হয়। তাদের কখনও কখনও দরিদ্র এবং ক্ষুধার কষ্ট অতিবাহিত করতে হয়, ধৈর্যশীল মানুষ কখনোই এতে বিচলিত হন না এবং পথভ্রষ্ট হন না, লক্ষ্যস্থির রেখে নিজের আদর্শে পরিচালিত হন।*

[2:156] যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের পবিত্র মানুষ বিচলিত না হয়ে পবিত্র আদর্শেই নিজের সংকল্প স্থির রাখেন।*

[2:157] তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা: *এই পবিত্র মানুষের ওপর পরমেশ্বর আল্লাহর করুণা এবং আশীর্বাদ পরিলক্ষিত হয় এবং তারাই সাধু।*

সন্দেশ: এই আয়েতটি আল্লাহর প্রত্যক্ষ উক্তি নয়। আয়েত অনুসারে তাদের আল্লাহ এবং যার উক্তি তার আল্লাহ দুজন আলাদা আলাদা হতে পারেন না। যদি এই আয়েতটি আল্লাহর প্রত্যক্ষ উক্তি হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন হল, যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই আয়েত বলা হয়েছে তাদের আল্লাহ কি আলাদা, ভিন্ন? কোনওমতেই নয়, এই আয়েত অনুসারে সমস্ত সভ্য, সংযমী এবং শান্তিকামী মানুষের ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন।

[2:158] নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবাঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনও দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীয় কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিক পটভূমিকার আধারে মানুষের ধৈর্য এবং প্রেমের নিদর্শন হল "সাফা ও মারওয়া"। যখন মানুষ হজ্ব কিংবা উমরা করতে যান সৌদি আরবে তখন সাংকেতিক রূপে সাফা ও মারওয়ার পরিক্রম করা হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সম্মানদাতা এবং সর্বজ্ঞ।*

[2:159] নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাফিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পর; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যতা, আদর্শ এবং উপদেশ লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষরা গোপন করবার চেষ্টা করে নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য। এই ধরনের মানুষরা অভিশপ্ত জীবন প্রাপ্ত করে থাকেন।*

সন্দেশ: উদাহরণস্বরূপ হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষরা নিজেদেরকে অতি পবিত্র প্রমাণ করার জন্যে এবং সমাজের ক্ষমতা হস্তগত করার লক্ষ্যে জাতিভেদে ঘৃণ্য অমানবিক প্রথার প্রচলন করেছিল। এমনকি বেদের জ্ঞানও অন্য জাতির মানুষদের মধ্যে প্রচার করত না। কিন্তু বেদ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞান এবং সভ্যতার আদর্শ প্রচার এবং প্রসার করা ও সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা।

[2:160] তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ নিজের পূর্ববর্তী পাপ উপলব্ধি করে তার থেকে মুক্ত হয় পবিত্র কাজ করে, স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করে নিজের পাপের উপলব্ধি তিনিই আদর্শবান এবং পুনরায় পাপকার্যে লিপ্ত হন না।*

[2:161] নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত।

ব্যাখ্যা: *যারা পাপী দুষ্কৃতী এবং সেই আদর্শের সাথেই তাদের মৃত্যু হয় তাদের ওপরে প্রকৃতি এবং মানবসমাজের ধিক্কার।*

[2:162] এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আজাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরামও পাবে না।

ব্যাখ্যা: *পাপী এবং দুষ্কৃতীদের যন্ত্রণা কখনোই লাঘব হয় না, তারা এই অবস্থার চিরবাসী কেউ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না।*

[2:163] আর তোমাদের উপাস্য একই মাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এক এবং অভিন্ন। পাপ আদর্শের আরাধনা যারা করেন তাঁরাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তির উপাসনা করে থাকেন, পরমেশ্বর আল্লাহ অতিশয় কৃপাময় এবং দয়ালু।*

[2:164] নিশ্চয়ই আসমান ও জমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকেযে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত জমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়ম হল "প্রত্যেক অস্তিত্বের বিপরীত অস্তিত্ব' উদাহরণস্বরূপ রাত ও দিন। ধরে নেওয়া যাক প্রকৃতি হচ্ছে সমুদ্র এবং মানবজীবন হল জলযান, পরমেশ্বর আল্লাহ প্রকৃতির জ্ঞান মানবকে দেন যা মানুষের অজ্ঞানতা এবং মূর্খতাকে দূর করে, ঠিক যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি পৃথিবীর ধরাতলকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। মানবজীবনের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত। উদাহরণস্বরূপ মেঘ মালা দ্বারা আকাশের সৌন্দর্য প্রদান। প্রকৃতিতে পাখির উপস্থিতি শূন্য আকাশের সৌন্দর্য প্রদান করে। পরমেশ্বর আল্লাহর অনুকম্পায় মানুষ আধুনিক এবং বৈচিত্র্যময় জীবন প্রাপ্ত করেছে, জংলী থেকে আধুনিক হয়েছে*

[2:165] আর কোনও লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ইমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনও কোনও আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যারা ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে অপবিত্র আদর্শ দ্বারা সমাজকে কলুষিত করে (ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, অহংকার এবং বিবাদ)। পবিত্র মানুষ ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শকে গ্রহণ করেন এবং নিজের জীবন দ্বারা প্রমাণিত করেন পবিত্রতার আদর্শ, কিন্তু অত্যাচারী মানুষ ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে না। সমস্ত শক্তির উৎসই*

হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তি এবং এই শক্তি দ্বারাই প্রকৃতি মানুষকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

সন্দেশ: আল্লাহ এবং তার ঐশ্বরিক সত্য, তার সুখশান্তির আদর্শ নিজের বিবেক দ্বারা পূর্ণরূপে গ্রহণ করাই ঈশ্বরপ্রেম এবং এই প্রেম মানুষের অস্তিত্বকে পবিত্র ও শান্তিময় করে তোলে। সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত। অমানবিক চরিত্র প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আরবি ভাষায় তাকে কাফের বলা হয় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।

[2:166] অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।

ব্যাখ্যা: *পাপ, বিবাদ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা যাঁদের সংকল্প তাঁরা সর্বদাই নিজের অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকেন এবং তাঁরা যাঁদের অধীনস্থ হয়ে থাকেন তাঁদের অবলোকন পুরোপুরি অস্তিত্বহীন হয়ে যায় এবং পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।*

সন্দেশ: মানুষ নিজের কর্মফলের উত্তরদায়ী তার গুরুর থেকে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করে সেটাই তার জীবনে প্রতিফলিত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের বিবেককে পাপ কার্যে প্রলোভিত করে।

[2:167] এবং অনুসারীরা বলবে, কতই না ভালো হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: *পাপ, কুসংস্কার এবং অশিক্ষা ও অসত্যের আদর্শ প্রচারকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হলে অবিশ্বাসীদের সত্যের সাথে পরিচয় ঘটে।*

সন্দেশ: সত্যের উজ্জ্বলতা কখনোই অপ্রকাশিত থাকে না।

[2:168] হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা: *মানবশরীরের জন্যে যা উপকারী (হালাল) মানুষ তা গ্রহণ করুক, অপবিত্রতার আদর্শ বর্জন করুক। পাপ মানুষের সুখশান্তি আর স্বাস্থ্য বিঘ্নিত করার প্রকাশিত এবং প্রমাণিত শত্রু।*

সন্দেশ: মানবের মস্তিষ্কের খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান। অজ্ঞানতা ও মূর্খতা মানব এবং মানবসমাজের প্রকাশিত শত্রু।

[2:169] সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ করো যা তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বে অবস্থিত অপবিত্র শক্তি মানব বিবেককে সর্বদা কুপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও মানব বিভ্রান্ত হয়ে কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে এবং সত্যের অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে থাকে।*

[2:170] আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য করো যা আল্লাহ

তাআলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনও না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, জানত না সরল পথও।

ব্যাখ্যা: *মানব বিবেকে উপস্থিত পবিত্র শক্তি যা প্রকৃতির দান তাকে অনুসরণ করাই শ্রেয়, এই আদর্শ দুষ্কৃতী মানুষ কখনোই গ্রহণ করে না, তারা তাদের পূর্বপুরুষের অযৌক্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন আঁচার বিচারে লিপ্ত থাকতে পছন্দ করে, অজান্তেই তাদের আদর্শ হয়ে পড়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশে ভয়ভীত হয়ে কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরে। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জ্ঞান আর সত্যের প্রকাশই মানুষকে আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় জীবন প্রদান করে চলেছে। প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারে মানব অস্তিত্ব সর্বদাই আধুনিকতায় বিকশিত হয়ে চলেছে।*

[2:171] বস্তুত এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোনও জীবকে আহ্বান করছে যা কোনও কিছুই শোনে না, হাঁক ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী অপবিত্র মানুষের উদাহরণ, এই রকম যে চিৎকার করে অথচ নিজে শুনতে পায় না। বধির, মূক এবং অন্ধত্ব যারা সত্যের প্রকাশ থেকে বঞ্চিত।*

[2:172] হে ইমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুজি হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় করো আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী এবং পবিত্র মানুষ সত্য এবং পবিত্রতাকে গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করে থাকে, সমাজ কল্যাণকেই ঈশ্বরের প্রার্থনারূপে গ্রহণ করে থাকে।*

[2:173] তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীবজন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনও পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র এবং নিষেধ করা হয়েছে মানুষকে পচে যাওয়া এবং মৃত জাতীয় দ্রব্য ভক্ষণ করতে। রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকারক যা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও অস্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত সেই সমস্ত জিনিস ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। জীবনদায়ী ওষধীরূপে কিছু নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে।*

সন্দেশ: সব প্রাণীরই খাদ্য অভ্যাস প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৃতিগত ভাবে সব প্রাণীই তাদের শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এবং এই কারণেই ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক কারণবশত পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের খাদ্য অভ্যাসও বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ যে সমস্ত অঞ্চলে ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানকার মানুষ খাদ্যরূপে মাংসের ব্যবহার বেশি করে থাকে। নিজের শরীরকে শীতলতার থেকে বাঁচানোর জন্য মাংসের ব্যবহার প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষা। শুয়োরের মাংসের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের শরীরে টেপ-ওয়ার্ম (এক ধরনের কৃমি) সৃষ্টি করে।

[2:174] নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *নিশ্চিতরূপে যারা গোপন করার চেষ্টা করে থাকে প্রাকৃতিক সত্যকে এবং প্রাকৃতিক জ্ঞান যা পুস্তকরূপে মানব সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছে তার সত্যতাকে অসত্য বিক্রয় করে স্বল্পমূল্যের জন্যে। তারা আগুন ভক্ষণকারী, তাদের মস্তিষ্ক অশান্তির আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং অন্তিম সময়ে পূজা।*

[2:175] এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ সত্যের পরিবর্তে বিভ্রান্তি ক্রয় করেছে তারা একদমই ধৈর্যশীল নয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতটিতে সেই সমস্ত মানুষকে সম্বোধিত করা হয়েছে যারা ধর্মের নামে অসৎ কাজ করে থাকে। বিজ্ঞান প্রকৃতির উত্তম দান এবং বিজ্ঞানের অপব্যবহার মানবধর্মের উল্লঙ্ঘন।

[2:176] আর এটা এজন্যে যে, আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কেতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক সত্যসহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত জ্ঞান পুস্তকরূপে মানবকে প্রদান করেছেন, দুষ্কৃতী মানুষ এই সত্য জ্ঞানকে বিকৃত এবং বিভ্রান্ত করার প্রয়াস করে চলেছে।*

সন্দেশ: ধর্মপুস্তক এবং বিজ্ঞান সমস্তটাই আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বরদান। আর এই দুইয়ের অপব্যবহার মানবসমাজ এবং সভ্যতার জন্যে হানিকারী এবং যারা এই কাজ করে তারা প্রাকৃতিক ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।

[2:177] সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড়ো সৎকাজ হল এই যে, ইমান আলবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

ব্যাখ্যা: *কোনও মানুষের পুণ্যতা কোনও বিশেষ দিকের ওপর নির্ভর করে না তা পূর্ব হোক কিংবা পশ্চিম অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রার্থনা পদ্ধতি দ্বারা মানুষের চারিত্রিক পুণ্যতা পরিপূর্ণ হয় না, যে মানুষ প্রাকৃতিক সত্যে বিশ্বাসী অবতারগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ধর্মের নামে মানবকে বিভাজিত করে না এবং সমস্ত অবতারগণকে সম্মান প্রদর্শন*

করে এবং সহানুভূতি সহকারে দুর্বল মানুষের উপকার করে প্রাকৃতিক নিয়ম গ্রহণ করে সমাজকল্যাণে নিজের শ্রম এবং অর্থ ব্যবহৃত করে (নমাজ) আর কর্তব্যপালনে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুঃখ, কষ্ট এবং বিপদকে ধৈর্যসহকারে অতিবাহিত করে এবং বিচলিত হয় না তারাই সত্যের পথে পরিচালিত সংযমী এবং বিশ্বাসী মানুষ।

সন্দেশ: এই আয়েত অনুযায়ী ইমানওয়ালার পরিচয়:

১। আচার-বিচার আর প্রার্থনা পদ্ধতি এই সমস্তর অনেক ঊর্ধ্বে হল সভ্যতা, সংযম, প্রেম, মানবতা, সুখ, শান্তি, শিক্ষা, অহিংসা এবং সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত করা। এই সমস্ত গুণ মানব অস্তিত্বে না থাকলে যে কোনও আঁচার বিচার কিংবা পূজাপদ্ধতি পরিপূর্ণ হতে পারে না।

২। সৃষ্টির প্রত্যেক অস্তিত্বের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এ-ও বলা যেতে পারে প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনকেই মানুষের ভাষায় মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। এই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে এবং নিজের বিনাশের সত্যতাকে গ্রহণ করে মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত মোহ, মায়া, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং মৃত্যুকে পরম সত্য গ্রহণ করে এই সমস্ত কু-চরিত্র বর্জন করাই শ্রেয়, ভ্রমিত হয়ে নিজের বিবেককে এই সমস্ত কুগুণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অশান্তির কারণ।

৩। অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ করা (জেহাদ)।

৪। নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করা।

৫। নিজের প্রয়োজন ছাড়া কোনও জিনিস ব্যবহার না করা।

৬। কোনও প্রাণীকে নিজের দাস না মনে করা।

৭। কষ্ট ও বিপদগামী মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

৮। প্রকৃতির এক একটি অস্তিত্ব এক একজন অবতারকে (ফারিস্তা) সংকেত করে এবং প্রকৃতির অপব্যবহার করে পরমেশ্বর আল্লাহর অবমাননা না করা মানবের কর্তব্য এবং অঙ্গীকার এবং এটাই ফারিস্তাগণের ওপর ইমান আনা।

৯। সত্য ও জ্ঞানের পুস্তকগুলির ওপর বিশ্বাস করা। এই সমস্ত পুস্তকগুলি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কোনও না কোনও মানুষের মস্তিষ্কপ্রসুত হয়ে মানবসভ্যতার সাথে সম্মিলিত।

১০। পয়গম্বর অর্থাৎ অবতারগণ যারা পরমেশ্বর আল্লাহর সোজা এবং সত্য পথ, যার দ্বারা মানুষের সুখশান্তি প্রাপ্ত হয় আর মানবসমাজ ও সভ্যতাতে প্রেম শান্তি এবং অহিংসার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে সেই তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখা অর্থাৎ ইমান।

[2:178] হে ইমানদারগ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *সভ্য এবং পবিত্র মানুষের কর্তব্য হল যদি তার দ্বারা কারও কোনও অনিষ্ট হয় তাহলে সে তার ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করবে, যুদ্ধের সময় সংঘটিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদানও পবিত্র মানবের কর্তব্য, দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রাণহানি কিংবা অঙ্গহানির ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ মানব কর্তব্য। হত্যার বদলে হত্যার অর্থ*

রক্তপাত নয়, হত্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়, যদি ভুলবশত হত্যা হয়ে থাকে তার আইনি শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। বিচারধারার বিভেদে রক্তপাত পুরোপুরি বর্জিত (হারাম)। বিচারধারার বিভিন্নতা এবং পছন্দ-অপছন্দ প্রাকৃতিক— এটাই সৃষ্টির নিয়ম।

সন্দেশ: এই পরিপ্রেক্ষিতে পাপী মানুষের পবিত্র আত্মীয়দের হত্যা করা আদর্শগত ভাবে অপ্রাকৃতিক। আল্লাহর বিচার কখনোই অযৌক্তিক কিংবা অপ্রাকৃতিক হতে পারে না। মৃত্যুর বদলে অর্থ মৃতের পরিবারগণকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। হত্যার বদলে হত্যা মানুষকে ভয় দেখানোর একটি প্রয়াস যাতে মানুষ একে অপরের হত্যায় উদ্যত না হয়।

[2:179] হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।

ব্যাখ্যা: *বুদ্ধিমান এবং সংস্কারী মানুষ এই আয়েতের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে এবং অকারণ হত্যা কিংবা বিভেদ কখনোই করবে না। এই আয়েতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে "কেসাস এই তোমার জীবন"— এর অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় বিবাদ কিংবা হত্যা মানুষের নিজেরই ক্ষতি এবং এর দ্বারা কেউ কারও ক্ষতিসাধনের প্রয়াস করবে না। এই আদর্শটি মানুষ মানুষের মেলবন্ধন সৃষ্টি করে এবং মানবসমাজে রক্তপাত বর্জিত হয় এবং পবিত্র মানুষ সর্বদা চেষ্টা করে বিবাদ এবং হত্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার।*

[2:180] তোমাদের কারও যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধনসম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হল, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি বিধান দিয়েছে মৃত্যুকালে যদি কেউ সম্পদ রেখে যায় তবে পিতা-মাতা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তা বণ্টিত হবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য নিজের অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যাওয়া।*

[2:181] যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোনও রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও সর্বশ্রোতা, পাপীদের পরিচয় তার কাছে গোপন নয়।*

[2:182] যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোনও অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনও গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পক্ষপাত এবং অন্যায় উত্তরাধিকারী নিযুক্তির সময় পুরোপুরি বর্জিত, আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।*

[2:183] হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা

হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের কর্তব্য রোজা। আর এই প্রথা ঐতিহাসিকরূপে সমস্ত কালের মানুষ এবং সম্প্রদায়ের ওপর প্রাকৃতিক কর্তব্য ছিল।*

সন্দেশ: রোজার তিন রকম উপকারিতা আছে যথা সামাজিক, আর্থিক এবং শারীরিক; আর্থিক উপকারিতা-উপবাসের সময় মানুষের আহারের পরিমাণ কম হয় যা মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে। বছরে একটি মাস খাদ্যের কম ব্যবহার মানবসমাজকে দুর্ভিক্ষের মতো কষ্টদায়ক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়।

সামাজিক উপকারিতা— রোজার সময় ধৈর্য এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তা নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য লাভদায়ী।

শারীরিক উপকারিতা— বিজ্ঞান বলে থাকে বেশিক্ষণ অবধি মানুষের অন্ত্র খালি থাকা ঠিক নয় এবং পরমেশ্বর আল্লাহও মানুষের শারীরিক ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে মানুষকে উপবাসের হুকুম প্রদান করেননি। লক্ষণীয় হল রোজার উপকারিতা মানুষের শারীরিক লাভসাধনে সাহায্যকারী। রোজা একটি পৌরাণিক সংস্কার যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপকারসাধনে সমস্ত মানব সম্প্রদায়ে বর্তমান।

[2:184] গণনার কয়েকটি দিনের জন্য অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখো, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পারো।

ব্যাখ্যা: *বাধ্যতামূলক ভাবে বছরে অন্তত তিরিশ দিন (৩০) মানুষ এই প্রথা পালন করেন। অসুস্থ এবং ভ্রমণরত মানুষ ছাড়া এবং অভুক্তদের ভোজন করানো নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী মানব কর্তব্য। মানব কর্তব্য হল রোজার উপকারিতা নিজের এবং সমাজের উপর প্রচলন করে সমাজের কল্যাণ সাধন করা।*

[2:185] রমজান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিন গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ করে এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র রমজান মাসে হজরত মহম্মদের দ্বারা পবিত্র কোরআন বর্ণিত হয়েছিল যা মানুষের জন্য পবিত্র উপদেশ এবং মানব বিবেককে অনুশাসিত করার পবিত্র পুস্তক। সংযম এবং পবিত্রতা (রোজা) দ্বারা মানুষ রোগমুক্ত এবং বিপন্মুক্ত হতে পারে, রোজা মানুষের অপবিত্র বিবেককে শৃঙ্খলিত করে। প্রকৃতি সর্বদা মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে, এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার মানব কর্তব্য।*

সন্দেশ: রোজার উদ্দেশ্য হল মানবসমাজকে খাদ্যভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ করা। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ এক মাস যদি কম খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে নিশ্চিতরূপে পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে না।

[২:186] আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।

ব্যাক্ষা : *পরমেশ্বর আল্লাহর জ্যোতি দ্বারা মানব নির্মিত। ওঁর এই ঐশ্বরিক জ্যোতির ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা মানুষের মূর্খতা।*

[2:187] রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হল আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেয়ো না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

ব্যাখ্যা: *সম্ভোগ মানুষের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং রমজান মাসেও তা বৈধ। নারী এবং পুরুষ একে অপরের বস্ত্র যা প্রকৃতিগত ভাবে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, আল্লাহ প্রকৃতিগত ভাবে যা মানুষের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছেন তার পালন মানবকে শান্তি প্রদান করবে। জ্ঞানের উজ্জ্বলতা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে পরিশুদ্ধ করে, ঠিক এই ভাবেই মানুষের জীবনে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগত এবং সংযত থেকে রোজার আদর্শকে পরিপূর্ণ করা মানব কর্তব্য। জ্ঞানের পীঠস্থান (মসজিদ)-এ সংযত এবং সুশৃঙ্খল হওয়াই কল্যাণকর। এই ভাবেই প্রকৃতি প্রকাশ করেছেন মানবের সত্যের পথ।*

[2:188] তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ কোরো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিয়ো না।

ব্যাখ্যা: *একে অপরের ধনসম্পদ গ্রাস করা অবৈধ ভাবে পাপ। উৎকোচ দেওয়া, অসাধু উপায়ে সম্পদের গ্রাস কর কুমতলবে মানুষকে প্ররোচিত করা মহা পাপ।*

সন্দেশ: অপরের সম্পদ অনৈতিক ভাবে গ্রাস করা বর্জিত এবং এই ধরনের কাজ সভ্য মানুষ কখনোই করবে না। এই আয়েতে একটি বিশেষ উপদেশ আছে তা হল মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত মোহমায়া এবং লালসার চক্রব্যূহে উৎসাহিত হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত

হয় এবং এতটাই অন্ধ হয়ে যায় যে অন্যের দুঃখ, কষ্ট, আবেগ এবং বিবশতার পরোয়া করে না আর স্বার্থপরতা তার লক্ষ্য হয় এবং অপরের ধনসম্পদ অযাচিতভাবে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করা।

[2:189] তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোনও নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পারো।

ব্যাখ্যা: পৌরাণিক কালে মানুষ ঘড়ির ব্যবহার জানতেন না, চাঁদ এবং সূর্যের দ্বারা সময় এবং দিক নির্ধারণ করতেন। পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে চাঁদ এবং সূর্যের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান মানুষকে প্রদান করেছেন। চাঁদ এবং সূর্যের সম্বন্ধে মানুষ সর্বদাই অবতারগণকে প্রশ্ন করতেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মহম্মদকেও এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি বলতেন, প্রার্থনার সময় এবং হজ্বের সময় নির্ধারণের জন্য চাঁদ এবং সূর্যকে ব্যবহার করা হোক। মানুষকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন সত্য এবং বিশ্বাস (ইমান) -এর ঘরে সোজা এবং সরল ভাবে প্রবেশ করাই বাঞ্ছনীয়। সত্যকে বিকৃত করে পরিবেশন করাই অবাঞ্ছনীয়। পবিত্র মানুষ সে-ই হয়, যে সত্য, শান্তি, প্রেম এবং শিক্ষাকে সোজা এবং স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করে কেন-না এই আদর্শেই মানুষের মুক্তি এবং সাফল্য।

[2:190] আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কারও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, অহিংসা, শান্তি, মানবতা— এর বিরুদ্ধে যাঁরা কাজ করেন কিংবা যারা এর আদর্শকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেন এবং সীমা লঙ্ঘন করে সমাজে বিভেদের সৃষ্টি করেন তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ (জেহাদ) বাঞ্ছনীয়। সীমা উল্লঙ্ঘনকারী মানুষ কোনওভাবেই গ্রহণীয় নয়। পবিত্র মানুষ ধর্ম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধার্মিক এবং দুষ্কৃতী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে।*

সন্দেশ: শিক্ষা এবং সত্য জ্ঞান দ্বারা যুদ্ধই সভ্য মানুষের আদর্শ, কিন্তু যখন এর দ্বারা দুষ্কৃতী মানুষকে অনুশাসিত করার প্রচেষ্টা বিফল হয় তখন সশস্ত্র যুদ্ধই কাম্য।

[2:191] আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই কোরো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হল কাফেরদের শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষের বিবেক এবং মস্তিষ্ক পুরোপুরি পবিত্রতা এবং শান্তির আদর্শকে বর্জন করেছে এবং পাপকে নিজের সর্বাত্মক আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে তাকে সামাজিক আইনের দ্বারা হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের মানুষের প্রচেষ্টা থাকে পবিত্র*

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার। অহেতুক বিবাদ হত্যার থেকেও জঘন্য অপরাধ। শান্তি এবং শিক্ষিত সভ্য সমাজে (কাবা) যুদ্ধ পুরোপুরি অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু যুদ্ধ যদি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সভ্য এবং পবিত্র মানুষ নিজের আত্মরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করতে পারে।

সন্দেশ: এই আয়েতের সাথে জুড়ে দেওয়া ঐতিহাসিক কাহিনির সত্যতা খুব বেশি গভীর নয়। বলা হয় কোরআন সমস্ত কালের জন্যই পরিপূর্ণ পুস্তক। ইসলামিক তথ্য অনুযায়ী শহর মক্কায় মুসলমান দুর্বল ছিল এবং সেই কারণে তাদের যুদ্ধ করা মানা ছিল কিন্তু যখন মদিনাতে মুসলমান শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল অমুসলমানদের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন হল যখন যুদ্ধই অবাঞ্ছিত তখন শক্তিশালী এবং দুর্বল হবার অর্থ কী? আদর্শগত ভাবে আজকে যেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি নেই সেক্ষেত্রে এই আয়েতের "সর্বকালের পরিপূর্ণ" তথ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বলা হয় হজরত মহম্মদ আদেশ করেছিলেন মহিলা, বাচ্চা এবং গির্জায় প্রার্থনারত মানুষকে হত্যা না করতে— এই তথ্য পুরোপুরি ভিত্তিহীন, কারণ মানুষের হত্যা যখন পুরোপুরি বর্জনীয় তখন মানুষের মধ্যে বিভাজন করে হত্যা করার পরিকল্পনা আর যা-ই হোক, হজরত মহম্মদের আদেশ হতে পারে না। পবিত্র ইমানওয়ালা মানুষ যুদ্ধ শুধুমাত্র শান্তি এবং শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই করে থাকে নিজের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে এবং সমাজকল্যাণকল্পে ব্যবহার করে। এই যুদ্ধ শুধুমাত্র পাপ আর পুণ্যের যুদ্ধ, কোনও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ নয়। এই আয়েতে একটা বিশেষ রহস্য আছে সেটি হল যদি অপবিত্র দুষ্কৃতী মানুষ অহেতুক কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে তাহলে এর বদলা এবং শাস্তি তাকে পেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের ভীতি প্রদর্শন করাই এই আয়েতের মূল লক্ষ্য। যুদ্ধ, রক্তপাত এবং হত্যা ইসলামিক আদর্শ একেবারেই নয়। ইমানয়ালা কখনোই বিচারধারার মতভেদে বিবাদ সৃষ্টি করে না। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোরআনে বর্ণিত আছে সব মানুষই তার নিজের কর্মফলের উত্তরদায়ী এবং নিজের ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত। ধর্মের অর্থ হল, মানুষ যা ধারণ করে। এক্ষেত্রে মানুষের বিবেকই মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয় পাপ এবং পুণ্যের।

[2:192] আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী এবং যুদ্ধবাজ মানুষ যদি সত্যের উপলব্ধি করে পবিত্রতা এবং শান্তিকে গ্রহণ করে তবে নিশ্চিতরূপে তারা মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।*

[2:193] আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারও প্রতি কোনও জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম তাদের ব্যাপারে আলাদা।

ব্যাখ্যা: *পাপের পুণ্যের দ্বন্দ্ব জারি থাকবে যতক্ষণ না সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর অত্যাচারীদের প্রতি সহনশীল ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়, যদি অত্যাচারী নিজেদের পরিবর্তন করে নিয়ে থাকে।*

সন্দেশ: ধর্মের নামে কোনও জবরদস্তি নয় (২/১৫৬)
তোমার কাছে তোমার ধর্ম আমার কাছে আমার ধর্ম (১০৯/৬)
এই দুই আয়েতের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ অবাঞ্ছনীয়, এটি পাপপুণ্যের লড়াই। পাপী এবং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ। মনে রাখতে হবে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

[2:194] সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি করো, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: সভ্যতা, শান্তি এবং প্রেম যাদের লক্ষ্য তারা সর্বদাই একে অপরের আবেগকে সম্মান করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকে নিজের কর্তব্য মনে করে। অত্যাচারিতদের সাথে ধর্মযুদ্ধ পাপ নয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সংযমীদের সাথেই থাকেন। অত্যাচারিতদের সাথে যদি কেউ অত্যাচার করে তবে পাপ এবং পবিত্রতার মধ্যে তফাৎ কি থাকবে? এই আয়েতে তিনটি দ্রষ্টব্য বিষয় আছে যথা ১. অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচার উল্লেখ করার কারণ কোনও মানুষই ভয়ে অত্যাচারী হয়ে উঠবে না, ২. আয়েতের শেষে "সংযম"-এর কথা উল্লেখ করে ধৈর্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ৩. "সংযম এবং ধৈর্যই" পরমেশ্বরের এবং সমাজবান্ধব আদর্শ। যখন পরমেশ্বর আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন তখন মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের আদেশ এক গভীর রহস্যের সৃষ্টি করে। এটা পুরোপুরি সাংকেতিক। এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা বাঞ্ছনীয়। এই আয়েতে কিছু মাসের উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ অত্যাচারী মানুষকে বিশেষ মাসের ব্যাখ্যা দিয়ে অনুশাসিত এবং সংযমী করে তোলা। সংযমী এবং শান্তিকামী মানুষকে দুর্বল মনে করে যদি কেউ অত্যাচার করে থাকে তার পরিণতি ভয়ংকর হয়ে থাকে।

[2:195] আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কোরো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: সমাজকল্যানকল্পে মানুষ নিজের সম্পদ এবং শ্রম ব্যয় করুক। নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংসাত্মক করা মহাপাপ।

[2:196] আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ওমরাহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনও কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্ব ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুত যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোজা রাখবে ফিরে যাবার পর। এ ভাবে দশটি রোজা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহর আযাব বড়োই কঠিন।

ব্যাখ্যা: সভ্যতা, শান্তি, অনুশাসন এবং প্রেম হজ্ব এবং উমরার সাংকেতিক রূপ, এর আদর্শের প্রতিজ্ঞা করা এবং গ্রহণ করাই হজ্ব করা। মানুষ এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত

হোক, এই আদর্শে বাধাপ্রাপ্ত হলে নিজের কর্ম দ্বারা সেই বাধা অতিক্রম ক রাই মানব কর্তব্য। নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, মোহ এবং লালসা যতক্ষণ না নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে (মাথা ন্যাড়া হওয়া) ততক্ষণ মানুষের মস্তিষ্কের অপবিত্রতা প্রমাণিত না হয়। পাপী অর্থাৎ অসুস্থ মস্তিষ্ক যাদের জীবনে অশান্তির ভয় আছে তারা নিজেদের পবিত্র করার লক্ষ্যে দান পুণ্য করুক এবং সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লালসা, মোহ-মায়া, ঈর্ষা ত্যাগ করুক এবং শান্তিপ্রাপ্তির পর পুনরায় তা যেন কলুষিত না হয়।

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর জন্যে হজ্ব ও উমরার পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি সাংকেতিক। এই আদেশ দ্বারা মানুষকে পবিত্রতা এবং শান্তির পথে ফেরানোই আয়েতের লক্ষ্য। পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। সবই তার এক্ষেত্রে মানবের আত্মার শুদ্ধিকরণই হল আয়েতটির আদর্শ। মানুষ যা করে তা পক্ষান্তরে নিজের জন্যই করে। আদেশের ওপরে যদি আল্লাহর নাম থাকে সেই আদেশ এবং কর্মে মানুষের শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা বেড়ে যায়। হজ্ব এবং উমরা সংকেত করে সভ্যতা, শান্তি, প্রেম, মানবতা, শিক্ষা এবং অহিংসার আদর্শকে। কোরআন শরীফ সমস্ত যুগের এবং সমস্ত মানুষের জন্যে এক পরিপূর্ণ পুস্তক। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের যুগে অর্থনৈতিক দুর্বল এবং অ-মুসলমান মানুষ কি এই আয়েতের কোনও জায়গা নেই। এই আয়েতের লক্ষ্য এবং উপদেশ মানুষকে সভ্য, সংযমী, শিক্ষিত এবং প্রেমময় করে তোলে।

[2:197] হজ্বে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীরও সাথে নিরাবরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোনও কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্বের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ করো, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোনও পাপ নেই।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে অশ্লীলতা পাপ এবং বিবাদ ত্যাগ করা এবং সৎ কার্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের কর্তব্য এবং এটাই উত্তম পথ তা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের বা নির্দিষ্ট মাসে সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান এই আদর্শকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে। প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ সীমা লঙ্ঘন না করলেই সুখশান্তি প্রাপ্ত করবে।*

[2:198] তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোনও পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশ 'আরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ করো। আর তাঁকে স্মরণ করো তেমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *জীবিকা অন্বেষণ সত্যের পথে থেকে কোনও অপবিত্র কাজ নয়। সন্দেহ এবং অনুসন্ধান মানুষকে আবিষ্কারের পথে প্রেরণা দান করে। কালচক্রে মানুষ প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন রকম আবিষ্কারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছেন। আজকে যা প্রকাশিত তা পূর্বে ছিল না। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজকে পর্যন্ত অনুধাবন*

করলে ঐশ্বরিক শক্তির অনুভব হবে। অনুসন্ধান এবং খোঁজের দ্বারাই মানুষ আধুনিক এবং সুখময় জীবন প্রাপ্ত করেছেন।

[2:199] অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আসো, যেখান থেকে সবাই ফেরে। আর আল্লাহর কাছেই মাগফেরাত কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সবটাই প্রকৃতির দান এবং সবাইকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (মৃত্যু) সুতরাং মানুষ প্রকৃতির সাহায্যকে আশীর্বাদসহ গ্রহণ করে তার সম্মান প্রদান করুক। পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।*

[2:200] আর অতঃপর যখন হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে পরওয়াদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে দান করো। অথচ তার জন্যে পরকালে কোনও অংশ নেই।

ব্যাখ্যা: *উৎসব পালনকালে পরমেশ্বর আল্লাহ এবং প্রথাগত আদর্শকে লক্ষ্য রেখে পালন করা উচিৎ। আবিষ্কৃত বস্তু মানবকল্যাণে ব্যবহার করাই শ্রেয়। স্বার্থান্বেষী মানুষ আবিষ্কারের সুফল নিজের কর আয়ত্ত করার চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের মানুষদের অন্তিম অস্তিত্ব যন্ত্রণা এবং পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।*

[2:201] আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদিগকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

ব্যাখ্যা: *নিজের এবং সমাজকল্যাণকল্পে যারা প্রার্থনা করে থাকে তারা অশান্তির আগুন থেকে মুক্ত থাকে।*

[2:202] এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা: *চরিত্রের আধারে চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারাই প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়। পবিত্র কর্মফল এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সুখশান্তি প্রাপ্ত করেন।*

[2:203] আর স্মরণ করো আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়ো করে চলে যাবে শুধু দু দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোনও পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোনও পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমরা সবাই তার সামনে সমবেত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ কারও প্রার্থনার মুখাপেক্ষী নন, মানুষ নিজের সুখশান্তির জন্যই প্রার্থনা করে থাকেন। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা ঈশ্বরের প্রার্থনা করাই কাম্য। মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা প্রত্যেকেরই অনুভব করা উচিৎ। আসল প্রার্থনা হল সংযম এবং সংযমী মানুষ পাপ কার্য থেকে বিরত থাকেন।*

সন্দেশ: এই আয়েতে "দুই" দিনের কথা বলা হয়েছে যা সংকেত করে শান্তি এবং অশান্তিকে ঐশ্বরিক আদর্শকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করাই মানব কর্তব্য।

[2:204] আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।

ব্যাখ্যা: পার্থিব সাময়িক সুখপ্রাপ্তির জন্যে আল্লাহর আদর্শে মিথ্যরূপ করে থাকে যারা এবং আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করে তারা নিশ্চিতরূপে দুষ্কৃতী মানুষ। যারা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে পবিত্রতার রূপ ধারণ করে অপবিত্র কাজ করে থাকে। কলুষিত অন্তরাত্মা এদের শান্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়।

[2:205] যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টিকল্পে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে এই ধরনের মানুষ লিপ্ত হয়ে থাকে যাদেরকে আল্লাহ তার প্রকৃতি তার সমাজ কেউই পছন্দ করেন না।

সন্দেশ: ধর্মশিক্ষার নামে অধার্মিক শিক্ষা প্রদান করা এবং প্রথাগত শিক্ষা থেকে বাচ্চাদের বঞ্চিত করা সমাজে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। প্রথাগত শিক্ষা যা কঠোর পরিশ্রম এবং আবিষ্কারের দ্বারা মানবসমাজ প্রাপ্ত করেছেন সেই শিক্ষার দ্বারা ধর্মকে বোঝা সহজ হয়। প্রথাগত শিক্ষা না থাকলে ধর্মকে সঠিক ভাবে অনুভব করা যায় না। অনুসন্ধানই মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে।

[2:206] আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোজখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হল নিকৃষ্টতর ঠিকানা।

ব্যাখ্যা: ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক অভিসম্পাতের কথা পাপীদের বলা হলে তারা আস্ফালন করে এবং আরও পাপ কার্যে ডুবে যায়, অশান্তির নরকই তাদের যোগ্য স্থান যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস

সন্দেশ: প্রয়োজনাতিরিক্ত জেদ এবং অহংকার অপবিত্র মানুষকে সত্যের অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। নিজের বিচারধারাকে সঠিক এবং সর্বোচ্চ প্রমাণ করার তাগিদে তা সে যতই নিকৃষ্টমানের কেন না হোক তবুও নিজের প্রশংসায় এরা পঞ্চমুখ থাকে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পবিত্র এবং জ্ঞানী মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। নিজ প্রশংসার প্রয়োজন তাদের পড়ে না। প্রকৃতি প্রকাশ করে চরিত্র বৃত্তান্ত।

[2:207] আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণির লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ সমাজে এরকম আছেন যাঁরা সমাজকল্যাণে, মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে। এই ধরনের মানুষ নিজ গুণে পরিচিত এবং সম্মানিত হয়ে থাকে।

[2:2008] হে ইমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সত্যের পথে যারা চলেন (ইমানদার) তারা শান্তি, প্রেম, শিক্ষা এবং অহিংসার আদর্শকে (ইসলাম) পূর্ণরূপে গ্রহণ করুক এবং মানবসমাজকে ইসলামের জ্যোতি দ্বারা প্রজ্বলিত করুক এবং পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক (শিক্ষা দ্বারা)।*

সন্দেশ: অহংকার, ঘৃণা, ঈর্ষা, লালসা মানবচরিত্রের প্রকাশিত শত্রু, তা বর্জন করাই শ্রেয়। এই চরিত্র মানুষকে হিংসায় উৎসাহিত করে মানবসমাজে শান্তি বিঘ্নিত করে।

[2:209] অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান ও সভ্যতার জ্যোতি প্রজ্বলিত হবার পর মানুষের পদস্খলন ঘটলে নিশ্চিতরূপে তা মানুষের নিজেরই ক্ষতি যা সমাজ বিনষ্টের কারণ হতে পারে এবং পরমেশ্বর আল্লাহ পরাক্রান্ত এবং সমস্ত বিজ্ঞানের স্রষ্টা।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর অনুকম্পাই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক এবং পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর আল্লাহর অনন্ত, অমর এবং অবিনাশী চরিত্র আবিষ্কৃত এবং প্রমাণিত হয়েছে। জ্ঞান মানুষের বিবেক এবং বুদ্ধিকে প্রকাশিত এবং প্রজ্বলিত হতে সাহায্য করে।

[2:210] তারা কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছোবে।

ব্যাখ্যা: *মানুষ অলীকের কল্পনা করে, আশা করে মেঘপুঞ্জ আল্লাহর বাসস্থান; যা মানুষের অলীক কল্পনামাত্র। অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর আবার অণু-পরমাণুতে পরিণত হয়ে প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। সকল মীমাংসাই প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়— সৃষ্টির এটাই নিয়ম। কোনও অস্তিত্বই ঐশ্বরিক জ্যোতি ব্যতীত সম্ভব নয়।*

[2:211] বণী ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দেশবলি দান করেছি। আর আল্লাহর নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহর আযাব অতি কঠিন।

ব্যাখ্যা: *উদাহরণস্বরূপ ইসরাঈল সম্প্রদায়কেও জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়েছিল পরমেশ্বর আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার পরেও যারা নিজ স্বার্থে পরিবর্তন করে থাকে নিশ্চিতরূপে তারা কঠিন শাস্তি এবং যন্ত্রণার অধিকারী।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ মানব অস্তিত্বে পবিত্রতার সাথে অপবিত্রকে যুক্ত করে পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন।

[2:212] পার্থিব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তারা ইমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী মানুষদের জন্যে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ এবং মায়াই পরিশোভিত হয়ে থাকেন এবং পরিহাস করেন সহিষ্ণু এক সংযমী মানুষদের।*

কিন্তু বিচারের বাণী সবসময়ে পবিত্রতার পক্ষ নিয়ে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায় সর্বদাই পবিত্র মানুষ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

[2:213] সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ইমানদারদেরকে হেদায়তে করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।

ব্যাখ্যা: *মানব একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, মানবকে সম্প্রদায়ের নামে বিভাজিত করা পুরোপুরি ভ্রান্ত। বিচারধারা নিরিখে মানুষ নিজেদের মধ্যেই বিভাজিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে। পরমেশ্বর আল্লাহ যুগ যুগ ধরে অবতারগণের সৃষ্টি করে মানবের মধ্যেকার এই ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িক বিচারধারাকে প্রসমিত করেছেন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনশৈলী এবং বিচারধারা বিভিন্ন হয়ে থাকে— এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেকটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য। নিজের নিকট আত্মীয়রাও এই নিয়মের বাইরে হন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানব যদি সম্প্রদায়ে বিভাজিত হতে থাকে তবে প্রত্যেক মানুষের সাথেই একটি করে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যেক মানুষই নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্যে বিবাদ করবে। পরমেশ্বর আল্লাহ শিক্ষা, জ্ঞান এবং অবতারগণের দ্বারা মানুষের আদর্শগত মতভেদের মীমাংসা করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিচারকে বাতিল করেছেন। এই আদর্শ বোঝার পরেও যারা সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টি করে তারা নিশ্চিতরূপে পাপী। সভ্য, সংযমী এবং পবিত্রতার আদর্শে দৃঢ়তার সাথে যারা উপবেষ্টিত তারাই ঐশ্বরিক সত্যের অধিকারী।*

সন্দেশ: এই আয়েতে লক্ষণীয় বিষয় হল পরমেশ্বর আল্লাহ সুখবরের সাথে অভিশাপেরও কথা বলা হয়েছে। সুখবর মানুষকে খুশি প্রদান করে আর অভিসম্পাত মানুষকে ভয়ভীত করে তাহলে এই "অভিসম্পাত এবং ভয়ের" কথা কেন? পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দান করে খুশি হন? নিজ সৃষ্টিতে কি নিজের বিশ্বাস নেই? এই ভয় একটি নিদর্শন যা পাপের পরিণামকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এই নিয়মও পরমেশ্বর আল্লাহ মানবজীবনকে বৈচিত্র্যময় করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুখবরের আনন্দ তখনই উপলব্ধি হবে যখন ভয়ের কষ্ট অনুভূত হবে। পরমেশ্বর আল্লাহর বাণী (কোরআন শরীফ) সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মীমাংসা। আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ অনুযায়ী মানব সম্প্রদায়কে চরিত্রের আধারে কেবলমাত্র দু-ভাগেই বিভাজিত করা যায়—পবিত্র এবং অপবিত্র মানব, পাপ এবং পুণ্য (কোরআন ৬৪/২)।

[2:214] তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ইমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা: *কিছু মানুষ এটা মনে করে যে কিছু আচার-বিচার পালন করলেই তারা স্বর্গসুখ লাভ করবে। পরমেশ্বর আল্লাহ এমন লোকদের ধৈর্যের পরীক্ষা করেন এবং ইতিহাস প্রমাণিত করে আচার-বিচার দ্বারা সুখশান্তিপ্রাপ্তি অসম্ভব। ঈশ্বরের পরমেশ্বর আল্লাহর বিচার এবং আশীর্বাদ কালচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের ভাগ্যচক্র এবং কালচক্র মানুষকে সুখ ও শান্তি প্রদান করে থাকে। প্রার্থনা পদ্ধতি মানুষের সান্ত্বনা মাত্র চরিত্রের দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহর স্তুতি সর্বোত্তম।*

সন্দেশ: সংযম এবং পবিত্রতা (ইমান) মানবচরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। মানব অস্তিত্বের সাথে প্রকৃতি ভয়কে যুক্ত করে মানবের অপবিত্র অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষ অশান্তি এবং অসুরক্ষার ভয়ে অশান্ত হয়ে পড়লে পরমেশ্বর আল্লাহর আরাধনা করেন। সুখ, দুঃখ, কষ্ট মানব অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত যা বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের অঙ্গ। যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হলে মানবের জন্যে অসহনীয় হয়ে যায়। মানব নিজের ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে এই পীড়া থেকে লাঘব হতে পারে।

[2:215] তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও যে বস্তুই তোমরা ব্যয় করো, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে-কোনও সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালো ভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *লোক কী ব্যয় করবে যাতে সমাজকল্যাণ হবে সেই সমস্ত প্রশ্ন করে থাকে। সমাজকল্যাণে নিজের অর্থ এবং শ্রম নিকট আত্মীয়, অনাথ পরিব্রাজকদের জন্যে ব্যয় করলে মঙ্গলজনক।*

সন্দেশ: এই আয়েতে সম্পদ খরচা করার কথা বলা হয়েছে। যাদের কাছে ধনসম্পদ থাকবে না তাদের জন্যে কি এই আয়েতটি নয়? এই আয়েতে বাবা-মা এবং পরিব্রাজকের কথাও বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মা-বাবা এবং পরিব্রাজক যদি ধনী হয় তাহলে তাদের সম্পদ অর্পণ করা কতটা যুক্তিসংগত? এই আয়েতের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রয়োজন অনুসারে নিজের সম্পদ, শ্রম, নিজের অর্জিত জ্ঞান এবং শিক্ষা প্রদান মানবসমাজে বণ্টন করাই শ্রেয়। এবং এক্ষেত্রে প্রতিফলনের আশা অবাঞ্ছনীয়। কর্তব্য মনে করে এ কাজ করলে পরবর্তী প্রজন্ম উন্নত এবং সুশিক্ষিত হতে পারে।

[2:216] তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনও একটা বিষয় পছন্দই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনও একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণাকে নিয়ন্ত্রণ করাই জেহাদ যা মানবের জন্যে এটি বিশেষ কর্তব্য যা শ্রম দ্বারা অর্জিত হয়। সম্ভবত সাধারণ মানুষের পক্ষে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল তবুও মানবকল্যাণের স্বার্থে এই মানবচরিত্রের নিয়ন্ত্রণের এর প্রয়াস আবশ্যক। হয়তো বা কারও নজরে মানবচরিত্রের*

এই আবেগ ফলদায়ী প্রদর্শন হয় তবুও প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ সর্বদাই ক্ষতিকারক পরমেশ্বর আল্লাহই এর পরম নিয়ন্ত্রক।

সন্দেশ: আয়েতে বলা হয়েছে সত্যিকারের জ্ঞান তো পরমেশ্বর আল্লাহরই অধিকার আছে, কিন্তু মানুষের ভালোমন্দের পরিচয় নেই। প্রশ্ন হল ভালোমন্দের পরিচয় যখন শুধুমাত্র আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন তাহলে মানুষকে মস্তিষ্ক, বিবেক এবং বুদ্ধি দেওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং ধর্মপুস্তকের দ্বারা মানুষকে উপদেশ দেবার কি অর্থ? সমস্ত তথ্যের গভীরতা ঐশ্বরিক জ্যোতি এবং শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, পারমাণবিক শক্তিই সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। উত্তম মস্তিষ্ক হবার কারণে মানুষকে প্রাণী শ্রেষ্ঠ বলা হয় যা বেদে "অমৃতস্য পুত্র" বলে বর্ণিত আছে, আর কোরআনে "আশরাফুল ম্যাখলুকত" বলে বর্ণিত করা হয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্বের সাথে বিবেক, বুদ্ধি এবং আবেগকে জুড়ে ধর্মপুস্তক দ্বারা মানুষের অপবিত্র বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করেছেন পরমেশ্বর আল্লাহ যাতে মানুষ প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আয়েত অনুসারে যুদ্ধ শুধুমাত্র পুণ্য ও পাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরমেশ্বর আল্লাহর রহস্যময় অস্তিত্ব যা মানুষের কাছে অধিকাংশ অজানা।

[2:217] সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড়ো পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয় এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড়ো পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হল দোজখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা মানুষকে অহেতুক বিবাদ থেকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু মানুষের অবুঝ মন ধৈর্য হারিয়ে বিবাদ এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা অপরাধ এবং পাপ, যা রসুল হজরত মহম্মদ মানুষকে বুঝিয়েছিলেন। অসময়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং এ বিষয়ে বিবাদ কখনোই কাম্য নয় যা রসূলকে সর্বদা করা হত। প্রেম, শান্তি, অহিংসা, ভ্রাতৃত্ব এবং শিক্ষার পথে বাধা দান করা অপরাধ (মসজিদে-হারাম), এবং এই পথ যদি কাউকে সরিয়ে নিয়ে আসে তা মহাপাপ। বিবাদ সৃষ্টি করাও মহাপাপ। ধর্মচ্যুত করা অধার্মিকের প্রয়াস থাকলেও সত্যিকারের ধার্মিক পবিত্রতা এবং শান্তির ধর্ম বিচ্যুত হয় না। অধার্মিক হয়ে মৃত্যুবরণ করা অপমানজনক এবং অশান্তিকর। মূর্খ এবং অর্বাচীন মানুষই অপ্রয়োজনীয় বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে বর্তমান ইসলামিক অনুবাদ অনুসারে বলা হয়েছে চারটি পবিত্র মাস আছে যথা রজব, জিলকদা, জিলেহজ এবং মহরম। এই মাসগুলিতে হত্যা এবং লুটমার বর্জনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, বছরের বাকি মাসগুলিতে কি এই সমস্ত অর্ধামিক কাজ কি মানুষের পছন্দ ছিল? ঐতিহাসিক পটভূমিকার আধারে যদি এই আয়েতের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা হয়ে থাকে তবে নিশ্চিতরূপে এই আয়েত সর্বকালের জন্য পরিপূর্ণ নয়।

আয়েতে বর্ণিত 'চার মাস' একটি চিহ্ন মাত্র। পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ম মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশাসের সাথে যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোরান শরীফে প্রতিটি আয়েত সর্বকালের এবং সর্বক্ষণের জন্য পথপ্রদর্শক, যা অনুধাবন এবং উপলব্ধি করা মানব এবং সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

[2:218] আর এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ইমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *সভ্যতা, প্রেম, সংযম, মানবতা, শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির আদর্শকে পুরোপুরি যারা গ্রহণ করে (ইমানদার) এবং অধর্মের বিরুদ্ধে, সমাজকে পাপ* মুক্ত করতে *সংঘর্ষ করে (জেহাদ) তারাই পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদধন্য।*

[2:219] তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এত দুর্ভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়ো। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো।

ব্যাখ্যা: *নেশা এবং জুয়া মহাপাপ*

সন্দেশ: সব ধরনের নেশাই বর্জিত, নেশা মানুষের বিবেককে বিভ্রান্ত করে, তা যে-কোনও ধরনেরই হোক না কেন। আর জুয়া হল এক ধরনের নেশা যা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত, মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ ভাবে বর্জনীয়। এই জন্য সমস্ত রকমের নেশা যা মানুষকে মোহজালে আবদ্ধ করে এবং অপবিত্র কাজে উৎসাহিত করে, সাথে সাথে বিবেক-বুদ্ধিকে অপভ্রংশ এবং বিকলাঙ্গ করে দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। শুধুমাত্র ঈশ্বরপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম আর জ্ঞানের প্রাপ্তির প্রতি প্রেমই শুধুমাত্র ঐশ্বরিক।

[2:220] দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *মানুষেরা অবতারগণকে (জ্ঞানী মানুষ) প্রশ্ন করতেন 'অনাথ' সম্পর্কে, ধর্মীয় অনাথ তারাই হয় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এবং আদর্শকে অস্বীকার করে পাপ কার্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়। আর সামাজিক অনাথ হল যারা বেবশ (সাহায্যহীন), আত্মীয়হীন এবং শারীরিক ও আর্থিক ভাবে দুর্বল। অবতারগণ বলে গেছেন সমস্ত অনাথের কল্যাণসাধন সমাজকর্তব্য। সবাই প্রকৃতির সন্তান, একে অপরের ভাই*

সন্দেশ: বর্তমানের ইসলামের অপব্যয় যারা করে থাকেন তারা বলেন পাতানো সম্পর্ক (মৌখিক সম্পর্ক) একেবারেই বর্জিত। আয়েত অনুসারে অনাথ ভাই পাতানো এবং মৌখিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে হৃদয়ের অনুভব, সম্মান সম্পর্কের প্রতি দায়বদ্ধতাই শ্রেয়। এই

আয়েতে একটি বিশেষ উপদেশ বর্তমান যা হল অনাথদের সাথে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক আচরণ কি হওয়া উচিৎ? আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে যে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য অনাথদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। প্রত্যেক মানুষই একক অস্তিত্বের অধিকারী, জন্মমৃত্যুর অস্তিত্বও একক। সম্পর্কের ভিত্তি হল মানবতা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ব।

[2:221] আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে কোরো না, যতক্ষণ না তারা ইমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোনও মুশরেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোয়ো না, যে পর্যন্ত সে ইমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভালো, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোজখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জন্নত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা: *পাপী পুরুষ কিংবা রমণীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বর্জনীয়। যারা নরকের দিকে অনুপ্রাণিত তারা কখনোই শান্তির পথপ্রদর্শক হতে পারে না। পবিত্র দাস, দাসী, অপবিত্র ধ্বনি এবং সুন্দর মানুষের থেকে অনেক বেশি গ্রহণীয়। এটি পরমেশ্বর আল্লাহর উপদেশ।*

সন্দেশ: সুরা তেহেরিম আয়েত সংখ্যা ১০-১১-এ বলা হয়েছে অবতার নু এবং লুত-এর পত্নীগণ বিধর্মী ছিলেন এবং অত্যাচারি রাজা ফিরলেন পরীধার্মিক ছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত ধার্মিক কিংবা অধার্মিক কখনোই বংশ গত প্রাপ্তি নয়, এটা পুরোপুরি চরিত্রগত যা-কোনও ভাবেই সাম্প্রদায়িকতা, আচার-বিচার এবং আর্থিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

[2:222] আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।

ব্যাখ্যা: *নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে মানুষ সর্বদাই কৌতূহলী। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে বিজ্ঞান ঋতুস্রাবের তথ্য মানুষকে বলেছে, মহিলাদের অপ্রয়োজনীয় জীবাণুযুক্ত রক্ত যা মাসের কিছুদিন নির্গত হয়— এই সময় যৌন মিলন পুরোপুরি বর্জনীয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সংযমী মানুষদের সমাজ এবং পরমেশ্বর আল্লাহ পছন্দ করেন।*

[2:223] তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্যাক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ইমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

ব্যাখ্যা: *পুরুষের জন্য নারী শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সঠিক সুরক্ষা, প্রতিপালন, শিক্ষা এবং সম্মান অতি উত্তম বংশ, সমাজ এবং সংসার দিতে পারে; ঠিক যেরকম শস্যক্ষেত্রে সঠিক প্রতিপালন উচ্চমানের ফসল প্রদান করে, ঠিক সেরকম নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সংস্কার উচ্চমানের বংশ প্রদান করে কেন-না সন্তানের প্রথম প্রতিপালক হচ্ছে তার মা। মাতারূপে নারী যেরকম সন্তানের মধ্যে উপস্থিত অপবিত্র বিবেককে (অসুর) বধ করে পুণ্যের স্থাপনা করে, ঠিক সেই রকম উচ্চমানের শস্যক্ষেত্র সমস্ত রকম বিপদকে উপেক্ষা করে উচ্চমানের ফসল প্রদান করে। পুরুষের অনুভব করা দরকার নারী ব্যতীত পুরুষ অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। তা সে বোন, মা, মেয়ে ও স্ত্রী কেন-না হোক।*

সন্দেশ: আরবি শব্দ "নিশার" অর্থ হল নারী যারা পুরুষের উত্তরদায়িত্ব, তাদের সুরক্ষা পুরুষের কর্তব্য। এই আয়েতে নারী-পুরুষের যৌন মিলনের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। নারীর সুরক্ষা এবং শিক্ষা উন্নতমানের বংশ ও সমাজ প্রদান করে।

[2:224] আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। মানুষের সাথে কোনও আচার-আচরণ থেকে পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

ব্যাখ্যা: *"পরমেশ্বর আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করে মিথ্যে কথা বলা জঘন্যতম অপরাধ" এই লক্ষ্যে যারা নিজেদের পরিচালিত করে তারা অবশ্যই পাপী। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশক্তিমান সবকিছু তার কাছে প্রকাশ্য।*

সন্দেশ: এরকম অনেক মানুষ আছে যারা সকাল-বিকেল ধর্মচর্চা করে এবং ঈশ্বরের নাম নেয় এবং নিজের কু-চরিত্র এবং অপবিত্র বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করে না। মানবতা, প্রেম, শান্তি এবং অহিংসার আদর্শই মানবচরিত্রের ভিত্তি হওয়া উচিৎ এবং এর দ্বারাই মানবের পুজাপদ্ধতি পরিপূর্ণ হয়। কিছু লোক এরকম আছে যারা পরমেশ্বর আল্লাহর নামকে ব্যবহার করে নিজের অপবিত্র স্বভাবকে লুকোনোর চেষ্টা করে তারা মহাপাপী। এদেরকেই কোরআনে "কাফের" বলা হয়েছে।

[2:225] তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ধৈর্যশীল।

ব্যাখ্যা: *ভ্রান্ত শপথের জন্যে মানুষকে পাপের দায়ী হতে হয় না কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার সংকল্পে শপথগ্রহণ মহাপাপ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ, আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়াময়।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে মানুষের জন্যে বিশেষ আদেশ— মানুষ যা বলবে কিংবা যার শপথ নেবে তা দৃঢ়তার সাথে পালন করবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি কেউ কাউকে বোন কিংবা ভাই বলে সম্বোধন করে তাহলে তা নিশ্চিতরূপে অন্তরাত্মা ও বিবেক দ্বারা এই সম্পর্কের সম্মান এবং অধিকারে সংকল্প করে এবং মৌখিক সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। এমন কিছু অঙ্গীকার করা উচিৎ নয় যা পালন করা যায় না। মিথ্যে দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত না করা, নিজের ক্ষমতার বাইরে কোনও কাজ এবং অঙ্গীকার করা উচিৎ নয়। ভুল সর্বদাই ক্ষমাযোগ্য কিন্তু পাপ অক্ষমণীয়।

[2:226] যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিলমিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কে-এর বিচ্ছেদের পরিকল্পনায় চার মাসের সময় প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এই সময়ের মধ্যে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক সুরক্ষিত না হয় তবে প্রতিহিংসার ভাবনা ত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে মীমাংসা করে আলাদা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এই আয়েত দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার প্রদান করেছেন। নারীদের পূর্ণ অধিকার আছে "বিবাহবিচ্ছেদে" নিজের অধিকার প্রদান করার (খুল্লা)।*

[2:227] আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *আইনি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একে অপরের সঠিক অধিকার প্রদান করে আলাদা হয়ে যাওয়াই মঙ্গলজনক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং বিজ্ঞ।*

[2:228] আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ইমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *তালাকপ্রাপ্ত রমণী নিজেদের তিল ঋতুস্রাব পর্যন্ত সংযত থাকবে, অন্তঃসত্ত্বা হলে গোপন করবে না। পুনরায় নারীদেরগ্রহণের ক্ষেত্রে আপন মীমাংসার দ্বারাই সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয়। নারী এবং পুরুষের একে অপরের প্রতি অধিকার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত।*

সন্দেশ: বর্তমান যুগে এক ঋতুস্রাব দ্বারাই নারী গর্ভবতী কিনা জানা যায়। অনেক রকম ডাক্তারি পরীক্ষা আছে যার দ্বারা এই তথ্য সঠিক ভাবে পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিন মাসের ব্যাখ্যা পুরোপুরিরূপে নারী ও পুরুষের ধৈর্য পরীক্ষা। এই আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় নারী ও পুরুষের অধিকার সমান।

[2:229] তালাকে-'রাজঈ' হল দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃ পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারওই কোনও পাপ নেই। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম কোরো না। বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।

ব্যাখ্যা: *একসাথে থাকার সমস্ত প্রয়াস যদি বিফল হয় তো ভদ্র ভাবে ক্ষতি না করে বিচ্ছেদ (তালাক) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটি আল্লাহর প্রদত্ত সীমা যা লঙ্ঘন করা অপরাধ আর যারা তা করে তারা অত্যাচারী।*

[2:230] তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনও স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোনও পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।

ব্যাখ্যা: *তালাকের পর পুরুষ ও নারীর বিচ্ছেদের পর নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলে পবিত্রতার সাথে পুনর্মিলন কোনও অপরাধ নয়। এক্ষেত্রে নারী কিংবা পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে গেলে যতক্ষণ না সেই বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে ততক্ষণ পুনর্বিবাহ বর্জনীয়।*

সন্দেশ: ইসলামে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যার নাম "হালালা" তালাকপ্রাপ্ত নারীদের তিন মাস পুরুষের সাথে ঘর না করা অবধি পূর্বপতির সাথে পুনবির্বাহ সম্ভব নয়। ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার সমান, যদি এক্ষেত্রে নারীর প্রতি "হালালা"র আদেশ থাকে তাহলে পুরুষের প্রতি কী আদেশ হবে? এই আয়েতে গভীর উদ্দেশ্য এবং সত্য তথ্য হল কোনও পুরুষই নিজের প্রেমিকা স্ত্রীকে পরপুরুষের রমণী হিসেবে দেখতে পছন্দ করবে না। নারীদের পক্ষে এই ভাবে তিন মাসের মধ্যে পরপুরুষকে গ্রহণ করাও অসম্ভব। তালাক কখনোই কামনীয় নয়, নারী কিংবা পুরুষকে ভয়ভীত করার জন্য এই হালালার কথা বলা হয়েছে। হজরত মহম্মদ নিজের জীবনে হালালা ছাড়াই পুনর্বিবাহের আদেশ দিয়েছিলেন (বুখারি শরীফ পার্ট ৩ কিতাব-উল-নিকাহ বাব ৬৬ হাদিস ১১৬)।

বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি হল একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, প্রেম, সম্মান।

[2:231] আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কোরো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তা-ও স্মরণ করো, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা: *"ইদ্দত' প্রথা হল তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের ৪ মাস ১০ দিন গৃহবন্দী থাকার প্রথার কারণ হল সম্ভাব্য সন্তানের পিতৃপরিচয় জানা। এক্ষেত্রে আদেশ আছে কোনও রকম বিবাদ কিংবা অত্যাচার কিংবা জবরদস্তি ছাড়া নারীদের ৪ মাস ১০ দিন পর পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি প্রদান। এক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর সম্মান— এ হল মুখ্য, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং দেখতে পান।*

সন্দেশ: তালাকপ্রাপ্ত কিংবা বিধবা নারীদের বিবাহ করা পুণ্যের কাজ এবং এদেরকে সন্তান সমেত গ্রহণ করাও মহাপুণ্য। হজরত মহম্মদ এর উদাহরণ দিয়েছিলেন। এই আয়েতের বিশেষ উদ্দেশ্য হল সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব তার পিতার ওপরে অর্পণ করা। সন্তানের পিতৃপরিচয় জানা এবং আইনগত ভাবে সন্তানের উত্তরদায়িত্ত পিতাকে প্রদান করার জন্যই "ইদ্দত"— এর প্রথাকে আইনি রূপ দেওয়া হয়েছিল। পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায় এই প্রথা আরও স্পষ্ট এবং বৈধ ভাবে মানুষ যাতে পালন করতে পারেন তার জন্যে মানব মস্তিষ্কে প্রকৃতি DNA নামক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এটি পিতৃপরিচয় জানার অত্যাধুনিক পদ্ধতি, বলা যেতে পাবে, এটা হল আধুনিক ইদ্দতের প্রথা।

[2:232] আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান কোরো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *তালাকপ্রাপ্ত নারী "ইদ্দত" কাল পূর্ণ করার পর নিজের পছন্দসই পুরুষকে পুনর্বিবাহ করতে পারে— এতে বাধাদান কিংবা কোনওরকম বলপ্রয়োগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতির প্রতি যাঁরা বিশ্বাস রাখেন তাঁরা অবশ্যই নারীদের আবেগকে সম্মান করবেন।*

সন্দেশ: উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই আয়েতে বলা হয়েছে, নারী তার পছন্দসই পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারে— এক্ষেত্রে কখনোই বলা হয়নি, পূর্বপতিকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না। এই আয়েত প্রমাণ করে "হালালা" অবৈধ। এই আয়েত অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মতবিরোধ নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার প্রেম, ভালোবাসা, সম্মান এবং মর্যাদা রেখে প্রাক্তন স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করা যেতে পারে।

[2:233] আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হল সে সমস্ত নারীর খোরপোশের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিশদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু-বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাদের কোনও পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোনও ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও, তাতেও কোনও পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভালো করেই দেখেন।

ব্যাখ্যা: *মাতৃদুগ্ধ শিশুদের জন্য সর্বোত্তম খাদ্য, যা প্রাকৃতিকরূপে সৃষ্টি হয় এবং*

প্রাকৃতিকরূপেই সময়ের সাথে সাথে দুগ্ধ নির্গমন বন্ধ হয়। যতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করানো সম্ভব ততদিন পর্যন্ত সন্তানকে পান করানো উচিৎ। সন্তানের ভরনপোষণ এবং শিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি মাতা-পিতার। কাউকেই তার শক্তির বাইরে বোঝা চাপানো হয় না। জনক-জনকী কাউকেই সন্তান দ্বারা কষ্ট দেওয়া হয় না। সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সবার কৃতকর্মের দর্শন করে থাকেন।

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানসিক বিকাশে উত্তরদায়িত্ব পুরোপুরি পিতা-মাতার। এই উত্তরদায়িত্ব পালনে পরিবার পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে খাদ্য এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে বর্তমান পৃথিবীতে অত্যাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি দ্বারা সন্তানের জন্মরোধ করা যায়।

[2:234] আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হল নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসংগত ব্যবস্থা নিলে কোনও পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ করা অবৈধ নয়, নিজের উন্নত ভবিষ্যৎ এবং সুখশান্তি অধিকার সব মানুষের সাথে সাথে বিধবাদেরও আছে।*

[2:235] আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখো, তবে তাতেও তোমাদের কোনও পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা কোরো না। আর এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাকো। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্য শীল।

ব্যাখ্যা: *প্রতারণা মহাপাপ। সে নারীদের সাথেই করা হোক কিংবা পুরুষের সাথেই করা হোক। নিজের নিজের পছন্দসই নারী কিংবা পুরুষ বৈধভাবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে— এতে কোনও অবৈধতা নেই। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিৎ, প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করা মানব কর্তব্য।*

সন্দেশ: ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবাদের অত্যন্ত অবহেলা এবং অপমানের স্বীকার হতে হয়। তাদের চুল কেটে দেওয়া হত, সাদা বস্ত্র পরতে বাধ্য করা হত, নিরামিষ ভোজনে বাধ্য করে তাদের সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার কেরে নেওয়া হত, এমনকি তাদেরকে অপয়া এবং অপবিত্র মনে করা হত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় হিন্দু সমাজ এই প্রথা থেকে ধীরে ধীরে অধিকাংশ থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু অবলুপ্তি ঘটেনি। এখনও পর্যন্ত বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দু পুরুষরা ভীষণ ভাবে রক্ষণশীল। এই আয়েত থেকে ভারতীয় হিন্দু সমাজ শিক্ষা গ্রহণ করে। সমাজকল্যাণে বিধবাবিবাহ ব্যাপক ভাবে গ্রহণীয়।

[2:236] স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোনও মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনও পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।

ব্যাখ্যা: *নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করা পুরুষের কর্তব্য। "মোহর" (হক-মোহর) হল সেই অর্থ যা বিবাহের সময় নারীদের প্রদান করা হয়ে থাকে। নারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর কর্তব্য, সাধ্যমতো এই কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব এবং পুণ্যও বটে।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে বিবাহের পরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে নারীদের "মোহর" প্রদানের উল্লেখ আছে। বর্তমান ইসলাম অনুযায়ী বিবাহের সময় "মোহর" নির্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে আয়েত অনুসারে কি ধরনের বিবাহের কথা বলা হয়েছে? অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে যদি কোনও পুরুষ নিকা করে নারীকে তালাক দেয় সেক্ষেত্রে আয়েত অনুসারে শারীরিক সম্পর্ক না স্থাপন করে এবং "মোহর" প্রদান না করে তালাক দিতে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষ নিজের সাধ্যমতো নারীদের সুবিধা প্রদান করবে। এটাই বাঞ্ছনীয়। এই আয়েতটি ওই সমস্ত নারীর উদ্দেশে বলা হয়েছে যাদের আবেগকে উপেক্ষা করা পুরুষের অজান্তে বিবাহে বাধ্য করা হয়।

[2:237] আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে, মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হোয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন।

ব্যাখ্যা: *নারীদের স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক দেওয়া হলে এবং "মোহর" নির্ধারিত হয়ে থাকলে পুরুষদের আদেশ করা হয়েছে প্রদত্ত "মোহর"-এর অর্ধেক নারীদের দিয়ে দেবার জন্যে, এক্ষেত্রে নারী যদি "মোহর" মাপ করে দেয় তাহলে পুরুষের কোনও উত্তরদায়িত্ব নেই। মর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই উচিৎ একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক গোপন রাখা।*

সন্দেশ: ১। বিবাহের পরেই নারী কিংবা পুরুষের দুর্বলতা একে অপরের প্রতি প্রকাশিত হয়।

২। অত্যাচার থেকে মুক্তি নেওয়ার উদ্দেশে যে বিবাহ হয়ে থাকে।

৩। বলপূর্বক নারীকে বিবাহে বাধ্য করা হলে এবং যখন তার স্বামী তা জানতে পারবে এবং তালাক দেবে সেক্ষেত্রে এই আয়েতের আইনগুলি প্রযোজ্য।

৪। অক্ষম পুরুষ সম্মান রক্ষার খাতিরে কিংবা অক্ষমতা গোপন করে বিবাহ করলে বিবাহের পরে নারী যখন এই গোপন কথা জানতে পারবে সেক্ষেত্রে নারী আইনত বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী।

৫। বাল্যবিবাহ সামাজিক অপরাধ, পরবর্তীকালে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ হয় সেক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য।

[2:238] সমস্ত নমাজের প্রতি যত্নবানহও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নমাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদরের সাথে দাঁড়াও।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জীবনই একটি নমাজ অর্থাৎ প্রেম, শান্তি, শিক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং সংযমী* মানুষের জন্যই নমাজ, পুরো জীবনে এই লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া মানব কর্তব্য। *যৌবনের সময়ই মানুষ আবেগান্বিত হয়ে অপবিত্র কর্ম করে ফেলেন। আয়েতে মানব যৌবনকে মধ্যকালীন নমাজরূপে সংকেত করা হয়েছে এবং মধ্যকালীন নমাজে যত্নবান হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।*

সন্দেশ: বলা হয় কোরআন শরীফ সর্বকালের সকল মানুষের এবং পৃথিবীর সমস্ত জায়গার জন্যে পরিপূর্ণ পুস্তক। সেক্ষেত্রে বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ে প্রচলিত নমাজের পদ্ধতি অন্য সম্প্রদায়ে পালন করে না। পৃথিবীতে ২১ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক, বাকি ৭৯ শতাংশ অমুসলমান এবং প্রার্থনাপদ্ধতিও বিভিন্ন এবং সেই কারণেই সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ পুস্তক হিসাবে কোরআন শরীফে নমাজের কোনও বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ নেই, তথ্য অনুসারে মধ্যকালীন নমাজ হল মানব যৌবনের সংযম, ধৈর্য, অনুশাসন।

[2:239] অতঃপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।

ব্যাখ্যা: *বিপদে পরমেশ্বর আল্লাহকে স্মরণ করাই বাঞ্ছনীয়। মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, পরমেশ্বর আল্লাহ ও তাঁর প্রকৃতির কৃপায় তা জ্ঞাত হয়েছে। যদি মানুষ পাপ এবং অপবিত্র কার্যের প্রতিফলে ভীত হয় তবে নিশ্চিতরূপে শান্তির পথে ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে এবং শান্তিপ্রাপ্ত হলে পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ম পুরোপুরি গ্রহণ করে তাতে সম্পূর্ণরূপে অধিস্ট হওয়াইয় শ্রেয়।*

সন্দেশ: চলন্ত অবস্থায় কিংবা বাহনে উপনীত হয়ে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে নমাজ পড়া অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যকালীন নমাজ সংকেত করে মানুষের যৌবনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনুশাসন, ধৈর্য এবং সংযমকে। এতেই মানবকল্যাণ এবং শান্তি।

[2:240] আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোনও উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোনও পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা: *বিধবাদের আর্থিক সুরক্ষার অধিকার যদি তার স্বামী সংরক্ষিত করে যায় তাহলে তার থেকে বিধবাকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। পুরুষের কর্তব্য হল নারীদের অধিকার এবং সম্মানের প্রয়াস করা। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসুরক্ষিত নারীকে এক বছরের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান বাঞ্ছনীয়। তারপর যদি বিবাহ সম্পর্কে উপনীত হয় এবং গৃহত্যাগ করে তবে তার সুরক্ষার দায়িত্ব তার বর্তমান স্বামীর হবে।*

সন্দেশ: মানুষের মৃত্যুর সঠিক সময় কেউ বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে পুরুষের কর্তব্য নিজের

স্ত্রীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। যদি নারী নিজেই অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকে তবে পুরুষের ওপর তার দায়ভার কখনোই কর্তব্য হবে না। বর্তমান ইসলামিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা কার ওপরে বর্তাবে— সন্তান নাকি নিকট আত্মীয়? সন্তানহীনা নারীদের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে এই আয়েত?

[2:241] আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।

ব্যাখ্যা: *তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সুরক্ষাপ্রদান সামাজিক কর্তব্য।*

[2:242] এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর পরম প্রকৃতি মানবকল্যাণে নিজের নিয়ম ব্যক্ত করেছেন*

[2:243] তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।

ব্যাখ্যা: *মানুষের অনুভব করা উচিৎ, যখন ভূমিকম্প হয় তখন হাজার হাজার লোক আবাস ত্যাগ করে মৃত্যুভয়ে, কিন্তু দেখা যায়, ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকেও প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে আর পুনঃসঞ্জীবিত হওয়া প্রকৃতির অনবদ্য চমৎকার। আল্লাহ অনুগ্রহশীল মানুষ ও মানব অকৃতজ্ঞ।*

[2:244] আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে নিজের জীবন এবং সমাজকে প্রগতিশীল করে তোলাই "জেহাদ"। নিজের অইন্দ্রিক ইচ্ছাশক্তিকে অনুশাসিত করাও "জেহাদ"*

সন্দেশ: প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, মায়া, ঈর্ষা মানুষকে দুষ্কৃত করে তোলে।

[2:245] এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত নিয়ম এবং আবিষ্কার মানুষের জন্যে আশীর্বাদ। সেই নিয়মগুলিকে সুরক্ষা এবং পালন করা প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের প্রতি মানব কর্তব্য। সকলকেই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। মানুষ যা করে তা নিজের জন্যই করে।

[2:246] মুসার পরে তুমি কি বণী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখোনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ে হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি

থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হল, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভালো করেই জানেন।

ব্যাখ্যা: *উদাহরণস্বরূপ অবতার মুসার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি স্মরণ করা যেতে পারে। শান্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা স্থাপনার লক্ষ্যে পরিশ্রম করাই "জেহাদ"।*

[2:247] আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদের অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

ব্যাখ্যা: *রাজা তালুদ বংশগত রাজা ছিলেন না, তিনি দরিদ্র ঘরের থেকে এসেছিলেন। যোগ্যতার আধারে ওঁকে পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায় সমাজ রাজা বানিয়েছিলেন। এই আয়েত থেকে প্রমাণিত হয় যোগ্যতা এবং মানব চরিত্রই সমস্ত পদাধিকার মুখ্য। বংশপরিচয় পুরোপুরি ভ্রান্ত।*

[2:248] বণী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরও বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবেন মুসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *এই ঘটনার উল্লেখ করে অবতার মানুষকে স্মরণ করিয়েছেন পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান (সিন্দুক) ঠিক সময়ে উপনীত হবে। যারা জ্ঞানী এবং বিশ্বাসী তাদের জন্যে এ এক নিদর্শন।*

সন্দেশ: ধনদৌলত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কিন্তু জ্ঞান মানবের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করে। সুতরাং এই সিন্দুকটি হল জ্ঞানের সিন্দুক, ধনদৌলতের নয়।

[2:249] অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ইমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *পাপপুণ্যের দাঁড়িপাল্লায় প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষিত হতে হয়। পুণ্য এবং শান্তি স্থাপনে অবতার বাদশা তালুদের সংঘর্ষ স্মরণীয়। যে মানুষ পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করে অপবিত্রতা এবং অশান্তির সীমায় প্রবেশ করবে, নিশ্চিতরূপে সে সভ্য সম্প্রদায়ের মানুষ নয় এবং যে পবিত্রতা এবং পুণ্যের সীমার সম্মান এবং সুরক্ষা করবে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না সে-ই সুখশান্তির জীবন প্রাপ্ত করবে। আয়েতে বর্ণিত একটুখানি জল খাবার অর্থ হল মানুষের অনিচ্ছাকৃত ভুল। ধৈর্যশীলতা থেকে মানুষের প্রাকৃতিক অনুকম্পা প্রাপ্তি হয়।*

[2:250] আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য করো সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।

ব্যাখ্যা: *রাজা তালুদের শান্তি স্থাপনার লক্ষ্যে সংঘর্ষ মানুষকে ধৈর্য্যশীলতার উদাহরণ প্রদান করে। অপবিত্র পাপীদের বিরুদ্ধে ওনার সংঘর্ষ স্মরণীয়।*

[2:251] তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, সভ্য আর শিক্ষিত (দায়ুদ) সম্প্রদায়ের দ্বারা অসভ্য, উৎসৃঙ্খল, দুষ্কৃতী (জালুত) সম্প্রদায়কে হত্যা করা হয়েছিল অর্থাৎ দুষ্কৃতী সম্প্রদায় সবরকম উৎশৃঙ্খলতা এবং অত্যাচার আইন দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। অবতার দায়ুত পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলো এবং শান্তি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মানব সমাজে পবিত্র সম্প্রদায় দ্বারা অপবিত্র সম্প্রদায় ধ্বংস করাই প্রাকৃতিক ঐশ্বরিক নিয়ম। পরমেশ্বর আল্লাহই এই ভাবেই মানব সমাজে শান্তি এবং সহিষ্ণুতার স্থাপনা করেন।*

সন্দেশ: জ্ঞান এবং শিক্ষায় মানব সমাজে শান্তি স্থাপন করতে পারে এবং পবিত্র আল্লাহর আশীর্বাদ সর্বদাই শান্তিকামী মানুষের জীবনে জীবিকায় সাহায্য করে থাকে।

[2:252] এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য এবং শান্তিময় আদর্শ অবতারগন সঠিক ভাবে মানব সমাজে পৌঁছেছেন যাতে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন হয় এবং এই আদর্শই রসুল শ্রেষ্ঠ হজরত মহম্মদ এর আদর্শ ছিল।*

[2:253] এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি 'রুহূল কুদ্দুস' অর্থাৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে স্ববিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃ

পর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত অবতারগণের নিজের নিজের যুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত করেছিলো, প্রত্যেক অবতারই নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ কর্মপন্থায় পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত অবতারেরই লক্ষ্য এক ছিল, পন্থা বিভিন্ন হলেও একই আদর্শ এবং উদ্দেশ্যে সমস্ত অবতারগণ কাজ করেছেন। মারিয়াম পুত্র "ঈসা" কে শক্তিশালী করেছিলেন জ্ঞান দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ উনি সংগ্রাম করেছিলেন সমাজে শান্তি স্থাপনার জন্য আদর্শগত বিরোধে কিছু লোক ওনার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বশ্রেষ্ঠ।*

সন্দেশ: শান্তি এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করাই মানব কর্তব্য (জেহাদ) এর ফলে মানুষ শান্তিপূর্ণ এবং সুখময় জীবন প্রাপ্ত করেন। পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে রাজকার্যে নিযুক্ত লোকেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। অপবিত্রতা এবং পাপীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করাই পবিত্র মানুষদের কর্তব্য। মানুষের স্মরণ করা উচিৎ সমগ্র সৃষ্টির ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত সেক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের যতটা অধিকার প্রাপ্ত ততটাই প্রয়োগ করা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষকেই প্রকৃতি আলাদা আলাদা চরিত্র এবং রূপ প্রদান করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই প্রশংসিত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে প্রতিদিনই নতুন নতুন সংযোজন হয়ে চলেছে, সৃষ্টির এই আদর্শ অবতারগণের প্রকৃতি এবং শিক্ষায় ক্রমাগত অবতারগণকে নতুন নতুন শিক্ষা এবং সংযোজন দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে, এই কারণেই আয়েতে বলা হয়েছে "অবতারগণকে কাউকে কারোর ওপর মর্যাদা প্রদান করেছে"।

[2:254] হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করো, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ঠিক ততটাই ব্যবহার করা উচিৎ যতটা মানুষের প্রয়োজন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিলাসিতায় বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে প্রকৃতির ব্যবহার মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। দূষণের দ্বারা মানব সভ্যতার বিনাশ এর উত্তরদায়ী মানুষ নিজেই এবং এক্ষেত্রে কোনোভাবেই ধ্বংসের থেকে মানুষ মুক্তি পাবে না। প্রকৃতি বিনষ্টকারী নিশ্চিতরূপে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ (কাফের)।*

সন্দেশ: আয়াতের শুরুতেই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরে প্রলয় (কায়ামত) এর কথা বলা হয়েছে। যে ভাবে মানুষ নিজের সুবিধার্থে প্রকৃতিতে বিনষ্ট করে চলেছে সেই অনুপাতে প্রলয় বেশি দূর নয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার জন্য মানুষই দায়ী।

[2:255] আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর

জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনও কিছুকেই পরিবেষ্ঠিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্ঠিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই তিনি চিরজীবী সর্ব শক্তিমান সর্বদা জাগ্রত এক অস্তিত্ব যা সমস্ত পরমাণুতে বর্তমান সৃষ্টির সমস্তটাই তার শক্তি দ্বারা পরিচালিত আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান সবটাই তার নিমিত্ত। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কিছুই তার অধীন এই শক্তির ইচ্ছা ব্যতীত কোনও কিছুই সম্ভব নয়। সৃষ্টির সমস্ত উৎসই তিনি। এই শক্তি অজয়, অনন্ত এবং অমর।*

সন্দেশ: যখন আল্লাহ সমস্ত কিছু জানেন এবং দেখেন তখন তার সুপারিশের প্রয়োজন হয় না, সত্য যেখানে দুর্বল সেখানেই সুপারিশ এবং সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। অনেকেই এই আয়েতের ব্যাক্ষ্যায় সুপারিশ এবং সাক্ষীর কথা বলে থাকে আমি মনে করি যারা এই ধারণা পোষণ করেন তারা পরমেশ্বর আল্লাহর সর্বজ্ঞাত অস্তিত্বের অবমাননা করে থাকেন। তাছাড়া কোরোনে অনেক জায়গায় বর্ণিত আছে প্রত্যেক ব্যক্তি-ই নিজ নিজ কর্মফলের উত্তরদায়ি সেক্ষেত্রে সাক্ষী এবং সুপারিশ দুটোই অপ্রয়োজনীয়। এই আয়েত অনুসারে সুপারিশ হলো অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত সত্যের পথ যার দ্বারা মানুষ সঠিক পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে।

একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যাতে বলা হয় "পরমেশ্বর আল্লাহ ৬ দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন"। আয়েত অনুসারে এই ধারণা ভ্রান্ত, আয়েতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এই শক্তির প্রয়োজন বিশ্রামের হয় না।

[2:256] দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।

ব্যাখ্যা: *ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই, সত্য এতটাই উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট যাকে অসত্যের অন্ধকার স্পর্শ করতে পারে না। যে সত্যের পথে চলবে সে এতটাই সুদৃঢ় হবে যে তাকে কখনোই পথভ্রষ্ট করা যাবে না পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং প্রজ্ঞাময়।*

সন্দেশ: সংস্কৃত ভাষায় "ধম" শব্দটি "ধৃ" ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ধর্মের আক্ষরিক অর্থ হলও মানুষ যা ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষেরই বিচার ধারা, জীবন শৈলী এবং ইচ্ছা—অনিচ্ছা বিভিন্ন কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার সত্যের পথ একই যাতে কোনও মতভেদ নেই এবং যা অপরিবর্তনীয় এবং তা হলো প্রেম, মানবতা, অহিংসা, শিক্ষা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ এই আদর্শকেই ধারণ করাই ধর্মের পালন করা।

[2:257] যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোজখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

ব্যাখ্যা: *মূর্খতা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে এসেছেন পরমেশ্বর আল্লাহ। তিনি মানুষের পরম বন্ধু। অপবিত্র মানুষের অভিভাবক হলো*

তার অপবিত্র বিবেক এবং যা তাদেরকে অপবিত্রতার অন্ধকারে ঠেলে দেয় তারাই নরকবাসী এবং নরকই তাদের চির আবাসস্থল।

সন্দেশ: অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞান, মিথ্যা থেকে সত্য, ঘৃণার থেকে প্রেম, পাপের থেকে পূর্ণ, হিংসা থেকে অহিংসা এবং মোহমায়া থেকে সংযম সর্বদাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

[2:258] তুমি কি সে লোককে দেখলি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলে? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

ব্যাখ্যা: অবতার ইব্রাহীমের সাথে লোকেরা পরমেশ্বরের এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্রাহীম, পরমেশ্বরের এর আশীর্বাদে সত্য জ্ঞান সমাজে ব্যাখ্যা করেছিলেন জন্ম-মৃত্যুর প্রাকৃতিক সত্য। ব্যাখ্যা করেছিলেন সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাবার তথ্য। যারা অত্যাচারী তাদের ঈশ্বর সুপথ দেখান না।

সন্দেশ: মানুষের সব থেকে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাবার ধারণা। সূর্য কোনোদিনই অস্ত যায় না সে সর্বদাই বিরাজমান হয়ে আলো প্রদান করে থাকে। মানুষ নিজের সুবিধার্থে সূর্যের উদয় এবং অস্তের তথ্য গ্রহণ করেছে। পৃথিবী নিজেকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে যার ফলে দিন আর রাত সৃষ্টি হয়।

[2:259] তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়িঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশো বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কিম্বা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশো বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দিই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দিই। অতঃ পর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃ সন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: মৃত্যুর পর মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট মানুষ মৃত্তিকাতেই বিলীন হয়ে যায়। ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক ধারণাও সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশে বিলীণ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের অবুঝ মন সর্বদাই মনে করেন মৃত্যুর পরেও তাকে পূর্ব অস্তিত্বে জীবন্ত করা হবে। পরিবর্তন সৃষ্টির নিয়ম, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনও সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে চলে। প্রতিটি অস্তিত্বের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সন্দেশ: দাহ করা কিংবা কবর দেওয়া অন্তিম সংস্কারের পর সমস্ত মানুষের শরীরই মৃত্তিকায়

পরিণত হয়। সেই মৃত্তিকার থেকে পরবর্তী কালে কি অস্তিত্বের সৃষ্টি হবে সেটা শুধু প্রকৃতি জানে। এই চক্রব্যূহ-এর প্রতিটি অস্তিত্বকে সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধীন করে। এই আয়েতের ওপর একটি অর্থ হয় লক্ষ্য লক্ষ্য বছর ধরে মানুষ সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল প্রকৃতি তাদেরকে সভ্যতার আলো দান করে আধুনিক বানিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ সভ্য এবং আধুনিক জীবন প্রাপ্ত করেছেন এবং বলা যেতে পারে সভ্যতার প্রকাশ দিয়ে মানব অস্তিত্বকে জীবিত করা হয়েছে। এই আয়েত অযৌক্তিক ঘটনার আঁধারে আঁধারে বর্ণিত নয় এই আয়েত এক বৈজ্ঞানিক সুত্র প্রদান করে থাকে।

[2:260] আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস করো না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের এক-একটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইব্রাহীম পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যতা অনুসন্ধান করেছেন এবং তা উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতির সমস্ত প্রাণী মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রূপে অবতীর্ণ হয় সেটা পাখিও হতে পারে। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে প্রতিটি জীবের মৃত্যু অনিবার্য এবং সমস্ত অবস্থারই পরিবর্তনশীল যা প্রাকৃতিক। অবতার ইব্রাহীম কঠোর তপস্যার দ্বারা এই সত্যের উপলব্ধি করেছেন এবং অনু পরমাণু গঠনশৈলীকে চিনিয়েছেন। মৃত্যুর পরের সমস্ত বস্তুর পরিবর্তনকেও চিনিয়েছেন। পাখিদের চার ভাগের অর্থ হলও চারটি চালিকা শক্তি।*

[2:261] যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *মানুষ নিজের অস্তিত্বের থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, লালসা, উচ্চাকাঙ্খাকে ত্যাগ করুক। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ধনসম্পদকে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করুক এবং বাকি অপর জনের জন্য ত্যাগ করুক। সৃষ্টির অনুসারে প্রকৃতি কাউকে বেশি কাউকে কম সম্পদ দিয়ে থাকে, যার ফলস্বরূপ এক সভ্য সুন্দর সমাজের জন্ম হবে যাতে না গরিব থাকবে না কাউকে খাদ্যাভাবে মরতে হবে। যা মানুষ নিজের সম্পদ এবং চরিত্রকে ঐশ্বরিক পথে পরিচালিত করে থাকে তার উদাহরণ হলো একই শস্য ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য থেকে সাত ধরনের প্রয়জনীয়তার উপলব্ধি। উদাহরণস্বরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লালসা, ঈর্ষা, ঘৃণা, অহংকার, নেশা (সে যে বস্তুরই হোক না কেন অর্থাৎ সম্ভোগ সম্পত্তি কিংবা গরিমার), প্রয়োজনাতিরিক্ত মোহ এই সাত ধরনের মানব চরিত্রের একশ প্রকার বিনাশকারী তথ্যের উপস্থিতি মানব অস্তিত্বে বর্তমান এই অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিত্যাগ করাই ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ)।*

সন্দেশ: গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতো প্রচলিত বাগধারা এক গভীর তথ্যের প্রকাশ করে তা হলও সৃষ্টির বস্তু দ্বারাই সৃষ্টির উপাসনা। আল্লাহর পথে খরচ করার কথা আয়েতে বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলও মানুষের নিজের অধিকারে যা কিছু আছে তা মানুষ একান্ত আপন মনে করে তার বশবর্তী হয়ে অধিকতর প্রয়াস করে থাকে। প্রাকৃতিক বস্তুকে আপন করে নেওয়ার। এই মানব চরিত্রকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে আল্লাহর পথে খরচ করতে অর্থাৎ নিজের ধন সম্পদের সাথে সাথে নিজের চরিত্র এবং শ্রমকেও পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যের পথে পরিচালিত করা।

[2:262] যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

ব্যাখ্যা: *যারা নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে সমাজ কল্যাণে (আল্লাহর রাস্তায়) এবং নিজে সৎ কার্য প্রকাশে উৎসাহিত হয় না এবং কাউকে কষ্ট দেয় না তারা পুরস্কৃত হয় সুখ— শান্তির জীবন দ্বারা অশান্তির ভয় তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না।*

[2:263] নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ওই দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয় হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।

ব্যাখ্যা: *ন্যায্য কথা এবং ক্ষমা প্রদর্শন এবং মৃদুভাষী পবিত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। মনঃকষ্ট দেওয়া কাউকে কষ্ট প্রদান করা পাপ। সৎ চরিত্র মানুষের উন্নতির পথ, অ ার পরমেশ্বর আল্লাহ ধনশালী ও সহিষ্ণু।*

[2:264] হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ওই বস্তুর কোনও সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষরা লোক দেখাবার জন্যে কিংবা আত্মপ্রকাশের জন্যে পবিত্র কাজ করে না। অহংকার এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে যে মানুষ দান করেন তাদের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি ধুলা বিমলিন পাথরের মতো যে পাথরের উপর বারিপাত হলে যা পরিষ্কার হয়ে যায় সেই রকমই এদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে যায়। অত্যাচারীদের কর্মকাণ্ড সর্বদাই পথভ্রষ্ট।*

[2:265] যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়; তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ নিজের অন্তরাত্মা দ্বারা পবিত্র সভ্য এবং শান্তির জীবন এর কামনা করে এবং সেই পথে চলে এবং নিজের অর্জিত সম্পদ সম্মান এবং গরিমা সমাজ*

কল্যাণে ও মানবতার স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা উচ্চ সম্মানীয় হয় এবং সবটাই আল্লাহর নিকট প্রকাশিত সত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে উচ্চমানের শস্যক্ষেত্রে উচ্চমানের ফসল।

[2:266] তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্ব প্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছোবে, তার দুর্বল সন্তান সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানের একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন— যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো।

ব্যাখ্যা: *কোনও মানুষই চায় না তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, সংসার, ঘর এবং সম্পত্তি সব বিনষ্ট হয়ে যাক। প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মকাণ্ডের উত্তরদায়ি এবং পরমেশ্বর আল্লাহ এই ভাবেই নিজের উপদেশ ব্যাখ্যা করেন।*

সন্দেশ: পাপকার্য দ্বারা অর্জিত ধন সম্পত্তি দ্বারা যতই বিলাসবহুল জীবন যাপন করা হোক না কেন সময়ের সাথে সাথে কখনও না কখনও তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। অন্যায্য ধন সম্পদ মানুষের শান্তির ইন্ধন হতে পারে না।

[2:267] যে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ঞবস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেন-না, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষরা নিজেদের পবিত্র উপার্জন পবিত্র কার্যে ব্যয় করে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে তার প্রাপ্তি স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রত্যেক দানেরই প্রতিদান আছে। নিকৃষ্ট দান কখনওই সমাজ কল্যাণে সাহায্য করে না।*

[2:268] শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বের সাথে যুক্ত অপবিত্র বিবেক সর্বদা মানুষকে দারিদ্র্য এবং ভবিষ্যতের ভয় দেখিয়ে কৃপণ করে তোলে এবং পবিত্র বিবেক মানুষকে সভ্যতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, মানবতা এবং শান্তির জীবন প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করে। পরমেশ্বর আল্লাহ মহাজ্ঞানী।*

[2:269] তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র বিবেক মানুষকে প্রজ্ঞা দান করেন এবং মানব কল্যাণে উৎসাহিত করেন জ্ঞানমান মানুষ সর্বদাই পবিত্র বিবেকের বশবর্তী হয়ে থাকে। শান্তি এবং সত্য সর্বোত্তম।*

[2:270] তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় করে কিংবা কোনও মানত করো, আল্লাহ নিশ্চয়ই সেসব কিছুই জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: *মানুষের কর্মফল সর্বদা প্রকাশিত। অপবিত্র কর্ম গোপন করা যায় না।*

সন্দেশ: মানুষের অভিপ্রায় কর্মফলের ভিত্তি হয়। সংকল্পই মানুষকে পবিত্র এবং সভ্য করে গড়ে তোলে এই কারণেই আয়েতে বর্ণিত হয়েছে যারা অসৎ উদ্দেশ্যে দান করে থাকে তাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা কখনোই পরমেশ্বর আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না।

[2:271] যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করে, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে করো এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে দান সবটাই উত্তম। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং ওনার কাছে সব কিছুই প্রকাশিত। পবিত্র কার্য নিজে থেকেই প্রকাশিত হয় মানুষ যদি নিজে থেকে নিজের গুণগান গায় তবে তা অহংকার রূপে বিবেচিত হয়ে থাক। দান গ্রহণকারীর সম্মানার্থে দান গোপন রাখাই শ্রেয় এবং পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের অবহিত। সততা এবং সংযম দ্বারাই মানব সমাজের আর্থিক অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে মানব সমাজে অর্থনৈতিক অসমাঞ্জস্য থাকবে না। কোনও ধর্ম পুস্তকই মানুষকে ভিক্ষুক হবার পরামর্শ দেয় না।*

[2:272] তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় করো, তা নিজ উপাকারার্থেই করো। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে, অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *কেউ কারোর কর্মফলে উত্তরদায়ি হয় না। অপরকে উপদেশ দেওয়াও মানব কর্তব্য নয় এটি পুরোপুরি প্রকৃতির দান। অবিবেচিত না হয়ে সঠিক ভাবে যা দান করা হয় তার প্রতিফল নিশ্চিত। পরমেশ্বর আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণ করে পবিত্র দানের প্রতিদান পবিত্র।*

সন্দেশ: প্রকৃতিগত ভাবে মানব নিজের আদর্শ এবং পছন্দকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এমনকি মা এবং সন্তানের চিন্তাধারা বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই সমস্ত মতবিভেদ থাকা সত্বেও মানুষ সহিষ্ণুতার সাথে বসবাস করে, এটাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আশীর্বাদ এই কারণেই আয়েতে বর্ণিত হয়েছে কেউ কারোর কর্মফলের উত্তরদায়ি নয় অর্থাৎ পুরোপুরি স্বতন্ত্রতা।

[2:273] খয়রাত ওই সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাজ্ঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *অপরাধ বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং রোগ-গ্রস্ত যারা বিবশ কিন্তু ভিক্ষা করতে পারে না।*

দুষ্কৃতী মানুষ এই সমস্ত মানুষের অবস্থাকে অনুভব করতে পারে না কিন্তু পবিত্র মানুষ দুর্বল এবং বিবশ মানুষদের অবস্থা অনুভব করতে পারে।

[2:274] যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়ার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না।

ব্যাখ্যা: *গোপন এবং প্রকাশ্য স্বীয় ধন সম্পদ খরচা করে পবিত্র কাজে তাদের জন্যে প্রাকৃতিক পুরস্কার বর্তমান।*

সন্দেশ: পবিত্র দান প্রকাশিত হয়ে যায় কিন্তু উদ্দেশ্য গোপন থাকে। পবিত্র দান এবং উদ্দেশ্য দুটোর লক্ষ্য এক হওয়া উচিৎ সেটা দিনের আলোয় হোক কিংবা রাতের আঁধারে অর্থাৎ সুখের সময় কিংবা দুঃখের সময়। নিজের পবিত্র আদর্শ কখনোই পরিবর্তনশীল হওয়া উচিৎ নয় তা সে সুখের সময় হোক কিংবা দুঃখের সময়।

[2:275] যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মতো অথচ আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোজখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

ব্যাখ্যা: *যে রোজগার মানুষের দুর্বলতা কিংবা তমসতার আঁধারে অর্জন করা হয় তাকে "সুদ" বলে, আর যা কারবার ব্যবসা দ্বারা অর্জিত অর্থকে "লাভ" বলা হয়। সুদখোর লোক পাপী হয় তাদের অপবিত্র কর্মফল তাদের জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। পরমেশ্বর আল্লাহ সুদকে বর্জনীয় করেছেন এবং লাভকে গ্রহণীয়। যা সজ্ঞানে সুদ গ্রহণ করে তাদের জন্যে সুদ পুরোপুরি বর্জনীয় এবং তারা শাস্তির অধিকারী এবং অশান্তির নরকে বসবাস করবে।*

[2:276] আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

ব্যাখ্যা: *দুর্বল এবং বিবশ মানুষকে সাহায্য দান পরমেশ্বর আল্লাহর পছন্দসই কার্য এবং আল্লাহ এই কার্যের প্রেরণা দান করেন।*

[2:277] নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং জাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ সভ্য, সংযম, প্রেম, ক্ষমা এবং মানবতার আদর্শকে গ্রহণ করে (নমাজ) আর সমাজের উন্নতির জন্য দান (জাকাত) প্রদান করে এবং তাদের প্রতিফল পরমেশ্বর আল্লাহর কাছে বর্তমান, আর. এই ধরনের সমস্ত মানুষ দুঃখ এবং ভয় মুক্ত হয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতে পবিত্রতা, সভ্যতা, বিশ্বাস আর নমাজ এই সমস্ত আদর্শকে গ্রহণ করা

মানবের আবশ্যিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আদর্শগুলির মধ্যে এক গভীর সম্পর্কে বর্তমান। মানব বিবেক যখন প্রেম, জ্ঞান এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরোপুরি নিজের জীবন জীবিকার ওপরে প্রবর্তিত করে এবং পুরোপুরি তা গ্রহণ করে তখনই তার নমাজ পূর্ণতা পায়। অদৃশ্য শক্তি যাকে মানুষ ঈশ্বর কিংবা আল্লাহ বলে থাকে তার অস্তিত্বকে অনুভব করে ওনার সভ্যতা অনুভব করাই ইমানয়ালার মুখ্য নিদর্শন। যে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

ব্যাক্ষা: *অজান্তে যদি কেউ কারোর দুর্বলতার কিংবা বিবশতার ধন অর্জন করেন তবে তা জানার পর তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। বিশ্বাসী এবং সভ্য মানুষ (ইমানয়ালা) সর্বদাই এ কাজ করে থাকেন।*

[2:279] অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।

ব্যাখ্যা: *যে ব্যক্তি এটা না করে এবং কারোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত অর্থনৈতিক লাভ করে থাকে সে মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহ এবং ইমালয়ালাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন বিবশ মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে। পবিত্র মানুষের কর্তব্য ধর্ম যুদ্ধ করা এবং যারা পবিত্রতার (তবা করা) প্রতিজ্ঞা করে তাদের পবিত্র কাজের কর্মফল পবিত্র হয়ে থাকে।*

সন্দেশ: এই আয়েতে আল্লাহ এবং রসুলের সাথে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। বর্তমান পৃথিবীতে রসুল অনুপস্থিত আর কোরাণের কোনও আয়েতই বাতিল বলে গণ্য নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়েতে বর্ণিত "রসুল" এর অর্থ যারা রসুলের বর্ণিত পথকে গ্রহণ করে সমাজ এবং জীবনে প্রবর্তিত করেছেন।

[2:280] যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

ব্যাখ্যা: *বিবশ এবং দুর্বল মানুষকে সময় দেওয়া হোক ঋণ পরিশোধে। ঋণকে দান রূপে ক্ষমা করাই উত্তম। সহিষ্ণু মানুষ অন্যের দুর্বলতা এবং বিবলতা অনুভব করতে পারে।*

[2:281] ওই দিনকে ভয় করো, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক মানুষকে নিজের নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। কষ্ট দায়ক মৃত্যুর দ্বারা মানুষকে ভয়ভীত করার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র এবং সহিষ্ণু করে গড়ে তোলা। পরমেশ্বর আল্লাহর বিচার সমস্ত মানুষের জন্যে সমান।*

[2:282] হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ

তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দুজন সাক্ষী করো, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ওই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা কোরোনা, তা ছোটো হোক কিংবা বড়ো, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান করো, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোনও অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো। কোনও লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ করো, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় করো তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।

ব্যাখ্যা:

১. ঋণ এর দান প্রদান লিখিত রূপে হওয়া বাঞ্ছনীয় আর এটা পবিত্র মানুষের কর্তব্য। এই লিখিত রূপের সম্মান প্রদান করা সব পক্ষের কর্তব্য।

২. যদি ঋণ গ্রহিতা হয় মূর্খ কিংবা দুর্বল অর্থাৎ অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু বুঝতে অক্ষম তো নিশ্চিত রূপে তার অভিভাবক এবং সাক্ষী বাঞ্ছনীয় এক্ষেত্রে দু'জন পুরুষ সাক্ষী প্রদান করবে দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে এক জন পুরুষ দু'জন মহিলাকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাক্ষী প্রদানে অস্বীকার করা অপরাধ। এক পুরুষের সাথে দু'জন নারীর উল্লেখ করা আছে এটা কেন? নারীরা, পুরুষের থেকে কম শোনে কিংবা কম বুদ্ধি রাখে? নারীরা পুরুষদের থেকে বেশি মাত্রায় আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে। সাক্ষীর সময় আবেগ প্রবণ হয়ে ভুল সাক্ষী প্রদান যাতে না হয় সেই কারণেই এক পুরুষের পরিপ্রেক্ষিতে দুই নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সাক্ষীরা সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে না অস্বীকার করে না ভয় পায়।

৪. নগদ ক্রয় বিক্রয়ে সাক্ষী রাখা প্রয়োজন।

৫. সাক্ষীদের ভয় প্রদর্শন করা মহাপাপ।

এই ভাবেই পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের উপদেশ প্রদান করে থাকে। যাতে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিবাদ থেকে বিরত থাকে।

[2:283] আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোনও লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয়

কর! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা করা, আল্লাহ সে স ম্পর্কে খুব জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *যদি ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে তবে কোনও জিনিস বন্ধক এর বিনিময়ে ঋণ নেওয়া কিংবা দেওয়া যেতে পারে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রেখে ঋণ পরিশোধ করাই উত্তম এবং আল্লাহকে ভয় পাও যিনি সব শুনতে দেখতে পান।*

এই সমস্ত আয়েতের সন্দেশ (২৮০-২৮৩) দু-ধরনের মানুষ ঋণ গ্রহী হয়ে থাকে এক বিবশ মানুষ দুই অপ্রয়োজনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী মানুষ। দুর্বল মানুষ ঋণ গ্রাহী হলে বিপদ মুক্ত হ বার পর ঋণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক এবং যদি ঋণ গ্রাহীর বিবশতার দূরীভূত না হয়ে থাকে। তবে ঋণ প্রদানকারী দান মনে করে তা ক্ষমা করে দিক। কিন্তু ঋণ গ্রাহীকে সর্বদাই ঋণ সম্বন্ধে সচেতন করা উচিৎ কেন না ঋণ গ্রহণ তার অভ্যাসে পরিণত যেন না হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা অবাঞ্ছনীয়।

[2:284] যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ব্যাখ্যা: *ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর আল্লাহর অধিকার ভুক্ত ও মানুষের মনের গোপন কথা সব জানেন। উনি শাস্তি এবং পুরস্কারের মালিক এবং সর্ব শক্তিমান।*

[2:285] রসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনও তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রদান করা আদর্শকে অনুভব করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস রেখে তার আদর্শে অনুগত হয়েছেন এবং মানুষকে এই অনুভূতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং যারা এই আদর্শকে গ্রহণ করেছে তারা "মোমিন" (শিক্ষিত) এবং এরা আল্লাহ, সমস্ত অবতারগণ এবং সমস্ত ধর্ম পুস্তকের ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং এদের মধ্যে কোনও বিভেদ এবং বিভাজন রাখেন না তারাই পবিত্র এবং তারাই ঐশ্বরিক সত্যকে গ্রহণ করে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হন।*

সন্দেশ: যুগ যুগ ধরে অবতারগণ একই সত্য এবং উপদেশ মানুষকে প্রদান করে চলেছেন মানুষের অবুঝ মন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অবতারগণের নামে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যেই বিভাজিত হয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এই সাম্প্রদায়িক জাতিবাদী চিন্তার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে প্রকৃতি অবতার সৃষ্টি করেছেন। এই আয়েতের দ্বারা সমস্ত অবতারগণের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িকতার মতো পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

[2:286] আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনও কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন করো। আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ কাউকেই তার অসহনীয় কষ্ট প্রদান করেন না এবং সমস্ত মানুষই নিজের পাপ পুণ্যের উত্তরদায়ি। পরমেশ্বর আল্লাহর কাছে মানুষের প্রার্থনা হলো ভুলবশত কোনও পাপ হলে তাকে ক্ষমা করো। সভ্যতা এবং শিক্ষার প্রকাশ দ্বারা আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরীভূত করা হোক। আমাদের ক্ষমতা এবং শক্তি অনুসারে আমাদের পরিচালনা করুন এবং আমাদেরকে পাপ এবং পাপীদের ওপর বিজয়ী হতে সাহায্য করুন, পাপ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাহায্য দান করুন।*

সন্দেশ: অজ্ঞাতসারে ঘটা অন্যায্য কাজকে ভুল আখ্যা দেওয়া হয়। এবং তা ক্ষমাযোগ্য এবং জ্ঞাতসারে অকৃতকার্যকে পাপ বলা হয় যা অক্ষমণীয়।

আল ইমরান
(AL-IMRAN)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সুরা-আল-ইমান আয়েত-২০০ রুকু-২০

[3:1] আলিফ লাম মীম।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহ, প্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু ওঁর শক্তি দ্বারা পরিচালিত সর্বশক্তিমান এবং হজরত মহম্মদ যিনি প্রাকৃতিক সত্য প্রকাশ করেছিলেন।*

[3:2] আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারকা।

ব্যাখ্যা: *এই শক্তির কোনও উপাস্য নেই। এই শক্তি অজয়, অনন্ত, অমর এবং সমগ্র সৃষ্টির পরিচালক শক্তি, তিনি চিরঞ্জীবী।*

সন্দেশ: বৈজ্ঞানিকরা আল্লাহর এই অনন্ত অমর এবং অজয় চারিত্রিক অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। পারমাণবিক শক্তি এই চারিত্রিক গুণগুলির অধিকারী। এই শক্তির পরিবর্তন, বিনাশ, সৃষ্টি এবং সমস্ত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অধিকারী। রূপহীন এই শক্তি সমস্ত রূপের সৃষ্টিকর্তা। সমস্ত তথ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা সর্বশক্তিমান শুধুমাত্র উপাস্য, এছাড়া সবটাই মানুষের ভ্রম।

[3:3] তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূবর্তী কিতাবসমূহের।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত সত্যের প্রকাশক সমস্ত পুস্তক এবং ধর্মপুস্তকের আবিষ্কারক পরমেশ্বর আল্লাহ। সত্য, জ্ঞানের উজ্জ্বলতার সাথে সাথে পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের প্রকাশ মানুষকে পুস্তক আকারে প্রদান করেছেন এবং যার দ্বারা মানুষ আধুনিক এবং সুখ, শান্তিময় জীবন প্রাপ্ত করেছে এবং মানুষ পুস্তকগুলির নাম প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ "কোরআন", "বাইবেল", "তৌরাত"।*

সন্দেশ: সুন্দর এবং শান্তিময় জীবন এবং সমাজের রাস্তা হল এই পুস্তকগুলি যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি

মানুষকে প্রদান করা হয়েছে।

[3:4] নাযিল করেছেন তাওরত ও ইঞ্জিল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত কালচক্রেই মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের বাণী পুস্তক আকারে মানবকে প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ "ফুরক্কান" যারা অবিশ্বাসী তাদের অশান্তির আগুন এর শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত।*

সন্দেশ: মানুষের দ্বারাই মানুষকে উপদেশ প্রদান করেছেন আল্লাহ অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মকানুন সমস্তটাই মানুষকে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন এবং এটাই ঐশ্বরিক সত্য।

[3:5] আল্লাহর নিকট আসমান ও জমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির কাছে সমস্ত তথ্যই প্রকাশিত। তার বৈজ্ঞানিক কারণ হল সৃষ্টির সব কিছুই ওনার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।*

[3:6] তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *মানব আকৃতিও প্রকৃতিগত ভাবে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয়। এই শক্তি পরাক্রমশালী পরম বৈজ্ঞানিক।*

সন্দেশ: সমস্ত তথ্যের রূপই পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। সৃষ্টির প্রত্যেকটি তথ্যই কোনও না কোনও রূপের অধিকারী। মানবের নিকট রূপহীন তথ্য অবাস্তব শুধুমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া।

[3:7] তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক সংবিধান পুস্তকরূপে মানবসমাজে উপস্থিত। প্রত্যেক মানুষের কাছেই মূল এবং রূপক তথ্য অবস্থিত। যারা দুষ্কৃত মানুষ তারা সমস্ত তথ্যেরই রূপক এবং বিকৃত অর্থ ব্যঞ্জনার্থে সন্ধান করে থাকে আর সংযমী সত্যের পথে পরিচালিত মানুষ এবং সত্য জ্ঞান যাদের সংকল্প তারা সঠিক পথের উপলব্ধি করতে পারে। পবিত্র বিবেক মানুষকে পবিত্রতা প্রদান করে থাকে। প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত তথ্য মানুষকে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে আর দুষ্কৃতী মানুষ এই অনাবিষ্কৃত তথ্যকে বিকৃত করে নিজস্বার্থে।*

সন্দেশ: "কোরআন শরীফে" প্রত্যেকটি আয়েত পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ

সেক্ষেত্রে রূপক এবং প্রকাশিত সবটাই মানবসমাজের কল্যাণকল্পে। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে কোরআনে সমস্ত রূপক তথ্যই আমার মস্তিষ্ক দ্বারা প্রকাশিত। এটাই ঐশ্বরিক সত্য। পবিত্র হৃদয় দ্বারাই "কোরআন"-এর প্রত্যেকটি আয়েতের গভীরতা উপলব্ধি করা যায় এবং শিক্ষা এই উপলব্ধির সহায়ক। প্রকৃতির কিছু অংশ প্রকাশিত এবং বাকিটা রহস্যে ঘেরা।

[3:8] হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথপ্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সব কিছুর দাতা।

ব্যাখ্যা: *সত্যের উপলব্ধির পর তাতে বক্রতা প্রদান করা মহাপাপ। হে পরমেশ্বর আল্লাহ মানবকে সত্যের পথ থেকে বিভ্রান্ত কোরো না। তোমার অনুগ্রহ মানবসমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তুমি দাতা তুমি বিধাতা।*

[3:9] হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে এতে কোনওই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।

ব্যাখ্যা: *হে পরমেশ্বর আল্লাহ, নিঃসংশয় তুমি সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করবে প্রেম, ভালোবাসা এবং শিক্ষার দ্বারা।*

সন্দেশ: বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য।

[3:10] যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছেই দোজখের ইন্ধন।

ব্যাখ্যা: *নরকের ইন্ধন দুষ্কৃতী মানুষ যারা সর্বদা নিজস্বার্থে ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বিনাশ করে থাকে তাদের অশান্ত জীবন কোনও ভাবেই সুখময় হতে পারে না। ধনসম্পত্তি কিংবা সন্তান-সন্ততি তাদের শান্তিময় জীবন দিতে ব্যর্থ হয়।*

[3:11] ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহর আযাব অতি কঠিন।

ব্যাখ্যা: *মিশরের রাজা ফিরনের সম্পদ আর ওঁর অহংকার ওঁকে শান্তিপ্রদান করতে পারেনি, এতটাই বিভ্রান্ত ছিলেন, মানবিকতার আদর্শ ভুলে অত্যাচারী রাজারূপে পরিণত হয়েছিলেন। প্রেম, শান্তি, মানবতা, অহিংসা, দয়া, মায়া, মমতা যা প্রাকৃতিক আদর্শ— উনি পুরোটাই ভুলে গিয়েছিলেন।।*

[3:12] কাফেরদিগকে বলে দিল, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে— সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করা এবং তাকে অস্বীকার করা কাফেরগণ সর্বদাই পরাভূত হন এবং অশান্তির নরকে বসবাস করেন যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস।*

[3:13] নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের। এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

ব্যাখ্যা: *মানব সম্প্রদায় দু-ভাগে বিভক্ত। একটি পবিত্র, অপরটি অপবিত্র। যারা প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করে তারা পবিত্র সম্প্রদায় অর্থাৎ ইমানওয়ালা আর যারা হিংসা, বিবাদ, ঘৃণা, অহংকার এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয় এবং এর আদর্শকে নিজ জীবনের লক্ষ্য মনে করে এবং অশিক্ষা এবং কুসংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারা অবশ্যই অপবিত্র অর্থাৎ কাফের। পবিত্র লোক, পবিত্র মানুষ সর্বদাই অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে (জেহাদ) অহিংসার পথে। শান্তিপূর্ণ পবিত্র মানুষ সর্বদা অপবিত্র মানুষদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কখনো কখনো ভয়ভীত হয়ে থাকে কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বদাই পবিত্র মানুষদের সহযোগিতা করে থাকেন। বিবেকবানরা এই আয়েতের আদর্শ বুঝতে পারে।*

[3:14] মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং খেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হল উত্তম আশ্রয়।

ব্যাখ্যা: *মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত মোহ, মায়া এবং অপ্রয়োজনীয় চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধনসম্পদ, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ এবং আসক্তি মানুষকে বিবেকহীন করে তোলে। মানুষের উত্তম প্রাপ্তি হল শান্তি এবং শিক্ষা।*

[3:15] বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশোত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত—তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই পবিত্রতা এবং শান্তির প্রচার করে থাকে। পবিত্র মানুষদের কাছে সম্মানিয় ও শান্তির মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে। প্রেমময়, হৃদয়বান মানুষ তাদের নিজেদের মতোই সঙ্গীর অনুসন্ধান করে; শীতল নদ-নদীর মতো তাদের জীবনে প্রবাহিত হয় শান্তি। প্রকৃতির সবটাই ঐশ্বরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।*

সন্দেশ: "কোরআন শরীফ নারী-পুরুষ এবং সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের জন্যে সমান ভাবে প্রযোজ্য, সম্ভোগের জন্যে নারী আর স্বর্গের জন্যে পবিত্র স্ত্রী"— এই সমস্ত কথার একটি আলাদা ব্যাখা আছে যেটা আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি আয়েতে বর্ণনা করেছি। পুরুষ নিজের শক্তির অপঃব্যবহার যাতে না করে সেই উদ্দেশ্যেই এই আয়েত।

[3:16] যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ইমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

ব্যাখ্যা: *শুধুমাত্র কিছু ভালো কাজ করে মানুষ নিজেকে পবিত্র মনে করে এবং মুক্তি এবং মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী মনে করে।*

সন্দেশ: এই ধরনের মানুষরা সর্বদাই ভণিতা করেন এবং আশা করেন অশান্তিমুক্ত জীবনের।

[3:17] তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

ব্যাখ্যা: *ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনয়ী সত্যের পথে ব্যয়কারী (সম্পদ এবং শ্রম) এবং নিজের*

অজান্তে সংগঠিত হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী অযাচিত ভুলের ক্ষমা প্রার্থনাকারী তারাই পবিত্র (ইমান) মানুষ।

সন্দেশ: এই আয়েতে পূর্ববর্তী রাতের অন্ধকারে সাথে অজান্তে করা ভুলগুলির তুলনা করা হয়েছে যার অনুভব সেই মানুষের হয়েছে।

[3:18] আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *সবশক্তিমান আল্লার ঐশ্বরিক শক্তির কোনও বিকল্প নেই, প্রতিটি অণুপরমাণুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। ওঁর প্রাকৃতিক আদর্শ ছাড়াই কোনও কিছুই গ্রহণীয় নয়।*

[3:19] নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাবগ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, শান্তি, মানবতা, অহিংসা, সংযম, শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব-এই শব্দগুলির গভীরতর আদর্শকে যারা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে সেটাই সত্য ধর্ম মানে "ইসলাম" অর্থাৎ ঈশ্বরে আদর্শের উপলব্ধি হবার পর মানুষ নিজেদের মধ্যেই বিচারধারার বিভাজন সৃষ্টি করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে যারা ঐশ্বরিক আদর্শকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে তারাই মূল অর্থে— দুষ্কৃত অর্থাৎ কাফের। এদের অশান্তির নরকপ্রাপ্তি হয়েছে কালচক্রে।*

সন্দেশ: সত্যের অনুভব হবার পরেও যার নিজ স্বার্থে ধর্মকে অধার্মিক পন্থায় ব্যবহার করে থাকে তারাই অশান্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরমেশ্বর আল্লাহ পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুতে নিজের প্রাকৃতিক সত্যের নিদর্শন রেখেছেন। অবুঝ মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিজের হাতে নিজের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন: বর্তমান আয়েতের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন আসে, যদি কারও সত্য পথপ্রাপ্তি ঘটে তার অশান্তি কেন করবে? এই আয়েত ওই সমস্ত লোকের জন্য যারা লোভ-লালসার বশবর্তী।

[3:20] যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।" আর আহলে-কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হল, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হল শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

ব্যাখ্যা: *যে সকল মানুষ প্রেম, শান্তি, শিক্ষা এবং অহিংসার আদর্শের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে বিবাদ, বিতর্ক সৃষ্টি করা মূর্খতা। জ্ঞান এবং শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করাই সঠিক পথ, এই সঠিক পথের প্রচার-প্রসার করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য। যারা এই পথের বিরোধিতা করে*

থাকেন তাদের দায়ভার শুধুমাত্র আল্লারই।

[3:21] যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায় ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।

ব্যাখ্যা: *শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শগুলিকে যারা অস্বীকার করে, এবং অন্যায় ভাবে অবতারগণের দ্বারা প্রবর্তিত সত্যের বাণীকে বিকৃত করে অবতারগণকে হত্যা করে, সত্য এবং ন্যায় এর পথে প্রচলিত আদর্শ এবং মানুষদেরও হত্যা করে তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।*

[3:22] এরাই হল সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোনও সাহায্যকারীও নেই।

ব্যাখ্যা: *এই সমস্ত লোকই পাপী এবং তারা পবিত্র সঙ্গী পায় না।*

[3:23] আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে— আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্যের কিছুটাই প্রাকৃতিকরূপে মানুষ প্রাপ্ত করেছেন। মানবসমাজের সত্যমিথ্যা, পাপপুণ্যের মীমাংসা ঐশ্বরিক সত্য দ্বারাই সম্ভব। কিছু মানুষ আছে যারা সর্বদা সত্যের বিরোধিতা করে থাকে।*

সন্দেশ: কিছু মানুষ অহংকার এবং জিদের বশবর্তী হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আগেকার যুগে ভূমণ্ডলের আকাশ সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞান ছিলেন। কালচক্রে মানবমস্তিষ্ক পৃথিবীর আকার এবং গতিপ্রকৃতির সত্যতা উদ্ঘাটন করেছেন।

[3:24] তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোজখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে।

ব্যাখ্যা: *অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ সর্বদাই বিশ্বাস করে অজ্ঞানতার আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। নিজেদের ধর্ম এবং অন্ধ-বিশ্বাসই ওদেরকে প্রবঞ্চিত করে থাকে।*

[3:25] কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করব, যে দিনের আগমনে কোনও সন্দেহ নেই আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে, তাদের প্রাপ্য প্রদান মোটেই অন্যায় করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক মানুষের কর্মফল তাকে নিজেকেই ভোগ করতে হয়। নিঃসংশয় যা প্রাকৃতিক।*

সন্দেশ: মানুষের বিলাসবহুল জীবনশৈলীই মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক দূষণ এতটাই ভয়াবহ আকার নিয়েছে যার দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই বিঘ্নিত। ওজোন লেয়ার আজ বিপদের মুখে এর জন্য দায়ী মানুষ।

[3:26] বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করে তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয়

কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *ধনী-গরিব, সম্মান-অসম্মান সবটাই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেউ রাজা, কেউ ফকির, সবটাই প্রাকৃতিক। ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আধার।*

[3:27] তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করো। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করো।

ব্যাখ্যা: *ওই ঐশ্বরিক শক্তিই অপবিত্রতার এবং অশিক্ষার অন্ধকার থেকে পবিত্রতা এবং জ্ঞানের এর প্রকাশ করেছেন। রাত ও দিনের মতো জীবনমৃত্যু সবটাই পরমেশ্বর আল্লার শক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন। প্রাণহীন তথ্য থেকে জীবন সৃষ্টি করে পরমেশ্বর আল্লার শক্তি। অণু পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি শরীর আবার মৃত্যুর পর অণু-পরমাণুতে পরিণত হয়। মানুষ যাকে মৃত্যু বলে, আসলে সেটি পরিবর্তন। জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা অজ্ঞানতাকে দূর করা এবং সভ্যতার বিকাশও ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।*

[3:28] মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, সংযমী, শান্তি এবং শিক্ষার পথে যাঁরা চলেন তাঁরা কখনোই অশিক্ষা এবং বিবাদের সাথে সন্ধি করবেন না। যারা অপবিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লার অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।*

সন্দেশ: প্রতিভার প্রকাশ দ্বারা অপবিত্রতার অন্ধকারকে দূর করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য

[3:29] বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সেসবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ব্যাখ্যা: *যারা মৌখিক বাচন দ্বারা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের হৃদয়ের সত্যতা প্রাকৃতিকরূপে জ্ঞাত, পরমেশ্বর আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।*

[3:30] সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পাপ কিংবা পুণ্য সবটাই মানুষের মস্তিষ্ক এবং বিবেক দ্বারা মানুষের নিজের কাছে পরিলক্ষিত। কর্মফল মানুষকে সত্যের সাথে পরিচিত করায় মানব অস্বিত্বের সাথে মানুষের কর্মফল সরাসরি সংযুক্ত।*

সন্দেশ: আয়েতে বর্ণিত আছে, পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের আয়েত দ্বারা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু কেন? যখন আল্লাহ চোখের পলক ফেলার আগেই সমস্ত কাজ সংগঠিত

করতে পারেন তখন এই ভীতি প্রদর্শনের কি অর্থ? ভীতি প্রদর্শন শুধুমাত্র সাংকেতিক যাতে মানুষ সঠিক এবং জ্ঞানের পথে পরিচালিত হতে পারে।

[3:31] বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির সাথে প্রেম মানুষের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়ে সংগঠিত সমস্ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে শেখায়। আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।*

সন্দেশ: একই ভুল বারবার করলে তা পাপ কার্যে পরিণত হয়। ভুলের ক্ষমা থাকলেও পাপ ক্ষমাহীন।

[3:33] নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধর এবং এমরানের খানদানকে নির্বাচিত করেছেন।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, শান্তি এবং শিক্ষাই সমস্ত মানবসমাজের সর্বকালের জন্য মূল ভিত্তি এবং এই আদর্শই অবতার আদম, নুহ, ইব্রাহিম এবং ইমরান দ্বারা প্রচলিত।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা পুরোপুরি অযৌক্তি। এক্ষেত্রে বিশেষ সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা আল্লাহর আদর্শবিরুদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়েতটি শুধুমাত্র সাংকেতিক রূপেই বর্ণিত হয়েছে। ঐশ্বরিক আদর্শ অনুযায়ী সকল মানুষকেই নিজ নিজ কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়, এক্ষেত্রে এই আয়েতটির সাথে সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি অবাস্তব।

[3:34] যাঁরা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত কাল এবং অবতার একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। সংস্কৃতি এবং শিক্ষার প্রসার মানব কর্তব্য।*

[3:35] এমরানের স্ত্রী যখন বলল-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইমরানের স্ত্রী নিজের সন্তানকে মানবকল্যাণে এবং মানব সমাজের উন্নতিকরণে সমর্পণ করেছিলেন। সমস্ত নারীর জন্য এ এক উঁদাহরণ। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।*

[3:36] অতঃপর যখন তাকে প্রসব করল, বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোই জানেন। সেই কন্যার মতো কোনও পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারাইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমায় আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইমরানের পত্নী মারিয়ামকে জন্ম দিয়েছিলেন। কন্যাসন্তান কিংবা পুত্রসন্তান কোনও কিছুই প্রকৃতির অজান্তে হয় না, এবং সমস্ত সৃষ্টির রক্ষাকর্তা পরমেশ্বের আল্লাহ।*

[3:37] অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পনণ

করলেন। যখনই জাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "মারাইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এল?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিম দান করেন।"

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে মারিয়ামের প্রতিপালন অত্যন্ত উন্নতমানের হয়েছিল এবং প্রতিপালক ছিলেন জাকারিয়া। মারিয়ামের জন্মের পর ওদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। পরমেশ্বর আল্লাহ সবার পালনকর্তা।*

সন্দেশ: চারিত্রিক ভাবে মারিয়াম অত্যন্ত আধুনিক ছিলেন।

[3:38] সেখানেই জাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করো—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

ব্যাখ্যা: *জাকারিয়া পবিত্র সন্তানের প্রার্থনা করেছিলেন।*

সন্দেশ: প্রশ্ন হল, জাকারিয়া মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পবিত্র বংশধরের প্রার্থনা উনি কি অধিকারে করেছিলেন?

[3:39] যখন তিনি কামরার ভেতরে নমাজে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্রিয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎ কর্মশীল নবী হবেন।

ব্যাখ্যা: *জাকারিয়া প্রার্থনা করেছিলেন পবিত্র বংশধরের, প্রার্থনাস্থলেই তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন খুশির খবর দ্বারা এবং ইয়াহিয়া নামক পুত্রসন্তানপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির সত্যতা অনুভব যাঁরা করতে পারেন সেই রকম মানুষের মধ্যে থেকেই কোনও বিশেষ মানুষ আল্লাহর আদর্শ এবং নিয়মের অনুবর্তিতায় অনুশাসিত হয়ে নিজের অপবিত্র শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেরকম পবিত্র মানুষই মানবসমাজের মধ্যে অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়।*

সন্দেশ: সমস্ত আবিষ্কারই মানব মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক ফসল।

[3:40] তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্রসন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রী-ও যে বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ এমনি ভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন।

ব্যাখ্যা: *বৃদ্ধা জাকারিয়ার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি পবিত্র সন্তানের প্রার্থনা করেছিলেন।*

সন্দেশ: প্রাকৃতিক চমৎকার যে-কোন মুহুরতে সংঘঠিত হতে পারে। আজকের কম্পিউটার যুগে এই ধরনের প্রাকৃতিক চমৎকার বর্তমান।

[3:41] তিনি বললেন, হে পালনকর্তা, আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হল এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা-ইঙ্গিত করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

ব্যাখ্যা: *অবতার জাকারিয়া তিন দিন মৌনব্রত রেখেছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরে প্রার্থনায়*

রত হয়েছিলেন।

সন্দেশ: এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, মৌনব্রতোর প্রথা পৃথিবীতে ভারতভূমি ছাড়াও পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচলিত ছিল।

[3:42] আর যখন ফেরেশতা বলল, হে মারিইয়াম, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারীসমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি মারিয়ামকে পবিত্র নারীর উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন।*

[3:43] হে মারিয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা করো এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর।

ব্যাখ্যা: *মারিয়াম দৃঢ়চিত্তে পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়মানুবর্তিতা পালন করতেন এবং আত্মসমর্পণ করেছিলেন প্রকৃতি এবং মানবকল্যাণের জন্য।*

সন্দেশ: মারিয়াম আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ সাজদা করেছিলেন এবং নতমস্তকে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করতেন অর্থাৎ রকু করতেন। রকু এবং সাজদা— এই সমস্ত শব্দের ইসলামী করণ করা হয়েছে ইসলামে যে পদ্ধতিতে নমাজ পড়া হয় সেই পদ্ধতির কিছু অংশে এই শব্দগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন হল, এখন যে পদ্ধতিতে নমাজ পড়া হয় সেই পদ্ধতি আর মারিয়ামের প্রার্থনা পদ্ধতি কি এক ছিল? প্রশ্নের আঁধারে বলা যেতে পারে, এই শব্দগুলি পুরোপুরি চারিত্রিক গুণাবলির ওপর আধারিত যা কখনোই পূজাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

[3:44] এ হল গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারিয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল।।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন মানব মস্তিষ্ক দ্বারাই সংঘটিত হয় যাকে ইসলামে "তাই (আকাশবাণী)" বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিস্ময় মানব মস্তিষ্কে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় এবং মারিয়ামও তার শিকার হয়েছিলেন। মারিয়ামের পবিত্রতায় মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।*

[3:45] যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারিইয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হল মসীহ-মারিয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত।

ব্যাখ্যা: *মারিয়াম পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যার নাম ছিল ঈসা। ঈসা মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল।*

সন্দেশ: আয়েতের বর্তমান ইসলামী ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয়েছে, মারিয়ামের সাথে অবতারদের বার্তালাপ হয়েছিল। যদি অবতার প্রকৃতি ছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে তবে মারিয়ামকে কি বলা হয়ে থাকে? ঋষি না অবতার কি বলা হবে? কিছু লোক মনে করে নারীদের দ্বারা প্রাকৃতিক আবিষ্কার সম্ভব নয় যা একেবারেই ভ্রান্ত।

[3:46] যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণবয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ব্যাখ্যা: *অবতার ঈসা শৈশব থেকে আমৃত্যু শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শ প্রচার করেছিলেন।*

[3:47] তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোনও মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন, এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোনও কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: *কুমারী মারিয়াম সন্দেহ করেছিলেন, কিভাবে তিনি সন্তান জন্ম দেবেন। প্রকৃতি সমস্ত আশ্চর্যের অধিকারী।*

[3:48] আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত, ইঞ্জিল।

ব্যাখ্যা: *অবতার ঈসা মানবসমাজে শান্তি এবং জ্ঞানের প্রচার করেছিলেন। তার বাণী সংবলিত পুস্তক হল তওরাত ও ইঞ্জিল।*

[3:49] আর বণী-ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠরোগীকে। আর আমি জীবিত ২করে দিই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আসো এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ব্যাখ্যা: *ইসরায়েল সম্প্রদায়ের অবতার ছিলেন তিনি এবং উনি ইসরায়েল সম্প্রদায়কে সুখ, শান্তি এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছিলেন। উনি মৃত বিবেককে (মৃত পাখি) জ্ঞানের প্রকাশ, মানবতা এবং প্রেম দ্বারা প্রাণবন্ত করেছিলেন, অপবিত্র মানুষ যার দৃষ্টি সত্য এবং আদর্শকে দেখতে পায় না তাদেরকে পবিত্রতার রাস্তা দেখিয়েছিলেন, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাও করতেন। মৃত বিবেকের মানুষজনকে প্রেমময় করে তুলেছিলেন। ওঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর ছিল। মানুষের গোপন কথাও তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। মানুষের জন্য এটি উদাহরণ। সনাতন ধর্মে এই প্রাকৃতিক চরিত্রকে "যোগমায়া শক্তি" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।*

[3:50] আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দিই কোনও কোনও বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।

ব্যাখ্যা: *উনি সত্য মিথ্যার পরিচয় মানুষকে দিয়েছিলেন। তাঁর পুস্তক তওরাতে কোনটি মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য ও কোনটি নিষিদ্ধ তা বর্ণিত আছে। সত্যের উপলব্ধি করার জন্য মানুষকে তিনি বোঝাতেন।*

[3:51] নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা— তাঁর এবাদত করো, এটাই হল সরল পথ।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত প্রাণীকুলের পরমেশ্বর এবং সৃষ্টিকর্তা একই। ওঁর প্রাকৃতিক পথই সোজা পথ এবং যা হল প্রেম, মানবতা, শিক্ষা, শান্তি, ভ্রাত্রিত্য, অহিংসা এবং সত্যতা।*

এই আদর্শের সাথে বাঁচা এবং মৃত্যুবরণ করা সম্মানজনক।

[3:52] অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বণী-ইসরাঈলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।

ব্যাখ্যা: *অবতার ঈসা সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলে না। মানুষের সন্দেহ এবং অপবাদ ওঁকে জর্জরিত করেছিল। তবুও তিনি সত্যের পথে চলার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যাঁরা নিজেদেরকে পবিত্র (মুসলমান) বলতেন তারা সাক্ষ্যপ্রমাণ করেছিলেন সত্যতার।*

সন্দেশ: অবতার সাহায্য প্রার্থনা করেন শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে। এই আয়েতে "মুসলমান" শব্দের উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে, এই শব্দটি কখনোই বিশেষ কোনও প্রচলিত সম্প্রদায়কে, করে না নিদর্শন। এই পবিত্র মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা করে।

[3:53] হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টিকর্তা নিজের প্রকৃতির মাধ্যমে যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও জীবনধারা মানবসভ্যতাকে দিয়েছেন পবিত্র, জ্ঞানী এবং শান্তিকামী মানুষ এর সত্যতা উপলব্ধি করে একে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন।*

[3:54] এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র মানুষ সর্বদাই পবিত্রতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকেন কিন্তু প্রকৃতি সম্পূর্ণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে।

[3:55] আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিব-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব। আর যারা আমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখব। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেব।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক ভাবে অবতার ঈসা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ওঁর বুদ্ধি এবং সঞ্চালন ক্ষমতা প্রখর ছিল। উনি প্রেম, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সত্য এবং অহিংসার পথের প্রচারক ছিলেন। এই পথে যাঁরা চলেন তাঁরা সর্বদাই অপবিত্র মানুষদের পরাজিত করে থাকেন এবং প্রকৃতি সমস্ত মতভেদের নিয়ন্ত্রণ করে।*

সন্দেশ: এই আয়েতের বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী অবতার ঈসার সম্প্রদায় সর্বদা অন্য সম্প্রদায়কে পরাজিত করবে, প্রশ্ন হল, ঈসার সম্প্রদায় কি অন্য সম্প্রদায়ের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি করবে? ঈসার সম্প্রদায় কি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র সম্প্রদায়? সম্প্রদায়ের ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত। মানবসমাজ এবং সভ্যতাকে দুটি সম্প্রদায়ে বিভাজন করা যেতে পারে তা হল

পবিত্র ও অপবিত্র। এই আয়েতের প্রকৃত অর্থ হল পবিত্র সম্প্রদায় সর্বদাই অপবিত্র সম্প্রদায়ের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত করে থাকে।

[3:56] অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেব দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাদের কোনও সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র সম্প্রদায়ের মানুষরা অশান্ত জীবন এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। এটা তাদের জন্য প্রাকৃতিকরূপে কঠোর শাস্তি। এই শাস্তি তাদের একান্ত আপন। কোনও সাহায্যকারী এদের থাকে না।

[3:57] পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সৎকাজে লিপ্ত থাকেন, সুখ ও শান্তিময় জীবন তাঁদের কর্মফল। অবাধ্য, অসভ্য মানুষরা সমাজে ঘৃণীত এবং অপমানিত হয়ে থাকেন।

[3:58] আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই এ সমস্ত আয়েত এবং নিশ্চিত বর্ণনা।

ব্যাখ্যা: অবতারগণের দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান এবং সত্য পথ সমাজের জন্য লাভদায়ী।

[3:59] নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।

ব্যাখ্যা: প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারে পবিত্র সম্প্রদায় আজ সংঘটিত এবং প্রমাণিত। অবতার আদম কিংবা ঈসা সকলেই একই ভাব আদর্শ দ্বারা সংঘটিত। পরমেশ্বর আল্লার আশীর্বাদে মানব সভ্যতার প্রকাশে প্রকাশিত (মৃত্যু থেকে জীবিত) শিক্ষার আলো দ্বারা মানব সমাজকে জীবিত করাও প্রকৃতির ইচ্ছা।

[3:60] যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হোয়ো না।

ব্যাখ্যা: এটাই পরম সত্য। সন্দেহকারীদের অনুসন্ধান এই সত্যকে প্রমাণিত করে।

[3:61] অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনি সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো—এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা: বিতর্ক সৃষ্টিকারীরা সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবার পরও বিতর্ক করে থাকে— এটা তাদের স্বভাব। মিথ্যুকদের প্রতি প্রাকৃতিক অভিসম্পাত।

[3:62] নিঃসন্দেহে এটাই হল সত্যভাষণ। আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ইলাহ নেই। আর আল্লাহ; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তিই উপাস্য হতে পারে না। আল্লা সর্বশক্তিমান এবং বিজ্ঞানী।

[3:63] তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে প্রমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন।

ব্যাখ্যা: *শান্তি, শিক্ষা, প্রেম এবং অহিংসার আদর্শকে যারা বর্জন করে থাকে তারা মানবসমাজে ঘৃণীত।*

[3:64] বলুন: হে আহলে-কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে এসো— যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান— যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনও শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান এবং পবিত্রতা সম্বলিত পুস্তকগুলির আদর্শ এবং গভীরতা একই হয়ে থাকে, যার অধ্যয়ন মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। সত্যের কোনও বিকল্প হয় না। পবিত্র (মুসলমান) মানুষরা সত্যের পথে সাক্ষ্যদান করে থাকে।*

সন্দেশ: একে অপরের পবিত্র সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া পবিত্র মানুষের কর্তব্য। সমস্ত মানুষের লক্ষ্য থাকে সুখ এবং শান্তি। কোনও আচার-বিচার কিংবা প্রার্থনা পদ্ধতি এই লক্ষ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। পবিত্রতা, সংযম ও অধ্যবসায় মানুষের শান্তির পথ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ বর্জন করাই শ্রেয়। অপরের আবেগকে সম্মান প্রদর্শন এবং উপলব্ধি করা পবিত্রতার নিদর্শন। শিক্ষার পথ মানুষের মস্তিষ্ককে সত্যের অনুভব করতে শেখায়। এতেই মানুষ এবং মানব সভ্যতার শান্তি। সমস্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ একই আদর্শের প্রচার করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হল একে অপরের ধর্মগ্রন্থগুলির যৌথ অধ্যয়ন করতে মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে। ফলস্বরূপ মানুষ নিজের ধর্মগ্রন্থকে উচ্চস্থানে রেখে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে নিম্নমানের মনে করে, এটাই একমাত্র কারণ মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিবাদ সৃষ্টির।

[3:65] হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা ইব্রাহিমের বিষয়ে বাদানুবাদ করো ? অথচ তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বোঝো না ?

ব্যাখ্যা: *মানুষ কি এটা বোঝে না ধর্মগ্রন্থগুলি একে অপরের পরিপূরক? ধর্মীয় আদর্শে অযথা বিবাদ সৃষ্টি করা জঘন্যতম অপরাধ। অবতার ইব্রাহিমের আদর্শকে বিভাজিত করা এবং ধর্মপুস্তক তওরাত ও ইঞ্জিল-এর আদর্শকে আলাদা ভাবে দেখা ভ্রান্ত ধারণা।*

সন্দেশ: খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। কৌরব ভাইদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানসন্ততি এবং পরিবারবর্গ গান্ধারে চলে যায় কৌরবদের মামার বাড়ি এবং এই কৌরবের বংশধরই হল ইব্রাহিম, বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী আর্য এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুসলমানদের পুণ্য স্থল 'কাবা'তে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠিত হয় থাকে তার সবটাই বৈদিক সভ্যতার আর্যরা পালন করত, বৈদিক সভ্যতায় আর্যরা সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত পাঁচ বার আহ্নিক (উপাসনা) করতেন এবং পুরোটাই যোগাসন দ্বারা সংঘটিত হত। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, ইসলামে যে পদ্ধতিতে নমাজ (উপাসনা) পালন করা হয় তার সবটাই যোগাসন। নমাজ পালন করার সময় যে 'আয়েত'গুলি পড়া হয় তার পুরোটার অর্থ সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্রের পরিপূরক। সনাতন ধর্মের গায়ত্রী মহামন্ত্র এবং কোরআনশরিফে বর্ণিত 'সুরা ফাতেয়া'র ভাষা আলাদা হলেও অর্থ একেবারে এক। নমাজ পালনের পরে মুসলমানরা 'দুওয়া কুনুদ' পরে থাকেন যা কোরআনে নেই। এর উৎস কি মুসলমানরাও জানেন না। 'দুওয়া কুনুদ' পুরোটাই

বৈদিক স্তুতি।

[3:66] শোনো! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানোনা, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ?

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞানতাই বিবাদের মুখ্য কারণ। ধর্মের বিষয়ে বিবাদ এবং বিতর্ক সৃষ্টি করা মানুষের মূর্খতা। এর সবটাই প্রাকৃতিক অনুসন্ধান দ্বারা দূরীভূত হওয়া সম্ভব। আল্লাহ মহান সর্বজ্ঞ।*

[3:67] ইব্রাহিম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইব্রাহিম ইহুদী ছিলেন না নাসারা ছিলেন সেটা বিচার্য নয়। সাম্প্রদায়িক ভাবনার উর্ধ্বে উঠে বলা যেতে পারে, ইব্রাহিম একজন পবিত্র মানুষ ছিলেন দুষ্কৃতী (মুশরিক) ছিলেন না।*

সন্দেশ: 'মুসলমান' শব্দটি এক বিশেষ মানবচরিত্রকে ব্যাখ্যা করে যা পবিত্রতা, শান্তি, শিক্ষা, মানবতা এবং অহিংসার আদর্শের উপর আধারিত। অবতার ইব্রাহিমের সময় থেকে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল এবং ইব্রাহিমের বংশধররাই কাবায় মূর্তিপূজার দায়িত্ব পালন করতেন। ঠিক যেরকম সনাতন ধর্মে বর্ণিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অপর যা দায়িত্ব ছিল যা হল সমাজে পাপকে বিনাশ করে পুণ্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও সমাজকে বেদজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। কথিত আছে, 'আবাবিল'-এর সৈন্য দ্বারা আল্লাহ কাবার সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। সে সময় কাবায় মূর্তিপূজা হত। কাবায় মূর্তির অবলুপ্তি ঘটিয়ে হজরত মহম্মদ সমস্ত রকম ধর্মীয় বিবাদের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন মানবের পবিত্র চরিত্রই এবং সুস্বাস্থ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি।

[3:68] কোনও কোনও আহলে-কিতাবের আকাঙ্ক্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শকে বিভ্রান্ত করে নিজের উদ্দেশ্যপূর্তির লক্ষ্যে কিছু দুষ্কৃতী মানুষ সর্বদা চক্রান্ত করে থাকে। এই চক্রান্তের অবসান শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা দ্বারাই সম্ভব।*

[3:70] হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা?

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই জ্ঞান, শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে কিছু কাজ করেন না যা আল্লাহর পথ যার নিদর্শন এবং প্রমাণ সৃষ্টির প্রত্যেকটি তত্ত্বে অবস্থিত।*

[3:71] হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জানো।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী ও পবিত্র মানুষ সত্যকে মিথ্যার দ্বারা অপবিত্র করে না এবং জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করার প্রয়াস করেন না।*

[3:72] আর আহলে-কিতাবগণের একদল বলল, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার

করো, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

ব্যাখ্যা: *কিছু শিক্ষিত মানুষ আছে যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রভাবিত হয়ে পবিত্র এবং শান্তির আদর্শকে বিঘ্নিত করে ও পবিত্র মানুষের সংস্কারকে উপহাস করে। এরা এতটাই বিচলিত হয় যে পবিত্র (ইমান) ও অপবিত্রতার তফাৎ বুঝতে পারে না। মানুষকে ছলনা দ্বারা বিভ্রান্ত করে দিনে পবিত্রতার শপথ করে এবং রাতে অপবিত্রতার কাজে লিপ্ত হয়।*

[3:73] যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বরের আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও প্রলোভন সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। আল্লাহ প্রাচুর্যময় জ্ঞানী।*

সন্দেশ: আল্লাহর দোহাই দিয়ে কর্তব্যবিমুখ হওয়া, মানুষকে বিভ্রান্ত করা, শপথ গ্রহণ করে অস্বীকার করা, নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে মানবতার ধর্ম ও আদর্শে বিবাদ সৃষ্টি করা জঘন্যতম অপরাধ।

[3:74] তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

ব্যাখ্যা: *কল্যাণময় আল্লাহর ব্যবস্থাপনা সর্বশ্রেষ্ঠ। উনিই ঠিক করেন কার কর্তব্য কি হবে।*

[3:75] কোনও কোনও আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধনসম্পদ আমানত রাখো, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তোমাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না— যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, কাফেরদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোনও পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে-শুনেই মিথ্যা বলে।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা ধনী কিন্তু দয়াবানও নয় অথচ এমন মানুষও আছেন যাঁরা দরিদ্র কিন্তু অতীব দয়াবান। কিছু ধনী মানুষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন ও অপরের কষ্টকে অনুভব করে থাকেন এবং বলে থাকেন অপরের কষ্টের উত্তরদায়িত্ব তাঁদের । এই চরিত্র আল্লাহর আদর্শকে প্রমাণিত করে না। দ্বিতীয়ত, আর এক ধরনের মানুষ হয় যারা লালায়িত হয়ে বেইমানি করাটাকেও প্রয়োজন মনে করে।*

সন্দেশ: সুরা আনফাল আয়েত সংখ্যা ১-এ বর্ণিত আছে 'গণিমনতের মাল' মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য। গণিমতের মাল হল যুদ্ধ দ্বারা লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। কিছু হাদিস দ্বারা এই পাপের অংশীদার হজরত মহম্মদকেও করার অপচেষ্টা হয়েছে। আজকের যুগে এই প্রথা পৃথিবীর কোথাও প্রচলিত নেই সেক্ষেত্রে কি এই প্রথা বাতিল বলে ধার্য হবে? এই আয়েতটি প্রমাণ করে প্রথাগত হাদিসে বর্ণিত গণিমতের মাল

পুরোটাই ভ্রান্ত ধারণা। গণিমতের মাল হল দুষ্কৃতী দ্বারা অর্জিত সম্পদ সমাজকল্যাণে ব্যবহার করা আর ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হল সমাজের বঞ্চিত মানুষ যাদের সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করা মানব কর্তব্য। এই আয়েত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়।

[3:76] যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেযগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেযগারদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তারা পবিত্র মানুষ। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[3:77] যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনও অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ পুণ্য কর্মের প্রতিদান আশা করেন না তিনিই পবিত্র। পুণ্য কর্মের সামান্য প্রতিদান আশা করাও মহাপাপ।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের বিবেকের দ্বারা তার সাথে কথোপকথন করেন এবং ঠিক এই ভাবে পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের দ্বারাই সমাজকল্যাণ সংঘটিত করে থাকেন।

[3:78] আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে করো যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ স্বচ্ছ ও সরল ভাবে সত্যকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এমনও কিছু মানুষ আছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের উদ্দেশ্যকে, ধর্মপুস্তকের আদর্শকে বিকৃত করার চেষ্টা করে। আল্লার পবিত্র আদর্শকে নিজের মনগড়া কাহিনি দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে থাকে। জ্ঞাতসারে মিথ্যাচার জঘন্য অপরাধ। সময়চক্রে এই মিথ্যাচার সর্বদাই প্রকাশিত হয়।

[3:79] কোনও মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'—এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।

ব্যাখ্যা: *কোনও মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয়— প্রাকৃতিক আদর্শকে বিকৃত করা। অবতারগণ এবং মানবসমাজে যাদের পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আশীর্বাদ ও আবিষ্কারপ্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় এবং যারা সত্যের প্রকাশে প্রকাশিত তারা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে আল্লাহ ব্যতীত কোনও শক্তিই সম্ভব নয়।*

সন্দেশ: কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অবতার— এই সমস্তটাই প্রাকৃতিক ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়।

কর্মক্ষেত্র এবং কর্মফল আলাদা হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রই এক হয় যা হল মানবকল্যাণ।

[3:80] তাছাড়া তোমাদেরকে এ কথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে?

ব্যাখ্যা: *বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই অবতার এবং দেবতাদের (ফারিস্তে) পূজা করেন না। তাদের সম্মান করেন কিন্তু পূজা করেন শুধুমাত্র পরমেশ্বর সর্বশক্তিমানের।*

সন্দেশ: পারমাণবিক শক্তি দ্বারাই সৃষ্টির সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয় সুতরাং ওই সর্বশক্তিমান শক্তিরই উপাসনা শ্রেয়। যদিও বা প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এই শক্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে সমস্ত উপাসনা পদ্ধতি তারই সৃষ্টি। যে সমস্ত উপাসনা পদ্ধতি এই শক্তি দ্বারা বাতিল হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে কোনও মানুষই তা ব্যবহার করেন না।

[3:81] আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোনও রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ইমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করেছ এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক তথ্যগুলির সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সত্যতার সাথে মানবসমাজে এ প্রচলন করেছিলেন, সমগ্র মানবজাতির উচিৎ এই তথ্যকে অধ্যয়ন করে গ্রহণ করবে এবং তা পালন করবে। মানব চরিত্র সর্বদাই উন্নয়নমুখী, সত্যতার আবিষ্কার যখন তৃপ্তি প্রদান করে এবং মানবসমাজে কল্যাণ সাধন করে তখন সেই সত্যই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, কালচক্রে তা প্রমাণিত। রসূলদের সমর্থন করাই সত্য এবং পবিত্রতার সাক্ষী হওয়া। রসূলদের আদর্শ গ্রহণ করাই জীবনযাত্রার শান্তিময় পথ।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যেকার সংকল্প হল জ্ঞান, শিক্ষা, মানবতা, অহিংসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি। হজরত মহম্মদের জীবিতকালে কোরআন শরীফ পুস্তকরূপে উপস্থিত ছিল না। এই আয়েতে পুস্তকের অর্থ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক জ্ঞান।

[3:82] অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই -হবে নাফরমান।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং শান্তির যারা বিরোধিতা করে তারাই দুষ্কৃতী (ফাসিক)। অনর্থক জিদ, অহংকার এবং মূর্খতাই এদের চরিত্র।*

[3:83] তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

ব্যাখ্যা: *ফাসিকরা সর্বদাই সত্য এবং প্রেমের ধর্মের বিরোধিতা করে এবং নিজের মতো করে ধর্ম পরিচালনা করার প্রচেষ্টা করে। যখন পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ঐশ্বরিক শক্তির কাছে সমর্পিত তখন নশ্বর পৃথিবীর প্রতিটি তথ্যই এর কাছে পদানত।*

[3:84] বলুন, আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর

যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসূল তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।

ব্যাখ্যা: *এই আয়াতটি সুরা বাক্বারাহ আয়াত সংখ্যা ১৩৬-তে অবস্থিত। আয়েত অনুযায়ী পবিত্র মানুষ সমস্ত অবতারকে সম্মান প্রদর্শন করে তাদের সত্য আদর্শকে সঠিক ভেবে গ্রহণ করে থাকে এবং ঐশ্বরিক সত্যে বিবাদ সৃষ্টি করে না এবং পরমেশ্বর আল্লাহর কাছে অবনত থাকে।*

[3:85] যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, মানবতা এবং শান্তি (ইসলাম)-র আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করাই আসল ধর্ম। আর বাকি সবটাই অপবিত্র এবং অসত্য। এ ধর্ম ছাড়া আর কোনও ধর্ম গ্রহণীয় নয়। দুষ্কৃতীরা চিরকালই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।*

[3:86] কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ইমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক সত্য উপলব্ধি করার পর তাকে গ্রহণ করা এবং বিশ্বাস রাখা এবং এই সত্য আদর্শের প্রবর্তক রসূলদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সাক্ষ্যদান করা মানব কর্তব্য। অত্যাচারী সম্প্রদায়কে কখনোই আল্লাহ পথ দেখান না। তাদের পাপের শাস্তি নিশ্চিত।*

[3:87] এমন লোকের শাস্তি হল আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।

ব্যাখ্যা: *এদের অপমাণিত, লাঞ্চিত ও অশান্তির জীবনই প্রকৃতির অভিশাপ।*

[3:88] সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তার এত অবকাশও পাবে না।

ব্যাখ্যা: *এই অস্বাস্থ্যকর জীবনই তাদের কর্মফল। এতে বিন্দুমাত্র ছাড় নেই।*

[3:89] কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *যারা প্রতিজ্ঞা করে পাপমুক্ত হবার এবং পুনরায় পাপ না করার এবং তাদের ঘটে যাওয়া পাপের ক্ষয়ক্ষতি মুল্যায়ন করে তার ক্ষতিপূরণ করা তারাই ক্ষমনীয়।*

[3:90] যারা ইমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না। আর তারা হল গোমরাহ।

ব্যাখ্যা: *সত্য উপলব্ধি করার পর যারা অপরাধ করে এবং ক্রমাগত পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তাদের পাপ কোনওভাবেই ক্ষমা করা যায় না। প্রাকৃতিকরূপে পরমেশ্বর আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করে। এরাই পথভ্রষ্ট।*

সন্দেশ: অপবিত্র পাপী মানুষ অপরিসীম পাপের অভিযোগে অভিযুক্ত, তাদের কঠিনতর শাস্তি প্রদান করাই শ্রেয়।

[3:91] যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনওই সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ পাপের সাথে মৃত্যুবরণ করার আগে তাদের শাস্তির বদলে কোনও কিছুই গ্রহণীয় নয় তা সে ধনসম্পত্তি হোক না কেন, তাদের মর্মান্তিক শাস্তি কোনও কিছুর দ্বারাই লাঘব হবে না আর থাকবে না কোনও সাহায্যকারী।*

[3:92] কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জানেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই নিজের প্রিয় বস্তু অপরের জন্য পছন্দ করে যা হল শান্তি এবং এতেই পূণ্য এবং যে জ্ঞান, শ্রম এবং সম্পদ এরা মানবকল্যাণে ব্যয় করে তা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।*

[3:93] তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বণী-ঈসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো।

ব্যাখ্যা: *মানুষের খাদ্যাভ্যাস পুরোপুরি মানুষের স্বাস্থ্য এবং ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। অবতার ইয়াকুব নিজের সম্প্রদায় ইসরায়েলের জন্য কিছু খাদ্য বর্জনীয় (হারাম) করেছিলেন যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। এর প্রমাণ তৌবায়েত নামক ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায়।*

সন্দেশ: খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে অবশ্যই আবহাওয়া, সময় এবং স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতির ইচ্ছা অনুযায়ী বিজ্ঞান এতটাই আধুনিক হয়েছে যে এ ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছ থেকেই উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ অযোগ্য ধার্মিক ব্যক্তি যাদের এ বিষয়ে কোনও জ্ঞানই নেই তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

[3:94] অতঃপর আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই যালেম সীমালংঘনকারী।

ব্যাখ্যা: *সত্য প্রকাশিত হবার পরেও যারা ঐশ্বরিক সত্যে মিথ্যারোপ করে থাকে, বস্তুত তারাই অত্যাচারী এবং কাফের।*

[3:95] বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইব্রাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইব্রাহিমও সেই কথাই বলেছিলেন যা সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং অবতার বলে গেছে। উনি কখনোই মিথ্যাবাদী ছিলেন না, কালচক্রে যা প্রমাণিত।*

সন্দেশ: আয়েতে ইব্রাহিমের ধর্মকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ইব্রাহিমের থেকে হজরত মহম্মদ অবধি পবিত্র কাবায় 'মূর্তির' উপাসনা হত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক কাবাগৃহের সামনে উপাসনা করেছেন। কলিযুগের অবতার যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তা আদি এবং সনাতন। সমস্ত অবতার একই ধর্মীয় আদর্শের ব্যাখ্যা আলাদা আলাদা ভাষা, স্থান, সময়ে ব্যক্ত করে গেছেন। এক্ষেত্রে যা ইব্রাহিম ব্যক্ত করেছিলেন সেই আদর্শই সমস্ত অবতার দ্বারা প্রবর্তিত। হজরত মহম্মদ এবং ইব্রাহিমের ধর্মীয় আদর্শ কখনোই আলাদা নয়। প্রমাণিত সত্য হল প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসার আদর্শই পবিত্র ধর্ম যা পবিত্র মানুষ তার বিবেক দ্বারা ধারণ করে।

[3:96] নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শে নিদর্শন বহন করে পবিত্র কাবা, এই আদর্শই বিশ্বশান্তির পথপ্রদর্শক।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর অবিনশ্বর এবং অবিনাশী প্রকৃতি কখনোই গৃহবন্দি হতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীতে সমস্ত প্রার্থনা গৃহই পবিত্র এবং শান্তির নিদর্শন এবং সংকেত বহন করে। পবিত্র কাবাও বিশ্বশান্তির পথপ্রদর্শক। মানব মস্তিষ্ক এবং বিবেকই হল পবিত্র ঈশ্বরেরগৃহ। মানব নিজের মস্তিষ্ক দ্বারাই ঐশ্বরিক আদর্শ অনুভব করতে পারে। এই আয়েতে কাবাকে মক্কা বলা হয়েছে এবং কোরআন শরীফকে সমগ্র পৃথিবীর নিদর্শন করা হয়েছে। এই আয়েত অনুসারে কারোর ক্ষমতা নেই আল্লার আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, ধর্মের দোহাই দিয়ে আরবি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করে কাবায় অন্যের প্রবেশাধিকার রধ করা, সৌদি আরবের সরকারের কোনও অধিকারই নেই কাবাকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা আর কারও চরিত্র নির্ণয় করা।

[3:97] এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহিমের মতো প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ ? রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছোবার। আর যে লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনও কিছুরই পরোয়া করেন না।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল নিজের জীবিত অবস্থায় সামর্থ্য অনুযায়ী পবিত্র কাবার পরিদর্শন করা যারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে গ্রহণ করে তারা ছাড়া অপবিত্র মানুষের কাবা পরিদর্শনে কোনও পুণ্য ফল নেই।*

[3:98] বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহর কিতাব অমান্য করছ, অথচ তোমরা যা কিছু করো, তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *অবাধ্য, অপবিত্র, লোভী মানুষ পরমেশ্বর আল্লার বিধানে আত্মসমর্পণ করে না সত্য উপলব্ধি করার পরেও (কিতাবি)।*

সন্দেশ: ধর্মপুস্তকের আদর্শ এবং উপদেশও গ্রহণ না করেই তাকে শুধুমাত্র পড়ে এবং মুখস্থ করে আত্মশুদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। আয়েতে কিতাবি কথার অর্থ হল যে মানুষের কাছে ঐশ্বরিক সত্য বর্তমান।

[3:99] বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা আল্লাহর পথে ইমানদারদিগকে বাধা দান করো— তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন।

ব্যাখ্যা: *সত্যিকারের কিতাবিরা সর্বদাই নিজের চরিত্র দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যের এবং আদর্শের সাক্ষ্য দান করেন (যা মৌখিক ভাবে কখনোই নয়)। পরমেশ্বর আল্লার আদর্শে আলোকিত মনীষীদের প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ।*

[3:100] হে ইমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোনও ফেরকার কথা মানো, তাহলে ইমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্যকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করার পরেও যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পড়ে তারা অবশ্যই আত্মপর্যালোচনা দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে নেবে।*

[3:101] আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়েতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সরল পথের।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে অনুভব করা সত্ত্বেও কি ভাবে মানুষ তার বিরোধিতা করে? রসূলগণের প্রবর্তিত শান্তির পথ মানুষ গ্রহণ করে থাকে।

সন্দেশ: আয়েতে প্রশ্ন করা হয়েছে, কিতাবে এবং কেন মানুষ কুফরী করে অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতা। প্রত্যেক তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব রেখে পবিত্র আল্লাহ মানুষকে বৈচিত্রময় অস্তিত্ব প্রদান করেছেন।

[3:102] হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনি ভাবে ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহ এবং প্রকৃতির সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাই সে কারণেই তারা আল্লাহকে ভয় করে যাতে কোনও কারণে তিনি অসন্তুষ্ট না থাকেন। প্রেমময় হৃদয় ব্যতীত মৃত্যু সুখকর নয়।

[3:103] আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই-ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম যা পরমেশ্বর মানব অস্তিত্বের সাথে জুড়ে দিয়েছেন যেমন প্রেম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষার আদর্শকে দৃঢ় ভাবে নিজের অস্তিত্বের সাথে ধারণ করাই পরম পুণ্য। এই আদর্শে বিবাদ সৃষ্টি করে মানবসমাজকে সম্প্রদায়ের নামে বিভক্ত করা মহাপাপ। মানব বিবেকে প্রেম, দয়া, মমতা থাকার কারণে সমস্ত মানুষই একে অপরের ভাই-ভাই। অশান্তি এবং বিবাদের নরক থেকে পরমেশ্বর আল্লাহই মানুষকে মুক্ত করেন।

[3:104] আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হল সফলকাম।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ সর্বদাই মানবকল্যাণ এবং সৎকর্মে নিজেকে পরিচালিত করে এবং অন্যকেও এই আদর্শে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। সমাজকে যথাসম্ভব পাপমুক্ত করার চেষ্টা করে।

[3:105] আর তাদের মতো হোয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে— তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর আযাব।

ব্যাখ্যা: পবিত্র, জ্ঞানী এবং শান্তিকামী মানুষ যারা প্রাকৃতিক সত্যকে উপলব্ধি করে তারা কখনোই মানবসমাজকে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত করে না। এই

তথ্য বোঝার পরেও যারা বিভেদ সৃষ্টি করে ধর্মীয় আচার-বিচারের আধারে তাদের প্রাপ্য কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি।

[3:106] সেদিন কোনও কোনও মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনও কোনও মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ইমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করো।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী পাপীদের পরিচয় মলিন হয় এবং পবিত্র মানুষের পরিচয় উজ্জ্বল। আজ যারা ঐশ্বরিক সত্যকে অস্বীকার করে তারাই দুষ্কৃতী। পবিত্র মানুষের চারপাশে পবিত্র বাতাবরণ থাকে।*

[3:107] আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকালে অবস্থান করবে।

ব্যাখ্যা: *উজ্জ্বল চরিত্রের সংযমী মানুষ শান্তি এবং কল্যাণকর জীবন অতিবাহিত করে এবং সেখানেই স্থায়ী হয়।*

[3:108] এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, যা তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মই পরমেশ্বর আল্লাহর উনি দয়ালু এবং পালনকর্তা।*

[3:109] আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সেসবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির অণু-পরমাণু সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত। পৃথিবীর মহাশূন্যের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা প্রচলিত।*

সন্দেশ: এই আয়েতটি পারমাণবিক শক্তির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

[3:110] তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ইমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হত। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ইমানদার আর অধিকাংশই হল পাপাচারী।

ব্যাখ্যা: *হে মানব, তোমার অভ্যুদয় এবং তোমার সৃষ্টি সমস্ত মানবজগত এবং প্রকৃতির কল্যাণ আর্থে। সৎকর্মে নির্দেশ করো এবং নিষেধ করো অসৎকর্মে। প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকো। তোমাদের মধ্যেই কেউ পবিত্র কেউ অপবিত্র।*

[3:111] যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনওই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ পবিত্র মানুষের সামান্য ক্লেশ প্রদান করা ছাড়া আর কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারে না। ধর্মযুদ্ধে সর্বদাই অপবিত্র মানুষ পরাজিত এবং অপমানিত হয়ে থাকে।*

[3:112] আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে

আল্লাহর গযব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহর আয়েতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওর নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঙ্ঘন করেছে।

ব্যাখ্যা: *হীনগ্রস্ত অপবিত্র মানুষ অশান্ত এবং অকল্যাণকর জীবন অতিবাহিত করে যা প্রকৃতির অভিশাপ। সুখশান্তির গৃহ থেকে এরা বাস্তুহারা এবং বঞ্চিত। এরা পবিত্র অবতারগণের আদর্শ এবং সম্মানকে অস্বীকার করে তাদের অস্তিত্বকে হত্যা করার চেষ্টা করেন এই মানুষরা অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।*

সন্দেশ: আজকের পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের উদাহরণ প্রকট।

[3:113] তারা সবাই সমান নয়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়েতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সাজদা করে।

ব্যাখ্যা: *ধর্মপুস্তকের অধ্যয়ন না করেও অনেক মানুষ আছেন যাঁরা পবিত্রতা, শান্তি, শিক্ষা এবং ভ্রাতৃত্বকে ধারণ করেন নিজেদের অস্তিত্বের সাথে এবং এরকম অনেক মানুষ আছে— ধর্মের মর্ম বোঝা সত্ত্বেও অপবিত্র কাজে লিপ্ত থাকে। ধর্মপুস্তকের মর্ম বুঝে তার প্রতি আত্মসমর্পণ (সাজদা) মানবকর্ম। আয়েতে বর্ণিত 'রাত' মানবজীবনের সংকটকে নির্দেশ করে। যারা সংকটের সময় নিজের আদর্শ ছাড়ে না তারাই শ্রেষ্ঠ।*

[3:114] তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল।

ব্যাখ্যা: *যারা পরমেশ্বর আল্লাহ এবং প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন এবং সততার সাথে জীবন অতিবাহিত করে মানুষকে অসতকর্মে নিষেধ করেন তারাই পূর্ণবান এবং সৌভাগ্যশালী।*

সন্দেশ: পবিত্র, পূর্ণবান, নিষ্ঠাবান মানুষ কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িকতায় সীমাবদ্ধ নয়। বিচারধারার আধারে পৃথিবীতে দুটি সম্প্রদায় হতে পারে— পবিত্র এবং অপবিত্র।

[3:115] তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোনও অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি মানুষকে তার কর্মফলদানে বঞ্চিত করেন না এবং পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।*

[3:116] নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোনও কাজে আসবে না। আর তারাই হল দোজখের আগুনের অধিবাসী। তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষদের ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, বিলাসিতা কোনও কাজেই আসবে না যদি তারা অশান্তির নরকে বসবাস করে।*

[3:117] এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হল ঝোড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুত আল্লাহ

তাদের উপর কোনও অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ দান কোনও পূর্ণ ফল অর্জনের ক্ষমতা রাখে না। অপবিত্রতাই তাদের নিজেদের উপরে নিজেদের অত্যাচার।*

[3:118] হে ইমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কোরো না, তারা তোমাদের অমঙ্গলসাধনে কোনও ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব, পবিত্রতার সাথেই তোমরা বন্ধুত্ব রাখো বিভ্রান্ত হয় না। অপবিত্রতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকারক। তোমরা জ্ঞানী দুষ্কৃতীদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত এবং বিচলিত হয় না।*

সন্দেশ: শত্রুতার আবেগ মহাপাপ।

[3:119] দেখো! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস করো। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মেশে, বলে, আমরা ইমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আর আল্লাহ মনের কথা ভালোই জানেন।

ব্যাখ্যা: *তোমাদের আদর্শ এবং প্রেমের মর্ম দুষ্কৃতীরা বোঝে না। তোমরা বিশ্বাসী এবং স্বতন্ত্র, তাতে তারা ঈর্ষান্বিত হয়। আক্রোশে প্রজ্বলিত হয়ে এরা মৃত্যুবরণ করে। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী।*

[3:120] তোমাদের যদি কোনও মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনওই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণ পাপীদের হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন প্রজ্বলিত করে— এটিই তাদের অভিশাপ।*

[3:121] আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন।

ব্যাখ্যা: *ধর্মের উজ্জ্বলতায় যখন পবিত্র মানুষ যাত্রা করেন এবং ধর্মসংস্থাপনায় যুদ্ধ করে মানুষকে মুক্তি দেন এবং অবস্থান করেন সম্মাননীয় এবং বিশ্বস্ত মর্যাদায়ে।*

[3:122] যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিৎ।

ব্যাখ্যা: *সহনশীলতায় বিশ্বাসী সমগ্র মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতিতেই ভরসা রাখে।*

[3:123] বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

ব্যাখ্যা: *বদর নামে ধর্মযুদ্ধে পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র মানুষদের সহায়তা করেছিলেন। এই কারণেই ঈশ্বর এবং তাঁর প্রকৃতির প্রতি প্রেম কৃতজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়।*

[3:124] আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে— তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ কষ্টের সময়েও সহনশীল হবার শিক্ষা এবং উপায় মানুষকে দিয়েছিলেন এবং দেবতাগণ (ফেরেস্তারা) প্রকৃতির এক একটি তথ্যের ধারক হয়ে মানব সহায়তায় নিযুক্ত।*

[3:125] অবশ্য তোমরা যদি সবুর করো এবং বিরত থাকো আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।

ব্যাখ্যা: *অবশ্যই পবিত্র মানুষ ধৈর্যশীল হন এবং ধর্মযুদ্ধে শীঘ্রতা প্রদর্শন করেন না। তাঁরা অবশ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর বিধানের অপেক্ষা করেন।*

[3:126] এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত সাহায্যই পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হয় এবং মানবসমাজে শান্তি স্থাপন হয়।*

[3:127] যাতে ধ্বংস করে দেন কোনও কোনও কাফেরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন—যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতীরা সবাই বিনাশের পরিকল্পনা করে থাকে এবং প্রাকৃতিক ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। এদের পরাজয় এদের সর্বনাশ।*

[3:128] হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোনও করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর।

ব্যাখ্যা: *অনুগ্রহ কিংবা শাস্তি ঐশ্বরিক এবং প্রাকৃতিক।*

[3:129] আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সব তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর। ক্ষমা, শাস্তি সবটাই তাঁর অধিকার।*

সন্দেশ: যখন সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অধিকারী পরমেশ্বর আল্লাহ তখন এই সমস্ত ধর্মপুস্তক অবতার আর নিয়ম-কানুনে মানুষের কি অধিকার? এই প্রশ্নের নিরিখে বলা যেতে পারে পারমাণবিক শক্তি সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকর্তা। সমস্ত তথ্যের বিপরীত তথ্য রেখে পৃথিবীকে বৈচিত্রময় করা হয়েছে।

[3:130] হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব, তোমরা কোনও মানুষের অসহায়তার কিংবা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাভবান হয় না। পবিত্রতা এবং সংযমেই মুক্তি।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে বলা হয়েছে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে গ্রহণ না করতে তবে কি সরল সুদ খাওয়া গ্রহণীয়? আসলে কারও দুর্বলতা থেকে লাভ গ্রহণ না করাই এই আয়েতের অন্তর্নিহিত আদেশ।

[3:131] এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাকো, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের ভয় করা উচিত অশান্তির আগুনকে যা শুধুমাত্র পাপীদের জন্য সৃষ্টি।*

[3:132] আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর অবতারগণের আদর্শকে অনুসরণ করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[3:133] তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জন্নতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করার সাথে সাথে পৃথিবীকে শান্তির স্বর্গ গড়ে তোলাই মানব কর্তব্য। মানবকল্যাণের আকাশ বিস্তৃত সীমাহীন। সংযমী মানুষ এই সীমাহীন আকাশকে নিজের লক্ষ্য মনে করে।*

[3:134] যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *সংযমী মানুষ নিজের পবিত্রতা, অর্থ এবং আদর্শ সর্বদাই একই রকম রাখেন সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় অবস্থাতেই, ক্রোধ মানুষের প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি যা সঠিক ব্যবহার করাই মানব কর্তব্য। ক্ষমা করা, সৎকাজে নিযুক্ত রাখাই সমাজের জন্য মঙ্গল।*

সন্দেশ: পাপ আর ভুলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পাপ হল অন্যায় কিংবা ভুলের উপলব্ধি হবার পরেও বারবার একই ভুল করা, আর ভুল হল অজান্তে সংঘটিত অযাচিত ঘটনা। বারবার পাপ করে কেউ যদি মনে করে থাকে, ক্ষমা চাওয়ার পরে পাপের ফল পাবে না— এটা পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণা। পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী মানুষকে তা পেতেই হবে। ধর্ম আমাদের অস্তিত্ব এবং বিবেককে অনুশাসিত করে এবং অপবিত্র কর্ম থেকে রক্ষা করে।

[3:135] তারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনও মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ অশ্লীলতা এবং অনুশাসনহীনতার দায়ে অভিযুক্ত, সে যদি পবিত্র চিত্তে*

ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পুনরায় কোনও অপরাধ না করে তবে নিশ্চিতরূপে সে ক্ষমার যোগ্য মানুষ। জ্ঞাতসারে পাপকর্মের কোনও ক্ষমা নেই।

[3:136] তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জন্নত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।

ব্যাখ্যা: *শান্তির স্বর্গ হল এমন জায়গা যার পাদদেশে পবিত্র নদীর জলধারার মতো শীতল সুখরাশি বিরাজ করে। স্নিগ্ধ জলের মতো শান্তির পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে থাকে। স্নিগ্ধ জল পুরস্কৃত হল সম্মান এবং সুখশান্তি দ্বারা।*

[3:137] তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *আচার-বিচার, ভ্রান্ত বিধান সবটাই মানবসমাজে পতিত এবং বর্জিত। পৃথিবীর প্রতিটি কোনায়ে এর নিদর্শন উপস্থিত। ভ্রমণ করলেই এর পরিচয় পাওয়া যায়।*

সন্দেশ: ঈশ্বর দ্বারা বিজ্ঞানের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে ঘরে বসেও মানুষ পৃথিবীর সব কোনার খবর পেয়ে থাকে এবং সমস্ত ভালোমন্দ জিনিসের অনুসন্ধান ও বিচার করতে পারে। প্রকৃতিতে আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত বিধানের নিদর্শনই উপস্থিত এবং সেই কারণেই এটা প্রমাণিত হয় কার ধারণা ভ্রান্ত এবং কার ধারণা সঠিক।

[3:138] এই হল মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।

ব্যাখ্যা: *মানবের জন্য সমস্ত বিবরণই স্পষ্ট। কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল, সেটা বুঝতে আজকের পৃথিবীতে কোনও অসুবিধাই হবে না। শুধু প্রয়োজন পবিত্র এবং স্পষ্ট চিত্তের।*

[3:139] আর তোমরা নিরাশ হোয়ো না এবং দুঃখ কোরো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।

ব্যাখ্যা: *দুর্বল এবং দুঃখিত হওয়া মানুষের হতাশার কারণ। সুতরাং পবিত্রতা, সততা, শিক্ষা, প্রেম, ভ্রাতৃত্বের (মুসলমান) আদর্শই হল বিজয়ের পথ। শান্তি এবং সুখ ধৈয এবং পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত হয় যা পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

সন্দেশ: সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যাঁরা পবিত্রতা, শান্তি, প্রেম, মানবতা, শিক্ষার আদর্শকে অনুসরণ করেন তাঁরাই মুসলমান। এই সুরাতে আয়েত সংখ্যা ১৩৬-১৩৯ এই আদর্শকে প্রমাণিত করে।

[3:140] তোমরা যদি আহত হয়ে তাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এদিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ইমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী মানুষ কখনোই সমাজে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। অত্যাচারী মানুষ কর্মফল অবশ্যই পেয়ে থাকে পরমেশ্বর আল্লাহর কাছ থেকে। যারা শান্তি বিঘ্নিত করে তারা অবশ্যই নিজের শান্তিকেও বিঘ্নিত করে থাকে। অশান্তি এবং বিবাদ সৃষ্টিকারী মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহ কখনোই পছন্দ করে না। শান্তির কাছে নিজের আত্মসমর্পণ এবং প্রতিষ্ঠা পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[3:141] আর এ কারণে আল্লাহ ইমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে

ধ্বসং করে দিতে চান।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের শোধনের দায়িত্ব পরমেশ্বর আল্লাহর। প্রশ্ন হল, পবিত্র মানুষের শুদ্ধিকরণের কি প্রয়োজন? মানব অস্তিত্বের সাথে অপবিত্র অস্তিত্ব জুড়ে একধারে যেরকম মানবকে বৈচিত্রময় জীবন দান করেছেন এবং অপরদিকে মানবের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন।*

সন্দেশ: মানবসমাজে যদি শুধুমাত্র নিষ্ঠাবান লোকেরাই থাকত তাহলে মানবসমাজে হতাশাই থাকতো।

[3:142] তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জন্নতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।

ব্যাখ্যা: *শান্তির স্বর্গপ্রাপ্তি পাপ দ্বারা সম্ভব নয়। দুষ্কৃতীরা শান্তির স্বর্গের লোভে কখন কখন পবিত্রতার অভিনয় করে থাকে। প্রকৃতি সবটাই জানে কে ধৈর্যশীল এবং কে দুষ্কৃতী এবং অত্যাচারীদের আবাসস্থল অতি জঘন্য।*

[3:143] আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।

ব্যাখ্যা: *মৃত্যুর আগমনের পূর্বে কারও মৃত্যুকামনা জঘন্যতম অপরাধ। জীবন জীবিকার যুদ্ধ মানুষকে পবিত্র করে তোলে যদি তা সঠিক পথে হয়। এই আদর্শকে উপলব্ধি করাই দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত করা।*

[3:144] আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

ব্যাখ্যা: *হজরত মহম্মদ একজন সমাজবিজ্ঞানী এবং মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত মানুষ ছিলেন। ওঁর পূর্বে বহু অবতার এসেছিলেন যাঁরা মানবকল্যাণে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ প্রচারে সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং উৎসর্গ করেছিলেন নিজের প্রাণকে। ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়, অবতারগণের মৃত্যুর পর কিছু মানুষ ঐশ্বরিক সত্যকে পিঠ প্রদর্শন করেছেন আর কৃতজ্ঞদের প্রকৃতি পুরস্কৃত করেন।*

সন্দেশ: বর্তমান হাদিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী রসূল হজরত মহম্মদের নিধনের সংবাদ পাওয়ামাত্রই ওঁর শিস্য ওমার দুঃখিত এবং আবেগপ্রবণ হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং হজরত মহম্মদের নিধনকে অস্বীকার করেছিলেন তখন রসূলের অপর আর এক শিস্য আবু বকার এই আয়েতটি পাঠ করেছিলেন। প্রশ্ন হল, উমার কি জানতেন না, কোরআন শরীফে এই আয়েত উপস্থিত আছে? মৃত্যুর মতো প্রাকৃতিক শক্তিকে অস্বীকার করা কি হজরত মহম্মদের শিক্ষা? হজরত মহম্মদের আদর্শ অনুযায়ী শুধুমাত্র সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ব্যবহৃত হতে পারে। নিজের আবেগকে ক্রোধে পরিণত করা এবং তার প্রদর্শন মহাপাপ। এই আয়েতটি শুধুমাত্র মানুষের জন্য নিদর্শন যা ব্যাখ্যা করে, অবতারগণের আদর্শই জীবন-জীবিকার মাধ্যমরুপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

[3:145] আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না— সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত

রয়েছে। বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেব। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেব।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত তথ্যেরই মৃত্যু অবস্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর নির্ধারক হলেন প্রকৃতি। পার্থিব বস্তুর মহামায়া মানব বিবেককে বিচলিত করে থাকে যা একাধারে যেমন প্রয়োজন। অপরদিকে এর প্রয়োজানাতিরিক্ত আবেগ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যারা ঐশ্বরিক সত্যের প্রতি দ্বায়বদ্ধ তারা সর্বদাই পরমেশ্বরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।*

[3:146] আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে— তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবুর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ সর্বদাই পাপের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে সংকল্প করেছেন। প্রচুর মানুষ তাদের সহযোগিতাও করতেন। এই পথে বিপর্যয়ও এসেছে কিন্তু তাঁরা দুর্বল হননি না মাথা নত করেছে পাপীদের কাছে। ধৈর্যশীল মানুষ সর্বদাই পবিত্রতার পথ অনুসরণ করেন।*

[3:147] তারা আর কিছুই বলেনি — শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখো এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য করো।

ব্যাখ্যা: *ধর্মযুদ্ধের সময় পবিত্র মানুষেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন পাপ এবং পাপীদের পরাজয়। ক্ষমা প্রার্থনা করেন অজান্তে সংগঠিত ভুলের এবং সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।*

[3:148] অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *ফলত তিনি মানুষজনদের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক জীবন সুখ এবং শান্তিময় হয়ে থাকে। পবিত্র মানুষেরা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রিয়পাত্র।*

[3:149] হে ইমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোনো, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপকর্ম মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মানুষের সুখশান্তি কেড়ে নেয় যা মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকারক।*

[3:150] বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ সাহায্যকারী এবং এতেই সুখশান্তি বিরাজ করছে।*

[3:151] খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করব। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোনও সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হল দোজখের আগুন। বস্তুত জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শ এতটাই বলিষ্ঠ যে পাপীদের মনে সর্বদাই ভীতির সৃষ্টি করে থাকে। কারণ পাপীরা জানে, তারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ ছেড়ে পাপশক্তির বশবর্তী*

হয়েছে। অশান্তির নরকই তাদের আবাসস্থল।

সন্দেশ: একেই শিরক বলে।

[3:152] আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতি এবং মানবজীবন ও ঐশ্বরিক সত্য মানব এবং আল্লাহর মেলবন্ধন। ওঁর আদর্শই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। যখন মানুষ হীনবল এবং হতাশ হয়ে পড়ে তখন বিতর্কের সৃষ্টি হয় এই বিতর্ক কখনও কখনও বিবাদের সৃষ্টি করে শত্রুতার ভাব জন্ম নেয় যা কখনোই মানবসমাজে কাম্য নয়। এই সময় বিচলিত না হয়ে সত্যের দ্বারা সমাজকে পরিশুদ্ধ করাই মানব কর্তব্য।*

সন্দেশ: মানবসমাজে পাপ এবং অপবিত্র শক্তির বৃদ্ধি অবশ্যই পবিত্র মানব এবং ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

[3:153] আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছনদিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারও প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছনদিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এল শোকের উপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না করো এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক আদর্শকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাঁরা অবশ্যই সুখশান্তির পরিবর্তে অশান্তি এবং দুঃখ ক্রয় করলেন। পরমেশ্বর আল্লা সর্বজ্ঞত। হতাশামুক্তির রাস্তাই হল ঐশ্বরিক সত্য যা অবতারগণ দ্বারা বর্ণিত কর্মজীবনে মানুষ হতাশ হয়ে পড়লে হতাশামুক্তির একমাত্র রাস্তাই হল পরমেশ্বর আল্লাহর পথ।*

[3:154] অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মতো। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বলো, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে— তোমার নিকট প্রকাশ করে না সেসবও। তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন।

ব্যাখ্যা: *নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ মানুষের প্রাপ্তি ঘটে। অলীক ধারণার বশবর্তী হওয়া মূর্খতা। সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই পরমেশ্বর আল্লাহ*

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক তথ্যই আজও গোপন যা প্রকাশিত হয়নি। পবিত্র মানুষদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ না থাকলে তাদের সবাইকেই হত্যা করা হতো। মৃত্যু অবধারিত এবং নিশ্চিত এবং নির্দিষ্ট সময়েই সংগঠিত হয়, মানুষের অন্তরের দুশ্চিন্তা নির্মূল হয় পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে।

[3:155] তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন।

ব্যাখ্যা: *পদস্খলন হয় দুর্বলচিত্তের মানুষদের যখন পাপ আর পুণ্যের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।*

সন্দেশ: এই আয়েতে বলা হয়েছে, আদর্শবিচ্যুত মানুষদের পরমেশ্বর আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু কেন? নিজ কর্তব্য এবং ঐশ্বরিক আদর্শকে যারা উপেক্ষা করে তারা কখনোই ক্ষমার পাত্র হয় না। যদি প্রতিজ্ঞা করে যে এই কাজ আর তারা করবে না এবং আগে ঘটে যাওয়া সমস্ত ভুলের ক্ষতিপূরণ করবে তবেই এরা ক্ষমার পাত্র।

[3:156] হে ইমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনও অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে। যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতও না, আহতও হত না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্ট করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই সমাজে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাধা হয়ে দাঁড়ান না। নিকট আত্মীয়রা যদি সমাজকল্যাণে ভ্রমণ করেন তবে নিশ্চিতরূপে তাদের পথে পবিত্র মানুষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অনুশোচনা করেন না সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মৃত্যুবরণ করলেও। জীবনমৃত্যু সবটাই প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে।*

[3:157] আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকো, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর পথে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহত কিংবা নিহত হলে নিশ্চিতরূপে এই ধরনের মৃত্যুই সম্মানজনক।*

[3:158] আর তোমরা মৃত্যুই বরণ করো অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর পথে মৃত্যুই মোক্ষলাভ যা আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন।*

[3:159] আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমলহৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগি ও কঠিনহৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজেকর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনও কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *যাদের পাষাণহৃদয়ে দয়ামমতা এবং ক্ষমার আবেগ কম থাকে, পবিত্র মানুষরা*

এদের ক্ষমা করে দেন। কোনও পবিত্র কাজের সংকল্পে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে ভরসা রাখাই উচিৎ ।

[3:160] যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।

ব্যাখ্যা: *জয়-পরাজয় পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ম অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহ ব্যতীত সাহায্যকারী আর কেউ নেই। পবিত্র মানুষ আল্লাহর উপরেই নির্ভরশীল থাকে।*

[3:161] আর কোনও বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *অযাচিত গোপনীয়তা বহন করা অবতারগণের কর্তব্য নয় কেন-না তাঁরা জানেন প্রকৃতিতে কোন কিছুই গোপনীয় নয়। কর্মফল অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে অবিচারের বিন্দুমাত্র জায়গা নেই।*

[3:162] যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ওই লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুত তার ঠিকানা হল দোজখ। আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির সন্তুষ্টির ছায়া পবিত্র মানুষের উপরে বর্তমান এবং এরা কখনোই দুষ্কৃতী হতে পারে না। অশান্তির নরকই হল দুষ্কৃতীদের আবাসস্থল।*

সন্দেশ: এটাই প্রমাণিত সত্য, পবিত্রতা, মানবতা, শান্তি, শিক্ষা এবং ভ্রাতৃত্বের পথই মানুষের সঠিক পথ। মানব চরিত্রই মানুষের পোশাক যা সর্বদা মানব অস্তিত্ব ধারণ করে। আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।

মানব অস্তিত্বে স্তরবিন্যাস প্রকৃতির সৃষ্টি। একই মায়ের পেটের ভাইবোনের মানসিকতা আলাদা আলাদা হয় থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মানুষেরই অস্তিত্ব ভিন্ন। তবুও মানব চরিত্রের সাথে স্নেহের আবেগ যুক্ত করে পরমেশ্বর আল্লাহ মানবসমাজ সৃষ্টি করেছেন।

[3:163] আল্লাহ ইমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর অয়েতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।।

ব্যাখ্যা: *মানবসমাজে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পরমেশ্বর আল্লাহ অবতার অবতীর্ণ করেন এবং শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা অবতারগণ সমাজের পবিত্রতা ও শান্তির সুরক্ষা করেন।*

সন্দেশ: আয়েতের এর বর্তমান অনুবাদ অনুযায়ী বলা হয়েছে, "মুসলমানদের মধ্যে থেকেই অবতার প্রেরণ করা হয়েছে"। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে মক্কায় হজরত মহম্মদের জন্ম স্থানে আগে থেকেই মুসলমানদের সম্প্রদায় ছিল এবং তাদের মধ্যে থেকেই হজরত

মহম্মদের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক ভাবে তখন কাবায় মূর্তিপূজা হত তাহলে কি মূর্তিপূজারকরা মুসলমান ছিলেন? মুসলমান শব্দটি মানুষের এক বিশেষ চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে। এই আয়েতটি সেই তথ্যকে প্রমাণ করে।

[3:165] যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছোল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছোচ্ছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *যখন মানুষ বিপদে পড়েন তখন মানুষের সন্দেহপ্রবল মন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। প্রাকৃতিক ভাবে মানুষ ঠিক ততটাই কষ্ট সহ্য করতে পারে যতটা তার প্রাপ্য। পরমেশ্বর আল্লাহ সকল বিষয়ের ক্ষমতাবান।*

সন্দেশ: দুঃখ ব্যতীত সুখ ও শান্তি পূর্ণতা পায় না। দুঃখ হল সুখ ও শান্তির পরিপূরক। সুখ ও শান্তির অনুভব তখনই হবে যখন মানুষ কষ্টের অনুভব করবে।

[3:166] আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ইমানদারদিগকে জানা যায়।

ব্যাখ্যা: *পাপ-পুণ্যের মুখোমুখি দ্বন্দ্বে পবিত্র মানুষ বিচলিত হয়ে পরে এটা প্রাকৃতিক। পবিত্র মানুষের পরিচয় আল্লাহর কাছে প্রকাশিত। আল্লাহ সাহায্যকারী মহান।*

[3:167] এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ইমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুত আল্লাহ ভালো ভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষদের পবিত্রতার পথে আসার এবং শান্তিরক্ষার আহ্বান জানানো হয় কিন্তু অপবিত্র মানুষ এই আদর্শ বুঝতে না পেরে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে সমস্ত চরিত্রই প্রকাশিত।*

[3:168] ওরা হল যেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *বিলাসিতা মানুষকে ভীরু করে তোলে। এই ধরনের মানুষ ঘরে বসেই সমালোচনা করতে বেশি পছন্দ করে এবং যারা শান্তির প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করে তাদের বলে "গৃহে অবস্থান করলে মৃত্যু হত না। "সত্যবাদী হলে এদের অনুভব করা উচিৎ নিজে কি মৃত্যুর থেকে বাঁচতে পারবে?*

সন্দেশ: মৃত্যু প্রাকৃতিক মানবকল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সর্বকালেই সম্মানিত হয়ে থাকে।

[3:169] আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে কোরো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা: *যে সকল মানুষ সমাজকল্যাণে নিহত হয়েছেন তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা*

অসম্ভব কেন-না তাঁদের ইতিহাস এবং আত্মসমর্পণ মানবসমাজে ইতিহাস হয়ে বর্ণিত থাকে।

[3:170] আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোনও ভয়ভীতিও নেই এবং কোনও চিন্তাভাবনাও নেই।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের প্রাপ্তি যা অবতারগণ দ্বারা প্রকাশিত তা সমগ্র মানব সমাজকে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। পবিত্রতার সংযম এবং শান্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করাই মানব অস্তিত্বের লক্ষ্য। দুঃখ এবং ভয় মানব চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাকে সংযমের দ্বারা অতিবাহিত করাই শ্রেয়।*

[3:171] আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ ভাবে যে, আল্লাহ ইমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক দান এবং অনুগ্রহ যতটা প্রাপ্তি হয় পবিত্র মানুষের তাতেই তারা আনন্দিত হন। পবিত্র মানুষের শ্রম কোনওদিনই বিনাশিত হয় না।*

[3:172] যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।

ব্যাখ্যা: *ধর্মযুদ্ধে আহত হবার পরেও যাঁরা অবতারগণের আদেশ এবং আদর্শ ত্যাগ করেন না তাঁরাই পুণ্যাত্মা মানুষ। এঁরা পুরস্কৃত হন মুক্তি দ্বারা।*

সন্দেশ: কুণ্ঠা থেকে মুক্তি।

[3:173] যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষরা অপবিত্র শক্তির কাছে নতিস্বীকার কারেন না কিংবা ভয় ভীতহন না এবং কর্তব্যপালনে কোনও ভাবেই অলসতা দেখান না।*

[3:174] অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শকে যাঁরা দৃঢ়তার সাথে পালন করেন এবং ওঁর অনুগ্রহকে আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করেন, কোনও প্রকার চক্রান্তই তাদের স্পর্শ করতে পারে না। সর্বশক্তিমান অনুগ্রহশীল।*

[3:175] এরা যে রয়েছে, এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কোরো না। আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় করো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি এবং তার সৈনিকরা সর্বদাই ভীতি প্রদর্শন করে, পবিত্র মানুষদের। পবিত্র মানুষ এতে ভয়ভীত না হয়ে শুধুমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে দৃঢ়*

ভাবে পালন করেন।

[3:176] আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ তা'আলার কোনও কিছুই অনিষ্টসাধন করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোনও কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই পাপীদের দ্বারা ভীতি প্রদর্শনে ভয় পায় না। অপবিত্রতার ক্ষমতা সীমিত— এটা তাঁরা জানেন। পবিত্র মানুষ পবিত্র এবং শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে থাকে।*

[3:177] যারা ইমানের পরিবর্তে কুফুর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্রতার বিনিময়ে অপবিত্রতাকে ক্রয় করেছেন (শান্তির বিনিময়ে অশান্তিকে, জ্ঞানের বিনিময়ে মূর্খতাকে), কখনোই এরা পবিত্র আদর্শের ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহর আদর্শের সত্যতা এতটাই উজ্জ্বল যে এই ধরনের মানুষ সেই উজ্জ্বলতার বিন্দুমাত্র বিনষ্ট করতে পারে না।*

[3:178] কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষরা কিছু সময় অবধি অপবিত্র কাজের অবকাশ পান। পরমেশ্বর আল্লাহ এই অবকাশ তাঁদের দেন সত্যের অনুভব করার জন্য। এর পরবর্তীকালে যাঁরা পবিত্র পথে অস্বীকার করেন তাদের লজ্জাজনক শাস্তি প্রদান করা হয়।*

[3:179] নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ইমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন করো। বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতাকে পৃথক করে দেন পরমেশ্বর আল্লাহ। পাপপুণ্যের অনুপাতকে নির্দিষ্ট করেন পরমেশ্বর আল্লাহ। কালচক্রে অদৃশ্য বিষয় কিংবা মানুষের অজানা তথ্য আবিষ্কৃত করে দেন। এই মনোনয়ন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়। সংযমী মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি এবং অবতারগণের আদর্শে বিশ্বাসী হন।*

সন্দেশ: বিজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সুশিক্ষিত করে তোলে।

[3:180] আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে— এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধনসম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর

আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা করো; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। মানুষ যা দান করেন তা মানবকল্যাণের জন্য। মৃত্যুর সময় মানুষের কিছুই থাকে না। সে কারণে মানবকল্যাণে কৃপণতা করা অন্যায়। সমস্ত কৃতকর্ম পরমেশ্বর আল্লাহর পরিজ্ঞাত।*

[3:181] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আস্বাদন করো জ্বলন্ত আগুনের আযাব।

ব্যাখ্যা: *এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসতে পারে যে পরমেশ্বর আল্লাহ কি অভাবগ্রস্ত কিংবা ক্ষমতাহীন যে মানুষকে মানবকল্যাণে নিযুক্ত করেছে? সমস্ত সৃষ্টি ও প্রকৃতির শুধুমাত্র একটি অংশ। সমস্ত প্রকৃতি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেক্ষেত্রে মানুষ দ্বারা মানুষের কল্যাণও প্রকৃতির অংশ। এই অবান্তর প্রশ্নটি অপবিত্র মানুষের জন্য দহন যন্ত্রণা। অবতারগণের আদর্শকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা পাপীদের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা।*

সন্দেশ: প্রয়োজনাতিরিক্ত অহংকার এবং জেদ মানুষকে সত্য অনুভব করতে অকৃতকার্য করে থাকে।

[3:182] এ হল তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।

ব্যাখ্যা: *পাপীদের কর্মফল নিজ চরিত্র দ্বারা অর্জন করে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে অবিচার বলে কোনও কথা হয় না।*

[3:183] সে সমস্ত লোক, যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোনও রসূলের উপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানি নিয়ে আসবেন যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আব্দার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *পাপীরা সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহার নামে মিথ্যা রচনা করে থাকে নিজের অবিশ্বাস এবং মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্য। পাপীরা প্রশ্ন করে থাকে, পবিত্রদের মৃত্যু হয় কেন, যদি তারা সত্যবাদী হয়?*

সন্দেশ: ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে যারা অপবিত্র কাজ করে থাকে তারা সর্বদাই অবতারগনের সংযমী আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে।

[3:184] তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আদর্শ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা এই আদর্শে মিথ্যারোপ করে প্রমাণের অনুসন্ধান করেন,*

জেবুলের এর মতো ধর্মগ্রন্থ এবং আরও অনেক দীপ্ত গ্রন্থ থাকা স্বত্ত্বেও এরা মিথ্যা আরোপ করতে পিছপা হল না।

[3:185] প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নত প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনও সম্পদ নয়।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সমস্ত তথ্যই মরণশীল। সবার কর্মফলের বিচার হবে সেই পারমাণবিক শক্তির আলন্দে। পবিত্ররা শান্তির স্বর্গে বিরাজমান থাকবে। মানুষ খালি হাতে আসেন এবং সবকিছু ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে থাকে। পার্থিব বস্তু শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন জীবন-জীবিকার জন্য।*

[3:186] অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে-কিতাবের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

ব্যাখ্যা: *অবশ্যই মানুষ ধনসম্পদ এবং জীবিকার দ্বারা সমাজে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যের আধারে পাপীদের কাছ থেকে প্রতারণা এবং অত্যাচারের বিবরণ পবিত্র মানুষদের জন্য শিক্ষণীয়। দৃঢ় সংকল্প এবং ধৈর্য মানুষকে শান্তিপ্রাপ্তিতে সাহায্য প্রদান করে।*

[3:187] আর আল্লাহ যখন আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা।

ব্যাখ্যা: *যারা জ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা অর্জন করে থাকে তাদের কর্তব্য সত্যকে মানুষের কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা এবং কখনোই সমাজকল্যাণ অর্থে তা বিক্রয় করা উচিৎ নয়।*

সন্দেশ: উদাহরণস্বরূপ সনাতন ধর্মে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকরা বেদের সমস্ত তথ্য সমাজের কাছ থেকে গোপন করেছিল এবং ফলস্বরূপ সনাতন ধর্মে অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি হয়। ঠিক এরকম ভাবেই ইসলামে বহুল প্রচলিত কিছু তথ্য আছে যা ভ্রান্ত। যেমন বলা হয়ে থাকে, কোরআনকে আরবি ভাষায় পড়লেই পুণ্য সম্ভব এবং বহু মুসলমান কোরআনকে আরবি ভাষায় মুখস্থও করে থাকে। না বুঝে পড়ায় কোনও ফল হয় না— এটাই স্বাভাবিক।

[3:188] তুমি মনে কোরো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না-করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *কিছু মানুষ এরকম আছেন— নিজের কর্মে প্রয়োজনাতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং যা করেননি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে— এই ধরনের মানুষদের কখনোই সমাজ মেনে নেয় না। এরা সমাজকে নয়, নিজেকেও ঠকায়। এটাই*

এদের শাস্তি।

[3:189] আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও জমিনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সার্বভৌমত্ব এবং সর্বজ্ঞ হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ।*

[3:190] নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।

ব্যাখ্যা: *বোধশক্তি এবং শিক্ষাসংবলিত মানুষ প্রকৃতির সার্বভৌমত্ব এবং দিনরাতের (সত্য-মিথ্যা) নিয়ম অনুভব করতে পারে— এটাই তাদের ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ।*

[3:191] যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

ব্যাখ্যা: *যারা সব রকম অবস্থাতেই সংযম এবং শান্তির আদর্শকে দৃঢ়তার সাথে আপন করে রাখে এবং গবেষণার দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত তথ্যকে বিচার করে এবং সৃষ্টির কোনও তথ্যই অবান্তর নয়— এই উপলব্ধি যাদের আছে তারাই পবিত্র মানুষ।*

[3:192] হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোজখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে; আর যালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারীদের কোনও সাহায্যকারী হয় না। প্রাকৃতিক ভাবে তারা অশান্তির আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।*

[3:193] হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ইমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ইমান আনো; তাই আমরা ইমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ করো এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

ব্যাখ্যা: *হে ঈশ্বর, আমাদের সৎপথে পরিচালিত করো, আমাদের পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করো, দূরে রাখো আমাদের পাপচক্র থেকে এবং সম্মানজনক মৃত্যু প্রদান করো।*

[3:194] হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কোরো না।

ব্যাখ্যা: *হে ঈশ্বর, জ্ঞানী মানুষদের দ্বারা প্রবর্তিত জ্ঞান দ্বারা আমাদের পরিপুষ্ট করো। প্রলয়কালে আমাদের সম্মানজনক অবস্থান প্রদান করো।*

[3:195] অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনও পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও

মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জন্নতে যার তলদেশে নেহের সমূহ প্রবাহিত। এই হল বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র মানুষের প্রার্থনা স্বীকার করেন এবং কর্মনিষ্ঠ মানুষের কর্মফল স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে সব মানবের সমান অধিকার। যাঁরা অত্যাচারিত হয়ে পরবাসী হয়েছেন, উৎখাত করা হয়েছে নিজ গৃহ থেকে তাদের কষ্ট নিশ্চিতরূপে লাঘব হবে, তারা নিশ্চিতরূপে শান্তির জীবন পাবে তাদের জীবন পবিত্র ঠান্ডা জলরাশির মতো শীতল হবে। এটি তাদের সংযমের এর পুরস্কার।*

সন্দেশ: সৃষ্টিতে সমস্ত মানুষেরই সমান অধিকার— এই আয়েত তা প্রমাণ করে।

[3:196] নগরীতে কাফেরদের চালচলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই অপরাধীদের মধ্যে থেকেও বিভ্রান্ত হয় না।*

[3:197] এটা হলো সামান্য ফায়দা এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজাখ। আর সেটি হল অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতীদের ক্রিয়াকলাপ সীমিত এবং কালচক্রে তা ধ্বংস হয়ে যায়।*

[3:198] কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জন্নত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সুখশান্তির জীবন অতিবাহিত করে পবিত্র শীতল জলরাশির মতো শান্ত জীবন প্রাপ্তি ঘটে। সৎ মানুষ সর্বদাই উত্তম।*

[3:199] আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়েতসমুহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হল সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা: *যারা সমস্ত ধর্মপুস্তকে বিশ্বাস রেখে ঐশ্বরিক আদর্শ পালন করে থাকে, মিথ্যা দ্বারা ধর্মের আদর্শকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা না করে, নিজ স্বার্থে ধর্মকে বিক্রয় না করে তাদের সম্মান এবং আশীর্বাদ সমাজ এবং পরমেশ্বর আল্লাহর থেকে প্রাপ্ত হয়।*

[3:200] হে ইমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যলাভে সমর্থ হতে পারো।

ব্যাখ্যা: হে পবিত্র মানব, ধৈর্য ধরো পাপের থেকে দূরে থাকো তাহলেই তোমরা সফল হবে। সর্বদা প্রস্তুত থাকো পাপের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে। অশান্তির থেকে ভয় পাও।

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর কর্ম নয় মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা। এই আয়েতে ভয়ের অর্থ হল অশান্তি এবং অপবিত্রতাকে ভয় করা।

সুরা নিশা
(NISA)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সুরা- নিসা আয়ত- ১৭৬ রুকু-২৪

[4:1] হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আার বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *হে মানব! তোমরা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক অবক্ষয়কে ভয় করো (পরমেশ্বর আল্লাহর অভিসম্পাত)। মানব সৃষ্টি করেছেন একই উরজা থেকে (God particals)। সেই উরজা থেকেই সৃষ্টি হয় পারমাণবিক শক্তি এবং তারপর হাইড্রোজেন গ্যাস, তার থেকে সৃষ্টি হয় অক্সিজেন। এই দুইয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় জল। তারপর সমগ্র প্রাণীকুল। এককোষী প্রাণীর সৃষ্টির পর বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়। লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের পর মানুষ সৃষ্টি হয়। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টির ও সমাজের অবক্ষয়কে ভয় করো এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে সম্পর্ক ছেদ কোরো না, প্রকৃতি সর্বজ্ঞাত।*

সন্দেশ: মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ।

[4:2] এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল কোরো না। আর তাদের ধন সম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস কোরো না। নিশ্চয় এটা বড়োই মন্দ কাজ।

ব্যাখ্যা: *দুর্বল, অনাথ, বিকলাঙ্গ— এদের অধিকার কেড়ে নেওয়া মহাপাপ। পবিত্রতা এবং সংযমের বদলে অশ্লিলতাকেগ্রহণ করা মূর্খতা। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতার পরিবর্তে নিকৃষ্টতার বদল করা পাপ। উৎকৃষ্ট চরিত্রর সাথে নিকৃষ্ট চরিত্র মিলন করানো মহাপাপ।*

সন্দেশ: মানুষ কখনোই অমর নয় এবং সমস্ত মানুষের অধিকার প্রকৃতিতে সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয়। সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব আলাদা আলাদা হয়ে থাকে— এটা সবটাই প্রাকৃতিক এবং এই প্রকৃতিকে বিভাজন করে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া পক্ষান্তরে মানুষের নিজেরই ক্ষতি।

[4:3] আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়ের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের

মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

ব্যাখ্যা: *অনাথ নারীদের প্রতি সুবিচার করা পবিত্র পুরুষদের কর্তব্য। অনাথ নারীদের পবিত্র পুরুষদের সাথে বিবাহ দিয়ে নারীদের সুরক্ষা প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতা অনুযায়ী দু'জন, তিনজন, চারজন যতজনের বিবাহ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। পুরুষ কখনোই বহুবিবাহ করে সমস্ত পত্নীকে সুবিচার দিতে পারে না। এটা অবাস্তব কেন-না কোনও না কোনও ক্ষেত্রে কোনও না কোনও নারী পুরুষদের বিশেষ ভালোবাসার পাত্রী হয়ে যায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবে বলা যেতে পারে, শারীরিক মিলন এবং অর্থ সমবণ্টন হতে পারে কিন্তু মনের সমবণ্টন অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে একই নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা পুরুষের আদর্শ। বহুকামিতা সামাজিক অবক্ষয়। এর কারণ প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে তা চরম অপমান। পবিত্র ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার সমান। সে কারণেই এই আয়েত দ্বারা প্রমাণিত বহুকামিতা অবৈধ।*

সন্দেশ: আয়েত সংখ্যা ১২৯ সুরাতে নিসাতে পুরুষদের যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বলা হয়েছে, একজন পত্নীই যথেষ্ট।

[4:4] আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

ব্যাখ্যা: *পুরুষের অধীনে যে সকল নারী থাকে তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা দৃঢ়চিত্তে প্রদান করাই শ্রেয়। যদি নারীরা অর্থনৈতিক ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজের অধিকার ছেড়ে দেন তা ভোগ করা অপরাধ নয়।*

সন্দেশ: শারীরিকভাবে পুরুষ নারীদের থেকে সবল— এটি প্রাকৃতিক। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিকে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও অন্তর নেই। এক্ষেত্রে পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাকৃতিক ভাবে পুরুষদেরকে নারীদের সার্বিক সুরক্ষা দায়িত্ব প্রদান করেছেন। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের সময় নারীকে কিছু অর্থ প্রদান করতে হয় যাতে নিজের পরিবারে এবং সমাজে নারীর সম্মানের জায়গা প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য। একে ইসলামে 'হক মেহের' বলা হয়।

[4:5] আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিয়ো না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।

ব্যাখ্যা: *বুদ্ধিহীন অথবা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের হাতে সম্পদ অর্জন না করে তা সুরক্ষা এবং প্রতিপালন করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিপালন করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য, বিচিত্রময় প্রকৃতির বিধানেই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্ম হয়। এই বিধানকে ঘৃণা করা বা অবহেলা করা মহাপাপ।*

[4:6] আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পারো, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পারো। এতীমের মাল প্রয়োজনতিরিক্ত খরচ

কোরো না বা তারা বড়ো হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ করে, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *অনাথদের প্রতি সতর্কতা রেখে তাদের প্রতিপালন করা বাঞ্ছনীয়। যতদিন না বিবাহযোগ্য (১৮ বছর) হয়, ভালোমন্দের বিচার করে তাদের সম্পদ এবং অধিকার তাদের অর্পণ করাই পূণ্যের কাজ। পবিত্র মানুষ কখনোই অনাথ কিংবা দুর্বল মানুষের অধিকার হরণ করে না, যতই কষ্ট হোক না কেন সম্পদ অর্পণকালে সাক্ষ্যপ্রমাণ বাঞ্ছনীয়।*

সন্দেশ: ১৪০০ বছর পূর্বে অবতার হজরত মহম্মদ দ্বারা কোরআন বর্ণিত হয়েছিল। এই আয়েত প্রমাণ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বর্জনীয়। বর্তমান সমাজের নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ অপরাধ।

[4:7] পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।

ব্যাখ্যা: *সম্পত্তি অল্প হোক কিংবা বেশি মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর পর ছেড়ে যাওয়া সম্পদ নারী-পুরুষ সকলের ভোগ করবার অধিকার আছে।*

[4:8] সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।

ব্যাখ্যা: *সম্পত্তি বণ্টনকালে স্বজন, অনাথ এবং দুর্বল প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।*

সন্দেশ: মৃত্যুকালে সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে হয়, কিছুই সাথে যায় না। সম্পত্তিপ্রাপ্তির অহংকারে ঘৃণা এবং দয়াভাব মানুষের মনে জন্ম নেয় তবে তা মহাপাপ, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা মানব কর্তব্য। মানবীয় কর্তব্য কখনোই ধনশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না।

[4:9] তাদের ভয় করা উচিৎ, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

ব্যাখ্যা: *অসহায় এবং অনাথ শিশুদের সর্বময় সুরক্ষা এবং শান্তি প্রদান করা শিক্ষিত এবং পবিত্র সমাজের কর্তব্য। দুর্বল মানুষদের প্রতি সংযত থাকাই পুণ্যের কাজ।*

[4:10] যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

ব্যাখ্যা: *যারা অন্যায় ভাবে অনাথদের কিংবা শিশুদের অধিকার কেড়ে নেয়, নিশ্চিতরূপে নিজেদের উদরে আগুন ভক্ষণ করেছে। অশান্তির আগুন কখনোই এদের ত্যাগ করবে না।*

[4:11] আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুইয়ের অধিক,

তবে তাদের জন্যে ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতামাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী, তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র পরমেশ্বর আল্লাহ নারী ও পুরুষের সম্পত্তির অধিকার নির্দিষ্ট করেছেন প্রয়োজন অনুসারে।*

[4:12] আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা, যদি তাদের কোনও সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ওই সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ওই সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের কোনও সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা করো এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ব্যাখ্যা: *মৃত নারীর সম্পত্তির অধিকারও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।*

সন্দেশ: এই ২টি আয়েতের ক্ষেত্রে মৃত যাবতীয় দায়দায়িত্ব পূরণ (ঋণ, প্রতিশ্রুতি এবং কর্তব্য) করার পরই সম্পত্তি বণ্টনের বিধান আছে। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে প্রকৃতিতে সমস্ত মানুষের অধিকার সমান। একজনের অধিকার কেড়ে অন্যকে বেশি দেওয়া অপরাধ। প্রাকৃতিক ভাবে পুরুষের শারীরিক প্রয়োজন নারীদের থেকে কিছুটা বেশি হয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধান মেনে এবং প্রয়োজন অনুসারে সম্পত্তির বণ্টনই শ্রেয়।

[4:13] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জন্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলেই মানুষের জীবন শান্তিময় হয়। শীতল নদ-নদীর মতো শীতল এবং শান্তিময় জীবন প্রাপ্তি হয়।*

[4:14] যে কেউ আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক বিধানের অবজ্ঞাকারীরা অশান্তির নরকে বাস করে। এটাই জঘন্যতম শাস্তি।*

সন্দেশ: যারা অন্যের অধিকার কেড়ে নেয় তাদের বিবেকের সাথে প্রকৃতি প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, লালসা, বিলাসিতা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে এবং এতেই তাদের জীবন অশান্ত হয়ে ওঠে— এটাই তাদের শাস্তি।

[4:15] আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গলহে আবদ্ধ রাখো, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনও পথনির্দেশ না করেন।

ব্যাখ্যা: *ব্যভিচারী মানুষের ব্যভিচার প্রমাণ হলে তাদের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করাই শ্রেয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতের বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যভিচারিণীদেরই শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে:

১. প্রকৃতিতে সব মানুষের অধিকার সমান। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান কতটা যৌক্তিক?

২. এই আয়েতের ব্যাখ্যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের তুষ্টিকরণের জন্য করা হয়ে থাকলে তা কতটা ঐশ্বরিক?

৩. কর্মফল প্রদানের সর্বময় কর্তা হলেন আল্লাহ। নারীদের শাস্তির অধিকার পুরুষের হাতে প্রদান করে পুরুষকে সার্বভৌমত্ব প্রদান করা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ বিরোধী। এটি অপ্রাকৃতিক, কেন?

৪. ব্যভিচারিণী নারীর ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচার কি প্রকাশ্যে হয়? যে ব্যভিচার গোপনে হয় এবং সাক্ষী থাকে না সেক্ষেত্রে প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয়ার সাক্ষীর কি প্রয়োজন?

৫. ব্যভিচারিণী নারী এবং পুরুষের ইসলাম অনুযায়ী শাস্তির বিধান হল পাথর ছুড়ে হত্যা করে দেওয়া। যদি তা সত্যি হয় তাহলে এই আয়েতের ব্যখ্যায় শুধুমাত্র নারীর উল্লেখ কেন করা হয়েছে?

৬. ব্যভিচারী পুরুষের কি শাস্তি? তাদের শাস্তির জন্য সাক্ষ্যদান কারা দেবে?

[4:16] তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষকে সংশোধন করাই সমাজের কর্তব্য। আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[4:17] অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।

ব্যাখ্যা: *ভুল আর পাপের মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। ভুল হল মানুষের অজান্তে সংঘটিত কাজ, পাপ হল সজ্ঞানে অপবিত্র কাজ করা। এক্ষেত্রে ভুল কিংবা পাপ দুটিই দ্বিতীয়বার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু মানবসমাজে পাপের শাস্তি বাধ্যতামূলক, তার কারণ হল, শাস্তির ভয়ে মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে।*

সন্দেশ: আয়েতের শেষে পরমেশ্বর আল্লাহকে জ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে। এর কারণ হল, পাপীরা নিজের পাপ লুকোবার সর্বময় প্রচেষ্টা করে থাকে কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[4:18] আর এমন লোকদের জন্য কোনও ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

ব্যাখ্যা: *আজীবন অপবিত্র কাজ করার পর মৃত্যুকালে ক্ষমাপ্রার্থনা অবান্তর। মর্মান্তিক শাস্তির আস্বাদন এদের করতেই হবে।*

[4:19] যে ইমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোনও প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব! নারীগণের প্রতি বলপূর্বক অধিকার স্থাপন করা (সাব্যস্ত করা) পাপ। তাদের অধিকার আত্মসাৎ করা, উৎপীড়ন করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ (এক্ষেত্রে পুরুষও গণ্য হবে)। সমাজে নারীদের বলিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।*

সন্দেশ: সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালনের বেশিরভাগটাই নারীরা করে। এক্ষেত্রে নারীদের শিক্ষা দ্বারা বলিষ্ঠ রাখলেই সমাজের কল্যাণ।

[4:20] যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?

ব্যাখ্যা: *নারীদের প্রদত্ত অর্থ অন্যায় ভাবে কেড়ে নেওয়া এবং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ জঘন্যতম অপরাধ (পুরুষদের জন্যও একই নিয়ম)।*

[4:21] তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারো, অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছে থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

ব্যাখ্যা: *নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটি সংকল্প এবং প্রতিজ্ঞা।*

সন্দেশ: প্রত্যেক মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের আধার ও ভিত্তি হচ্ছে পবিত্রতা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব।

[4:22] যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ কোরো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গয়বের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

ব্যাখ্যা: *পিতৃ-মাতৃস্থানীয় মানুষদের বিবাহ সম্পর্ককে সম্মান জানানোই শ্রেয়।*

[4:23] তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে

মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনও গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *বিবাহের ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়ের সাথে বিবাহ অবৈধ। মাতৃ-পিতৃস্থানীয় মানুষদের সাথে বিবাহ পুরোপুরি অবৈধ। সন্তানস্থানীয় বিবাহ সম্পর্কও অবৈধ। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সমস্ত সম্পর্কই হৃদয় দ্বারা অনুভব করে সেই সম্পর্কের প্রতি যা কর্তব্য তা পালন করার বিধান আছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌখিক সম্পর্ক স্থাপন পুরোপুরি বর্জনীয়। সম্পর্কের নিরিখে যার যতটুকু সম্মানপ্রাপ্তি তা দেওয়া প্রয়োজন।*

সন্দেশ: মুসলমানদের মধ্যে একটি তথাকথিত প্রথা প্রচলিত আছে যা হল মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো কিংবা খুড়তুতো ভাই-বোনেদের মধ্যে বিবাহ বৈধ যা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক এবং কোরআনের আদর্শ বিরুদ্ধ। সুরা আহয়াব আয়েত সংখ্যা ৩৩/৫০-এ এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

[4:24] এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়— এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য— ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান করো। তোমাদের কোনও গোনাহ হবে না, যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

ব্যাখ্যা: *বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক ইসলামে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। দাস প্রথা আজ অবলুপ্ত। এক্ষেত্রে সমাজে বঞ্চিত এবং অবহেলিত নরনারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা পুণ্যের কাজ। বিবাহক্ষেত্রে সম্পর্কের সম্মান প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়।*

সন্দেশ: আয়েতের অনুবাদ অনুসারে লুঠ করা নরনারী যারা পূর্বে ক্রীতদাসী নামে পরিচিত ছিল তাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্ভোগের জন্য বৈধ বলা হয়েছে। আজকের যুগে এ প্রথা অবান্তর। শুধু তাই নয়, ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক পুরোপুরি বর্জিত (হারাম)। মানুষের ক্রয়-বিক্রয়, জড়পূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন, লুঠ— এই সমস্ত প্রথাই ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী অবৈধ। দ্বিতীয়ত, সমস্ত প্রাণের অধীশ্বর হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ। সেক্ষেত্রে মানুষকে বস্তু মনে করে তাকে লুণ্ঠন করা ইসলাম বিরোধী যা কখনোই আল্লাহর আদর্শ হতে পারে না।

[4:25] আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ইমান সম্পর্কে ভালো ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক, অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করো এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান করো এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে—

ব্যভিচারিণী কিংবা উপপতিগ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহবন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোনও অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবুর করো, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *বিবাহক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের উচিৎ নিজের ক্ষমতা এবং আদর্শ অনুযায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এক্ষেত্রে দরিদ্র, দুর্বল এবং অবহেলিত মানুষদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তাকে দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করা পরম পুণ্যের কাজ। সর্বদাই প্রত্যেক মানুষের অধিকার প্রকৃতিতে সমান। বিবাহক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিৎ না।*

সন্দেশ: পবিত্র এবং পুণ্য কর্ম হল বিবাহবন্ধন দ্বারা দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করা। সমস্ত মানুষের অধীশ্বর হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ তা সে গরিব হোক কিংবা বড়োলোক। একে অপরের অস্তিত্বের উপরে পরমেশ্বর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও অধিকার নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সর্বদাই শোষিত। নারীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা করে তাকে বিবাহ করা মহানতার পরিচয়। কর্মফলের ক্ষেত্রে পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছেন এবং তা প্রমাণ করে প্রকৃতিতে সকলের অধিকার সমান।

[4:26] আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ওঁর সৃষ্টি সমাজে পবিত্র এবং অপবিত্র সবটাই পরিলক্ষিত। কালচক্রে সমস্ত উদাহরণেই সমাজে সবিস্তারে বর্ণিত। এক্ষেত্রে সংশয় অবান্তর। পরমেশ্বর আল্লাহ জ্ঞানী, ক্ষমাকারী।*

সন্দেশ: প্রত্যেক আয়েতের পিছনেই পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব এবং স্বরূপ মানবীয় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা কেন? পরমেশ্বর আল্লাহ কি নিজেই নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা কিংবা প্রশংসা করেন? সন্দেহপ্রবণ মানবকে মানুষের ভাষাতেই পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের স্বরূপ মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যাতে মানুষের মনে সংশয় দূরীভূত হয়। পরম সত্য হল প্রকৃতি মানুষের জন্য সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ক্ষমাকারী, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী—যার সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

[4:27] আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান, এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়ো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বে সমস্ত কিছুই দৃষ্টিমান। যে সকল মানুষ নীচ প্রবৃত্তির হয় তারা অপবিত্র অস্তিত্বে থাকতেই পছন্দ করে এবং তাদের জীবনে শান্তি ও সরলতা থাকে না। পরমেশ্বর আল্লাহ এদেরকে পবিত্র ও সীমিত করেন নিজ শক্তিতে।*

[4:28] আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *মানব বিবেক সর্বদাই দুর্বল এবং চেতনাময়। এই চেতনাকেই পবিত্রতার পথে*

নিয়ে যাওয়া মানব কর্তব্য এবং প্রকৃতির বন্ধন। পাপ-পুণ্য, দুঃখ-কষ্ট মানবজীবনের অঙ্গ। এটি না থাকলে মানবের অস্তিত্ব একঘেয়ে হয়ে যেত। পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি প্রদান করে জীবন-জীবিকার সুবিধার্থে বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবজিবনকে পরিচালিত করে চলেছে। পরমেশ্বর আল্লাহ অতীব দয়ালু।

[4:29] হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব! একে অপরকে ঠকানো এবং মানবজাতির প্রতি অহেতুক বিনাশ প্রবৃত্তি মহাপাপ। কৃপাময় আল্লাহ নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারীদের পছন্দ করে না।*

[4:30] আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

ব্যাখ্যা: *যে ব্যক্তি অত্যাচার এবং অন্যায় ভাবে মানব এবং মানবসমাজের ক্ষতি কিংবা হত্যা করবে সে অবশ্যই অশান্তির নরকে পতিত হবে।*

[4:31] যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড়ো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারো। তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।

ব্যাখ্যা: *ভুলবশত ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। যারা অপবিত্র বা নিষিদ্ধ কাজগুলি বারংবার করে থাকে, তাতেই গর্বিত বোধ করে থাকে তারা সমাজে এবং ঐশ্বরিক আদর্শে অপমানিত এবং অভিসম্পাতিত হয় এবং যারা এ কাজ থেকে বিরত থেকে সমাজকল্যাণে ব্রতী হয়, নিশ্চিতরূপে তারা সম্মাননীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।*

সন্দেশ: মহাপাপ— কাউকে কষ্ট দেওয়া, ঘৃণা করা, মানব সম্প্রদায়কে ধর্ম, ক্ষমতা, ভাষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, জাত-পাত, আচার-বিচার, প্রার্থনাপদ্ধতি, শারীরিক অবয়ব দ্বারা বিভাজিত করা, পরমেশ্বর আল্লাহকে বিভাজন করা এবং নির্দিষ্ট করা সীমা দ্বারা, প্রকৃতিকে বিনষ্ট করা।

[4:32] আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা কোরো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *মানুষকে মানুষ দ্বারাই সম্মানিত করে পরমেশ্বর আল্লাহ মানবসমাজে মানববন্ধনের সৃষ্টি করেছে। নারী-পুরুষ সমেত সকলকে তাদের অর্জিত কর্মফল সমান ভাবে প্রদান করা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।*

[4:33] পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

ব্যাখ্যা: *মৃত্যুর সময় মানুষ মানুষের অর্জিত সকল ধনসম্পত্তি এবং কিছুটা হলেও কর্মফল*

এবং আদর্শ নিজের সন্তানদের জন্য ছেড়ে যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং আদর্শ সঠিক ভাবে চয়ন করাই মানব কর্তব্য। ত্যাগ সর্বদাই মঙ্গলময়। পবিত্র মানুষ সর্বদাই ত্যাগে উৎসাহিত হন।

[4:34] পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনও পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা: *পুরুষ নারীদের রক্ষাকর্তা তার কারণ নারীরা শারীরিকরূপে পুরুষদের থেকে দুর্বল হয়। নারী-পুরুষের কর্তব্য এবং কর্ম সবটাই প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কর্মফলের প্রাপ্তি যখন নারী-পুরুষের সমান সমান সেক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল নারী কিংবা পুরুষকে অনুশাসিত করার দায়িত্ব সমাজের, এক্ষেত্রে নিপীড়ন কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নত এবং শান্তিময় সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। সন্তান জন্ম দেবার এবং তার প্রতিপালনের বেশিরভাগটাই নারীরা বহন করে থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষের অর্জিত অর্থ এবং শ্রম সঠিক ভাবে নির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহার করা নারীর কর্তব্য। এক্ষেত্রে নারীর সম্মান রক্ষা এবং সন্তান প্রতিপালনে সাহায্য করাও পুরুষের কর্তব্য। পবিত্রতা এবং শিক্ষার আদর্শকে যারা কলঙ্কিত করে তারা শাস্তির যোগ্য।*

সন্দেশ: কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের কর্মফল তার নিজের প্রাপ্তি। প্রকৃতিতে প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান। এই আয়েতটি সাংকেতিক এবং বলা যেতে পারে, কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী কোনও নারী-পুরুষের কারও অধিকার নেই ঈশ্বরের বিধান নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এই আয়েতে "নারী"কে উদাহরণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের সমাজে নিযুক্ত আইন দ্বারাই শাস্তি প্রদান করা উচিৎ।

[4:35] যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছু অবহিত।

ব্যাখ্যা: *মতবিরোধ মানুষের স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক চরিত্র এবং তা শত্রুতার পর্যায়ে কখনোই পৌঁছানো উচিৎ নয়। এক্ষেত্রে মতবিবোধের মীমাংসায় নিকটজন এবং অভিজ্ঞ লোকেদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।*

[4:36] আর উপাসনা করো আল্লাহর, শরীক কোরো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীমমিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সৎ ব্যবহার করেন মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, অনাথ, দুর্বল, অভাবগ্রস্ত,*

প্রতিবেশী, বন্ধু, অবহেলিত শ্রেণির মানুষ এবং নিপীড়িতদের সাথে। অহংকারী দাম্ভিক লোকেদের কেউই পছন্দ করে না।

[4:37] যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে— বস্তুত তৈরি করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র কর্ম, মানবকল্যাণ এবং সহায়তায় যাঁরা কৃপণতা করেন তাদের জন্য লজ্জাতর অপমানজনক প্রাকৃতিক বিধান সমাজে উপস্থিত আছে।*

[4:38] আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধনসম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে না, ইমান আনে না কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হয় নিকৃষ্টতর সাথী।

ব্যাখ্যা: *প্রতিপত্তি স্থাপন এবং প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যারা দান করেন তারা অপবিত্র।*

সন্দেশ: আত্মমন্থন না করেই অপরের চরিত্রের সমালোচনা করা অন্যায়।

[4:39] আার কিই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ইমান আনত আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিগত ভাবে প্রাপ্ত ধনসম্পদ সমাজকল্যাণে ব্যয় করা পবিত্রতার কাজ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে এই কাজে উৎসাহিত করে।*

সন্দেশ: মানুষ খালি হাতে জন্ম নেন এবং মৃত্যুও হয় খালি হাতে। যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মোহমায়াতে ডুবে থাকে এবং নিজের অস্তিত্বকে অপবিত্র করে তারা নিশ্চিতরূপে পাপী এবং অপবিত্র (কাফের) মানুষ।

[4:40] নিশ্চয়ই আল্লাহ কারও প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে অবিচারের কোনও জায়গা নেই। কর্মফল প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ।*

সন্দেশ: সুরাতে নিসার ৩৪ নম্বর আয়েতে বর্তমান অনুবাদ অনুযায়ী অবাধ্য নারীকে মেরে বাধ্য করানো পুরুষের অধিকার বলা হয়েছে, এই আয়েতটি তা খণ্ডন করে।

[4:41] আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্যে থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকল তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আদর্শ মানব চরিত্রের সাক্ষী।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্র অবিচারের জায়গা নেই। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে, পৃথিবী যখন ধ্বংস হবে তখন প্রতিটি মানুষকে তার কর্মফল দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ধ্বংসের দিন যাদের মৃত্যু হবে এবং ধ্বংসের এক লক্ষ বছর আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রাপ্তি সমান হলে কর্মযোগ দ্বারা অর্জিত ফলের জন্য অপেক্ষা কেন করতে হবে? পরমেশ্বর আল্লাহর সাক্ষী প্রয়োজন হয় না, উনি সর্বজ্ঞ।

[4:42] সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রসূলের

নাফরমানী করেছিল, যেন জমিনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহর নিকট কোনও বিষয়।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র কাফের মানুষেরা নিজের হাতেই নিজের সর্বনাশ করে প্রকৃতির নিয়মের অবাধ্যতা করে।*

[4:43] হে ইমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন নমাজেব ধারে-কাছেও যেয়োনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নমাজের কাছে যেয়ো না) ফরজ গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারীগমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও— তাতে মুখমণ্ডল ও হাত ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা: *সভ্য এবং পবিত্র মানুষ কখনোই নেশাগ্রস্ত এবং মোহ আসক্ত হয়ে ধর্মসেবা করতে পারে না। ধর্ম এমনই একটি বিষয় যাকে না বুঝে পালন করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। শারীরিক পবিত্রতা এবং শুদ্ধিকরণ মানুষের চিন্তাশক্তিকে বৃদ্ধি করে— এই কারণে শারীরিক এবং মানসিক পবিত্রতার সাথে ধর্মাচারণ করাই শ্রেয়।*

সন্দেশ: এই আয়েতে বলা হয়েছে নেশাগ্রস্ত হয়ে নমাজ না পড়তে। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে, মোহাচ্ছন্ন ও নেশাগ্রস্ত মানুষ সত্যের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ কথায় বলা যেতে পারে, না বুঝে ও না উপলব্ধি করে প্রার্থনা পুরোপুরি বর্জিত।

অপরিচ্ছন্নতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। মনের শুদ্ধিকরণের জন্য মানুষকে শারীরিক পরিচ্ছন্নতার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাইয়াম্মুম হল মৃত্তিকা দ্বারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যা মানুষের মস্তিষ্কের শুদ্ধিকরণ করে। এটি পুরোপুরি সাংকেতিক। এই আয়েতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, না বুঝে কোরআন শরীফের আয়েত পাঠ করা পুরোপুরি মূর্খতা এবং আদেশের উল্লঙ্ঘন।

[4:44] তুমি কি ওদের দেখোনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও।

ব্যাখ্যা: *স্বল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।*

[4:45] অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি মানুষের সব থেকে বড়ো বন্ধু এবং সাহায্যকারী।*

[4:46] কোনও কোনও ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরও বলে, শোনো, না শোনার মতো। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, 'রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোনো এবং আমাদের প্রতি লক্ষ রাখো, তবে তাই ছিল তাদের জন্য

উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ইমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে বলা যেতে পারে, ইহুদি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ যারা ধর্মের সত্যতা গোপন করে বিকৃত ভাবে নিজ স্বার্থে ধর্মের ব্যাখ্যার পরিভাষা মানব সম্প্রদায়ে প্রচার করেছিল। পবিত্র মানব সর্বদাই সত্যের পথে অধিষ্ঠিত হয়ে মিথ্যাকে বর্জন করে (রাইনা এবং উঞ্জ্না)। মানবজীবন সহায়ক এবং জীবনদায়ক সত্যকে গ্রহণ করাই শ্রেয়।*

সন্দেশ: অপভ্রংশ ধর্মীয় ব্যাখ্যা সর্বকালেই মানবসমাজে উপস্থিত ছিল এবং এই কারণেই বিভিন্ন কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

[4:47] হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ, যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করো, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন করো) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি, যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আচ্ছহাবে-সাবতের উপর। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী মানুষ সর্বদাই সত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং দৃঢ় ভাবে তা গ্রহণ করে। পথভ্রষ্ট মানুষ কখনোই শান্তি পায় না। সত্যের আদর্শে অমান্যকারী মানুষ নিজের কুসংস্কারে এতটাই উদ্বুদ্ধ হয় যে সত্যের আদর্শ এবং উপকারিতা অনুভব করতে একেবারেই অক্ষম হয়।*

[4:48] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র, অসত্য, অন্যায়, অসৎ কাজের আদর্শকে (শিরক) যারা নিজের লক্ষ্য মনে করে তারা কখনোই সমাজে এবং প্রকৃতিতে সম্মানিত হয় না এবং তারা ক্ষমার অযোগ্য যা মহাপাপি।*

সন্দেশ: ঈশ্বর, তাঁর প্রকৃতি এবং সমগ্র মানবজাতি এক এবং অভিন্ন। চরিত্রের আধারে মানবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— পবিত্র (ইমানয়ালা) ও অপবিত্র মানুষ (কাফের)।

[4:49] তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুত তাদের উপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতার ভণিতা যারা করে থাকে এবং নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করে তাদের চরিত্র এবং কর্মকাণ্ড লক্ষ করলেই তাদের পরিচয় প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি প্রকাশ করে জন্মবৃত্তান্ত যেখানে অবিচারের কোনও স্থান নেই। সত্য সর্বদাই উলঙ্গ।*

[4:50] লক্ষ করো, কেমন করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক সত্যকে যারা মিথ্যা দ্বারা বিঘ্নিত করে তারা মহাপাপী।*

[4:51] তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান সম্মোলিত পুস্তক (আসমানী কিতাব) যা সত্যের প্রকাশে প্রকাশিত, যার কিছু অংশের অধ্যয়ন অপরিণত জ্ঞানের সঞ্চার করে। সত্যকে সাংকেতিকরূপে যারা দেখতে চায় তারা অজ্ঞানী।*

সন্দেশ: কোরআন শরীফে অনেক জায়গায় 'বুত' শব্দের উল্লেখ আছে। আমার মতে মানুষ যখন সত্যের উপলব্ধি করতে অক্ষম হয় এবং নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা থাকে না যে মানবের হৃদয় থেকে দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, ভ্রাতৃত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয় সেই মানুষকে 'বুত' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোরআন শরীফ মানুষের চরিত্রের শুদ্ধিকরণ করে। মূর্তিপূজা বিলুপ্তির আদর্শ যদি কোরআন শরীফে থাকত তবে অবশ্যই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সমাপ্তি ঘটত। মানুষের প্রাকৃতিক চরিত্র হল কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করা। পৃথিবীতে যত রকম মূর্তিপূজা হয়ে থাকে সবই মানুষের কল্পনার ফসল। কোরআন শরীফ পুরোপুরি মানুষের চরিত্রের শুদ্ধিকরণ করে। প্রার্থনা পদ্ধতির সাথে কোরানের আদর্শের বিন্দুমাত্র যোগ নেই। যে প্রার্থনা পদ্ধতি মানুষ এবং মানবকল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্ষতিসাধন করে তা অবশ্যই বর্জনীয়।

[4:52] এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুত আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোনও সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী মানুষ প্রকৃতির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে থাকে।*

[4:53] তাদের কাছে কি রাজ্যের কোনও অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে এরা সর্বদাই অসুখী জীবন পেয়ে থাকে।*

[4:54] নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহিমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

ব্যাখ্যা: *করুণাময় পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে যারা ধন্য তাদের হিংসা করা মূর্খতা, সমাজে বিজ্ঞান সংবলিত ধর্মীয় পুস্তক অবতার ইব্রাহিমের মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং যার ফলে অবতার ইব্রাহিম মানবসমাজে স্বতন্ত্র এবং উপকারী মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন।*

সন্দেশ: ঐতিহাসিক তথ্যের আধারে বলা যায়, অবতার ইব্রাহিম এবং তার বংশ মূর্তিপুজা করত। তা সত্ত্বেও ওনাকে সমাজবিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। এই আয়েত দ্বারা আরও একবার প্রমাণিত হয়, পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শকে যারা উল্লঙ্ঘন করে তারাই শিরাফ করে।

[4:55] অতঃপর তাদের কে তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুত (তাদের জন্য) দোজখের প্রায় শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে সমস্ত উরজা শক্তিরই বিপরীত শক্তি বর্তমান। মানবসমাজেও কিছু মানুষ পবিত্রতার আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করে ফলস্বরূপ এরা অশান্তির নরকে বসবাস করে। এটিই তাদের শাস্তি।*

সন্দেশ: প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু কিছু ইসলামের পণ্ডিতরা বলে থাকেন, ইব্রাহিমের বংশধররাই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে যা ভ্রান্ত। অবতার ইব্রাহিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ যারা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান তারাই পৃথিবীতে রাজত্ব করছে।

[4:56] এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমুহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।

ব্যাখ্যা: *যারা ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শকে অস্বীকার করে তারা অশান্তির আগুনে ভস্মীভূত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ পরাক্রান্ত এবং বিজ্ঞানময়।*

সন্দেশ: প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, ভয় মানবজীবনকে অশান্ত করে তোলে।

[4:57] আর যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জন্নতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করাব ঘন ছায়ানীড়ে।

ব্যাখ্যা: *মানুষ যারা সৎ কাজ করে এবং পবিত্রতার সাথে জীবন অতিবাহিত করে তাদের জীবন ও জীবিকা সুখ ও শান্তিময় হয় শীতল নদনদীর মতো। তারা পবিত্র সাথী দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং মনোরম শান্তির ছায়া দ্বারা ধন্য হয় জীবন।*

[4:58] নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনও বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা কোরো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি এবং তাঁর আদর্শ সুন্দরতম। আদর্শবান মানুষ কখনও অপরকে ঠকায় না এবং বিচারে সর্বদাই ন্যায়পরানয়তার সাথে মীমাংসা করে থাকে। সুন্দর প্রকৃতিকে উপভোগ করে তাকে আরও সুন্দর বানাবার চেষ্টা করে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লা নিজের অদৃশ্য শক্তি দ্বারা মানবসমাজে ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যার বিচার করে থাকে। মানবসমাজে মানব দ্বারা যে নিয়ম এবং আইন সৃষ্টি করেছেন তার পালন করা সমস্ত মানুষের কর্তব্য।

[4:59] হে ইমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনও বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব, তোমরা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ যা অবতারগণের*

মাধ্যমে পেয়েছ এবং যারা শান্তি এবং শিক্ষার বাণী প্রচার করে ও সমাজকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে তাদের অনুগত থাকো, বৈচিত্রময় অস্তিত্বের কারণে মতভেদ স্বাভাবিক যার বিচার এবং মীমাংসা সবটাই প্রাকৃতিক আদর্শ এবং শিক্ষার দ্বারা নিবৃত হয়। মতভেদ কখনোই শত্রুতার আধার হওয়া উচিৎ নয়। বিশ্বাস রাখো প্রাকৃতিক নিয়মের উপর। এতেই সমাজের উত্তম ব্যবস্থা।

[4:60] আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের উপর ইমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

ব্যাখ্যা: *লক্ষণীয় হল, যারা ভণিতা করে পবিত্রতা এবং শান্তির পথের সঙ্গে প্রকৃতির উত্তম ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব দাবী করে, এরাই পথভ্রষ্ট। অপবিত্র পাপ শক্তি সর্বদা মানুষকে প্রত্যারিত করে।*

[4:61] আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো— যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: *যখন এ ধরনের মানুষদের সত্য, শান্তি এবং পবিত্রতার পথে ডাকা হয় তখন তারা বিরোধিতা করে, যারা ভণিতা করে তারা 'মুনাফেক' এ অত্যন্ত জঘন্য আচরণ এবং সত্যের থেকে দূরে থাকে এরা।*

[4:62] এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্যাখ্যা: *সততা এবং শিষ্টাচার পবিত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য কিন্তু মুনাফেকদের ওপর যদি কোন অভিযোগ আসে তখন তারা পবিত্রতার ভান করে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়।*

[4:63] এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনও কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।

ব্যাখ্যা: *যতই কুটিল মানুষ হোক না কেন, তার কুটিলতা প্রকাশিত হয়। এই কুটিল মানুষদের থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। শান্তি এবং সত্যের আদর্শ প্রচার করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[4:64] বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক আদর্শের উপকারিতা এবং আনুগত্য বোঝানোর জন্যই*

অবতারগণের অবতরণ। অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বাধ্যতা স্বীকার করলে এবং অনুশাসিত হলে তারা অবশ্যই ক্ষমার অধিকারী। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।

[4:65] অতএব, তোমরা পালনকর্তার কসম, সে লোক ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্টি বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনও রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে দেবে।

ব্যাখ্যা: *বিচারের বাণী কখনোই পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হয় না। পবিত্র মানুষ সর্বদাই আবেগপ্রবণ। বিচারের সময় অবেগ্যানীত হয়ে বিচারের আদর্শকে বিঘ্নিত করা অপরাধ। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনও সংশয় না থাকাই বাঞ্ছনীয়।*

[4:66] আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।

ব্যাখ্যা: *অবৈধ, অমার্জিত আচরণ আত্মহত্যার সমান, উচ্ছৃঙ্খলতাকে যারা নিজের জীবিকা বানিয়েছে তারা অবশ্যই বিতারিত হয় পবিত্র ভূমি থেকে এবং যারা সত্য এবং শান্তির পথ গ্রহণ করেছে তাদের কল্যাণ এবং আশীর্বাদ তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। এটাই প্রকৃতির প্রতিদান।*

[4:67] আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি পুরস্কৃত করেছে তাদের শান্তি ও সংযম দ্বারা।*

[4:68] আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষা এবং শান্তির পথই সঠিক পথ যা পবিত্র মানুষ উপলব্ধি করে।*

[4:69] আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ যা অবতারগণের মাধ্যমে ব্যক্ত সেই আদেশকে মান্য করে সত্যের পথে পরিচালিত হয়ে পবিত্রতাকে সঙ্গী করে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়। এ অতি সুন্দর জীবিকা।*

[4:70] এটা হল আল্লাহ-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের জীবিকা পরমেশ্বর আল্লাহর করুণা। আল্লা পরিজ্ঞাত।*

[4:71] হে ইমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়ো।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ! পবিত্রতার পথে সতর্কতা অবলম্বন করে স্বতন্ত্র এবং সমবেত ভাবে সমাজকল্যাণে ব্রত হওয়া সৌভাগ্য এবং শান্তির বিষয়।*

[4:72] আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করাবে এবং তোমাদের উপর কোনও বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।

ব্যাখ্যা: *এই পথে ভণিতা করলে ক্ষতি এবং তাতে বিপদের আশঙ্কা প্রচুর। সাময়িক স্বস্তি মানুষকে চরম শান্তি দিতে ব্যর্থ। সুতরাং ঐশ্বরিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যই মানুষের জন্য সার্বভৌম শান্তি।*

[4:73] পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনও অনুগ্রহ এলে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোনও মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও সে সফলতা লাভ করতাম।

ব্যাখ্যা: *ক্ষণিকের স্বস্তিতে যারা অযৌক্তিক আস্ফালন করে থাকে তারা নিশ্চিতরূপে বোকা এবং সাফল্য তাদের স্পর্শ করে না।*

[4:74] কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

ব্যাখ্যা: *পাপের বিরুদ্ধে সর্বময় যুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় (জেহাদ)। যারা ক্ষণিকের দুর্বলতাকে নিজের প্রাপ্তি বলে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শের যৌক্তিকতা দ্বারা যুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। পবিত্র এবং শিক্ষিত মানুষ সর্বদাই জয়ী এবং পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি দ্বারা পুরস্কৃত হয়।*

[4:75] আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ প্রার্থনা করেন অশান্তি এবং অত্যাচারীদের থেকে মুক্তির এবং কামনা করেন সমগ্র জীবন পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাক। দুর্বল চিত্তের মানুষ সর্বদাই দোদুল্যমান।*

[4:76] যারা ইমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ যুদ্ধ করেন শান্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকল্পে। অপবিত্র দুষ্কৃতী মানুষেরা সর্বদাই এর বিপরীত। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যে সমস্ত ছলনাই দুষ্কৃতদের পরাভূত হয়।*

[4:77] তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, নমাজ কায়েম করো এবং যাকাত দিতে থাকো? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা,

কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে ! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠা সংকল্প করা এবং সংঘর্ষ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব। এই সংকল্পে যদি বিপদও আসে তা দৃঢ়তার সাথে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচলনা করাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতিতে সূত্র পরিমাণ অবিবেচনার কোনও স্থান নেই। ধর্মযুদ্ধ পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[4:78] তোমরা যেখানেই থাকো না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান করো, তবুও। বস্তুত তাদের কোনও কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনও অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোনও কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।

ব্যাখ্যা: *মানবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং তা প্রাকৃতিক। মৃত্যুকে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে তিরস্কার করা অন্যায়। এটাই পরম সত্য, মানুষ সর্বদাই অবুঝ।*

[4:79] আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট— সব বিষয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

ব্যাখ্যা: *কল্যাণ এবং অকল্যাণ সবটাই প্রাকৃতিক যার ফলে মানুষ বৈচিত্রময় জীবন অতিবাহিত করে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিই সব থেকে বড়ো সাক্ষ্য প্রদান করে।*

[4:80] যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

ব্যাখ্যা: *শান্তি, শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, প্রেম এবং অহিংসার আদর্শই পরমেশ্বর আল্লাহর সঠিক পথ যা অবতারগণ দ্বারা ব্যক্ত। পবিত্র মানুষ কখনোই অপবিত্র মানুষের প্রহরী নয়।*

[4:81] আর তারা বলে, আপনারা আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ লিখে নেন সেসব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর, আল্লাহ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদান কারী।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহর একান্ত উপদেশ (নৈশসলা) প্রার্থনা করে থাকে এবং তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র আনুগত্য পালন করা। অপবিত্রতা এবং দুস্কৃতীদের কর্মকাণ্ডে ভ্রুক্ষেপ করলে তাতে নিজেদেরই ক্ষতি। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে বিশ্বাস রেখে তার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।*

[4:82] এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এ তো অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক জ্ঞান আহরণ করে তাকে সঠিক ভাবে পালন করাই কোরআনে ব্যক্ত। এর মর্ম উপলব্ধি করে একে গ্রহণ করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[4:83] আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোনও সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!

ব্যাখ্যা: *নিরাপত্তাহীনতা এবং ভয়কে জয় করাই শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ মানুষের আদর্শ। বিবেকবানেরা বিচারের আদর্শকে এবং সংকল্পকে কখনোই কলুষিত করে না। প্রকৃতির আশীর্বাদ মানবসমাজে না থাকলে সমগ্র মানবকুল রাক্ষস এবং অসুরী চরিত্রের মানুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হত।*

[4:84] আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং সত্যের পথে অভিযান করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য। নিজে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে অপর মানুষকে দায়িত্বশীলতায় আহ্বান এবং উৎসাহিত করা (জেহাদ) পবিত্র মানুষের দায়িত্ব, পাপশক্তির দূরীকরণে সকল মানুষ একজোট হয়ে সংঘর্ষ করাই শ্রেয় (জেহাদ)। প্রাকৃতিক শক্তির দৃঢ়তাকে উপলব্ধি করে পবিত্র মানুষ কখনোই অপবিত্র শক্তিকে ভয় পায় না।*

[4:85] যে লোক সৎকাজের জন্য কোনও সুপারিশ করবে, তা থেকে সে-ও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সৎ এবং অসৎ সকল কর্মেরই ফল অবশ্যম্ভাবী।*

[4:86] আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া করো; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মতো ফিরিয়ে বলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশগ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা: *সম্ভাষণ এবং অভিভাষণের জবাব সুন্দর এবং উত্তমরূপে দেওয়া উচিৎ। পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই উত্তম অবিভাষন করে থাকে। (সালাম)*

[4:87] আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশি সত্য কথা আর কার হবে!

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ ব্যতীত কোনও আদর্শই গ্রহণযোগ্য নয়— এটাই পরম সত্য।*

[4:88] অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফেকদের সম্পর্কে তোমরা দু'ধল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনও পথ পাবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এক এবং অভিন্ন এই আদর্শের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভক্ত হওয়া মূর্খতা। পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত মানুষ কখনোই এই আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে না অথবা প্রাকৃতিক ভাবে এই আদর্শ অনুভবে বঞ্চিত হয়ে থাকে।*

[4:89] তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না এবং সাহায্যকারী বানিয়ো না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র দুষ্কৃতী মানুষ সর্বদাই পবিত্র এবং শান্তিকামী মানুষদের বিভ্রান্ত করে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। এরা কখনোই পবিত্র এবং শান্তিকামী মানুষের বন্ধু হয় না। দুষ্কৃতী মানুষদের পরমেশ্বর আল্লাহর পবিত্র নিয়মের সহায়তায় গ্রেপ্তার করে তাদের কর্মকাণ্ডকে হত্যা করাই শ্রেয়।*

[4:90] কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যেও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদের কেতাদের বিরুদ্ধে কোনও পথ দেননি।

ব্যাখ্যা: *যুদ্ধের থেকে শান্তি স্থাপনা সর্বোত্তম। সব মানুষই আদিত্যের অন্তর্বর্তী। আদিত্যের অন্তরে থেকে আদিত্যকে নিয়মিত করাই মানবধর্ম। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী। মতবিরোধ যদি মীমাংসা না হয় তাহলে চুক্তিবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়। একে অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠতা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। বিশুদ্ধ চৈতন্য অমায়িক মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহ ইচ্ছায় স্বয়ং প্রকাশিত।*

সন্দেশ: যুদ্ধের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ মীমাংসাই সর্বোত্তম। এই আয়েতটির পটভূমিকা হল যুদ্ধ। বর্তমান ইসলামি ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন শরীফ কখনোই মানুষকে ধর্মের নামে যুদ্ধ কিংবা বিতরকে উৎসাহী করে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমেশ্বর আল্লা পৃথিবীর পবিত্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং এই কারণেই মানুষকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার ওনার কোনও প্রয়োজন নেই। মতোবিরোধ মানুষকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে ওনার কোনও প্রয়োজন নেই। মতো বিরোধ মানুষকে যুদ্ধ অবধি টেনে নিয়ে যায়। মানুষ নিজের অপভ্রংশ চরিত্রের জন্য যুদ্ধ করে থাকে। এই আয়েতটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলমানরা বলে থাকে

অন্য ধর্মের লোকেদের প্রতি যুদ্ধ করাই জেহাদ। মায়া দ্বারা সীমাবদ্ধ মানুষ কখনোই চিরন্তর হতে পারে না। সকল তথ্যেই পরমেশ্বর আল্লাহ স্থিত হন। বৈচিত্রময় সৃষ্টি সর্বদাই মৌলিক পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট। মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তনকে মানুষ মৃত্যুরূপে জানে এবং সেই কারনেই পরমেশ্বর আল্লা যিনি সর্বদাই বর্তমান তিনি কখনোই মানুষকে বিবাদে উৎসাহিত করেন না।

[4:91] এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। যারা তোমাদের কাছেও স্বজাতির কাছেও এবং নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তিপ্রমাণ দান করেছি।

ব্যাখ্যা: *শান্তিস্থাপনায় সমস্ত রকম ত্যাগ মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে সর্বময় সীমাবদ্ধতাই হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পাপকে যারা ধর্ম রূপে গ্রহণ করে থাকে তাদের গ্রেপ্তার করা এবং আদর্শকে হত্যা করাই শ্রেয়।*

[4:92] মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপুরি দুই মাস রোয়া রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই অন্য কোনও পবিত্র মানুষকে হত্যা করে না। মানুষমাত্রই ভুল স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ভুলবশত সংঘটিত ঘটনার প্রতিদান মানব কর্তব্য। যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদান করা পবিত্র মানুষদের ক্ষেত্রে সার্বিক এবং প্রাথমিক কর্তব্য।*

সন্দেশ: বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়েতটি মানবহত্যার প্রতিদান এবং ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ভুল হল ইসলামধর্ম অনুযায়ী হত্যা জঘন্যতম অপরাধ। স্বেচ্ছাকৃত প্রাণদান করে তার প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ কখনোই আল্লাহর আদর্শ হতে পারে না। ভাইরে বদলে ভাই, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস–এই কথাগুলি সাংকেতিক। এর ফলে ক্ষতিপূরণের কথা ভেবে মানুষ হত্যার মতো কাজে উৎসাহী হবে না।

[4:93] যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি অশান্তির নরক এবং প্রাকৃতিক অভিসম্পাত। এমনকি তাদের কর্মবাদও বিফল হয়। প্রাণ 'চিরন্তন' যা পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব। প্রাণনাশ পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বের অবমাননা।*

[4:94] হে ইমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন যাচাই করে নিয়ো এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বোলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে অফুরন্ত সম্পদ বর্তমান। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির কৃপাতেই মানুষ আধুনিক জীবন লাভ করেছে। ধর্মের নামে এর অবহেলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ধর্মের নামে একে অপরের লুণ্ঠন মহাপাপ। প্রকৃতিতে পরমেশ্বর আল্লা সৃষ্ট অনন্য সম্পদের মধ্যে শান্তি এবং শিক্ষাই একমাত্র যা মানুষকে মোক্ষপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী।*

[4:95] গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোনও সঙ্গত ওজর নেই এবং ওই মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাদেহীদকে উপবিষ্টদের মহানা প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

ব্যাখ্যা: *শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে মানুষ অলসতা দেখায় এবং এই লক্ষ্যে নিজে নিজের শ্রম এবং অর্জিত সম্পদ ব্যয় না করেন তারা অধার্মিক দুষ্কৃতী। যারা এই লক্ষ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করে এবং আত্মসমর্পণ করে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে তারা সর্বদাই সম্মানিত, পুরস্কৃত হয়ে থাকে।*

[4:96] এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সৃষ্টিতে মানব অস্তিত্বের সাথে পদমর্যাদা, ক্ষমা এবং দয়ার সৃষ্টি প্রমাণ করে আল্লার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা কতটা নিখুঁত। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[4:97] যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে: আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

ব্যাখ্যা: *যারা অত্যাচার এবং অবিচার এবং বিবাদ সৃষ্টি করেছে সমাজে তারা নিজেদের উপরেই অত্যাচার করেছে, তারা অসহায়। তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। মুক্তির আলো এদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এরাই নরকবাসী।*

[4:98] কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোনও উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

ব্যাখ্যা: *মানবসমাজে যারা দুর্বল কিন্তু প্রাকৃতিক আদর্শে আত্মসমর্পিত, সঠিক পথ যাদের জানা নেই তারা মার্জনার অধিকারী এবং অনাদিকাল থেকেই পরমেশ্বর আল্লার প্রকার প্রকৃতিতেই বর্তমান।*

[4:99] অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে সরল এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষেরা ক্ষমার যোগ্য এবং তাদের হাত ধরে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আশা মানব কর্তব্য।*

[4:100] যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়ার আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ শান্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় নিজের অস্তিত্বকে উৎসর্গ করবেন তারাই ধর্মপ্রাণ এবং মহাপরুষ এবং মৃত্যুর পর মানবসমাজ যুগ যুগ ধরে এদের স্মরণ করে থাকে।*

সন্দেশ: পাপের বিরুদ্ধে সর্বময় সংঘর্ষ মানব কর্তব্য। এই আয়েতটি ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয়েছে। আল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিজের স্বদেশভূমি ছেরে চলে যেতে মনে রাখা উচিৎ পরমেশ্বর আল্লাহ দুর্বল নন। মানুষ যা করেন তার প্রতিফল সে নিজেই উপভোগ করে থাকে। আজকের ইন্টারনেটের যুগে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ প্রচারের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। এই আয়েতে দেশত্যাগের অর্থ হল প্রয়োজনাতিরিক্ত লোভ, মোহ, মায়া এবং ঈর্ষার ত্যাগ। ধর্মযুদ্ধে সর্বোপরি ত্যাগই এই আয়েতের মূলকথা।

[4:101] যখন তোমরা কোনও দেশ সফর করো, তখন নামাজে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোনও গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা: *ভ্রমণকালে নিজের প্রার্থনার নিয়মকে শিথিল করা পাপ নয়। পাপীদের দ্বারা (কাফের) অত্যাচারিত হলে আইনের সাহায্যে তার সমাধান করা বাঞ্ছনীয়।*

সন্দেশ: আয়েত অনুসারে প্রশ্ন হল, নমাজের সাথে কাফিরের কি সম্পর্ক? কোরআন সমস্ত কালের জন্য এক আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণ পুস্তক। এই পরিপ্রেক্ষিতে নমাজের অর্থ হল জ্ঞান, মানবতা, অহিংসা, পবিত্রতা, শিক্ষা ও শান্তি এবং পবিত্র প্রেমময় হৃদয়।

[4:102] যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নমাজে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় তন্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নমজ পড়েছি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নমাজ পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনওরূপে অসতর্ক থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোনও গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ব্যাখ্যা: *সত্য ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা পবিত্র মানুষের সহযোগী যাঁরা আছেন তাঁরা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মযুদ্ধ করবেন এবং জ্ঞানই হল যুদ্ধাস্ত্র, পরমেশ্বর আল্লাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ।ঐশ্বরিক জ্ঞানই হল মোক্ষলাভের সঠিক পথ এবং শুধুমাত্র*

জ্ঞান এবং শিক্ষা দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিকে বোঝা সম্ভব, তর্ক দ্বারা নয়। জগতে পরমেশ্বর আল্লাহর কিভাবে কার্যকারণ সংঘটিত হয় এবং জীবাত্মার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কটাই বা কি তা জানার জন্য জ্ঞান এবং শিক্ষার পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরমেশ্বর আল্লাহ নির্গুণ, শাশ্বত ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞানই বুদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জ্ঞানই হল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

সন্দেশ: মানবসমাজে দু ধরনের মানুষ পাওয়া যায়— পবিত্র ও অপবিত্র। মানবসমাজে কর্মবণ্টন প্রাকৃতিক রূপে মানুষের প্রয়োজন।

[4:103] অতঃপর যখন তোমরা নমাজ সম্পন্ন করো, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নমাজ ঠিক করে পড়ো। নিশ্চয় নমাজ মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে সর্বক্ষণ তার প্রতিপালন করাই মানব কর্তব্য এবং বিশেষ কিছু সময় নিজের আত্মমন্থন (নমাজ) করাও মানব কর্তব্য। এই নিয়মে যে প্রতিষ্ঠিত সেই পবিত্র মানুষ (মুসলমান)।*

[4:104] তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনীহা কিংবা উৎসাহহীনতা অযৌক্তিক চিন্তা। পবিত্র মানুষেরা শারীরিক ভাবে সবল হয় আর অপবিত্র মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে দুর্বল। পরমেশ্বর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।*

[4:105] নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান সংবলিত পুস্তকগুলি পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপা এবং মানুষের অনুসন্ধানের ফল। যার সত্যতা অস্বীকার করা মূর্খতা। এই লক্ষে পক্ষপাতিত্ব কিংবা গর্ব্য বোধা করা বর্জনীয়।*

সন্দেশ: জ্ঞানাবণ্টন সমাজকে কুসংস্কার থেকে পরিচ্ছন্ন করে।

[4:106] এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[4:107] যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়।

ব্যাখ্যা: *অপ্রয়োজনীয় বিবাদ বর্জনীয়। উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্যভিচারিতা মহাপাপ।*

[4:108] তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ সম্মত নন। তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

ব্যাখ্যা: *লজ্জা মানুষের ভূষণ। লজ্জাজনক আচরণ মানুষের কাছে গোপন করা যায় কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহর কাছে নয়। অন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করে পরমেশ্বর আল্লাকে অনুভব করা মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। পরমেশ্বর আল্লাহ জ্ঞানময় সর্বজ্ঞ।*

[4:109] শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে?

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে কিছু অনাবিষ্কৃত তথ্য আছে যা আবিষ্কারের প্রয়াস থাকা ভালো কিন্তু এর প্রতি-উত্তর হয় না। অতি বিলাসিতা এবং মোহমায়াকে যারা জীবনের লক্ষ্য মনে করে তাদের পাপ গোপন করার একটি প্রবল প্রবণতা থাকে এবং নিজ সমর্থনে বিভিন্ন রকম যুক্তি প্রদান করে কিন্তু সত্যিকারের বিপদ উপস্থিত হলে প্রকৃতিই সাহায্য প্রদান করে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ। সুতরাং ওঁর প্রকৃতিতে উনি কাউকে ওকালতি করার জন্য সৃষ্টি করেননি। ওকালতি এবং শাস্তি মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

[4:110] যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।

ব্যাখ্যা: *অসৎকর্মের অনুভব করলে এবং এই কাজ দ্বিতীয়বার না করার প্রতিজ্ঞা করলে সে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী কিন্তু এমন কিছু অসৎ কাজ আছে যার কোনও ক্ষমা হয় না। সেক্ষেত্রে তাদের শাস্তি পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত ও মানবসমাজে নির্ধারিত করা আছে।*

সন্দেশ: বজ্রকঠিন নিষ্ঠুর হৃদয় মানুষদের কোনও ক্ষমা নেই।

[4:111] যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্ম তার নিজের জন্যই। অমঙ্গল তাকে তা ভোগ করতেই হবে।*

[4:112] যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোনও নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ।

ব্যাখ্যা: *নিজের পাপকে লুকোনোর জন্য যারা অন্যের উপর দোষারোপ ও মিথ্যাবাদ দিয়ে থাকে তারা মহাপাপী।*

[4:113] যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকে এবং আপনার কোনও অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষদের উপরে আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে অশান্ত হয়ে যেত। পরমেশ্বর আল্লাহ তাঁর নিজের যোগমায়া বলে মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন, যাতে মানুষের সুখশান্তির জীবন প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ শান্তিময়।*

[4:114] তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভালো নয়; কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দানখয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনকল্পে করত তা

স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সৎকাজে এবং বিবাদের মীমাংসাতে সমাজকে উৎসাহ দান করে থাকে। এই মানুষেরা সমাজে পুরস্কৃত হয়ে থাকে।*

[4:115] যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওইদিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নমে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।

ব্যাখ্যা: *সত্য সর্বদাই প্রকাশিত। যারা এর বিরোধিতা করে তারা পক্ষান্তরে নিজেকেই ঠকায়, নরকের আস্বাদন ভোগ করে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ ও তাঁর অবতারগণের আদর্শ হল শান্তি, শিক্ষা, মানবতা, অহিংসার জ্ঞান।

[4:116] নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর এই আদর্শকে যারা অস্বীকার করে তারা শিরক করে (মহাপাপ)। এর কোনও ক্ষমা নেই।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা মহাপাপ। যারা এই আদর্শের বিরুদ্ধে পাপ আদর্শকে নিজের লক্ষ্য মনে করে তারা অবশ্যই শিরক করে। তারা ঘোরতর ভ্রান্তিতে রয়েছে।

[4:117] তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ ছেড়ে যে পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, ভোগী এবং চরম নারী আসক্তিকে ভোগে তারা পাপী।*

সন্দেশ: অনিয়ন্ত্রিত যৌনসম্ভোগ ব্যভিচার। বিকারগ্রস্ত মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে।

[4:118] যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর অভিসম্পাত এই ধরনের মানুষেরা ভোগ করে থাকে। অশান্ত জীবন এদেরকে শান্তি পেতে দেয় না।*

[4:119] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষদের মনে মিথ্যা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়, পশুর মতো আচরণ করে এবং প্রকৃতি এদের শাস্তি প্রদান করে। এরা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ ছেড়ে পাপ আদর্শে চলে।*

[4:120] সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়।

ব্যাখ্যা: *অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রলোভন যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করে থাকে তারা অবশ্যই ভ্রান্ত।*

সন্দেশ: অপবিত্র বিবেক মানুষকে শুধুমাত্র বিভ্রান্তই করে না, সাথে সাথে ক্ষণিকের সুখ প্রদান করে তাকে অশান্তির আগুনে ঠেলে দেয়।

[4:121] তাদের বাসস্থান জাহান্নম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষদের পরিণতি অশান্তির নরক। কর্মফল থেকে কেউ বাঁচতে পারে না।*

[4:122] যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র এবং সৎকর্মশীল তারা শান্তির স্বর্গে বাস করেন। নদনদীর মতো উপকারী এবং শীতল তাদের জীবনের প্রবাহিত হয় এটিই প্রাকৃতিক সংকল্প এবং খাঁটি।*

[4:123] তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনও সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না,

ব্যাখ্যা: *পাপী মানুষদের কর্মফল হেতু যে প্রতিফল তারা পেয়ে থাকে তা প্রকৃতিতে এক নির্দর্শন। তারা বোঝে না প্রকৃতিই তাদের সর্বময় বন্ধু এবং সহায়ক।*

সন্দেশ: এই সুরাতেই এই আয়েত সংখ্যা ১১০-এ বলা হয়েছে, পবিত্র হৃদয়ে যাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁদের আল্লাহ ক্ষমা প্রদান করে থাকেন। এই আয়েতটিতে অপবিত্র ফলের প্রতিফল নিশ্চিত করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় এবং প্রমাণিত হয় পাপ এবং ভুলের পার্থক্য। মানুষ এবং তার সমাজে বর্জনীয় জেনেও যে ভুল বারবার করা হয় তা পাপ, তার কোনও ক্ষমা নেই এবং অজ্ঞানতায় যদি কোনও ভুল করে থাকে এবং পবিত্র হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তা নিশ্চিতরূপে ক্ষমাযোগ্য।

[4:124] যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনও সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জন্নতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।

ব্যাখ্যা: পুরুষ হোক বা নারী সমস্ত মানুষের জন্যই কর্মফল নির্দিষ্ট এবং সমান। সৎ এবং পবিত্র মানুষকে আরবি ভাষায় ইমানদার বলা হয়। প্রকৃতিতে সামান্যতম অবিচারের জায়গা নেই।

[4:125] যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা: *যাঁরা পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতির আদর্শে সামনে আত্মসমর্পণ করেন এবং সৎ কাজ করেন ও সরলতার সাথে জীবনযাপন করেন তারা সকলেই অবতার*

ইব্রাহিমের আদর্শের অনুগামি। অবতার ইব্রাহিম সত্যের প্রকাশে প্রকাশিত ছিলেন তাই তিনি প্রকৃতিবান্ধব ঈশ্বরপ্রেমী।

[4:126] যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর মুষ্টিবলয়ে।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সমস্ত তথ্যই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং এই শক্তির আয়ত্তাধীন।*

[4:127] তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন: আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পট করে শোনানো হয়, তা ওইসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান করো না অথচ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখো। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাকো। তোমরা যা ভালো কাজ করবে, তা আল্লাহ জানেন।

ব্যাখ্যা: *বিবাহক্ষেত্রে সর্বদাই বিবাহ করা উচিৎ বিত্তশালী হলে অসহায় মানুষেরা সঙ্গে। সমস্ত ত্তিশালী মানুষদের উচিৎ জীবনসঙ্গী হিসাবে অনাথ এবং অসহায় মানুষদের গ্রহণ করা। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হওয়া বর্জনীয়।*

সন্দেশ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অসুন্দর নারীকে কোনও পুরুষই বিবাহ করতে চান না— এটি অন্যায়। বিবাহক্ষেত্রে সর্বদাই সুন্দর চেহারার মানুষেরা অগ্রগণ্য হয় কিন্তু কেন? মানুষের পরিচয় রূপে না গুণে?

[4:128] যদি কোনও নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে পরস্পর কোনও মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোনও গোনাহ্যা নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ করো এবং খোদাভীরু হও, তবে, আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা: *নারীর অধিকার আছে উদ্ধত এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে বর্জন করা। আপষ করাই উত্তম যদি পুরুষ পবিত্রা পথ অবলম্বন করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংযম এবং সমান অধিকার বাঞ্ছনীয়। অঙ্গীকার এবং সম্মান একে অপরের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে।*

সন্দেশ: লোভ, মায়া, মমতা এই সব চরিত্রই প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের সাথে উপস্থিত। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে পবিত্রতা এবং সৎপথে পরিচালিত করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য।

[4:129] তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পোড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখো দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন করো এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *একাধিক পত্নী রাখা বর্জনীয়। কোনও পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয় একাধিক নারীকে সমান অধিকার দেওয়া।*

সন্দেশ: মুসলমানদের মধ্যে পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। এই আয়েত দ্বারা তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার সমান। সেক্ষেত্রে নারীদের যখন বহুবিবাহের অনুমতি নেই তাহলে নিশ্চিতরূপে পুরুষেরাও এই নিয়মের অধিনে পড়ে।

[4:130] যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।*

সন্দেশ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে থাকে।

[4:131] আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে সবই আল্লাহর। বস্তুত আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাকো আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মানো, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহা তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে। আর আল্লাহ হচ্ছেন অভাবহীন প্রশংসিত।

ব্যাখ্যা: *মহাকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কালচক্রে সমস্ত ধর্মপুস্তক এবং বিজ্ঞান এর প্রমাণ দিয়েছে। পারমাণবিক শক্তি দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।*

[4:132] আর আল্লাহরই জন্যে সে সব কিছু যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সমস্ত কিছুই এই শক্তির আয়ত্তাধীন।*

সন্দেশ: উপনিষদে দ্বিতীয় বরলির সূচনাতে বলা আছে "সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম"। এর অর্থ হল, ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত তথ্যকে বিস্তার করে। প্রাণময়, বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা পৃথিবীর সব কিছু পরিচালিত।

[4:133] হে মানবকুল, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুত আল্লাহর সে ক্ষমতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ, তোমাদের বোঝা উচিৎ ঐশ্বরিক শক্তির ইচ্ছায় তুমি সৃষ্ট এবং তোমার বিনাশও এই শক্তি দ্বারাই সংঘটিত হবে। এই শক্তি একক শক্তিমান ও ক্ষমতাবান।*

[4:134] যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং সততার সাথে যারা জীবন অতিবাহিত করে তাদের জীবন, সুখ ও শান্তিময়। পরমেশ্বর আল্লাহ শ্রোতা এবং দ্রষ্টা।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ হলেন সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

[4:135] হে ইমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কোরো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই ন্যায়ের প্রতি সুদৃঢ় এবং সাক্ষ্যদান করে থাকে। কখনোই নিকট*

আত্মীয় দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত তথ্যেরই অভিভাবক। ন্যায়কে মিথ্যা দ্বারা প্রভাবিত করা মহাপাপ।

[4:136] হে ইমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা: হে পবিত্র মানুষ, তোমরা সমস্ত রকমের জ্ঞান সংবলিত পুস্তকের অধ্যায়ন করো এবং তার উপর বিশ্বাস রাখো। (এই সমস্ত পুস্তকের লেখক প্রাকৃতিক ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য যার সত্যতা অনস্বীকার্য।) যারা সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহ, তার প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক পুস্তক অস্বীকার করে তারা নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তির চরম পর্যায়ে নিমজ্জিত।

[4:137] যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারও কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতির ওপর বিশ্বাস যার টলমল, যারা সময় সময় নিজের আদর্শের পরিবর্তন ঘটায় নিজের উদ্দেশ্যেপূর্তির জন্য তারা কখনোই সমাজ এবং প্রকৃতিতে ক্ষমিত হয় না। এরা ভণিতা এবং প্রতারণা করে সমাজ এবং নিজের সাথে।*

[4:138] সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষকেই আরবি ভাষায় 'মুনাফেক' বলে। এদের বিবেক এদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করে।*

[4:139] যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র মানুষদের ছেড়ে অপবিত্র মানুষদের সমর্থনে নিজের অস্তিত্বকে কলুষিত করে তারা কখনোই সম্মানিত হয় না অর্থাৎ নিজের আবেগের বশবর্তী হয়ে যারা এ কাজ করে থাকে তারা অপমানিত হয় এবং অশান্ত জীবন প্রাপ্ত করে।*

[4:140] আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়েতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ দোজখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।

ব্যাখ্যা: সমস্ত পবিত্র পুস্তকই নির্দেশ প্রদান করে অপবিত্র এবং পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ

করার (কুফয়ী), যে সকল মানুষ পবিত্র এবং নিষ্পাপ চরিত্রের তামাশা করা পছন্দ করে তাদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। পবিত্র মানুষের অস্তিত্ব কখনোই পাপ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মুনাফেক (কাফের) এই সমস্ত শব্দ মানুষের অপবিত্র চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে। যারা অপবিত্র পাপী তারা সবসময় অশান্তির জীবন অতিবাহিত করে।

[4:141] এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোনও বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি ? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

ব্যাখ্যা: *হার-জিত সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিগত ইচ্ছা। প্রকৃতিতে সব মানুষের অধিকার সমান হলেও বুদ্ধিমত্তা এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈষম্য বর্তমান যার ফলে মানুষ বৈচিত্রময় জীবন প্রাপ্ত করে থাকে, বিচার এবং তার ফল প্রকৃতিতে কখনোই অবিবেচিত হয় না।*

[4:142] অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নমাজে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

ব্যাখ্যা: *যারা ভণিতা করে পবিত্র মানুষের সাথে এবং নিজের অপবিত্র চরিত্রকে পবিত্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং পবিত্র কাজ (নমাজ)-এ অলসতা দেখায়। যা করে তার থেকে অধিক গুণ প্রদর্শন করে তারা পাপী। এরা নিজেরাই নিজেদেরকে ঠকায়।*

[4:143] এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। বস্তুত যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোনও পথই পাবে না কোথাও।

ব্যাখ্যা: *দোদুল্যমান অস্তিত্বের মানুষ সর্বদাই পথভ্রষ্ট। এ ধরনের মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।*

[4:144] হে ইমানদারগণ ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা এমন করে কি আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে নিজের উপর ?

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ ! তোমরা অপবিত্রতা এবং পাপের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। প্রাকৃতিক সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করাই শ্রেয়।*

সন্দেশ: বন্ধুত্ব মানববন্ধনের সব থেকে বড়ো পথ যার দ্বারা মানুষ একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে সমাজের সৃষ্টি করেছে। এই আয়েতের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অপবিত্র এবং পাপকে নিজের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত না করা।

[4:145] নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোনও সাহায্যকারী কখনও পাবে না।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতীরা সর্বদাই নিম্নমানের জীবনযাপন করে থাকে যা অত্যন্ত অশান্তিকর ও অস্বস্তিকর।*

[4:146] অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ শীঘ্রই ইমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন।

ব্যাখ্যা: *যারা অপবিত্র পাপকাজকে বর্জন করে দৃঢ় ভাবে পবিত্র এবং পূর্ণ কাজের সংকল্প করে তারা অবশ্যই শান্তিপ্রাপ্ত। এটাই তাদের কার্যফল।*

[4:147] তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *যারা কৃতজ্ঞ এবং পবিত্র তাদেরকে প্রাকৃতিক শাস্তি স্পর্শ করে না। অনুগ্রাহী, দয়ালু পরমেশ্বর আল্লাহ মহান।*

[4:148] আল্লাহ কোনও মন্দ বিষয়ে মত প্রকাশ করা পছন্দ করে না। তবে কারও প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *একে অপরের প্রতি দোষারোপ এবং মিথ্যাচার অন্যায় এবং অপবিত্র। প্রকৃতিতে সমস্ত ব্যক্তি স্বতন্ত্র।*

[4:149] তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্য ভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী।

ব্যাখ্যা: *সর্বাধিক উত্তম হল সৎ ব্যবহার। অপরকে মনঃকষ্ট দেওয়া মহাপাপ। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।*

[4:150] যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনও পথ অবলম্বন করতে চায়।

ব্যাখ্যা: *যারা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি এবং তাঁর সৃষ্ট অবতারগণের আদর্শের বিরোধিতা করে এবং উল্লঙ্ঘন করে এবং অবতারগণের আদর্শকে বিভাজিত করার চেষ্টা করে তারা অপবিত্র পাপী।*

[4:151] প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আদর্শকে বিভাজিত করে তাদের নামে সম্প্রদায় সৃষ্ট করে মানব সম্প্রদায়কে বিভাজন করা মহাপাপ এবং এর কোনও ক্ষমা নেই।*

[4:152] আর যারা ইমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ইমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *যারা অবতারগণের আদর্শে পার্থক্য সৃষ্টি করে না, সমগ্র মানবজাতিকে একই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই পবিত্র মানব। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[4:153] আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মুসার কাছে এর চেয়েও বড়ো জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনি ভাবে আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম।

ব্যাখ্যা: *যারা অবতারগণ এবং তাঁদের আদর্শ উপলব্ধি করার পরেও কুসংস্কারে ডুবে যায় অদৃশ্য শক্তি এবং তার রূপান্তরের তথ্যকে অস্বীকার করে অযৌক্তিক ভ্রান্ত ধারণাকে জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করে পবিত্রকে কুসংস্কার দ্বারা কলুসিত করে (গরু) তারা ভ্রান্ত। অবতার মুসাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রকৃতি এই তথ্য প্রদান করেছিল।*

[4:154] আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোকো। আর বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালঙ্ঘন কোরো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি মানবের জন্য পাহাড়সম (তুর), স্বইচ্ছায় পবিত্রতার এবং শান্তির দ্বারে প্রবেশ করাই মানব কর্তব্য। সপ্তাহে ছয় দিন কর্মব্যস্ততার পর যখন শনিবার আসে তখন মানুষ পবিত্রতার সাথে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এক্ষেত্রে সীমা উল্লঙ্ঘন করা কখনোই উচিৎ না।*

[4:155] অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকারভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ইমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

ব্যাখ্যা: *সীমালঙ্ঘনকারীরা অভিশপ্ত জীবন যাপন করে থাকে। যারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং সৃষ্ট সামাজিক পদ্ধতির আদর্শকে অস্বীকার করে তারাই অন্যায় ভাবে অবতারগণের আদর্শকে হত্যা করে থাকে। কাফেরগণ নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে কিন্তু না এটা তাদের ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক ধারণা। এই ভ্রান্ত ধারণাই অপবিত্র মানুষদের মৃত বিবেককে অশান্তির আগুন দ্বারা কষ্ট প্রদান করে থাকে।*

সন্দেশ: ঐশ্বরিক সত্যের থেকে অনেক দূরে গিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-বিচারকে যারা ধর্ম বলে মনে করে তারা বিভ্রান্ত। অবতারগণকে এবং প্রণোদিত আদর্শকে যারা বিভাজিত করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে তারা দুষ্কৃতী।

[4:156] আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মরিয়ামকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল।*

[4:157] আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না

শূলিতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানারকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনও খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।

ব্যাখ্যা: *অবতার ঈসাকে হত্যা করলেও বিভ্রান্ত লোকেরা তাঁর আদর্শকে সমাজ থেকে মুছে দিতে পারেনি। অজ্ঞানী এবং দুষ্কৃতী মানুষরা সর্বদাই সত্যকে মুছে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু বিফল হয়।*

[4:158] বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি শান্তি দ্বারা পুরস্কৃত করে পবিত্র মানুষদের। আল্লাহ পরাক্রান্ত এবং জ্ঞানী।*

[4:159] *আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ইমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।*

ব্যাখ্যা: *মানব বিবেক অপবিত্র মানুষকেও পবিত্র পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করে। মৃত্যুর পূর্বে কোনও না কোনও সময় অপবিত্র মানুষ তা অনুভব করে থাকে।*

[4:160] বস্তুত ইহুদিদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল— তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধাদানের দরুন।

ব্যাখ্যা: *কিছু কিছু পাপী যারা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রদত্ত উত্তম বস্তুকে নিজের পাপকর্মের হাতিয়ার বানিয়েছিল এবং তার অপব্যবহারে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে আজ তা বর্জনীয়।*

সন্দেশ: ইসলামিক আদর্শ অনুযায়ী পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ মানুষের কুচরিত্র দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোনও তথ্য একবার হালাল আর একবার হারাম কখনোই সম্ভব নয়। এই আয়েতটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির অপব্যবহার বন্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত পারমাণবিক জ্ঞান কখনোই পারমাণবিক বোমায় পরিবর্তন করা সঠিক নয় এবং পুরোপুরি বর্জনীয়ও বটে।

[4:161] আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায় ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *অপরের দুর্বলতা এবং সরলতাকে হাতিয়ার করে মুনাফা অর্জন করা সুদ যা সর্বক্ষেত্রে সর্বরূপে বর্জনীয়। যারা এ কাজ করে অপবিত্র কাফের ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাদের উপর বর্তমান।*

[4:162] কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ইমানদার, তারা তা-ও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নমাজে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা জাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কিয়ামতো আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করব মহাপুণ্য।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র এবং সত্য জ্ঞানের আদর্শ দ্বারা সমাজকে শিক্ষিত করে তোলে তারা অবশ্যই পুণ্যের কাজ করে থাকে, বিশ্বাস রাখে সমস্ত জ্ঞান সংবলিত পুস্তকের উপরে। প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, শান্তি, অহিংসার (নমাজ) আদর্শকে গ্রহণ করে যারা জীবনযাপন করে এবং সামাজিক সুরক্ষাকল্পে সরকারকে কর প্রদান করে (জাকাত) মৃত্যুর সত্যতা উপলব্ধি করে অন্যায় ভাবে ধনসম্পদ একত্রিত না করে তাদের জন্য প্রকৃতিতে রয়েছে মহাপুরস্কার।*

[4:163] আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলেন নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাইল, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।

ব্যাখ্যা: *মানবাজাতির মধ্যেই কিছু মানুষ আছেন যাঁরা প্রাকৃতিক সত্য আবিষ্কারের সৌভাগ্য প্রাপ্ত করেছেন (অহি)। উদাহরণস্বরূপ অবতার নূহ এবং তাঁর পরবর্তী অবতারগণ ইসমাইল, ইয়াকুব, ইসাক এবং ইয়াকুবের বংশধর ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সুলেমান এবং অবতার দাউদর জেবুর মালক ধর্মপুস্তকের প্রাপ্তি ঘটেছিল।*

[4:164] এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি।

ব্যাখ্যা: *এছাড়াও পররেমশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে আরও অনেক অবতার পৃথিবীতে ছিলেন যাদের উদাহরণ এই পুস্তকে বর্ণিত হয়নি। পরমেশ্বর আল্লাহকে অবতার মুসা অনুভব (সাক্ষাৎ) করতে পেরেছিলেন।*

সন্দেশ: ভ্রান্ত ধারণা হল, কিছু লোক মনে করে কুরআনে যে সকল অবতারের নাম রয়েছে শুধুমাত্র তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা মুসলমানের কর্তব্য। এ আয়েতটি এই তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করে।

[4:165] সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনও অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিক সত্য হল, অবতারগণের মাধ্যমে পবিত্র এবং সৎপথ প্রচারিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তা পালনের ক্ষেত্রে মানুষের কোনও অভিযোগ কিংবা অজুহাত থাকা উচিৎ নয়। পরমেশ্বর আল্লাহ প্রভাবশালী এবং কৌশলী।*

[4:166] আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *মানুষের চরিত্রের সব থেকে বেশি সাক্ষ্যদান করে থাকে প্রকৃতি এবং মানব চরিত্রের মূল্যায়ন হয় জ্ঞান সংবলিত পুস্তক দ্বারা।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর পারমাণবিক শক্তি দ্বারাই সৃষ্টির সব কিছু পরিচালিত হয়। এই তথ্যই একমাত্র তথ্য যা প্রমাণ করে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে কোনও কিছুই গোপনীয় নয়।

[4:167] যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী মানুষ (কাফের) সর্বদাই সৎপথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।*

[4:168] যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না।

ব্যাখ্যা: *যারা অসৎপথ অবলম্বন করেছে এবং অত্যাচার করেছে, মানবিকতার আদর্শকে ধ্বংস করেছে তারা কখনোই ক্ষমিত হয় না।*

[4:169] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নমের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী অত্যাচারী মানুষ অশান্তির নরকে চিরস্থায়ী হয়।*

[4:170] হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে না-ও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মানো, জেনে রাখো আসমানসমূহে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সে সব কিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানব! তোমরা বিশ্বাস রাখো অবতারগণের আদর্শে যা পরম সত্য এবং কল্যাণকর। অসৎপথ অবলম্বন করলে তা অবশ্যই অশান্তিকর ও অস্বস্তিকর। পরমেশ্বর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।*

[4:171] হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সংগত বিষয় ছাড়া কোনও কথা বোলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম-পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূপ তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বোলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে, সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই অনুশাসিত হয়ে থাকে এবং সীমা লঙ্ঘন করে না, এরা কখনোই পরমেশ্বর আল্লাহর অদৃশ্য অস্তিত্বকে মিথ্যা দ্বারা কলুষিত করে না। মরিয়ম-পুত্র ঈসাও এক অবতার ছিলেন, পরমেশ্বর আল্লাহর বাণী ও প্রাকৃতিক আদর্শ প্রচার করতেন। এই কারণেই পবিত্র মানুষ সর্বদাই সমস্ত অবতারের আদর্শকে বিশ্বাস করে। কাউকে ছোটো কিংবা বড়ো প্রমাণ করে না। সমস্ত সৃষ্টির উৎস*

হচ্ছে পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক শক্তি। প্রাণী যেভাবে বংশ বৃদ্ধি করে, তার সাথে এই সৃষ্টির কোনও মিল নেই। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে সমস্ত সৃষ্টি তার শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।

[4:172] মসীহা আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোনও লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাজে সমবেত করবেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লার আদর্শ পালনে পবিত্র মানুষ লজ্জা বোধ করে না যা শান্তির এবং গর্বের।*

[4:173] অতঃপর যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জা বোধ করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোনও সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে যাঁরা সৎ কাজ করে থাকেন তাঁদের কর্মফল শান্তিদায়ক হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ যে জগতের কারণ ও উৎস তা শুধুমাত্র সত্য উপলব্ধি দ্বারাই অনুভব হয়, অনুমান দ্বারা নয়। বিশুদ্ধ চৈতন্যের মানুষ অমায়িক যা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ক্রিয়া মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। ক্রিয়া দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয়। সৎকর্মই মানুষের সঠিক এবং শান্তির পথ।*

[4:174] হে মানবকুল ! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর জ্যোতি দ্বারা মানবের অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেই অস্তিত্বকে পবিত্র বিবেক দ্বারা সংঘটিত করা হয়েছে। মানব চৈতন্যসত্তাই মানবকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে থাকে।*

[4:175] অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মতো সরল পথে তুলে দেবেন।

ব্যাখ্যা: *আনন্দময়, বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ যারা অবলম্বন করে তারা অবশ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে লীন হয়ে যায়। চৈতন্যময়া সত্তাই হল পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শপ্রাপ্তির সর্বোত্তম পথ।*

[4:176] মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন, যদি কোনও পুরুষ মারা যায় এবং তার কোনও সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ, পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শে তার শান্তির স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এবং এটিই সঠিক পথ। মানুষ অনাথ এবং দুর্বল লোকেদের সম্পর্কে ভাবে তাদের কষ্ট এবং অসহায়তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কি না। অনাথ এবং দুর্বলদের অর্জিত ধনসম্পদ কখনোই অন্যায় ভাবে অধিগ্রহণ করা উচিৎ নয়।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর পারমাণবিক শক্তি বড়োই জটিল যার দ্বারা মানব সৃষ্টি হয়েছে। এই শক্তির দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত। এই জ্যোতির বিশেষণ হল মানবের সৎ চরিত্র। এই সৎ চরিত্র দ্বারাই মানব পরমেশ্বর আল্লাহর জ্যোতির উপাসনা করে থাকে।

আল মিইয়দা
(MAEDA)

সুরা-আল মাইদহ আয়েত- ১২০ রুকু- ১৬

[5:1] মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে কোরো না! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।

ব্যাখ্যা: হে পবিত্র মানুষ, তোমাদের কর্তব্য অঙ্গীকার পূর্ণ করা। জীবন-জীবিকার জন্য চতুষ্পদ প্রাণীর সঠিক ব্যবহার মানুষের জন্য বৈধ যা মানুষের প্রয়োজন। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির অন্তর্বর্তী হয়ে সমস্ত প্রাণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করান।

সন্দেশ: প্রদীপ যেমন নিজের শরীরে বর্তমান থেকে অনুরূপ বহু প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে, ঠিক তেমনি সংযমী, সৎ, পবিত্র মানুষ নিজের অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে বহু মানুষকে সঠিক পথে আনতে পারে।

[5:2] হে মুমিনগণ! হালাল মনে কোরো না আল্লাহর নিদর্শসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কোরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ওইসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ওইসব লোককে যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আসো, তখন শিকার করো। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যেরা সহায়তা কোরো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

ব্যাখ্যা: হে পবিত্র মানব! পবিত্রতার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ব্যবহার অন্যায় নয়।

সন্দেশ: পবিত্র কর্মের দ্বারা পবিত্র উপাসনা সংঘটিত হয়ে থাকে।

[5:3] তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিঙের আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবাই করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্যানির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় কোরো না বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোনও গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা: *ঈশ্বরের আশীর্বাদে মানুষ ও জাতি বিভিন্ন বৈচিত্রময় সুখাদ্য প্রাপ্তি করেছে। খাদ্যবস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলবায়ু ও নিজের সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। নিজের শরীর, স্বাস্থ্য অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। মানুষের পরিপাক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য ভোজনের অনুকূল। মানুষ আমিষ খায় সঠিক পদ্ধতিতে রান্না করে। লাল বর্ণের মাংস ভোজনের ক্ষেত্রে আবহাওয়া, পরিবেশ এবং নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। পশুর মাংস ভোজনের পূর্বে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। রোগগ্রস্ত পশুর মাংস সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। শূকরের মাংস অধিক ভোজনে মানুষের দেহে ফিতাকৃমির সৃষ্টি হয় যা ক্ষতিকারক। গরুর মাংস, শূকরের মাংস কখনও কখনও ক্যানসারের জীবাণু বহন করে।*

[5:4] তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান করো শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ওই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা: *খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হলে অবশ্যই তার উত্তর হল, সুস্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য খাদ্য (হালাল) গ্রহণীয়। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে সব কিছুই পবিত্র। বৈচিত্রময় প্রকৃতি খাদ্যের বৈচিত্র আস্বাদনের জন্য মানবকে জিহ্বা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে ও প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের আহরণ বর্জনীয় (হারাম)।*

সন্দেশ: কোরআন শরীফে আদর্শ অনুযায়ী পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বর আল্লাহর। পরমেশ্বর আল্লাই মহাবিশ্বের কারণ। পরমেশ্বর আল্লা প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারাই মানুষের মোক্ষলাভ হয়। একমাত্র স্বাস্থ্যে এবং জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রকৃতিকে জানা সম্ভব, তর্কের দ্বারা নয়। জীবাত্মার সাথে পরমেশ্বর আল্লাহর কি সম্পর্ক তা উপলব্ধি করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য। পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের বিভিন্ন কারণ আছে তা অবশ্যই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মায়া সৃষ্ট পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। যদিও বা অধিকার প্রদান করা হয়েছে অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার। বিশেষ কোনও বস্তুর উপরে পরমেশ্বর আল্লাহর নাম প্রদান করা মূর্খতা, যখন পৃথিবীর সবটাই ওঁর সৃষ্ট ও ওঁর দ্বারা পরিচালিত। ধর্মীয় আদর্শ অনুযায়ী পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, অহিংস ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতাই হল ইসলাম। মানুষের মঙ্গলের জন্যই পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি করেছেন।

[5:5] আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মেহরানা প্রদান করো তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত

প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্নরকম খাদ্যাভ্যাসের অধিকারী। বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। খাদ্যাভ্যাস মানুষের একান্ত নিজস্ব বিষয়, এক্ষেত্রে সমালোচনা বর্জনীয়। এই আয়েতে বলা হয়েছে ইসলামের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের খাদ্যগুলি মুসলমানদের জন্য হালাল। খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা নিজেদের ধার্মিক অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন করে থাকে এবং শূকরের মাংসও গ্রহণ করে থাকে। শুধুমাত্র সনাতন ধর্ম ও ইসলামে এই দুটি বর্জনীয় এবং এটি প্রাকৃতিক বিধান। যে শারীরিক মিলনে প্রেম, বিশ্বাস ও সম্মান থাকে না তা পুরোপুরি হারাম ও অবৈধ। একে ব্যভিচার বলা হয়।*

খাদ্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত সঠিক খাদ্য গ্রহণ করাই হালাল।

[5:6] হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নমাজের জন্যে ওঠো, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং পদযুগলগিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ণ হও, অথবা প্রবাসে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসো অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুমা করে নাও— অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেলো। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান— যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

ব্যাখ্যা: *শারীরিক পবিত্রতা বজায় রেখে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা উচিৎ যাতে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়।*

সন্দেশ: এই আয়েতটিতে 'তাইয়াম্মুম' নামক প্রথার বর্ণনা আছে। এই প্রথা হল, যখন এবং যেখানে জল পাওয়া যায় না কিংবা জলের স্বল্পতা আছে সেখানে মৃত্তিকা দ্বারা হাত, পা এবং মুখ ধৌত করার প্রথা। প্রশ্ন হল, এই প্রথা দ্বারা কি সত্যি সত্যি নিজেকে পবিষ্কার করা যায়? এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রথা যার ফলে মানুষ একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বর আল্লাহর আরাধনায় ব্রত হতে পারে। নোংরা শরীর মানুষকে বিচলিত করে।

[5:7] তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওই অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে: আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা: *মানুষের স্মরণ করা উচিৎ, পবিত্র আল্লাহর প্রকৃতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকা সহজ ও সরল করা হয়েছে। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী।*

[5:8] হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনও সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কোরো না। সুবিধার করো এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ! পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং প্রকৃতিতে দৃঢ়তার সাথে এবং অবিচল ভাবে গ্রহণ করো। অপবিত্রতা কখনোই পবিত্র মানুষকে বিচলিত করে না। সংযম এবং সুবিচার পবিত্র মানুষের কর্তব্য। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।*

[5:9] যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎকর্মশীল মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।*

[5:10] যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা দোজখী।

ব্যাখ্যা: *যারা পরমেশ্বর আল্লাহর সুব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার প্রয়াস করে তারা পাপী (কাফের) তারা সর্বদাই অশান্তির নরকে বিরাজমান।*

[5:11] হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করেছিলেন। আল্লাহকে ভয় করো এবং মুমিনদেরা আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ! পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ এবং ওঁর প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করো। ওঁর সাহায্য সমস্তরকম চক্রান্তকে বিনাশ করে, ওঁর বিধানে ভরসা করো।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ চৈতন্যস্বরূপ। আল্লাহ সর্বব্যাপী। মানবসমাজে পাপের বৃদ্ধি শান্তিকামী মানুষদের চিন্তার বিষয় এটি স্বাভাবিক। মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং অধিকারের একটি সীমা আছে। অসীমত্ব মানুষ প্রাপ্ত করেনি। পরমেশ্বর আল্লাহ হতে সৃষ্ট জগৎ সত্য। ভক্তি এবং সেবাই মুক্তিলাভের সর্বোত্তম পন্থা যা সঠিক জ্ঞান দ্বারা অর্জন করতে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ই সীমিত, সেই কারণেই অসীম, অনন্ত, অজয় পরমেশ্বর আল্লাহর পরিচয় সীমিত। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, আয়ত্ত করা যায় না। পরমেশ্বর আল্লাহ অনুপম এবং অদ্বিতীয়, তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা কিংবা নাম প্রদান করা মানুষের কল্পনামাত্র।

[5:12] আল্লাহ বণী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্যে থেকে বারোজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেন: আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নমাচ প্রতিষ্ঠিত করো, যাকাত দিতে থাকো, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখো, তাঁদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাকো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিত সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েলের বংশধর পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা শৃঙ্খালাবদ্ধ ছিল তবুও তাদের মধ্যে বারো (১২) রকমের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও শিক্ষা দ্বারা নিজেকে অনুশাসিত করেছিলেন। পরমেশ্বর আল্লাহ সব কিছুর মূলসত্তা উনি অদ্বিতীয়, সেই কারণেই ওঁর ব্যতিরিক্ত কোনও কিছু সম্ভব নয়। সমস্ত তথ্যই অভিন্ন এবং অদ্বিতীয়। অজ্ঞানতাই বিবর্তিত বিতর্কের সৃষ্টি করে।*

বিতর্ক শুধুমাত্র ভ্রান্তি। মানবসমাজ প্রাকৃতিকরূপে পরিশোধিত হয়। অবাধ্য মানুষকে বাধ্য করাও প্রকৃতির কাজ। পবিত্র মানুষ সর্বদাই সমাজের উন্নতিকল্পে সরকারকে কর প্রদান করে থাকে, এতে ফাঁকি দেয় না। পবিত্রতাতেই প্রাপ্তি এবং শান্তি।

[5:13] অতএব, তাদের অঙ্গীকারভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোনও না কোনও প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির সাথে মানুষের যে অঙ্গীকার তা হল প্রেম, ভ্রাতৃত্য, মানবতা, অহিংসা ও শিক্ষা। অঙ্গীকারভঙ্গকারীরা অভিসম্পাতিত হয়, তাদের অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়। এরা পাপী। এরা সমাজের মূল আদর্শকে বিকৃতরূপো গ্রহণ করে থাকে, বিশ্বাসঘাতকতাই এদের সংকল্প। এদের উপেক্ষা করাই পবিত্র মানুষদের জন্য মঙ্গলকর। পবিত্র মানুষ সদাচারী হয়।*

[5:14] যারা বলে আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কিয়ামত পর্যন্ত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

ব্যাখ্যা: *খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু লোক ছিল যারা প্রাকৃতিক অঙ্গীকারের উল্লঙ্ঘন করেছিল। মানববন্ধন পরমেশ্বর আল্লার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শের কিছু অংশ গ্রহণ করে বাকি অংশকে বর্জন করাই মতভেদের মূল কারণ।*

সন্দেশ: ১। এই আয়েতে খ্রিস্টানদের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। এটিও বলা হয়েছে, খ্রিস্টানরা পরমেশ্বর আল্লাহর অঙ্গীকারের কিছুটা অংশ ভুলে যায়। প্রশ্ন হল, পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং উপদেশ কি এতটাই দুর্বল যে খ্রিস্টানরা একে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল? যেখানে বলা হয়ে থাকে আল্লার নিয়ম এবং আদর্শ পরিবর্তনশীল নয় কখনোই।

২। যখন পরমেশ্বর আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, প্রলয়ের দিন পর্যন্ত এদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণার ভাব বর্তমান থাকবে— এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়েতটির অর্থ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৩। বর্তমান ইসলামী ব্যাখ্যা অনুসারে যদি এই আয়েতটি খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট দুই সম্প্রদায়ের প্রতি বলা হয়ে থাকে তাহলে আজকেরা দিনে দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ দূরীভূত হয়েছে তখন এই আয়াতটির ব্যাখ্যা কি হিসাবে হবে?

৪। এই ধরনের মতভেদের দ্বারা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ইসলামেরও হয়েছে আজ ইসলামের সম্প্রদায়িকতা এতটাই প্রবল যার ফলে ইসলাম মতভেদের আধারে ১০০-র উপর

সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সেক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা খ্রিস্টানদের প্রতি অভিযোগ কি করে রাখে এবং কি করে বলে, তাদের পবিত্র গ্রন্থ বদলে দেওয়া হয়েছে। বাইবেল এবং কোরআন দুটিই পরমেশ্বর আল্লাহর সৃষ্টি পুস্তক। তাহলে কি পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ সংবলিত পুস্তক মানুষের পক্ষে বদলে দেওয়া সম্ভব?

[5:15] হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ! তোমাদেরকে পরমেশ্বর আল্লাহর পবিত্র সত্য জ্ঞান (ঐশ্বরিক জ্যোতি) দ্বারা পরিপুষ্ট করা হয়েছে এবং অবতারগণ তোমাদের এই আদর্শ দ্বারা অনুশাসিত করেছে যা স্পষ্ট।*

সন্দেশ: সৃষ্টির সমস্তটাই পরমেশ্বর আল্লাহ সৃজন করেছেন। সেক্ষেত্রে সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত করা মানুষের জন্য পরম পুণ্যের কাজ। আনন্দস্বরূপ আল্লাহ মানুষকে আনন্দময় রাখেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, জীবকে পরমেশ্বররূপে কল্পনা করা অবাস্তব কেন-না পরমেশ্বর দ্বারাই সকল জীবের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অন্তর্যামী এবং সমস্ত অস্তিত্বে বর্তমান।

[5:16] এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।

ব্যাখ্যা: *যারা পরমেশ্বর আল্লাহ আদর্শ দ্বারা মানবসমাজকে আনন্দময় ও শান্তিময় করে তোলে এবং সাথে সাথে শিক্ষার আলো দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায় এবং সরল ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে তারা পবিত্র।*

সন্দেশ: সত্য এবং জ্ঞানের আলো সমস্ত কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

[5:17] নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনো মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বলো যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সব কিছুর উপর আল্লাহ তা'আলার আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে মানবরূপে কল্পনা করে তাঁর পূজা করা এক ভ্রান্ত ধারণা এক্ষেত্রে অবতার যিশুকে কিছু লোক পরমেশ্বর আল্লা রূপে পুজা করেন। এটি পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণা। আর কিছু মানুষ এরকম আছে যারা অবতারগণের প্রচারিত আদর্শকে ধ্বংস করতে চায়। পরমেশ্বর আল্লাহর আধিপত্যই সৃষ্টির কারণ। সেই কারণেই সমস্ত অস্তিত্বে তিনি বর্তমান।*

[5:18] ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং

যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ব্যাখ্যা: *ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণ আছে, তারা বলে থাকে অবতার যিশু আল্লাহর পুত্র। এটি অবান্তর এবং অবাস্তব। উনি আল্লাহর পুত্র নন, আল্লার সৃষ্টি মানুষ মাত্র এবং ওঁর দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান মানবসমাজে উপণিত হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ। সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং বিনাশ সব কিছুর পরিচালক পরমেশ্বর আল্লাহ।*

[5:19] হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমন করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে কোনও সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের মস্তিষ্ক দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে পবিত্র সত্য জ্ঞান দান করেছেন। অবতারগণ মানবসমাজে সংবাদ ও সতর্কবার্তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলেন। ঐশ্বরিক শক্তি সৃষ্টির সমস্ত তথ্যের উপর ক্ষমতাবান।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই মানব ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। মানুষের বিবেক ও মন ঐশ্বরিক রচনা। প্রাণের জন্ম ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সম্মিলিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও ইন্দ্রিয় নেই কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি ওঁর যোগমায়া বলে সংঘটিত হয়। পৃথিবীতে আল্লার সমস্ত বিষয় শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়। মানব চৈতন্য দীপ্তিই আল্লার সাথে পরিচিত হবার একমাত্র রাস্তা। তিনি জগৎব্যাপী বর্তমান অদৃশ্য।

[5:20] যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন: হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা নিজের সম্প্রদায়কেও পবিত্র ও সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং কিছু বিশেষ আবিষ্কারিক জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন।*

সন্দেশ: আবিষ্কারের শ্রেয় ও সৌভাগ্য কিছু মানুষই প্রাপ্ত করে থাকে। উদাহরণসরূপ মিশরীয়রা হাজার হাজার বছর পূর্বে মানবশরীর (মমি)-কে পচনের হাত থেকে বাঁচাবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন।

[5:21] হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন কোরো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা: *হে মানব সম্প্রদায়, শান্তি, শিক্ষা এবং পবিত্রতার আদর্শে নিজেকে অনুপ্রাণিত করো। শিক্ষা এবং আবিষ্কারিক সত্য দ্বারা নিজের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করো কেননা পরমেশ্বরের কৃপায় সময়চক্রে বিভিন্নরকম আবিষ্কার দ্বারা প্রকৃতি মানুষকে আধুনিক,*

বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন প্রদান করেছেন। অতীতকে স্মরণীয় করা যায়, আঁকড়ে ধরে রাখা যায় না, তাতে মানবের ক্ষতি।

[5:22] তারা বলল: হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।

ব্যাখ্যা: অবতার মুসার সম্প্রদায়ের কিছু পবিত্র মানুষ অত্যাচারিত হয়ে বিতারিত হয়েছিলেন। যতক্ষণ না মুসা নিজ ভূমিকে পরিশোধিত না করেন ততক্ষণ তাঁরা নিজ ভূমিতে প্রবেশে অস্বীকার করেছিলেন।

[5:23] খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন; তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ব্যাখ্যা: অত্যাচারিত ভীরু মানুষ নিজ ভূমিতে প্রবেশে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। পরমেশ্বর আল্লাহর অনুগ্রহপুষ্ট মানুষ ওঁর উপরেই নির্ভরশীল থাকে।

[5:24] তারা বলল: হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

ব্যাখ্যা: অত্যাচারিত, ভীরু, সন্ত্রস্ত মানুষ নিজ ভূমিতে পুনরায় প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

[5:25] মুসা বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন।

ব্যাখ্যা: অবতার মুসা শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের ভাইয়ের উপরেই আস্থা রাখতেন।

[5:26] বললেন, এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উ্‌ভ্রান্তা হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

ব্যাখ্যা: ভীরু মানুষ অবতার মুসার অবাধ্য হয়ে ওঁকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল।

[5:27] আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা ভয়ের কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল: আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল: আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা: আত্মসমর্পণ এবং সমাজকল্যাণের জন্য আত্মবলিদান (কোরবানী) সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এঁরা পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদধন্য হন।

[5:28] যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করো, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেন-না, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ কখনোই হিংসা এবং উগ্রতার আশ্রয় নেন না। অপরকে বধ করার

প্রয়াস করে না। তারা শুধুমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করেন ও পাপকে ভয় করেন।

[5:29] আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোজখীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছায় পাপীদের পাপের বোঝা তাদের কর্মফল দ্বারা তাদের উপরেই প্রদান করা হয় অশান্তির নরকে বাস করে তারা অত্যাচারীদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।*

[5:30] অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে হত্যা যারা করে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।*

[5:31] আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপনা ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল: আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।

ব্যাখ্যা: *শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই পাপ গোপন থাকে না, অবশ্যই পাপীকে লজ্জিত হতে হয়।*

[5:32] এ কারণেই আমি বণী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবারই জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েলের সম্প্রদায় প্রাকৃতিক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে মানবহত্যা এবং সমাজকল্যাণ এবং শান্তি বিঘ্নিত করা জঘন্য অপরাধ। পাপ যখন কারও মূল লক্ষ্য হয় এবং ক্রমাগত সমাজের ক্ষতি করে চলে তখন অবশ্যই সেই পাপীকে আইনের মাধ্যমে হত্যা করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, অন্যায় ভাবে যদি কোনও নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয় তবে তা পুরো মানবজাতিরা হত্যার সমান এবং কেউ যদি কাউকে মৃত্যুর থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে তবে নিশ্চিতরূপে সে মানবতারক্ষাকারী। অবতারগণ দ্বারা মানুষকে পবিত্রতা এবং শান্তির শিক্ষাই প্রদান করা হয়েছে।*

সন্দেশ: সীমা অতিক্রমকারীরা কখনোই ক্ষমিত হয় না।

[5:33] যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবাা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার আদর্শ যা অবতার দ্বারা ব্যক্ত তার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ*

করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করে থাকে শান্তি বিঘ্নিতকারী অবাধ্য মানুষদের সামাজিক শাস্তি প্রদান করা যৌক্তিক।

[5:34] কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু, অন্তর্যামী।*

সন্দেশ: অধিকন্তু পাপ সামাজিক শাস্তির অধিকারী। যারা হৃদয়হীন, মানুষ তাদের কখনোই মুক্তি হতে পারে না। মুক্তি শুধুমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী। জ্ঞানই হল পবিত্র আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের রাস্তা। পরমেশ্বর আল্লাহ সৃষ্টি, স্তিথি ও প্রলয়ের কারণ। পৃথিবীর সমস্ত তথ্যই পরিণামে বিলীন হয়। পরমেশ্বর আল্লাহই একমাত্র পুজা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সকল শক্তির ঊর্ধ্বে। যাহা কিছু সত্য তাহাই ঐশ্বরিক। সর্বব্যাপী পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের অন্তঃস্থিত আত্মার সাথে অভিন্ন। এই বিচিত্র জগত শুধুমাত্র আপাত প্রতীয়মান স্বত্বা মাত্র। জীব এবং পরমেশ্বর আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। সে কারণেই জীবের সেবাই উপাসনার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

[5:35] হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জেহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই অন্বেষণ করেন সমাজকল্যাণের পন্থা। অপবিত্র শক্তির সাথে সর্বদাই সংঘর্ষ করেন (জেহাদ)।*

[5:36] যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতী এবং অপবিত্র মানুষ প্রাকৃতিক অভিসম্পাত দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিরা আস্বাদন করে থাকে।*

[5:37] তারা দোজখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

ব্যাখ্যা: *এরা এই অবস্থা থেকে সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসতো পারে না। এই অবস্থা তাদের স্থায়ী প্রাপ্ত শাস্তি।*

[5:38] যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী, আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা: *সমাজে চুরি করার শাস্তি বর্তমান। পুরুষ হোক কিংবা মহিলা অথবা যে-কোনো মানুষই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ।*

[5:39] অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্রতার সংকল্প করে এবং পাপকর্ম থেকে দূরে থাকে তারা কলপাময় পরমেশ্বর আল্লাহর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।*

[5:40] তুমি কি জানো না যে আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য।

তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিণামের মাধ্যমে জগৎক্রু কর্মে বর্তমান। ঘটে যাওয়া কর্ম প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বরূপ। সেই কারণেই পরমেশ্বর আল্লাহর সমস্ত সত্ত্বাই জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছে।*

[5:41] হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে: আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদি; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে: যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবো কবুল করে নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ কখনোই ভণিতা করেন না এবং যারা ভণিতা করে তাদের প্রতি চিন্তান্বিতও হন না। যারা সত্য ছেড়ে মিথ্যাকে জীবনের সঙ্গী বানায় এবং পবিত্রতার ভান করে তারা দুষ্কৃতী এবং সত্যকে বিকৃত করে নিজের উদ্দেশ্য পূর্তি করার চেষ্টা করে—এরা শাস্তির অধিকারী।*

[5:42] এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *মিথ্যা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে যারা পটু তারা বিবাদের মীমাংসা এবং সত্য জ্ঞান জানার প্রয়াস করলে তাদের সহযোগিতা করা শ্রেয় অথবা তাদের থেকে বিরত থাকা ভালো। মীমাংসা ন্যায়সঙ্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুবিচারকারীদের সকলে ভালোবাসে।*

সন্দেশ: মানুষ সর্বদাই জীব এবং পরমেশ্বর আল্লাহর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসু। মানব দ্বারাই মানবের বিচার প্রাকৃতিক। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, পবিত্রতা সূর্যকিরণের মতো অপবিত্র বস্তুতে প্রকট হলেও দূষিত হয় না। সেই কারণে পবিত্র মানুষ সমাজের অপবিত্র তথ্যকে পবিত্র করার প্রয়াস করে থাকে।

[5:43] তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।

ব্যাখ্যা: *বিচারের ভার প্রাকৃতিক হলেও মানবকে তার সত্যের প্রতি আজ্ঞাবহ এবং একনিষ্ঠ হতে হয়। ধর্মপুস্তক তউরায়েত-ও পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নির্দেশিকা বর্তমান। যারা আস্থাশীল হয় তারা এ সত্যতার বিমুখ হয়।*

[5:44] আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেন-না, তাঁদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না এবং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়েতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ কোরো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ধর্মপুস্তক তউরায়েত মানব সম্প্রদায়ের উপদেশ এবং জ্ঞানের আলোর জন্য প্রদান করেছেন। ইহুদিরা কখনও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এর বিরুদ্ধাচার করে। ছোটো ছোটো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে পবিত্র পুস্তকের আদর্শের প্রতি মিথ্যাচার করত। পুস্তকের আদর্শকে নগণ্য মূল্যে বিকৃত করত। এরাই অপবিত্র কাফের ছিল।*

[5:45] আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী প্রতিশোধের নামে অত্যাচার বর্জনীয় এবং বিচার পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। প্রতিশোধস্পৃহা মানুষকে বিব্রত করে। এই আয়েতটি সাংকেতিক। অত্যাচারী মানুষদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এই আয়েতটি সৃষ্ট।*

[5:46] আমি তাদের পেছনে মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিন প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথপ্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত উপদেশবাণী।

ব্যাখ্যা: *অবতার যিশু প্রবর্তিত ধর্মপুস্তক হল বাইবেল যা ঐশ্বরিক। জ্ঞানের আলো ও উপদেশ সম্মানিত।*

সন্দেশ: মনোময় আল্লাহ সর্বদাই পবিত্রতাকে উপাসনার বিষয়রূপ গ্রহণ করার উপদেশ দেন। ঐশ্বরিক সত্য এবং পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে উপাস্য বলে গ্রহণ করাই সম্মত।

[5:47] ইঞ্জিনের অধিকারীদের উচিৎ, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।

ব্যাখ্যা: *বাইবেলে পরমেশ্বর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সামাজিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখ আছে। অবাধ্য এবং উচ্ছৃঙ্খল মানুষ এর উল্লঙ্ঘন করে।*

[5:48] আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক

ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত্ত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

ব্যাখ্যা: *ইতিহাস সমস্ত ধর্মপুস্তকের সাক্ষ্যদান করে। সত্যানুসন্ধান মানুষের জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করে এবং যা কখনোই মানুষের খেয়ালখুশি দ্বারা পরিবর্তনশীল নয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় এবং সে কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরকম জীবিকা ও জীবন ধারা এবং অভ্যাস পরিলক্ষিত হয় (শরিয়ত)। এটি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক। ধর্মাবিধানও পরমেশ্বর আল্লাহর কৃপায় মানুষের সুবিধার্থে প্রবর্তিতা হয়েছে। তাই সৎকাজে তৎপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি প্রাণীকে পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সমস্ত প্রাণীর হৃদয়া ও চেতনার সাথে সম্পৃক্ত।

[5:49] আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন— যেন তারা আপনাকে এমন কোনও নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিধান দ্বারা মীমাংসা করা শ্রেয় সমস্ত বিতর্ক এবং বিবাদের। কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে পবিত্র স্বত্বাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা মহাপাপ। পরমেশ্বর আল্লাহ কৃপাময়। সমস্ত অপরাধের শাস্তি প্রদানকারী।*

[5:50] তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকরী কে?

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞতা এবং মূর্খতার আবরণ মানুষকে অবিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। সত্য এবং জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস পরমেশ্বর আল্লাহর সমস্ত নিদর্শনকে স্পষ্ট করে থাকে— মানবের জন্য যা শ্রেষ্ঠ।*

[5:51] হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই অপবিত্র মানুষের বন্ধুত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় না (ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা অপবিত্র)। অত্যাচারীরা সর্বদাই বিপথে ভ্রমণ করেন।*

সন্দেশ: বন্ধুত্ব একটি পবিত্র মানব সম্পর্ক কিন্তু অপবিত্রতার সাথে বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক। ধর্মের নামে যারা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে এবং মানবসমাজকে ধর্মের আধারে বিভক্ত করে তারা নিশ্চিতরূপে অপ্রাকৃতিক এবং দুষ্কৃতী। ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের মধ্যেও বর্তমান। সত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং অদ্বৈত— এতেই আনন্দ। প্রাণ হল একটি কাজ মাত্র।

[5:52] বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখাবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে: আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ দেবেন— ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।

ব্যাখ্যা: *দুর্বল এবং অপবিত্র চিত্তের মানুষ বিলাসিতায় লালায়িত হয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এরা কখনোই নিজেদের হৃদয়ে লালিত গোপন বিষয়বস্তুর জন্য লজ্জিত হয় না। পবিত্র মানুষ মানবিকতার নিরিখে এদের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়ে।*

[5:53] মুসলমানরা বলবে: এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষরা সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং অস্তিত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে। কিন্তু অপবিত্র মানুষ নিষ্ঠাবান হবার ভণিতা করে থাকে এবং অকৃতকার্য হয়।*

[5:54] হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারাা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোনও তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *সত্যের উপলব্ধি হবার পরেও যারা অপবিত্রতাকে নিজের লক্ষ্য এবং আদর্শ মনে করে তারা অবশ্যই পাপী। এদের প্রয়োজনীয়তা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। এদের পরিবর্তন এবং নিষ্কাশন অত্যন্ত প্রয়োজন। যারা পবিত্র মানুষদের প্রতি কোমল এবং দুষ্কৃতীদের প্রতি কঠোর তারা কখনোই অপবিত্রতাকে ভয় করে না, তারা শুধুমাত্র আল্লার অনুগ্রহেই বিশ্বাসী।*

[5:55] তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ— তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ যারা নমাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি পবিত্র মানুষদের বন্ধু। যারা পবিত্রতার আদর্শকে (নমাজ— প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, পবিত্রতা, শিক্ষা এবং শান্তি) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে থাকে তারাই মুসলমান।*

সন্দেশ: 'নমাজ' শব্দটি কোনও বিশেষ পূজাপদ্ধতির নামকে ইঙ্গিত করে না।

[5:56] আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি পবিত্র মানুষের বন্ধু, তারাই বিজয়ী।*

[5:57] হে মুমিনগণ, আহলে-কিতাবদের মধ্যে থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ইমানদার হও।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ অপবিত্রতাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। সত্যনিষ্ঠ এবং সৎ মানুষ কেবলমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহকে ভালোবাসে এবং ভয় করে।*

[5:58] আর যখন তোমরা নমাজের জন্যে আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং শান্তির পথে দুষ্কৃতীদের ডাকা হলে তারা তা উপহাস করে। এরা নির্বোধ, আদৌ বোঝে না। বলুন হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদেরা এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপনা করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান।*

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সমস্ত জ্ঞান সংবলিত পুস্তকে বিশ্বাসী হয়, অনুসন্ধান দ্বারা পুস্তকের সত্যতা যাচাই করে ও আস্থা রাখে।*

[5:60] বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে করে মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ বানরের মতো আচরণ করে। পবিত্রতা এবং শান্তির পথে স্থিরতা প্রদর্শন করে না, শূকরের মতো জিদ বহন করে। এরা পদমর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হতে বিচ্যুত।*

[5:61] যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে দাও: আমরা বিশ্বাস স্থাপনা করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের কাছে এরা পবিত্রতার ভণিতা করে কিন্তু অন্তর তাদের থাকে কলুষিত। অন্তর্যামী পরমেশ্বর আল্লাহ বিশ্বরূপে জ্ঞাত।*

[5:62] আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই ধরনের মানুষ অসৎকর্মে তৎপরতা প্রদর্শন করে। অত্যাচার এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এদের প্রকৃতি হয়। জঘন্যতম কৃতকর্ম করে থাকে এরা।*

[5:63] দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণকরতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

ব্যাখ্যা: *এদের গুরুজনেরাও এদের পাপ এবং অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করে না।*

[5:64] আর ইহুদিরা বলে: আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র কাজ এবং সমাজকল্যাণে ব্যয়সংকোচ অন্যায়। ব্যয়সংকোচপ্রবণতাই অপবিত্র কিপটে মানুষের অশান্তির কারণ। এরা অবাধ্য এবং অমান্যকারী। এরাই পৃথিবীতে অশান্তির বিস্তার করে এবং ঘৃণিত হয়।*

[5:65] আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করতে, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম।

ব্যাখ্যা: *সত্য উপলব্ধি করার পর যারা পাপকর্মে নিবৃত তারা যদি পবিত্রতার শপথ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে কাজ না করে, অবশ্যই তারা ক্ষমিত হয় তাদের অশান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল মনকে শান্ত করে দেবে।*

[5:66] যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিন এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎ পথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: *মানুষ যদি তউরায়েত, বাইবেল এবং তাদের পরমেশ্বর যে নামে ডাকত, যদি তাদের প্রতি অটল ও আত্মসমর্পিত থাকত অবশ্যই শান্তি লাভ করত।*

সন্দেশ: পরস্পরবিরুদ্ধ মতভেদের উৎপত্তি কিভাবে হতে পারে? এর কারণ হল, বিভিন্ন কোরআন শরীফের আয়েতগুলি এতটাই সংক্ষিপ্ত যে, ভাষ্যকারগণ এর আদর্শের সাথে নিজস্ব সংযোজনের সুযোগ পেয়ে গেছে। অথচ কোরআনের আয়েতগুলি অবিচ্ছিন্ন ও স্পষ্ট। এর ভাবধারাও বৈজ্ঞানিক এবং অবিচ্ছিন্ন। জ্ঞান দ্বারাই সহজ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

[5:67] হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছোলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ প্রাকৃতিক আদেশকে উপলব্ধি করে তার সত্যতা এবং উপকারিতা প্রচার করে আর পাপীরা সর্বদাই বঞ্চিত।*

[5:68] বলে দিন: হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোনও পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিন এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ও পুরোপুরি পালন না করো। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

ব্যাখ্যা: সমস্ত ধর্মপুস্তকের আদর্শ এক, তা অনুসরণ করাই শ্রেয়। সামাজিক, প্রাকৃতিক আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার উল্লঙ্ঘন যারা করে তারা পাপী (কাফের) এবং নিশ্চিতরূপে অভিসম্পাতিত।

[5:69] নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, ছাবেয়ী বা খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোনও ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

ব্যাখ্যা: যে মানুষ তা সে পৃথিবীর যেখানকারই হোক না কেন, পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পালন করবে তারা অবশ্যই মঙ্গলময় জীবন প্রাপ্ত করবে।

[5:70] আমি বণী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোনও পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতি মানুষের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন প্রেম, শান্তি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা এবং শিক্ষার আদর্শে। ইজরায়েল সম্প্রদায়েও অবতার পাঠিয়ে একই বাণী প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী মানুষ সর্বকালে এবং সকল সম্প্রদায়ে উপস্থিত থেকে পবিত্রতা এবং সত্য আদর্শকে ভ্রান্ত প্রচার করার চেষ্টা করত কখনও কখনও অবতারগণকে হত্যাও করত।

[5:71] তারা ধারণা করেছে যে, কোনও অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ দেখেন, তারা যা কিছু করে।

ব্যাখ্যা: নির্বিঘ্নে অন্যায় কাজ করা শুধুমাত্র সময়ের ভণিতা। পাপীরা সর্বদাই দৃষ্টিহীন হয় এবং পবিত্র বাণী শুনতে পছন্দ করে না । সময় এদের সাথে ভণিতা করে যা এরা বুঝতে পারে না।

[5:72] তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহা বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জন্নত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নম। অত্যাচারীদের কোনও সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা: যিশুকে যারা পরমেশ্বর আল্লাহর পুত্ররূপে মনে করেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা।

ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত কিছুর উৎস হল মানুষের মতো বংশবৃদ্ধি তার প্রকৃতি নয়। এটাই সত্য।

[5:73] নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হব।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক শক্তি কখনোই গণিত দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এ অনন্ত চেতন এবং অচেতন জগৎ পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি এবং সত্য দ্বারা প্রভাবিত। পারমাণবিক শক্তি প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই শক্তিও ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তি স্বাধীন এবং দ্বৈতবাদের কোনও জায়গা নেই।*

সন্দেশ: এই শক্তি অনন্ত, অমর, সর্বব্যাপী, নিত্য এবং স্বাধীন। এই শক্তি অভিনব এবং সর্বদা পূর্ণ। সৎ-চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে... তৎ ব্রহ্ম ইতি" (৩।১) অর্থাৎ যার থেকে সমস্ত বস্তু জাত তিনিই পরমেশ্বর আল্লাহ। তৎ শব্দটি পরমেশ্বর আল্লাকেই নির্দেশ করা হয়েছে যা সত্য।

[5:74] তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর অদৃশ্য অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে অজ্ঞান মানুষ বিভিন্ন রকম কুসংস্কার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত করার চেষ্টা করে। ভ্রান্তিমুক্ত হলে সত্যের প্রতি আত্মসমর্পিত হওয়া পবিত্র মানুষের কর্তব্য। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।*

[5:75] মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাঁদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তাঁরা উলটো কোনও দিকে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: *মরিয়মের পুত্র যিশু একজন অবতার ছিলেন এবং মরিয়ম ছিলেন সত্যবাদী, একনিষ্ঠ, পবিত্র মানুষ। ঐতিহাসিক ভাবে তা প্রমাণিত।*

সন্দেশ: অবতারগণের মানবীয় উপস্থিতি সমস্ত প্রকারের প্রাকৃতিক মানবীয় প্রয়োজনের অধিকারী হতেন।

[5:76] বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত করো যে, তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষরা উপলব্ধি করেন পরমেশ্বর আল্লাহর এবং তাঁর প্রকৃতির আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও আদর্শের অনুসরণ করা কিংবা প্রার্থনা করা পুরোপুরি বর্জনীয়। সত্য এবং পবিত্র আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও তথ্যই মানুষের উপকারে আসে না। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী।*

সন্দেশ: পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তু কিংবা তথ্য নেই যার মধ্যে উপকারিতা বা অপকারিতা বর্তমান নেয়। এক্ষেত্রে সমস্ত তথ্যই কিছু না কিছু কারণবশত সৃষ্টি হয়েছে। পরমেশ্বর আল্লাহকে সর্বজনীন স্বত্ব বলে অনুভব করা সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরিপূরক ঐশ্বরিক নির্দেশ। জীব এবং প্রকৃতির সঞ্চালন পরমেশ্বর আল্লার কাজ। সৃষ্টির পরে পদার্থ নানা ভাবে পরিবর্তিত হয় কিন্তু জীবাত্মা চিরন্তন। সমস্ত তথ্য হল অণু যা শারীরিক রূপ ধারণ করে

কাজ সম্পাদন করে। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং জগতের উপাদনের কারণ এবং অণুরূপেই পরমেশ্বর আল্লাহ জগতের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

[5:77] বলুন: হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি কোরো না এবং এতে ওই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যা: *সত্য জ্ঞান দ্বারা যারা পরিপুষ্ট তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করে না এবং অনুসরণ করে না অযৌক্তিক, অপ্রাকৃতিক তথ্যকে এবং বিভ্রান্ত হয় না সত্যের পথ থেকে।*

[5:78] বণী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লঙ্ঘন করত।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েল সম্প্রদায়ের কিছু লোক অপবিত্র এবং অসত্য পথ অবলম্বন করেছিলেন, চরম অনুশাসনহীনতা ও বিশৃঙ্খল জীবন প্রাপ্ত করেছিলেন ! এরাই সীমালংঙ্ঘনকারী।*

[5:79] তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র এবং অসৎ কাজে এরা এতটাই প্রভাবিত ছিল। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও রাস্তা এদের ছিল না।*

[5:80] আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র অসৎ মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব পক্ষান্তরে ক্ষতি।*

[5:81] যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ পবিত্রতা এবং সৎ কাজকে নিজের গন্তব্য এবং আয়ত্ত করলে তবে নিশ্চিতরূপে পবিত্র মানুষদের বন্ধু প্রমাণিত করবে কিন্তু এরা অবুঝ। এরা সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভণিতা করে থাকে।*

[5:82] আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদি ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের শত্রুতায় অসৎ এবং দুষ্কৃতী মানুষরা সর্বদাই সক্রিয় থাকে।খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী এবং অহংকার করে না এবং পবিত্রতায় সাক্ষ্যদান করে।*

[5:83] আর তারা রসূলেরা প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।

তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ দ্বারা প্রবর্তিত সত্যের পথ অনুভব করলে পবিত্র মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং সত্যের পথ অবলম্বনে কুণ্ঠাবোধ করে না।*

[5:84] আমাদের কি ওজর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করাবেন?

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদা প্রেম, ভাতৃত্ত্ব, মানবতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে নিজের অধিষ্ঠিত দেবতার আদর্শ বলে মনে করে। এই ধরনের মানুষেরা পরম অদ্বৈত আল্লাহকে অনুভব করতে পারেন। সমস্ত প্রকার দ্বৈত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে জ্ঞান এবং ভাবনাকে নিজের বিবেকের সাথে যুক্ত করেন। সমস্ত কর্তব্য নির্ধারণ করেন জ্ঞান এবং শান্তির আদর্শে। সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান শান্তি এবং জ্ঞানের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত করেন।*

[5:85] অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ এ উক্তির প্রতিদানস্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

ব্যাখ্যা: *শান্তি এবং পবিত্রত সর্বদাই পবিত্র শীতল নদনদীর মতো প্রবাহিত হয়ে থাকে। সৎকর্মশীলদের জন্য এটিই পুরস্কার।*

[5:86] যারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোজখী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ এই আদর্শকে মিথ্যা মনে করেন।*

[5:87] হে মুমিনগণ, তোমরা ওইসব সুস্বাদু বস্তু হারাম কোরো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র আদর্শ যা মানুষের প্রয়োজন এবং যে সকল বস্তু মানুষের জন্য উপকারী তা বর্জন না করাই শ্রেয়। সীমা অতিক্রমকারীগণ দুষ্কৃতী।*

[5:88] আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং উপকারী (হালাল) সমস্ত বস্তু মানবসমাজ প্রকৃতি নির্দেশ অনুযায়ী গ্রহণ করেছে।*

[5:89] আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ওই শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধা। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণির খাদ্য তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাকো। অথবা, তাদেরকে বস্তু প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা কাফেররা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা

স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

ব্যাখ্যা: *অনিচ্ছাকৃত শপথ কখনোই শাস্তিযোগ্য নয়। কিন্তু মিথ্যা এবং অনিষ্টকল্পে পরিকল্পিত শপথগ্রহণ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন, ইচ্ছাকৃত পাপের দ্বারা ঘটিত ক্ষতিপূরণ কিছু ক্রীতদাসকে মুক্ত করে কিংবা কিছু লোককে ভজন করিয়ে সম্ভব। এটি পুরোপুরি অবান্তর। শপথের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা পবিত্র মানবের কর্তব্য।*

সন্দেশ: অবাস্তব ধারণা হল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত সংকল্প কখনোই দানধ্যান দ্বারা পরিপূর্ণ করা যায় না সুতরাং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সর্বময় পাপ। এই আয়েতটি সাংকেতিক। এর লক্ষ্য হল মানুষকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা।

[5:90] হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ— এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বথ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো— যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

ব্যাখ্যা: *নেশা, মানুষের আবেগের মূল্যনির্ধারণ (জুয়া) এবং অপরিষ্কার অপবিত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বর্জনীয়। পবিত্র মানুষ এর থেকে দূরে থাকে।*

সন্দেশ: আয়েতে বর্ণিত মদ, জুয়া, থান এর অর্থ হল— (১) মদ: ওই সকল বস্তু যা গ্রহণে মানব মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত এবং আচ্ছন্ন হয়ে অপবিত্র কাজ করে থাকে। সমস্ত রকমের নেশা যা এই কাজ করে তা বর্জনীয় (হারাম)। উদাহরণস্বরূপ সম্পদ, অর্থ, সম্ভোগ প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্জনীয়। (২) জুয়া: ভবিষ্যৎ, ভাগ্য এবং নেশাকে প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত করে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, এর সাথে সাথে ভবিষ্যৎকে বিকৃত করে জুয়া। (৩) থান: যে সমস্ত স্থানে অপবিত্র এবং অন্যায় ভাবে মানুষের আবেগকে পরায়ত্ত করে অর্থ উপার্জন করা হয় তাকে থান বলা হয়। এই সকল কাজ অপবিত্র, অসৎ এবং এতে শুধুমাত্র মানবসমাজে ক্ষতি যা বর্জনীয়।

[5:91] শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নমাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে?

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে নেশা এবং জুয়ার আসক্ত করে বিবাদে মানুষকে প্রভাবিত করার। এই শক্তি মানুষকে পবিত্র, সৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে।*

[5:92] তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা করো। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখো, আমরা রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈধ নয়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং অবতারগণের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাদের সুস্পষ্ট বাণী সর্বোত্তম। আর নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখা মানব কর্তব্য এক্ষেত্রে কেউ কারও উত্তরদায়ী নয়।*

[5:93] যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোনও গোনাহ নেই। যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস

স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, মানবতা, শান্তি, শিক্ষা, অহিংসা— এই সমস্ত আদর্শের সাথে যারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং সাথে সাথে সমাজ এবং সভ্যতার উন্নতিকল্পে যারা শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে তারাই আশীর্বাদধন্য।*

সন্দেশ: মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র হল, নিজের অস্তিত্বের সাথেই সর্বাধিক প্রেম অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব শুদ্ধিকরণেই সমস্ত পবিত্রতাকে গ্রহণ করা পক্ষান্তরে নিজেকে ভালোবাসা।

[5:94] হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছোতে পারবে যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *এই উদ্দেশ্যে কখনও কখনও মানুষকে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আদর্শগত দৃঢ়তা এই বাধাকে তুচ্ছ মনে করে। অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করাও প্রকৃতির বিধান। বিঘ্নতে বিভ্রান্ত হয়ে কখনও কখনও মানুষ ক্ষতিকারক তথ্যকে মুক্তির পথ বলে বিশ্বাস করে যা ভ্রান্ত।*

[5:95] মুমিনগণ, তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ কোরো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে-শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ওই জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে—বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছোতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজেব— কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখতে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধগ্রহণে সক্ষম।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই পবিত্রতা ত্যাগ করে অপবিত্র বস্তু স্বীকার করে না। অকারণে নিজের রসনাতৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্ন এবং অর্থ অপরকে দিয়ে দেওয়াই শ্রেয় যার প্রয়োজন। বারবার অপরাধ করা মহাপাপ। প্রতিশোধস্পৃহা মানুষকে মানবিকতা থেকে দূরে করে দেয়।*

[5:96] তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থলশিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

ব্যাখ্যা: *সামুদ্রিক প্রাণী এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী মানুষের জন্য বৈধ। অন্যায় ভাবে প্রয়োজন ব্যতীত প্রাণীহত্যা অবৈধ।*

[5:97] আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারাম কোরবানীর জন্তুকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর

কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শিক্ষা এবং শান্তির নিদর্শন হল কাবা এবং মানুষের নিরাপত্তাস্থল। মানবজীবনে সম্মানিত সময় হল যখন সে পুরোপুরি পবিত্রতা এবং সৎপথে নিজের আত্মসমর্পণ করবে। সৃষ্টির প্রতিটি তথ্য পরমেশ্বর আল্লাহ দ্বারা সৃষ্ট তিনি অন্তর্যামী।*

[5:98] জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ একাধারে কঠোর আর একাধারে ক্ষমাশীল, দয়ালু।*

সন্দেশ: প্রকৃতিতে সমস্ত তথ্যের বিপরীত তথ্য উপস্থিত। বৈচিত্রময় প্রকৃতিতে পরমেশ্বরকে আল্লা কখনও কখনও কঠোর, আবার কখনও দয়াময় বলা হয়।

[5:99] রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে করো এবং যা কিছু গোপনে করো।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের কাজ শুধুমাত্র মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ঐশ্বরিক এবং প্রাকৃতিক সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পরমেশ্বর আল্লাহ অন্তর্যামী।*

[5:100] বলে দিন: অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় করো—যাতে তোমরা মুক্তি পাও।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র এবং পবিত্রতা, পাপ-পূণ্য কখনও সমান হতে পারে না, জ্ঞানীরা তা বুঝতে পারে।*

[5:101] হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস কোরো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস করো, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই প্রকাশিত এবং আবিষ্কৃত সত্যের উপরে সন্দেহ করে না। আল্লাহ ক্ষমাকারী, সহিষ্ণু।*

[5:102] এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *যারা সন্দেহ প্রকাশ করে পবিত্রতার রাস্তা পরিত্যাগ করে তারাই দুষ্কৃতী অর্থাৎ কাফের।*

[5:103] আল্লাহ 'বাহিরা' 'সায়েবা' 'ওসীলা' এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেকবুদ্ধি নেই।

ব্যাখ্যা: *কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর নামে তৃণভোজী প্রাণীর বলিদান করে থাকে নিজের রসনার তৃপ্তিতে। পরমেশ্বর আল্লাহর এর প্রয়োজন নেই। আত্মবলিদানই সর্বোত্তম বলিদান। নিজের অপবিত্র শক্তি এবং চাহিদার বলিদানই প্রকৃত বলিদান।*

[5:104] যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তা-ই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের

বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোনও জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত-প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তা-ই করবে?

ব্যাখ্যা: *সত্যের পথে অপবিত্র মানুষকে ডাকলে কিংবা সত্যের যৌক্তিক তথ্য বোঝালেও মূর্খ মানুষ বংশপরম্পরায় চলে আশা কুসংস্কার ছাড়তে চায় না, ভ্রান্ত জেনেও তা ধরে রাখে।*

[5:105] হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনও ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।

ব্যাখ্যা: *আত্মরক্ষা মানুষের কর্তব্য। মানুষ সৎপথে থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।*

[5:106] হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু-ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নমাজের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোনও উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোনও আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহগার হব।

ব্যাখ্যা: *সাক্ষী রাখা উচিৎ উত্তরাধিকার নিযুক্ত করার সময়।*

[5:107] অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসি কোনও গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ হয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে মৃত্য ব্যক্তির নিকটতম দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যর চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব।

ব্যাখ্যা: *মানবের সাক্ষী মানবকে নিযুক্ত করে বিচারককে সঠিক এবং নির্ভুল ভাবে করাই মানব কর্তব্য।*

[5:108] এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো, আল্লাহ দুরাচারীদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন না।

ব্যাখ্যা: *মিথ্যা শপথগ্রহণকারীদের সত্য সর্বদাই প্রকাশ পায়। মিথ্যা কখনোই বলিষ্ট নয়।।*

[5:109] যেদিন আল্লাহ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন: আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত ধর্মপুস্তকের এক এবং অভিন্ন যারা বিবাদ করে তারা অজ্ঞ।*

[5:110] যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার

প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিনশিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মাবন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বণী-ইসরাঈলকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা: *মরিয়মের পুত্র যিশু মানুষকে প্রেম আর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন। বজ্রকঠিন হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করেছিলেন। (আয়েতে বর্ণিত মাটির পুতুলে ফুঁ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করা।) সত্যের প্রকাশে যাদের চক্ষু দৃশ্যমান নয় সেই ধরনের অন্ধ এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে সত্যের প্রকাশ দ্বারা আলোকিত করাকে দুষ্কৃতীরা অবতার যিশুর এই কাজকে জাদু বলেছিলেন।*

[5:111] আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সত্য এবং পবিত্রতার পথকে গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে না।*

[5:112] যখনা হাওয়ারীরা বলল: হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি থাকা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন: যদি তোমরা ইমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো।

ব্যাখ্যা: *মরিয়াম-পুত্র ঈসা সন্দেহপ্রবণ মানুষদের (হয়রানি) সন্দেহের ঊর্দ্ধে ছিল না।*

সন্দেশ: প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীকেই পরিশ্রম দ্বারা নিজের খাদ্য আহরণের শিক্ষা প্রদান করেছে। যারা অযৌক্তিক এবং অবাস্তব উপায়ে প্রাপ্তির কামনা করে তারা মূর্খ।

[5:113] তারা বলল: আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।

ব্যাখ্যা: *মায়া কিংবা জাদু দ্বারা প্রাপ্তির আশা অবান্তর, ভিত্তিহীন এবং অসম্ভব।*

[5:114] ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন: হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি থাকা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুজি দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুজিদাতা।

ব্যাখ্যা: *মরিয়াম-পুত্র যিশু মানুষের সৎ এবং সত্য বুদ্ধি উদয়ের কামনা করেছিলেন।*

[5:115] আল্লাহ বললেন: নিশ্চয় আমি সে থাকা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃ পর যে ব্যক্তি এরপরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহর প্রকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর উপভোগ না করতে পারাও একটি শাস্তি।*

[5:116] যখন আল্লাহ বললেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বললেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনও অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোনও তথ্য কিংবা অস্তিত্বের প্রার্থনা অবান্তর যা অবতার যিশু লোককে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। উনি কখনোই নিজেকে পরমেশ্বর আল্লাহর সমকক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি।*

[5:117] আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করে যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *সৎপথে চালনা করার আদেশ যিশু মানুষদের দিয়েছিলেন।*

[5:118] যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে প্রত্যেকের কর্মফল নির্দিষ্ট। পরমেশ্বর আল্লাহ মহিমময়।*

[5:119] আল্লাহ বললেন: আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।

ব্যাখ্যা: *সত্যাশ্রয়ীদের জন্য সততার প্রতিফল নিশ্চিত এবং নদ-নদীরা জলের মতো শীতল তাদের জীবন ও জীবিকা।*

[5:120] নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সব কিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির জনক, উনি সর্বব্যাপী। তিনি মহান অজ্ঞাত। সর্বদাই বর্তমান। বিম্ব-প্রতিবিম্ব সবটাই ওঁর। নিরাকার জ্যোতি। অন্তর্যামী, তিনি অমৃত ও সর্বদোষমুক্ত। উনি দেহবিশিষ্ট জীবের ন্যায় কর্মাধীন নন। উনি জ্ঞান, দীপ্তি, জ্যোতি। সমস্ত জীবে অবস্থান করেও দেহযুক্ত নন। উনি সগুণ এবং নির্গুণ। বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় পারমাণবিক শক্তি ওঁর সর্বময় শক্তি।*

আল আনাম
(AL-ANAAM)

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

পরমেশ্বর আল্লাহর নামে যিনি দয়াময় এবং পরম দাতা।

[6:1] সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির অধিকর্তা পরমেশ্বর আল্লাহ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ের কারণই পরমেশ্বর আল্লাহ। মানুষের জন্য ওঁর স্তুতি ওঁর প্রশংসার সমান। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসার কোনও প্রয়োজন নেই।*

সন্দেশ: প্রাণ চিরন্তন এবং যা পরমেশ্বর আল্লাহর সহিত অভিন্ন। প্রাণ এবং পরমেশ্বর আল্লাহ সাক্ষাৎ বিজ্ঞানস্বরূপ অভিন্ন এবং এক। প্রশংসার কথা বলা হয়েছে তার কারণ প্রকৃতির প্রতি মানবের কৃতজ্ঞতাবোধের উপলব্ধি করানো। যেহেতু সকল তথ্যেই পরমেশ্বর আল্লাহ স্তিত এবং সমগ্র মৌলিক পরিবর্তনের উৎস পরমেশ্বর আল্লাহ সেহেতু উনি আদিত্ত চিরন্তন এবং সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে। প্রাণকে জীবন তথ্যে পরিবর্তন করে প্রকৃতি জীবিত অবস্থায় প্রাণকে সসীম করেছে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিতক বিধির অধীন।

[6:2] তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ করো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাণকে মৃত্তিকা দ্বারা রূপ প্রদান করেছেন। রূপ শুধুমাত্র আপাত প্রতীয়মান সত্ত্া এবং প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট সময়ের অধিকারী এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।*

সন্দেশ: সত্যকে অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। সেই কারণেই এই আয়েতটির ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করাই শ্রেয়। এক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শারীরিক পরিমাণের ১৮% প্রোটিন, ৭% মিনারেল, ১৫% মেদ এবং ৬০% জল বর্তমান থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর দেহই প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, স্নেহজাতীয় পদার্থ, জল এবং কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার দ্বারা সংগঠিত। এই সমস্ত মৌলিক পদার্থ সম্পূর্ণ ভাবেই প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং সমস্ত উপাদান। নিম্নে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় মানুষের দেহে বর্তমান।

(১)	কার্বন	(Carbon)	৫০	(50)%
(২)	অক্সিজেন	(Oxygen)	২০	(20)%
(৩)	হাইড্রোজেন	(Hydrogen)	১০	(10)%
(৪)	ক্যালশিয়াম	(Calcium)	৪	(4)%
(৫)	ফসফরাস	(Phosphorus)	২.৫	(2.5)%
(৬)	পটাশিয়াম	(Potassium)	১	(1)%
(৭)	সালফার	(Sulphur)	০.৮	(0.8)%

(৮)	সোডিয়াম	(Sodium)	০.৪	(0.4)%
(৯)	ক্লোরিন	(Chlorine)	০.৪	(0.4)%
(১০)	ম্যাগনেশিয়াম	(Magnesium)	০.১	(o.1)%
(১১)	আয়রন	(Iron)	০.০১	(9.01)%
(১২)	ম্যাঙ্গনিজ	(Manganese)	০.০০১	(0.001)%
(১৩)	আয়োডিন	(Iodine)	০.০০০০৫	(0.00005)%

From Harpers Bio-Chemistry by Robert K. Murray (R. Produced with permission from West E.S. Todd WR. Text book Bio-Chemistry third CD. Macmillan 1961.)

কোরআনা শরীফে এই সমস্ত উপাদানকে শুষ্ক মৃত্তিকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত উপাদান প্রকৃতিতে শুষ্ক অবস্থাতেই বর্তমান এবং এক বিশেষ ধরনের গন্ধ এতে থাকে। এই গন্ধই কারও ভালো লাগে কারও খারাপ। এই উপাদানগুলি মানব শরীরে খাদ্যের দ্বারা প্রবেশ করে। মানব শরীরঅনুপাত অনুযায়ী এই উপাদানগুলিকে নিজ শরীরে স্থাপন করে। সৃষ্টির শুরুতেই জলের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই জল থেকেই এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন পরিবর্তন দ্বারা প্রাণরূপ সঞ্চার করেছে। জীবের অস্তিত্ব এবং পরমেশ্বর আল্লাহর উপলব্ধি এক বাস্তব সত্য। অনুমান মাত্র নয়। পরমেশ্বর আল্লাহর দীপ্তিতেই এই সৃষ্টির সব কিছু দীপ্তিময়। সকলের অন্তর আত্মা হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ এটাই বাস্তব সত্য। তাঁর ওই দীপ্তিতে সৃষ্টির সব কিছু দীপ্তিমান। মানুষের অন্তর আত্মায় উনি বর্তমান থেকে মানুষকে অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কারের প্রেরণা দেন। সমস্ত তথ্যের উপলব্ধি করে যে সমস্ত বাস্তবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটাই চিরন্তন সত্য। প্রাকৃতিকরূপে পরমেশ্বর আল্লাহকে যথাযথ ভাবে অনুভব করতে পারলে মানুষের মোক্ষলাভ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই আয়েতের সাথে যুক্ত সমস্ত কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক তথ্যকে বাতিল করেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে প্রত্যেক বস্তুরই সৎ এবং অসৎ দুটি সত্তা আছে।

[6:3] তিনিই আল্লাহ নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা করো তাও অবগত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টির অধিকর্তা। সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জনক।*

সন্দেশ: মনুষ্য অস্তিত্বকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়—

(১) দেহ, (২) দেহস্থ ঐশ্বরিক জ্যোতি এবং (৩) বিবেক ও ব্যক্তিত্ব।

এই তিন প্রকার মনুষ্য অস্তিত্ব ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হল।

দেহ: মনুষ্য দেহবিশেষ কিছু মৌলিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট এবং এই বিশেষ মৌলিক পদার্থসমুহ (পদার্থগুলির নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) শুষ্ক অবস্থায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রকারভেদ যা-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পরে মনুষ্যদেহের মৌল উপাদানসমুহ পুনরায় প্রকৃতিতেই বিলীন হয়।

দেহস্থিত ঐশ্বরিক জ্যোতি: পরমাণু দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি এবং এই সূত্রানুযায়ী মানুষের অস্তিত্বও পরমাণু দ্বারা সংগঠিত। পরমাণু একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে পৃথক আকার ধারণ করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন এর দ্বারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত— একেই বলা হয় পারমাণবিক শক্তি (-Negative, +

Positive) এবং এই শক্তির দ্বারাই সমস্ত পরমাণু পরস্পর সঙ্গবদ্ধ থাকে। এই শক্তির ঐশ্বরিক জ্যোতিযা অজয়, অবিনাশী, অনন্ত প্রাণস্বরূপ সমস্ত জীবদেহেই বিদ্যমান।

আত্মা ও বিবেক: পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম বুদ্ধি প্রদান করে প্রাণীশ্রেষ্ঠ করেছেন এবং এই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক ন্যায়নীতির বিচার করতে পারে। প্রাণীতত্ত্বের সূত্রানুযায়ী মনুষ্যবুদ্ধি মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন প্রকারের চিন্তাশক্তির উদ্ভব ঘটায় এবং তারই প্রভাবে মানুষের সকল কাজ সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্কপ্রসূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেহস্থিত কোষের এবং ধমনির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাপ প্রায় ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ১.৩৬ কিলোগ্রাম। বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের ক্রিয়া অনুসারে একে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেছেনগুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম (Cerebrum), লঘুমস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম (Cerebellum), সুষুম্নাশীর্ষক বা মেডালা অবলংগাটা (Medulla oblongata)।

[6:4] তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি থেকে কোনও নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না।

ব্যাখ্যা: *অবাধ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা জিদের বশবর্তী হয়ে সত্যের মুখোমুখি হতে চায় না। সত্য এবং ধর্মের ভিত্তির প্রতি অনীহা এদেরকে ভুল এবং কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখে।*

[6:5] অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে ওই বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত।

ব্যাখ্যা: *সত্য প্রমাণিত হয়ার পরেও অস্বীকার করে এরা এবং সত্যের তাৎপর্য বোধগম্য হবার পরেও এরা বিদ্রুপ করে।*

[6:6] তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং প্রাকৃতিক আদর্শে যারা বিশ্বাসী তারাই মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা এবং কুসংস্কারের বিনাশ, কালচক্রে ঐতিহাসিক ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে। জ্ঞানের বারিধারা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। মানুষকে আধুনিক জীবন প্রদান করে, প্রকৃতি সমস্তরকম কুসংস্কারকে ভুল প্রমাণিত করেছে।*

[6:7] যদি আমি কাগজে লিখিত কোনও বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বই কিছু নয়।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক জ্ঞান প্রকৃতির আশীর্বাদে পুস্তক রূপে মানবসমাজে সংরক্ষিত। অবাধ্য মানুষ এই সত্যকেও অস্বীকার করে থাকে।*

[6:8] তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোনও ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোনও ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃতীরা সর্বদাই প্রাকৃতিক সত্যকে অস্বীকার করে এবং সত্যকে উপলব্ধি না করে অবাস্তব প্রমাণের চাহিদা করে থাকে।*

[6:9] যদি আমি কোনও ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ওই সন্দেহই করত, যা এখন করছে।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক আদর্শগুলিকে অবতার দ্বারা প্রকাশ করা সত্ত্বেও মানুষ তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যুগ যুগ ধরে।*

সন্দেশ: প্রকৃতি সর্বদাই মানুষকে মানুষ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করে থাকে। দুষ্কৃতী এবং অবাধ্য মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

[6:10] নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ওই শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

ব্যাখ্যা: *উপহাস করা হয়েছে অবতারগণের সত্য এবং আদর্শকে। উপহাসকারীরা অশান্তির আগুনে বেষ্টিত হয়েছে।*

[6:11] বলে দিন: তোমরা পৃথিবীরা পরিভ্রমণ করো অতঃপর দেখো, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে?

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ সর্বদাই অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেছে এবং তার প্রচার করেছে। মিথ্যা এবং অসৎপথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি ভয়ংকর হয়।*

[6:12] জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? বলে দিন আল্লাহ। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এর আগমনে কোনও সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সব কিছুই পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সমস্ত তথ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।*

[6:13] যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *রাত ও দিনের মতো সমস্ত তথ্যেরই বিপরীত সত্তা আছে, এটিই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।*

[6:14] আপনি বলে দিন: আমি কি আল্লাহ ব্যতীত— যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে যদি কেউ আহার্য দান না করে তাহলে আমি তাকে কি সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন: আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ব্যতীত পাপশক্তির উপাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। আকাশ এবং পৃথিবীর সমস্ত তথ্যই এই শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই শক্তি সর্বব্যাপী। সূর্যের যেমন বিশ্ব*

এবং প্রতিবিম্ব হয়, ঠিক সেই রকম রূপ পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির প্রতিবিম্ব। পরমেশ্বর আল্লাহকে বিজ্ঞান এবং অনুসন্ধান দ্বারাই জানা যায়। প্রকৃতি মানুষের পালনকর্তা। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করাই বৃহত্তর, আর কিছু না। প্রকৃতির অনন্ত গুণরাশি ঐশ্বরিক শক্তির গুণবত্তাসিক্ত।

[6:15] আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই প্রাকৃতিক নিয়মের অবাধ্যতা করে না। পরমেশ্বর আল্লাহর দীপ্তিতেই সমস্ত সৃষ্টি দীপ্তিমান।*

[6:16] যার কাছ থেকে ওইদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য।

ব্যাখ্যা: *সব তথ্যই পরিণামে বিলীন হয়। তিনিই একমাত্র পূজ্য বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সমস্ত শক্তির উর্ধ্বে ওঁর প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই মানুষের জন্য সফলতা।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহই হলেন সকল কর্মের কর্তা।

[6:17] আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনও কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা: *মানুষের অন্তর আত্মা শরীর, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। দুঃখ, কষ্ট সমস্তটাই প্রকৃতিগত ভাবে নির্মূল হয়। প্রকৃতিই মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।*

সন্দেশ: অন্তর আত্মা মানুষের বিবেকের সঙ্গে সংযুক্ত। মানুষের অজ্ঞতার জন্যই বিভিন্ন তথ্যে মানুষ নিজ অধিকার সিদ্ধ করার প্রয়াস করে থাকে।

[6:18] তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক শক্তি এবং প্রকৃতি সমস্ত তথ্যের উপরে প্রভাবশালী। মহিমময় এবং তথ্যজ্ঞ।*

সন্দেশ: প্রত্যেক তথ্যেরই সৎ এবং অসৎ গুণ বর্তমান। সত্য সর্বকালের জন্যই সত্য এবং কালচক্রে প্রমাণিত। কিন্তু মিথ্যা পরিবর্তনশীল।

[6:19] আপনি জিজ্ঞেস করুন: সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিন: আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে—যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছে, সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন: আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন: তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা প্রমাণিত। অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তি সর্বদাই মানুষের অনুসন্ধানের বিষয়। জ্ঞানলাভের উপায় এবং তার বিষয় পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে কিছুটা হলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। পরমেশ্বর আল্লাহকে অনুভব কর হত এবং সেই ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করা মানব কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে*

আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষ সর্বদাই জিজ্ঞাস্যু? এই শক্তি অদ্বিতীয় এবং অনন্ত।

[6:20] যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী এবং সৎ মানুষেরা সত্যকে অনুভব করতে পারে, ঠিক যেরকম নিজের সন্তানকে অনুভব করে। দুষ্কৃতী মানুষ কখনোই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না।*

[6:21] আর যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড়ো জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যকে বিকৃত করা কিংবা মিথ্যা আরোপ করা নিজেরা এবং সমাজের প্রতি অত্যাচার। এই ধরনের অত্যাচারীরা কখনোই সফল হয় না।*

[6:22] আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদের বলব: যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির একমাত্র কারণই হল পরমেশ্বর আল্লাহ আর কিছু নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যই কাজ এবং কারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কখনোই সত্যকে অনুসন্ধান করা যায় না। এই তথ্যের বৈজ্ঞানিক সত্য "ঐশ্বরিক সত্য" দ্বারা প্রমাণিত।*

সন্দেশ: মানুষের যুক্তি সীমাহীন। সব যুক্তির ভিত্তি প্রকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠ বর্তমান উপস্থিতি সমস্ত পুস্তকই সত্যদ্রষ্ট্র, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফসল। পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের প্রকাশেই প্রকাশিত।

[6:23] অতঃপর তাদের কোনও অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

ব্যাখ্যা: *এ বিষয়ে ভণিতা এবং চালাকি অবাস্তব। পবিত্র মানুষ এ কাজে বিরত থাকে।*

[6:24] দেখোতো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছামিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা: *মিথ্যা এবং অবাস্তব কুসংস্কারাচ্ছন্ন সত্যকে নিজের উপরে চাপিয়ে নিষ্ফল অনুসন্ধান অবাস্তব এবং মিথ্যা।*

[6:25] তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বোঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে: এটি পূর্ববর্তীদের কেচ্ছাকাহিনি বই তো নয়।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষের হৃদয় পুরোপুরি আবদ্ধ থাকে। এদের বধির বিবেক সত্যকে উপলব্ধি করাতে অক্ষম হয়। বিবাদ এদের অজ্ঞানতার আধার। এ ধরনের মানুষ বিতর্ক সৃষ্টি করতে ভালোবাসে।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ স্বয়ং প্রকাশিত। ওর বিরাজমান সত্তা কখনোই মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়।

[6:26] তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু বুঝছে না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করাই এই মানুষের কাজ। ওদের অবুঝ মন বিনাশের পথে এদের পরিচালিত করে।*

[6:27] আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোজখের উপর দাঁড় করানো হবে তারা বলবে: কতই না ভালো হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তাহলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

ব্যাখ্যা: *অশান্তির নরক এদের বাসস্থান। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।*

[6:28] এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃপ্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা: *বাস্তব সত্য কালচক্রে প্রকাশিত এবং মানুষের অজ্ঞানতা, ভুল এবং মিথ্যা কখনও না কখনও প্রমাণ সহকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে।*

[6:29] তারা বলে: আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।

ব্যাখ্যা: *ক্রিয়া মানুষের চেষ্টার উপরে নির্ভরশীল। সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। যে মানুষ অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রাধান্য দিয়ে থাকে বিলাস জীবনযাপনকে, তারা কখনোই জ্ঞান এবং শান্তির প্রকাশে পুনরুত্থিত হয় না।*

[6:30] আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তিনি বলবেন: এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে: হ্যাঁ, যা আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন: অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন করো।

ব্যাখ্যা: *মানুষের বিবেক তার চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। বিবেকের নিয়ন্ত্রণকর্তা পরমেশ্বর আল্লাহ। মানুষ নিজের অন্তরাত্মা এবং বিবেকের কাছে সর্বদাই পরীক্ষিত হয়ে থাকে। সত্য মিথ্যার বিচার এই বিবেক দিয়ে সংঘটিত হয়। পাপ যতই গোপনে করা হোক না কেন, বিবেকের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার।*

সন্দেশ: এই আয়েতে বলা হয়েছে "আল্লাহর সম্মুখীন হওয়ার কথা"— এই তথ্য অবাস্তব। অদৃশ্য আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লার সম্মুখ কিংবা পশচাৎপদ থাকে না। আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান। (বিবেক আল্লাহ দ্বারা পরিচালিত তাঁর সম্মুখীন হওয়া)

[6:31] নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে: হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। তার স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখো, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা।

ব্যাখ্যা: *অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যারা অস্বীকার করে মানব বিবেকে পরমেশ্বর আল্লাহর উপস্থিতি। মানবজীবনে প্রলয় উপস্থিত হলে কিংবা বিপদ এলে তারা নিজের পাপের অনুভব করতে পারে। তাদের কর্মফলের থেকে নিষ্কৃতির কোনও উপায় নেই।*

[6:32] পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বোঝো না?

ব্যাখ্যা: *অতিরিক্ত ভোগবিলাস, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী মানুষ পবিত্রতার কৌতুক করে। তারা অবুঝ।*

[6:33] আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী পাপী মানুষ বেদনাদায়ক শাস্তির অংশীদার। সত্য এবং পবিত্রতার আদর্শ তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং সে কারণেই তারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে অস্বীকার করে।*

[6:34] আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনি পৌঁছেছে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রয়াস মানব অস্তিত্বকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ পরিবর্তনশীল নয়। সমস্ত অবতার একই আদর্শ যুগ যুগ ধরে প্রচার করে এসেছেন।*

সন্দেশ: সৃষ্টির কারণ পরমেশ্বর আল্লাহ। স্বয়ং প্রকাশ আল্লাহ নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে সততই বিরাজমান। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহকে অনুভব করা যায়, তর্ক দ্বারা নয়। সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল পরমেশ্বর আল্লাহ। আদিত্যই পরমেশ্বর। ইনি জগতের সমস্ত তথ্য হতে পৃথক, ইনি অতীত, বাস্তব এবং ভবিষ্যৎ। মানুষ যাকে কল্পনা করে উপাসনা করে সেটা শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন। এই বিশ্বের সমস্ত তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহ দ্বারা সৃজিত। পরমেশ্বর আল্লাহ মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

[6:35] আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোনও সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোনও সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোনও একটি মোজেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

ব্যাখ্যা: *বৈচিত্রময় পৃথিবী পরমেশ্বর আল্লাহর পরিকল্পনা। পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সব কিছু সংঘটিত হয়। তিনিই সকল জগতের পরমেশ্বররূপে বিরাজমান। সেই কারণেই উনি চাইলে পৃথিবীর সকল মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন। বৈচিত্রময় জীবন প্রদানের জন্যই সব তথ্যের বিপরীত তথ্য সৃষ্টিতে বর্তমান*

রেখেছেন। তিনি সকল জগতের পরমেশ্বররূপে বিরাজমান। পরমেশ্বর আল্লাহ বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়।

[6:36] তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

ব্যাখ্যা: *শুধুমাত্র শাস্ত্র দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহর স্বরূপ অনুভব করা যায়। সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ। অজ্ঞানতা থেকে মানুষকে জ্ঞানের দিকে পুনরুত্থান করেন পরমেশ্বর আল্লাহ। সমস্ত তথ্যই এই শক্তির দিকে পরিবর্তিত হয়।*

সন্দেশ: অদৃশ্য আল্লাহর শক্তিকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি দৃশ্যমান নন। প্রাণ আল্লাহ, আনন্দ আল্লাহ, আকাশও আল্লাহ। মহাকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি আয়তন নির্ধারণকারী পরমেশ্বর আল্লাহ।

[6:37] তারা বলে: তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন: আল্লাহ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

ব্যাখ্যা: *মানুষ সর্বদাই দৃশ্যমান বস্তুর কল্পনা করে থাকে। এবং আশা করে সমস্ত পবিত্র তথ্যের অধিকারী হবার। কিন্তু এই বিষয়ে পরমেশ্বর আল্লাহই ক্ষমতাবান। উনি সমস্ত ধরনের নিদর্শনই মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের অবুঝ মন তা বুঝতে পারে না।*

[6:38] আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতোই এক-একটি শ্রেণি। আমি কোনও কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ প্রজাতির নিয়মানুসারে সৃষ্ট। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা পরমেশ্বর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিতথ্য পরমেশ্বর আল্লাহর বিজ্ঞানময় অস্তিত্বকে অনুভব করতে শেখায়। পরমেশ্বর আল্লাহ হলেন বিজ্ঞানময় এবং বিশুদ্ধ। এই বিশ্বজগৎ ওঁর কর্মেই কৃত। উনি সর্বগুণসম্পন্ন এক এবং অদ্বিতীয়।*

[6:39] যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা: *যারা মিথ্যা মনে করে সৃষ্টি তথ্যকে (আয়েত) তাদের দৃষ্টান্ত অন্ধকারে বোবা-কালার মতো। পরমেশ্বর আল্লাহই মানুষের কর্মপন্থা নির্ণয় এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।*

[6:40] বলুন, বলো তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

ব্যাখ্যা: *বিপন্মুক্তি, চিন্তামুক্তি সবটাই আল্লার আশীর্বাদ। সত্যবাদী মানুষ তা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।*

[6:41] বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে,

তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।

ব্যাখ্যা: *বিশ্বরূপ আল্লাহর প্রার্থনা একমাত্র শান্তির পথ। সমস্ত বিপন্মুক্তি এই পথেই বর্তমান।*

[6:42] আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উনমন্তদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতিমিনতি করে।

ব্যাখ্যা: *যুগ যুগ ধরে অবতারগণ এই আদর্শই প্রচার করেছেন। পরমেশ্বর আল্লাহর আদিত্য এবং আনন্দময় অস্তিত্বের প্রচার-প্রসারই অবতারগণের প্রচেষ্টা ছিল। পরমেশ্বর আল্লাহ ওঁদের অন্তর্বর্তী অস্তিত্বে বিরাজমান থেকে পবিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়েছেন। পরমেশ্বর আল্লাহ হলেন সকলের অন্তরাত্মা। ওঁর দীপ্তিতে পৃথিবীর সকল কিছুই দীপ্তিমান।*

[6:43] অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন কেন কাকুতিমিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।

ব্যাখ্যা: *অবুঝ, অর্বাচীন মানুষ নিজেকে সর্বোপরি মনে করে অহংকার এবং জেদ এদের অন্তরকে পাথরের মতো কঠিন করে দেয়। পাপকাজ এদের জীবনধারার মূল লক্ষ্য হয়।*

[6:44] অতঃপর তারা যখন ওই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষের কর্ম সর্বদাই প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।*

[6:45] অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী মানুষ সমূলে বিনাশিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহই স্বরাট, স্বয়ংদীপ্ত।*

[6:46] আপনি বলুন: বলো তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে এবং তোমাদের আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখো, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনবলি বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র, অসৎ, দুষ্কৃতী মানুষদের বিবেক অহংকার এবং জেদ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সত্য এবং পবিত্রতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সগুণ পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে না। উদাহরণ এবং প্রমাণ সহকারে বোঝানো সত্ত্বেও।*

[6:47] বলে দিন: দেখোতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে?

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রদত্ত শাস্তি ঐতিহাসিক ভাবে মানুষের কাছে প্রমাণিত। সঠিক কর্মফলই আল্লাহর বিধান।*

[6:48] আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোনও শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আগমন মানুষ এবং মানবসমাজকে সৎপথে পরিচালনা করার জন্যই হয়। শান্তির পথে সমাজকে নির্দেশিত করা ওদের প্রধান কাজ।*

[6:49] যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি এবং তার আদর্শকে মিথ্যা মনে করে তারা সুখ, শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।*

[6:50] আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ওই ওহীর অনুসন করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন: অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ কখনোই গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের কিংবা ধনসম্পদের দাবি করেন না, শুধুমাত্র অনুসরণ করেন সত্যের পথ এবং প্রতিটি নিয়মের। যাদের অন্তরাত্মা দৃষ্টিহীন তারা কখনোই সত্যের আলোকে আলোকিত হতে পারে না। এটাই বিচার্য বিষয়।*

[6:51] আপনি এ কোরাঅন দ্বারা তাদেরকে ভয়প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোনও সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না— যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে বেঁচে থাকে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের পরম বন্ধু হল প্রকৃতি। প্রকৃতি বিনষ্টকারী মানুষদের পাপের ফল সম্বন্ধে ভীতিপ্রদর্শন কিংবা জ্ঞাত করাই পবিত্র মানুষের কাজ।*

[6:52] আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুনা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষদের অশ্রদ্ধা করা কিংবা ঘৃণা করা জঘন্য অপরাধ। যারা এ কাজ করে তারা অত্যাচারী।*

[6:53] আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?

ব্যাখ্যা: *মানুষ দ্বারাই মানুষ পরীক্ষিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।*

[6:54] আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত

কোনও মন্দ কাজ করে, অন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞাতবশত সংঘটিত পাপ ক্ষমাযোগ্য, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে, সেই কাজ সে দ্বিতীয়বার করবে না। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায়। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছ হৃদয়ে মানুষকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করে। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ জীব এবং পদার্থের সমস্ত গুণসম্পন্ন বিশিষ্ট সত্তা। সুতরাং মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পরমেশ্বর আল্লাহর সর্বব্যাপী রূপ অনুভব করতে পারে যার সৃষ্ট তা অবশ্যই ধ্বংসশীল। মুক্ত অবস্থাতেই পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী, কোনও কিছু দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। জীবিত অবস্থাতে মানুষ সসীম এবং সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন। সর্বব্যাপী এবং সনাতন পরমেশ্বর সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকর্তা। জীব এবং প্রকৃতি সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর কর্ম। সৃষ্টি পরিবর্তন এবং বিনাশ ওনার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে প্রাণী অভেদ। উনি সর্বব্যাপী এবং সনাতন। উনি জীবের মধ্যেই গুণরূপে বিরাজ করে থাকেন।

[6:55] আর এমনি ভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি—যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি সমস্ত তথ্যই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে। দুষ্কৃতীদের অপ্রাকৃতিক কর্ম সর্বদাই প্রকাশিত।*

[6:56] আপনি বলে দিন: আমাকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত করো। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের খুশিমতো চলব না। কেন-না, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুখপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তির উপাসনা বর্জনীয় এবং সম্পূর্ণরূপে বিপদগামী।*

[6:57] আপনি বলে দিন: আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবি করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর উজ্জ্বল প্রমাণ প্রকৃতির সর্বত্র উপস্থিত। দুষ্কৃতীরা সর্বদাই উপস্থিত। দুষ্কৃতীরা সর্বদাই একে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অধিকারের বাইরে যা মানুষের কাছে নেই তার কামনা করা অবান্তর। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বদাই বর্তমান। জ্ঞানের প্রসার এবং তার ফল প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির আধার। পরমেশ্বর আল্লাহ বিশুদ্ধ সত্তা।*

[6:58] আপনি বলে দিন: যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবি করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

ব্যাখ্যা: *মানুষের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হয়ে থাকে। দ্রুত চাহিদাপূরণের আশা মানুষকে পাপের দিকে ঠেলে দেয়।*

[6:59] তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোনও পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনও শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনও আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: সমস্ত গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন প্রকৃতি দ্বারাই সম্ভব। প্রকৃতিতে সব কিছুই বর্তমান। অজ্ঞানতার অন্ধকারও যেমন ওঁর সৃষ্টি, ঠিক সেরকম ভূগর্ভস্থ সমস্ত উপাদান সৃষ্টি তথ্যের অধীন। জ্ঞান সংবলিত পুস্তকগুলি এর বর্ণনা দিয়ে থাকে। এটা স্পষ্ট, পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থের উদ্ভব ঘটে। প্রকৃতি চিরন্তন এবং আল্লার সহিত অভিন্ন।

[6:60] তিনিই রাত্রিবেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় করো, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সম্মুখিত করেন— যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা: কোনও কোনও মানুষ পাপের অন্ধকারে গভীর নিদ্রায় মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ পাপকে নিজের জীবনের আদর্শ মনে করে সমস্ত রকম পবিত্র জ্ঞানের কথাকে বর্জন করে জীবন যাপন করে। কিছু মানুষ আছে যারা এই তথ্য উপলব্ধি করে এর থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রতায় প্রত্যাবর্তন ঘটে। জীবের মধ্যেই গুণরূপে কাজ বর্তমান।

[6:61] অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে দেয়।

ব্যাখ্যা: প্রকৃতি সমস্ত তথ্যের উপর প্রভাবশালী এবং রক্ষাকারী। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং এই নিয়মে কোনওরকম অমান্য হয় না। সমস্ত সৃষ্টির সময় পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক। পদার্থ দ্বারাই জীব সৃষ্টি হয়। জীব পদার্থের গুণসম্পন্ন দেহবিশিষ্ট সত্তা।

[6:62] অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌঁছোনো হবে। শুনে রাখো, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা: মৃত্যুর পর সমস্ত তথ্যই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তিত হয়। অর্থাৎ আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে।

[6:63] আপনি বলুন: কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান করো যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লহা এবং তার প্রকৃতি মানুষের রক্ষাকর্তা।

[6:64] আপনি বলে দিন: আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং এসব সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা পেরক করো।

ব্যাখ্যা: মানুষের অবুঝ মন এই তথ্য বোঝা সত্ত্বেও অপবিত্রতাকে জীবনসঙ্গী করে পরমেশ্বর আল্লাহর অবমাননা করে থাকে।

[6:65] আপনি বলুন: তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোনও শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখো, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলি বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝে নেয়।

ব্যাখ্যা: সুখ-দুঃখ, শাস্তি, আশীর্বাদ, বিচার ধারার মতভেদ সবটাই প্রাকৃতিক। এই তথ্যই বৈচিত্রময় প্রকৃতির কারণ। পরমেশ্বর আল্লাহই একক ক্ষমতাবান।

[6:66] আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই।

ব্যাখ্যা: মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র হল নিজের বিচারধারাকে সঠিক এবং অপরকে ভুল মনে করা। এই দ্বন্দ্বের অবসান শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারাই সম্ভব।

[6:67] প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে।

ব্যাখ্যা: ***সমস্ত তথ্যেরই কাল নির্ধারিত।***

[6:68] যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়েতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।

ব্যাখ্যা: সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়ে ধার্মিক হবার ভণিতা করা অপরাধ। পবিত্র কর্তব্যকে ভুলে যাওয়া অপবিত্র শক্তির বিজয়।

[6:69] এদের যখন বিচার করা হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা যাতে ওরা ভীত হয়।

ব্যাখ্যা: দুষ্কৃতীদের শুধুমাত্র সঠিক এবং পবিত্র পথের উপদেশ দেওয়াই শ্রেয়। ওদের কর্মের উত্তরদায়িত্ব ওদের নিজেরই।

[6:70] তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমন ভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোনও সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে—কুফরের কারণে।

ব্যাখ্যা: পবিত্রতা এবং শিক্ষার আদর্শকে যারা উপহাস করে এবং ক্রিয়ার ছলে অবহেলা করে তারা নিজেরাই বিপদগামী। পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই সমগ্র সৃষ্টি। পাপীদের ধ্বংসের কারণ হল তাদের অবাস্তব অপ্রাকৃতিক চিন্তাভাবনা। এরা সর্বদাই অশান্তির অভিশাপে অভিশপ্ত যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[6:71] আপনি বলে দিন: আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহ্বান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না এবং আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন? ওই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে—সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে: এসো, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন: নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ হয়ে যাই।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির উপাসনা ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির আরাধনা অবান্তর যা মানব এবং মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকারক। অপবিত্র শক্তি মানব মস্তিষ্ককে সর্বদা বিভ্রান্ত করে। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা মানুষের জন্য সুখময়, শান্তিময়।*

[6:72] এবং তা এই যে, নামায় কায়েম করো এবং তাঁকে ভয় করো। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, পবিত্রতা, মানবতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকেগ্রহণ করাই ঈশ্বরের আরাধনা (নমাজ)। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দরবার হল প্রকৃতি। সমস্ত তথ্যকেই প্রকৃতিতে বিলীন হতে হবে।*

[6:73] তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন: হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে মহাকাল এবং পৃথিবী। ওঁর ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কিছু সৃষ্টি, পরিচালিত এবং বিনাশ হয়। বাঁশির সুমধুর স্বরও ওঁর সৃষ্টি, ওঁর কাছে কোনও কিছুই গোপন নয়। উনি মহিমময় সর্বজ্ঞ। পরমেশ্বর আল্লাহই জীবাত্মার বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব। মানুষের জন্য সত্য জ্ঞানই হল মোক্ষলাভের উপায়। তিনি অনন্ত এবং কল্যাণগুণসম্পন্ন।*

[6:74] স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম পিতা আযরকে বললেন: তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে করো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য।

ব্যাখ্যা: *পথভ্রষ্ট অবতার ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে বলেছিলেন অবাস্তব এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়মগুলিকে আরাধনার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা সঠিক নয়, এটি মানুষের ভ্রান্ত ধারণা।*

[6:75] আমি এরূপ ভাবেই ইব্রাহিমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম—যাতে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির রহস্য কিছুটা ইব্রাহিম উপলব্ধি করেছিলেন।*

[6:76] অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বলল: ইহা আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বলল: আমি অস্তগামীদেরকে ভালোবাসি না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সদাজাগ্রত। তিনি কখনোই অস্তমিত হন না। প্রকৃতি পরমেশ্বর শক্তির অধীন সত্তা। সেক্ষেত্রে কোনও দৃশ্যমান গ্রহনক্ষত্রকে ঈশ্বর ভেবে কল্পনা করা অবাস্তব।*

[6:77] অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল: এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

ব্যাখ্যা: *চন্দ্রকেও উপাসনার লক্ষ্য করেন তারা পরমেশ্বরের সঠিক পথ উপলব্ধি করতে পারেন না।*

[6:78] অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল: এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরিক করো, আমি ওসব থেকে মুক্ত।

ব্যাখ্যা: *উদীয়মান সূর্যের আলো মানুষের জন্য মঙ্গল এবং কল্যাণকর। রাতের অন্ধকারের পরে সকালের নতুন সূর্য মানুষকে সুখময় এবং শান্তিময় অনুভূতি প্রদান করে। সূর্যের উপকারিতা মানুষের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে আর সূর্য পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।*

[6:79] আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ওই সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।

ব্যাখ্যা: *এই সত্য যারা উপলব্ধি করে তারা বিনম্র থাকে আর যারা অস্বীকার করে তারা মুশ্রিক।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ জগৎরূপে প্রকাশিত। যেখানে দ্রষ্টব্য যা কিছু আছে, সবটাই উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। এই আয়েতটি বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে, রাতের অন্ধকারের পর উদীয়মান সূর্যের আলো যেমন মানুষের জন্য সুখ এবং শান্তিময়, ঠিক সেরকম অনেক দুঃখকষ্টের পর যখন মানুষ শান্তিলাভ করে, সেটিও উদীয়মান সূর্যের মতো সুখদায়ক।

[6:80] তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল: তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরিক করো, আমি তাদেরকে ভয় করি না তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোনও কষ্ট দিতে চান! আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা করো না?

ব্যাখ্যা: *বিতর্ক যদি বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিপূর্ণ হয় তা অবশ্যই মানবসমাজের উন্নতির ফল কিন্তু অবান্তর বিতর্ক সৃষ্টি করা একেবারেই বর্জনীয়। আর পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বে বিতর্ক সৃষ্টি করা মহাপাপ। জ্ঞান এবং অজ্ঞান পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত।*

[6:81] যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় করো, অথচ তোমরা ভয় করো না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ

করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তিলাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং অস্তিত্বের বিরুদ্ধাচরণ করা মহাপাপ। শরিক বলা হয় ইসলামে একে। যে তথ্য বিজ্ঞান এবং যুক্তি হয় না এবং যা সমাজের জন্য ক্ষতিকার কথা অবলম্বন করা পরমেশ্বর আল্লার অবমাননা। শান্তি এবং জ্ঞান প্রাপ্ত করার সঠিক পথ হল শিক্ষা অর্জন করা।*

[6:82] যারা ইমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীয় সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই পবিত্রতা এবং শান্তির পথের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। এরা কখনোই অত্যাচারী হয় না।*

[6:83] এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহিমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *এই সত্যই অবতার ইব্রাহিম উপলব্ধি করেছিলেন। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।*

[6:84] আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথপ্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথপ্রদর্শন করেছি— তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনি ভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

ব্যাখ্যা: *অবতার ঈসাক এবং ইয়াকুব পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং নিয়ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অবতার নূহ এবং তাঁর বংশধর থেকেই দাউদ, সুলেমান, আয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুন। সকলেই সুপথ এবং সত্যের আশীর্বাদে ধন্য ছিলেন সামাজিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন এরা।*

[6:85] আর ও জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যাখ্যা: *ঠিক এইভাবেই জাকারিয়া, ইয়াইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস সকলেই জ্ঞান এবং সত্য পথের অধিকারী ছিলেন।*

[6:86] এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিলেন ইসমাইল, ইয়াসাক, ইয়সুদ ও লুথ অবতারগণ।*

[6:87] আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথপ্রদর্শন করেছি।

ব্যাখ্যা: *এঁদের পিতৃপুরুষ এবং ভ্রাতৃবর্গ সত্য এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিলেন।*

[6:88] এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান। যদি তারা শেবেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।

[6:89] তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও লবুয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার লবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান সংবলিত পুস্তক, রাজত্ব এবং অবতার সবটাই প্রকৃতির আশীর্বাদ যা বিশিষ্ট কিছু মানুষ প্রাপ্ত করে থাকে। এদের বিরোধিতা করা ক্ষতিকারক।*

[6:90] এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশ মাত্র।

ব্যাখ্যা: *বিশ্ব কল্যাণের জন্য এদের জ্ঞানকে সম্মান এবং গ্রহণ করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য। যারা জ্ঞান এবং শান্তিকে পরমেশ্বর আল্লাহর অধীন সত্তা বলে মনে করে তারাই মোক্ষলাভ করতে পারে। বিশ্ব মানবের শান্তির এবং শিক্ষার জন্য এই আয়েতটি উদাহরণ এবং আদেশ।*

সন্দেশ: প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে মানুষের মধ্যেই বিশেষ কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যের পথে পরিচালিত হয়।

[6:91] তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল: আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কোনও কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন: ওই গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানবমণ্ডলীরা জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত না। আপনি বলে দিন: আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।

ব্যাখ্যা: *ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বদাই সসীম। সুতরাং সসীম কোনও কিছুকে অনন্ত এবং অসীম পরমেশ্বর আল্লারূপে গ্রহণ করা অবান্তর। শুধুমাত্র লক্ষণের দ্বারাই মানুষ কোনও বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারে এবং এক বস্তুকে ওপর বস্তু থেকে পৃথককৃত করে। শুধুমাত্র জ্ঞান এবং শিক্ষাই পরমেশ্বর আল্লাহকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই কারণেই অজ্ঞানী, অপবিত্র মানুষ পরমেশ্বর আল্লার মর্যাদা অনুভব করতে ও প্রদর্শন করতে অক্ষম হয়। এরা অস্বীকার করে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক অনুদান। ধর্মপুস্তকগুলির আদর্শ এবং শিক্ষা অনুধাবন করা পবিত্র মানুষের জন্য মঙ্গলদায়ক। কিন্তু দুষ্কৃতী মানুষ যারা ধর্মকে অর্থ উপার্জনের পন্থা মনে করে তারা ধর্মপুস্তকের সত্যতাকে গোপন করার চেষ্টা করে অবান্তর আলোচনা দ্বারা বিভ্রান্ত করে মানুষকে।*

[6:92] কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় নামায় সংরক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষার্থীরা ধাপে ধাপে, আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে থাকে, ঠিক সেরকমই ধর্মপুস্তক বিষয়ে জ্ঞানলাভ ধাপে ধাপেই উপনীত হয় এবং তার নিয়ন্ত্রণ করেন পরমেশ্বর আল্লাহ। যুগ যুগ ধরে একই আদর্শকে পরিপুষ্ট করে*

ধর্মের আধুনিকীকরণ হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস রাখেন বিনাশে এবং পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, শিক্ষাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই সফল হন।

[6:93] ওই ব্যক্তির বড়ো জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবি করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের করো স্বীয় আত্মা, অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়তেসমূহ থেকে অহংকার করতে।

ব্যাখ্যা: *এই আদর্শের উপর মিথ্যারোপ করা এবং এই আদর্শকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সমাজের জন্য অকল্যাণকর। এই আদর্শের বিরোধিতা প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করার প্রয়াস। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হবে এই ধরনের মানুষ। এরা লাঞ্ছিত এবং সমাজে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে যারা প্রকৃতির নিদর্শনকে চিনতে পারে না তারা অবশ্যই মৃত অন্তরাত্মার অধিকারী।*

[6:94] তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছে। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা: *পাপী মানুষ ঐশ্বরিক সত্য এবং সৃষ্টিকে অবহেলা করে প্রকৃতির আশীর্বাদকে পিছনে ছুড়ে ফেলে। নিশ্চিতরূপে এই ধরনের মানুষদের প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এদের অলীক কল্পনা সর্বদাই ব্যর্থ হয়।*

[6:95] নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ। অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

ব্যাখ্যা: *ঠিক যেরকম প্রকৃতি বীজ থেকে শস্য অঙ্কুরিত করেন এবং পরিবর্তনের তথ্য দ্বারা প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তার বিনাশ ঘটান। এই তথ্য এক অনন্ত উদাহরণ। এই আদর্শকে কেউ বিকৃত করতে পারে না।*

[6:96] তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীর চক্রাকার ঘূর্ণনের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি হয়। রাত্রিকালে বেশির ভাগ প্রাণী নিদ্রা আনন্দ উপভোগ করে। এই দিবারাত্রির গণনা সূর্য এবং চন্দ্রের আবর্তে সংঘটিত হয়ে তাকে, এই পদ্ধতি পরমেশ্বর আল্লার সৃষ্ট নিয়মানুবর্তিতার অন্তর্গত।*

[6:97] তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমার স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই মানুষকে দিক নির্ণয় করতে শিখিয়েছে গ্রহনক্ষত্র দ্বারা। প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষ মহাকাশবিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে চলেছে।*

[6:98] তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাইসৃষ্টি করেছে প্রাণীজগৎকে একটি কোষ থেকে। এক কোষ থেকে বহুকোষী প্রাণী বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে চলেছে।*

সন্দেশ: আদম ও হাউয়া— এই দুটা-হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পৌরাণিক নাম। প্রাণীসৃজনের মূল তথ্য।

[6:99] তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য করো যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য করো নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ইমানদারদের জন্যে।

ব্যাখ্যা: *বারিধারা বর্ষিত হয় প্রকৃতির সমস্ত উদ্ভিদকে অঙ্কুরিত করতে এবং সেই উদ্ভিদ দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের সৃষ্টি হয়। বৈচিত্রময় পৃথিবীর বিভিন্ন ফল, খেজুর, আঙুর সৃষ্টি করে, মানুষের আস্বাদনের বৈচিত্র সৃষ্টি করে মানুষকে একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে। যারা জ্ঞানী তারা প্রকৃতির এই নিয়মকে অনুভব করতে পারে।*

[6:100] তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞাতবশত আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্ত, তাদের বর্ণনা থেকে।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিকে উন্মলতা (জিন) দ্বারা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেছেন পরমেশ্বর আল্লাহ। মানব শরীরকে এই উস্মনতা দ্বারাই সুস্থ এবং পরিচালিত করেছেন তিনি। মনোময় পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাণ সঞ্চার করেন এই উস্মনতা দ্বারা। বিশ্বের সমস্ত কিছুর কারণ পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি। চৈতন্যদীপ্তি ওঁর রূপ। তিনি সত্য সংকল্প আকাশ আত্মা।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর সমস্ত তথ্যই নিজের আত্মসত্তায় লীন হয়ে যায়। সমস্ত প্রাণী ধ্বংসশীল।

[6:101] তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোনও সঙ্গী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সববস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির সমস্ত তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর হক্তি দ্বারা সৃজিত। প্রাণীদের মতো সন্তান জন্ম দেওয়া তথ্য ওঁর দ্বারা সঙ্ঘটিত হয় কিন্তু উনি প্রত্যক্ষ বর্তমান থাকেন না।*

জীব সৃষ্টি হল প্রকৃত পরমেশ্বর আল্লাহর কাজ। জীব পরমেশ্বর আল্লাহর সর্বব্যাপী রূপে অন্তর্গত। তিনি মহান এবং অজাত। পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত রকম অপূর্ণ দোষ থেকে মুক্ত। উনি দেহবিশিষ্ট প্রাণীর মতো কর্মাধীন নন। সমস্ত জীবে অবস্থান করেও জীবন প্রবৃত্তির অধীন নন। মানুষের জন্য পরমেশ্বর আল্লাহর মৌলিক সত্তা হল জ্ঞান।

সন্দেশ: নিরাকার আলোকরশ্মি যেমন আকারে পরিণত হয়, ঠিক সেরকম পরমেশ্বর আল্লাহর বিভিন্ন আকারের অধিকারী হয়ে মানব উপাসনার লক্ষ্য হয়েছেন। উনি সর্বব্যাপী এবং সনাতন।

[6:102] তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত করো। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ব্যতীত কোনও শক্তি প্রকৃতির অধীশ্বর নয়। তিনি সৃজনকারী একমাত্র উপাস্য।*

[6:103] দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত তথ্যের অধিকারী এবং সূক্ষ্মদর্শী, প্রকৃতিস্বরূপ সর্বব্যাপী এবং অনুরূপে জগৎ শাসন করে। জীবরূপে জাগ্রত, পবিত্র এবং কল্যাণগুণ সমন্বিত।*

[6:104] তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলি এসে গেছে। অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত দিব্যজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা তিনিই— মানবকল্যাণে যা মানবকে প্রদান করা হয়েছে। তিনিই রক্ষাকর্তা।*

[6:105] এমনি ভাবে আমি নিদর্শনাবলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দিই।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি সবিস্তারে প্রকাশ করে সৃষ্টিতথ্য যা পুস্তক আকারে মানবসমাজে উপস্থিত। পবিত্র বিবেক সত্য জ্ঞানকে অনুভব করতে পারে।*

সন্দেশ: সমস্ত জীবের মধ্যেই গুণরূপে কাজ এবং পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে কারণ বর্তমান থাকে। অন্তর্যামী পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে সমস্ত কিছুই কালচক্রে প্রকাশিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহর মৌলিক সত্তা হল জ্ঞান। মানুষের জন্য জ্ঞানই হল প্রকৃতি। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি সমস্ত অণু-পরমাণুতে অবস্থান করে এবং উনি নিরাকার। পরমেশ্বর আল্লাহ জীবরূপে জাগ্রত। নাম, রূপ এবং আকৃতি সব উৎপত্তির কারণ পরমেশ্বর আল্লাহ।

[6:106] আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক সত্য ব্যতীত আর কোনও সত্য নেই। ওঁর আদর্শকে*

অনুসরণ এবং অনুভব করাই শ্রেয় আর পাপ থেকে দূরে থাকাই পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাণের সত্য।

[6:107] যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত পাপকে দূর করতে সক্ষম। সুতরাং কোনও মানুষই অপর মানুষের প্রহরী নয়।*

[6:108] তোমরা তাদেরকে মন্দ বোলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনি ভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎ মানুষ কখনোই অপরের কুসমালোচনা করে না এবং কুতর্কে নিজের সময় এবং শ্রম নষ্ট করে না। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে প্রত্যাবর্তন সম্ভব। সুতরাং পাপীদের সমালোচনায় নিজেকে বিভ্রান্ত করা কখনোই ঠিক নয়। সমালোচনার থেকে আলোচনা শ্রেয়। বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর আল্লাহর অধিকরণের ব্যাখ্যার উপলব্ধি পবিত্র মানুষ করে থাকে। সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।*

[6:109] তারা জোর দিয়ে আল্লাহর কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোনও নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন: নিদর্শনাবলি তো আল্লাহর কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলি আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই?

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ সর্বদাই মিথ্যা প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজের সততা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য প্রকাশিত হতে সময় লাগে না। পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য জানার পরেও এই ধরনের মানুষ বিশ্বাস করে না।*

[6:110] আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন—তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেব।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষের অন্তর এবং দৃষ্টি বিভ্রান্ত। অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত মানসিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ঘুরপাক খায়। মানুষের অনুসন্ধান দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য প্রকাশিত হয়ে থাকে।*

[6:111] আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাসস্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত তথ্য প্রমাণ হবার পরেও কিছু মানুষ নিজের জেদ এবং অহংকার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত থাকে, তারা সত্যকে দেখতে পায় না। তারা মূর্খ।*

[6:112] এমনি ভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে।

তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ যারা প্রচার করে— প্রকৃতি কিছু অসৎ, দুষ্কৃতী মানুষদের তাদের শত্রু বানিয়েছেন। বিশ্বাসঘাতকতা যাদের মূল আদর্শ তারা পাপী। বিশ্বাস করা অপরাধ নয়, এটা মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ।*

[6:113] অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন যাতে কারুকার্যখচিত বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ওইসব কাজ করে, যা তারা করছে।

ব্যাখ্যা: *কুপ্ররোচনায় উৎসাহিত করা দুষ্কৃতীদের অপর এক স্বভাব এবং দুষ্কৃতীরা সর্বদা প্রচেষ্টা করে। দল ভারী করার এই কাজে তারা মগ্ন থেকে অশান্ত জীবন প্রাপ্ত করে।*

[6:114] তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি সর্বময় বিচারক। সত্য-মিথ্যার প্রকাশ এবং জ্ঞান প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহই সত্য-মিথ্যার বিচারক। জ্ঞান সমন্বিত পুস্তক দ্বারা মানুষকে তার জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। সন্দেহ মানুষকে যেমন অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে, ঠিক সেরকম ভাবে মানুষকে বিভ্রান্তও করে। জ্ঞান এবং শিক্ষার দ্বারা মানুষকে সত্যের অনুভব করতে শেখানো হয়েছে।*

[6:115] আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোনও পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যের বাণী প্রমাণিত। ন্যায়ের মানদণ্ড এবং এই প্রকৃতির সত্যকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। উনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা।*

[6:116] আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞতা মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের দিকে ঠেলে এবং সত্য উপলব্ধি করতে কিছুটা সময় লাগলেও কখনও না কখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তা গ্রহণ করতে বাধ্য। অনুমান এবং মিথ্যা কখনোই এক নয়। অনুমান সত্য-মিথ্যার কালচক্রে প্রকাশিত হয়। সত্য বা বাস্তব কখনোই কুচক্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা অনুমান ছাড়াই প্রকাশিত হয়।*

[6:119] কোনও কারণে তোমরা এমন জন্তু ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ ওইসব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে

তোমাদের জন্যে হারামা করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী হারতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই মানুষকে সমস্ত বর্জিত বস্তুর সাথে পরিচিত করিয়েছে এবং তার শিক্ষা প্রদান করেছে। নিজেদের খেয়ালখুশির ওপরে যারা অপ্রাকৃতিক কাজ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।*

[6:120] তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ করো। নিশ্চয়া যারা গোনাহ করেছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত পাপ বর্জন করাই শ্রেয়। সে তা প্রকাশিত হোক কিংবা অপ্রকাশিত হোক। পাপের শাস্তি নিশ্চিত।*

[6:121] যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ কোরো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের—বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তোমরাও মুশবেক হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের ন্যায্য প্রাপ্তি পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ। প্রকৃতির সমস্ত তথ্যই আল্লাহর সৃষ্ট। যা মানুষের জন্য নিযুক্ত তার ব্যবহারই শ্রেয়। কুপ্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে অপবিত্রতাকে অনুসরণ করা পাপ।*

[6:122] আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে— সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনি ভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষা দ্বারা মানুষের মৃত বিবেককে প্রাণ প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে সভ্যতা এবং সমাজ প্রদান করেছে। জ্ঞানের আলো দিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে আধুনিক করা হয়েছে। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পাপীরা তা অনুভব করতে পারে না।*

[6:123] আর এমনি ভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি— যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত তথ্যের বিপরীত তথ্য রেখে পৃথিবীকে বৈচিত্রময় করেছেন। মানবসমাজে সর্বত্রই অপবিত্র মানুষের উপস্থিতি বর্তমান। যারা সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তারা অত্যাচার করে নিজেদের বিরুদ্ধেই। পাপীদের অবুঝ মন তা বুঝতে পারে না।*

[6:124] যখন তাদের কাছে কোনও আয়াত পৌঁছে, তখন বলে, আমরা কখনোই মানব না যে, পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহর কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।

ব্যাখ্যা: *পাপীরা সত্য এবং শান্তির আদর্শে বিশ্বাস করে না এবং আশা করে পরমেশ্বর আল্লার দ্বারা এই আদর্শ প্রমাণিত হবার এবং দাবি করে এই আদর্শের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিশেষ অপ্রাকৃতিক তথ্যের। এদের অশান্ত জীবন এদের জন্য কঠোর শাস্তির।*

[6:125] অতঃপর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ—অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন—যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। ওঁর আদর্শে এবং জ্ঞানের আলোয় আত্মসমর্পণ (ইসলাম) মানুষকে পবিত্র এবং শান্তিময় করে তোলে। অপবিত্র মানুষের অন্তঃকরণ সংকুচিত এবং আবদ্ধ থাকে, তারা কখনোই পবিত্রতার পথ অনুসরণ করে না।*

[6:126] আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশগ্রহণকারীদের জন্যে আয়েতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা: *শান্তি, শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম এবং মানবতা (ইসলাম) হল পরমেশ্বর আল্লাহর সঠিক পথ। এটিই জগৎ এবং পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য। অমৃতস্বরূপ আল্লাসত্যের দ্বারা আবৃত। সব কিছুর সাক্ষীস্বরূপ উনি জাগ্রত।*

সন্দেশ: সত্যের আলোচ্য বিষয়কে এবং অর্থকে ওলট-পালট করে কিংবা রূপান্তরিত করে দ্বৈত ভাবের সৃষ্টি করা কিংবা তার প্রচেষ্টা করা কিংবা প্রকৃতির মূল আদর্শকে অবহেলা করা অপরাধ। শুধু উপাধি দ্বারা সত্য এবং বাস্তবকে প্রদর্শিত করা যায় না। ধর্মের দ্বারাই সম্ভব।

[6:127] তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে।

ব্যাখ্যা: *অবুঝ, শৃঙ্খলহীন মানুষ অশান্তির আগুনে প্রজ্বলিত হয়।*

[6:128] যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব-বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং জ্ঞানের সামনে সমস্ত মানুষকে জড়ো করা হয় এবং প্রমাণিত করা হয় সত্য-মিথ্যার অস্তিত্বে প্রকৃতি নির্ধারিত করে মানুষের সত্যতার মাত্রা। অনুরূপ ভাবেই উপলব্ধি করা যায় পরিদৃশ্যমান জগতে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা এবং কোনটা মায়া। স্বপ্নজগতের সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী বাস্তব নয়। ঠিক সেরকম ভাবেই অজ্ঞানতা এবং মোহাচ্ছন্নের জগৎ দ্বারা বিচরণ করে তারা সত্যের উপলব্ধি করতে পারে না। সৃষ্টির ব্যবহারিক সত্যকে যা মানুষের জন্য নিযুক্ত তা অস্বীকার করা যায় না।*

[6:129] এমনি ভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ অত্যাচারী এবং অবুঝ মানুষকে ক্ষণিকের স্বস্তি দিয়ে থাকেন।*

[6:130] হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেনি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলি বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে: আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক কণা (গড পার্টিকালস/জিন) দ্বারা মানব এবং পৃথিবীর তাপমান নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্ত ধর্মপুস্তক মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেছে। এই সত্য উপলব্ধি করার পর অপরাধীরা নিজের অপরাধ স্বীকার করে।*

[6:131] এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোনও জনপদের অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না। এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞতাই মানুষকে অবিশ্বাসী করে তোলে। মানুষের শান্তি এবং সুখকে বিনাশ করে তার নিজের অন্যায় আচরণ।*

[6:132] প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

ব্যাখ্যা: *সব প্রকাশ জ্যোতিস্বরূপ। পরমেশ্বর আল্লাহর সমস্ত তথ্যই মানবিশিষ্ট। এক্ষেত্রে কোনওটাই সুপ্ত নয়, জ্ঞাত। সমস্ত তথ্যেরই কারণ পরমেশ্বর আল্লাহ।*

[6:133] আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ যাঁর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নাই। ওঁর অস্তিত্ব থেকেই সমস্ত বস্তু জাত। উনি অনুপম অদ্বিতীয়। সে কারণেই ওঁকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সমস্ত তথ্যের মূল সত্তা হলেন আল্লাহ। ওঁর ইচ্ছায় কালচক্র এবং ইতিহাস সৃষ্টি হয়। উনি অদ্বৈত এবং আনন্দ। সমস্ত তথ্যের মূল সত্তা হওয়ার কারণে বংশ সৃষ্টি ওঁর ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়।*

[6:134] যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও তথ্যের কারণ অসম্ভব। উনি বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান সমস্তটাই নির্দেশ করেন। মানুষের পক্ষে যার পরিবর্তন অসম্ভব।*

[6:135] আপনি বলে দিন: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহকে লাভ করে। নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না।

ব্যাখ্যা: *এই কারণেই বলা উচিৎ, হে মানবজাতি। তোমরা কর্ম করো, পবিত্র কর্মের ফল অবশ্যই পরমেশ্বর আল্লাহ তোমাদেরকে দেবেন আর নিশ্চিতরূপে অপরাধীরা শাস্তি পাবে।*

[6:136] আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারনা অনুসারে বলে এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর থেকে বিশেষ কিছু বস্তু ওঁর নামে নির্দিষ্ট করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা উচিৎ। পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও কিছুর প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে অপ্রাকৃতিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে কোনও কিছুর নির্দেশ দিলে তা জঘন্যতম অপরাধ।

[6:137] এমনি ভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।

ব্যাখ্যা: সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের সন্তানদের উপর নিজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ এবং অযৌক্তিক ধারণা জোর করে চাপিয়ে দেন এবং হত্যা করা হয় সন্তানদের মস্তিষ্কের বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করা হয় সংশয় জোর করে মতবাদ অনুসরণ করাবার জন্য। উত্তরাধিকারীদের নিজের ভ্রান্ত মতবাদ বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক ইচ্ছানুসারে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাই কালচক্রে প্রকাশিত হয়।

[6:138] তারা বলে: এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছ করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে, অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ এরকম আছে সমাজে যারা খাদ্যাভসের ক্ষেত্রেও অবাস্তব তথ্য পোষণ করে খাদ্যের সাথেও ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যকর খাদ্য মানুষের জন্য গ্রহণীয় (হালাল)। আজকের আধুনিক পৃথিবীতে স্বাস্থ্যকর খাদ্য চয়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিৎ।

[6:139] তারা বলে: এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষ ভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে এবং আমাদের মহিলাদের জন্যে তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: বংশবৃদ্ধির জন্য গর্ভবতী পশুকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় এবং শাস্তিযোগ্য। পরমেশ্বর আল্লাহ দয়ালু। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই পশু খাদ্য চয়ন করা উচিৎ।

[6:140] নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত কোনও প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে

আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।

ব্যাখ্যা: *সেই সমাজ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজের অজ্ঞানতা এবং অশিক্ষাকে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের উপর চাপিয়ে তাদের বিকাশকে হত্যা করে। এক্ষেত্রে পরমেশ্বর আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এরা কখনোই সত্য জ্ঞানের অধিকারী নয়।*

সন্দেশ: শিক্ষিত এবং সত্য জ্ঞানের অধিকারী মানুষ সর্বদাই উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। পশুখাদ্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবান পশু মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

[6:141] তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন-তাও, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জূর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন—একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান করো তর্কনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *স্বাস্থ্যকর শাক-সব্জি, ফল-মূল যা মানুষের শরীর এবং মস্তিষ্কের বিকাশ করে থাকে তা নিঃসংকোচে ভক্ষণ করা উচিত। অতি মাত্রায় ভোজন অপ্রাকৃতিক। অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাভ্যাস মানুষের ক্ষতিসাধন করে।*

[6:142] তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝাবহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা: *পশুর মধ্যে কিছু পশু নির্দিষ্ট করা হয় মানুষের কর্ম এবং জীবনযাত্রার সাহায্যকল্পে এবং এই জ্ঞান প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষ প্রাপ্ত করেছে। আহারের ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যকর পবিত্র আহার গ্রহণ করে অস্বাস্থ্যকর আহার পরিত্যাগ করা উচিৎ। অস্বাস্থ্যকর আহার মানুষের প্রকাশ্য শত্রু যা মানুষের শরীরকে দুর্বল করে দেয়।*

[6:143] সৃষ্টি করেছেন আইটি নর ও মাদি। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদিকে? না যা উভয় মাদির পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত প্রাণীকুলেই নারী এবং পুরুষ প্রাণী অবস্থিত। এক্ষেত্রে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে পশু চয়ন করাই বাঞ্ছনীয়।*

[6:144] সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন: তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদিকে, না যা উভয় মাদির পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

ব্যাখ্যা: *উট কিংবা গরু যে-কোনও চতুষ্পদ প্রাণীকেই পরমেশ্বর আল্লাহর নামে নিজেদের লালসাতৃপ্তির লক্ষ্য করা উচিৎ নয়। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে পশুদের উপরে অত্যাচার করা মহাপাপ। এ পাপের কোনও ক্ষমা নেই।*

[6:145] আপনি বলে দিন: যা কিছু বিধান ওঁর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনও হারাম খাদ্য পাই না কোনও ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস— এটা পবিত্র অথবা অবৈধ; জবাই করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে— এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমা লঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পশুখাদ্য যা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর তার ব্যাখ্যা পরমেশ্বর আল্লাহ অবতারগণ এবং বৈজ্ঞানিকগণের মাধ্যমে মানুষকে প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে রক্ত এবং শুয়োরের মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং অস্বাস্থ্যকর।*

[6:146] ইহুদিদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ওই চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

ব্যাখ্যা: *নখবিশিষ্ট প্রাণী ইহুদিদের জন্য বর্জনীয় ছিল। গরু এবং ছাগলের চর্বি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক।*

[6:147] যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন: তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি যা সত্যরূপে প্রকাশ করেছে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তা অবশ্যই অভিশাপের সমতুল্য। এর ফল অবশ্যই দুষ্কৃতরা পেয়ে থাকে।*

[6:148] এখন মুশবেকরা বলবে: যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরাশিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোনও বস্তুকে হারাম করতাম। এমনি ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমনকি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন: তোমাদের কাছে কি কোনও প্রমাণ আছে যা আমাদেরকে দেখাতে পারো। তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ করো এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বলো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা এবং পাপকে নিজের জীবনসঙ্গী করে যারা পরমেশ্বর আল্লার অবমাননা করে তারা মহাপাপী (শরিক)। বংশপরম্পরায় চলে আসা মিথ্যা যখন সত্যের কাছে প্রমাণস্বরূপ পরাজিত হয় তখন অবশ্যই পাপীদের ফলদানে বিলম্ব হয় না। মিথ্যা কখনোই প্রমাণিত হয় না। মিথ্যা কল্পনাকে জীবনসঙ্গী যারা করে তারা মূর্খ।*

সন্দেশ: কিছু মানুষ সমাজে এরকম আছে, এরা পাপ করে বলে এটি পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে।

[6:149] আপনি বলে দিন: অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করতেন।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি সত্যের চূড়ান্ত দলিল প্রকাশ করে। পরমেশ্বর আল্লাহ নিয়ন্ত্রণকর্তা।*

[6:150] আপনি বলুন: তোমাদের সাক্ষীদেরকে আনো, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ

করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলিকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার করে।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি কখনোই মিথ্যায় সাক্ষ্যদান করে না। নিজের ইচ্ছাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে মানুষ বর্জনীয় বস্তুগুলির উপকারিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। প্রাকৃতিক সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে যারা নিজেদের খেয়ালখুশিতে চলে তারা কখনোই সত্য এবং পবিত্রতার সম্মুখীন হতে পারে না।*

[6:151] আপনি বলুন: এসো, আমি তোমাদেরকে ওইসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তাই এই যে, আল্লাহর সাথে কোনও কিছুকে অংশীদার কোরো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা কোরো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিই। নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা কোরো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বোঝো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই আবিষ্কৃত অপ্রয়োজনীয় তথ্য সমাজে প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করে থাকে। নিজেদের সন্তানের বিকাশকে যারা হত্যা করে কুসংস্কার দ্বারা তারা অবশ্যই পাপী। নির্লজ্জতার প্রকাশে হোক কিংবা অপ্রকাশে তা অবশ্যই ঘৃণ্যতম অপরাধ। সংগত কারণ ব্যতীত প্রাণীহত্যা মহাপাপ। এটাই পরমেশ্বর আল্লাহর নির্দেশ।*

[6:152] এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বলো, তখন সুবিচার করো, যদি সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।

ব্যাখ্যা: *অন্যায় ভাবে অন্যের অধিকার হরণ করা মহাপাপ। সমাজে দুর্বল এবং অসহায় মানুষের সেবা পবিত্র কাজ। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করা কিংবা কাউকে দিয়ে করানো বর্জনীয়। পবিত্র মানুষের জন্য এটাই প্রাকৃতিক নির্দেশ।*

[6:153] তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চোলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরক এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।

ব্যাখ্যা: *মানুষের বিবেক এবং অন্তরাত্মার মাধ্যমে মানুষকে সহজ এবং সঠিক পথে চলার উপদেশ পরমেশ্বর আল্লাহ দিয়ে থাকেন। সেই পথে চলাই মানুষের জন্য শান্তির পথ।*

[6:154] অতঃপর আমি মুসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্যে, হেদায়াতের জন্যে এবং করুণার জন্যে—যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসাকেও সত্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল যা সত্য মানুষের জন্য সম্পূরক। সবিস্তারে সত্যের পথ মুসা ব্যাখ্যা করেছিলেন।*

[6:155] এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র এবং বিজ্ঞানময় পুস্তকসৃষ্টি করে মানুষকে আধুনিক এবং শান্তিময় জীবন দিয়েছেন। শিক্ষার দ্বারা তাকে অনুসরণ করাই মানুষের জন্য কল্যাণকর।*

[6:156] এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু করো: গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জাতিগত সম্প্রদায় কখনোই বিভাজিত নয়। সমস্ত মানবকুল একই তথ্য দ্বারা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম এক এবং অভিন্ন। যুগ যুগ ধরে যার ব্যাখ্যা অবতারগণ দিয়ে এসেছেন। অজ্ঞ মানুষ এই তথ্য বুঝতে না পেরে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।*

[6:157] কিংবা বলতে শুরু করো: যদি আমাদের প্রতি কোনও গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে অধিক শপথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়েতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। যারা আমার আয়েতসমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে—জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে— পুস্তকের আদর্শ বুঝতে না পেরে আদর্শকে অজ্ঞানতা এবং সাম্প্রদায়িকতার কুচক্রে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং এর ফলে নিজের আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে গিয়ে বিভেদের সৃষ্টি করে এবং অশান্তির আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।*

[6:158] তারা শুধু বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোনও নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোনও নির্দেশ আসবে, সেদিন এমন কোনও ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনওরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন: তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাকো, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ সবসময় অবাস্তব কল্পনা করে এবং পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে দৃশ্যমান মনে করে আশা করে, পরমেশ্বর আল্লাহ স্বয়ং দৃশ্যমান হয়ে তথ্য প্রকাশ করবেন। এটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণা এবং কাল্পনিক। আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি এই ধারণা পুরোপরি অবাস্তব।*

[6:159] নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।

ব্যাখ্যা: *যারা ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক সত্য আদর্শকে বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িকতা, ধারণা এবং অযৌক্তিক চিন্তা দ্বারা যা প্রকৃতিতে সর্বদাই প্রকাশিত।*

[6:160] যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

ব্যাখ্যা: *কর্মফল কখনোই বিফলে যায় না। পূর্ণ ফল যেরকম নিশ্চিত সেরকম পাপের শাস্তি ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে।*

সন্দেশ: কোরআনশরীফে বর্ণিত কাফের মুস্রিক মানবের অপবিত্র চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে।

[6:161] আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথপ্রদর্শন করেছেন। একাগ্রচিত্ত ইব্রাহিমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র মানুষকে সরল পথপ্রদর্শন করেন। অবতার ইব্রাহিমকেও সরল পথের শিক্ষাদান করেছিলেন।*

সন্দেশ: অবতার ইব্রাহিমের থেকে শুরু করে অবতার হজরত মহম্মদ অবধি কাব্যাতে মূর্তিপূজা হত। এই আয়েতটি প্রমাণ করে, প্রার্থনা পদ্ধতি শুধুমাত্র মানব চরিত্র দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে।

[6:162] আপনি বলুন: আমার নমাজ, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানব সর্বদাই মানবকল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।*

[6:163] তাঁর কোনও অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।

ব্যাখ্যা: *এই তথ্যই পরম সত্য যার কোনও বিকল্প নেই এবং আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী প্রকৃতির নির্দেশে এই তথ্যই প্রচারিত করছি।*

[6:164] আপনি বলুন: আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। যে ব্যক্তি কোনও গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই সৃষ্টির সমস্ত তথ্যের অধীশ্বর। এক্ষেত্রে কোনও মতবিরোধ নেই। প্রার্থনা পদ্ধতি মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত, এক্ষেত্রে মতবিরোধ অবান্তর। সব পবিত্রতা এবং মানবকল্যাণকল্পে সমস্ত প্রার্থনাই পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির কাছে সমর্পিত।*

[6:165] তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমোদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *মানুষকেই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক ভাবে এই দায়িত্ব মর্যাদা, সম্মান এবং সঠিক ভাবে পালন করাই মানব কর্তব্য।*

আল আরাফ
(AL-ARAF)

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[7:1] আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ

ব্যাখ্যা: *আলিফ অর্থাৎ আল্লাহ।*
লাম অর্থাৎ লা-ইলাহা-ইললালহ্
মীম অর্থাৎ হজরত মহম্মদ।
সোয়াদ অর্থাৎ সিদ্দিক মানে সত্য।
এই সাংকেতিক শব্দগুলি পরমেশ্বর আল্লাহ, ওনার প্রকৃতি এবং হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্মমতের সত্যতা ব্যাখ্যা করে থাকে। এছাড়াও সোয়াদ শব্দটি সত্য আদর্শের প্রচারিত পথ সত্য এবং কোনও তাতে সন্দেহ নেই।

[7:2] এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌঁছে দিতে পারে আপনার মনে কোনওরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটিই বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ।

ব্যাখ্যা: *মানবসভ্যতার কল্যাণকল্পে পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ অবতারগণের মুখনিঃসৃত বাণী পুস্তককারে যুগ যুগ ধরে মানবসভ্যতাকে পরিপূর্ণ করে চলেছে। পবিত্র এবং সৎ (মুমিন) মানুষদের জন্য এ এক আদর্শ, যা গ্রহণ করলে সুখশান্তি প্রাপ্তি হয়।*

[7:3] তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ কোরো না।

ব্যাখ্যা: *প্রতিটি মানুষের কর্তব্য মানবকল্যাণে সত্য এবং শান্তির আদর্শকে অনুসরণ করা, এর সত্যতা উপলব্ধি করা এবং তা মানবসমাজে প্রবর্তিত করার প্রচেষ্টা করা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, মোহ-মায়া এই সমস্ত চরিত্র মানব অস্তিত্বের সাথে যুক্ত করে একাধারে যেরকম পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে বাঁচার প্রেরণা দেন, অন্যদিকে এই চরিত্রগুলির প্রয়োজনাতিরিক্ত অনুভব মানুষকে পাপকাজে উৎসাহিত করে, সুতরাং এই চরিত্রগুলির সাথে অতিরিক্ত বন্ধুত্ব মানুষের ক্ষতিসাধন করে।*

[7:4] আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রিবেলায় পৌঁছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়।

ব্যাখ্যা: *যারা যৌবনে পাপকাজ করে, তাদের বিনাশ নিশ্চিত, মধ্যকালীন সূর্যের আলোকের মতো পরিষ্কার। তাদের জীবনের শান্তি রাতের অন্ধকারের মতো নেমে আসে। দিবানিদ্রায় গত হওয়া মানুষ অবশ্যই অভিশপ্ত অর্থাৎ সত্য এবং জ্ঞানের আলো যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করে।*

[7:5] অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, তারা বলল: নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম।

ব্যাখ্যা: *দুষ্কৃত এবং অসৎ মানুষেরা অবশ্যই নিজেদের ওপরে অত্যাচার করে থাকা অনুতাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের আগুন যখন এদের গ্রাস করে তখন বাঁচার কোনও রাস্তা থাকে না।*

[7:6] অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে।

ব্যাখ্যা: *আদর্শগতভাবে অবতারগণের প্রবর্তিত পথকে সাক্ষী হিসেবে তাকে অনুসরণ করাই শ্রেয়।*

[7:7] অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুত আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না।

ব্যাখ্যা: *সত্য প্রকাশিত হয় মধ্যকালীন সূর্যের উত্তাপের মতো। যারা দিবানিদ্রায় মগ্ন, তারা অবশ্যই এই আলো থেকে বঞ্চিত।*

[7:8] আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে।

ব্যাখ্যা: *সত্য-মিথ্যার অনুপাত যখন বিচার করা হয় তখন অবশ্যই সত্যের পাল্লা ভারী থাকে।*

[7:9] এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেন-না, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।

ব্যাখ্যা: *সত্য, জ্ঞান এবং পবিত্রতাকে যারা প্রত্যাখ্যান করে, তারা অবশ্যই নিজের ক্ষতিসাধন করেছে।*

[7:10] আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

ব্যাখ্যা: *মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করার জন্য। জীবন-জীবিকা দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে মানব অস্তিত্বকে। কিছু অকৃতজ্ঞ মানুষ এ অস্বীকার করে। প্রকৃতি মানুষকে সৃজন করেছে। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা মানব সৃজিত এবং জগতের কারণ। এই জগৎ পরমেশ্বর আল্লাহর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু ওঁর স্বকীয়ত্ব কোনওরকমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি। মানুষকে রূপদান করেছেন এবং পরিপূর্ণ করেছেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। জগৎ মায়া দ্বারা মানবকে বেষ্টন করেছেন। বিশ্বের*

নিমিত্ত এবং উপাদান সমস্ত কিছুরই কারণ হল পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি। এই শক্তির কাছে অপবিত্র শক্তি (ইবলিশ) মাথা নত করে না। ক্রমাগত উত্যক্ত করে মানব অস্তিত্বকে।

[7:11] আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলছি— আদমকে সেজদা করো তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলিশ সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত রকম রূপের উৎপত্তি পরমেশ্বর আল্লাহর থেকে এবং সেই জন্যই উনি রূপ বিশিষ্ট কোনও অস্তিত্বেরই কর্মাধীন নয়। পরমেশ্বর আল্লাহ জীবরূপে জগৎ এবং সর্বব্যাপী। সমস্ত তথ্যই ওঁর দ্বারা সৃজিত। প্রকৃতির সমস্ত পবিত্র অস্তিত্ব (ফেরেশতা) মানবসৃজনে নির্দিষ্ট। শুধুমাত্র অপবিত্র অস্তিত্বই মানবকে বিভ্রান্ত করে এবং অশান্তির পথে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।*

সন্দেশ: কোরআনে অপবিত্র শক্তি, যা মানবের বিবেকের সাথে প্রাকৃতিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে তাকে ইবলিশ বলা হয়েছে। এ সর্বদাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে অপবিত্রতার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস করে। ইবলিশ নামক তথ্যের ভিত্তিই হল পাপ, যা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃতিক এবং প্রকৃতির পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধে চলে, শান্তি বিঘ্নিত করে, এই শক্তির সৃজনও আল্লার অনুমতিতে হয়েছে। বৈচিত্রময় সৃষ্টির আধারস্বরূপ।

[7:12] আল্লাহ বললেন: আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি কখনোই প্রেম, শান্তি এবং শিক্ষার কথা বলে না। এই শক্তি সর্বদাই পবিত্র আদর্শের বিরোধিতা করে, মানুষকে 'অহংকারে' উদ্বুদ্ধ করে পাপের দিকে ঠেলে দেয়। মানব সৃষ্টি হয়েছে মৃত্তিকা দ্বারা আর শক্তি হল উত্তাপের উৎস। এই কারণেই অপবিত্র শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার কারণে মানুষের সেবায় সরাসরি নিযুক্ত হয় না। এই শক্তি আগুনের মতো মানুষের সুখশান্তিকে প্রজ্বলিত করে দেয়।*

[7:13] বললেন, তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোনও অধিকার তো নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি শান্তির স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে মানুষকে। এই শক্তি কখনো পবিত্র আদর্শ অর্থাৎ প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি এবং শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করে না আর সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে। পাপ সর্বদাই ঘৃণিত হয়।*

[7:14] সে বলল: আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বের সাথে এই শক্তির সংযুক্তিকরণ না হলে মানুষের জীবন বৈচিত্রহীন, একঘেয়ে হয়ে যেত এবং সেই কারণেই অন্তিম সময় অবধি এই শক্তির অস্তিত্ব মানবসমাজে বর্তমান থাকবে, কখনোই বিলুপ্ত হবে না।*

সন্দেশ: মানুষের কাছে জগৎ দৃশ্যমান কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তির স্বরূপ মানুষ দেখতে পারে না, শুধু অনুভব করতে পারে।

[7:15] আল্লাহ বললেন: তোকে সময় দেয়া হল।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির নির্দেশেই অপবিত্র শক্তি মানব অস্তিত্বকে বিভ্রান্ত করে।*

[7:16] সে বলল: আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি মানুষের পবিত্রতার পথের কাঁটা।*

[7:17] এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

ব্যাখ্যা: *চারদিক থেকে মানুষকে এই শক্তি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।*

[7:18] আল্লাহ বললেন: বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নম পূর্ণ করে দেব।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র অস্তিত্ব থেকে অপবিত্র শক্তি সর্বদাই বিতাড়িত হয়ে থাকে। অশান্তির নরক এদের বাসস্থান।*

[7:19] হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জন্নতে বসবাস করো। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বকে পবিত্র এবং শান্তিময় করে তোলার সমস্ত রকম বরদান পরমেশ্বর আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা, মোহমায়া, ঈর্ষা (হিংসা/গাছ) মানুষকে অপবিত্র কাজে উৎসাহিত করে, অত্যাচারী বানিয়ে দেয়।*

সন্দেশ: আদম আর ইভ হল অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের পৌরাণিক নাম। অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে জলের সৃষ্টি হয় এবং জল থেকেই প্রাণের সৃষ্টি।

[7:20] অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল: তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও— কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তির কুমন্ত্রণা সর্বদাই মানব মস্তিষ্ককে এবং বিবেককে বিচলিত করে। মানুষের জন্য লজ্জাজনক হল পাপ এবং মানুষ সর্বদা লজ্জাজনক চরিত্রকে লুকোবার চেষ্টা করে। এই আয়াতটিকে বৃক্ষ পাপকে সংকেত করে এবং মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে এই পাপ বৃক্ষের কাছে যেতে। পাপ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক।*

[7:21] সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল: আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি সর্বদাই পবিত্র শক্তির হিতাকাঙ্ক্ষী হবার ভণিতা করে।*

[7:22] অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশ্‌তের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্ব নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পাপকাজে নিযুক্ত হয় এবং যা চরম লজ্জাজনক এবং প্রচেষ্টা করে পবিত্রতার ভণিতা করে পাপের কর্মফল লুকোবার (লজ্জাজনক স্থান পত্র (পাতা) দ্বারা আবৃত করা)। পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে যুগ যুগ ধরে সত্য জ্ঞান প্রদান করে মানুষকে শিখিয়েছেন অপবিত্রতা তাদের চরম শত্রু এবং প্রকাশ করেছেন পাপ বৃত্তান্ত।*

[7:23] তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।

ব্যাখ্যা: *পাপশক্তিকে নিজের অস্তিত্বের সাথে জুড়ে নিজেদের প্রতি অত্যাচার এবং অবিচার করেন এবং হন ক্ষতিগ্রস্ত।*

[7:24] আল্লাহ বললেন: তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফলভোগ আছে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং অপবিত্র একে অপরের শত্রু। অপবিত্রতা ক্ষণস্থায়ী তা বদল চক্রে বিনাশ হয়ে যায়।*

সন্দেশ: পাপ এবং পুণ্যের পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ সর্বদাই বিতর্ক সৃষ্টি করে। পুণ্য হল মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং সত্য জ্ঞানই হল মোক্ষলাভের পথ। কল্যাণগুণসম্পন্ন পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের ব্যক্তিত্বকে সসীম এবং সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। জগৎ সত্য, যা পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। পরমেশ্বর আল্লাহ জগৎ এবং সব কিছুই সত্য এবং মানব অস্তিত্ব পরমেশ্বর আল্লাহর অংশবিশেষ। জীব এবং জগৎ পরমেশ্বর আল্লাহর অভিন্ন স্বরূপ।

[7:25] তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং অস্তিত্ব সবটাই প্রকৃতিজাত। পরমেশ্বর আল্লাহ জগৎরূপে প্রকাশিত। সৃষ্টিতে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা সবটাই সসীম এবং নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারাই কোনও বস্তু এবং মানুষকে মানুষের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা যায় এবং একের থেকে অপরকে পৃথক করা যায়।*

[7:26] হে বণী-আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারির পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত মানবজাতিকে পরমেশ্বর আল্লাহ পাপমুক্তির (লজ্জাজনক স্থান) পদ্ধতি প্রদান করেছেন। সংযম এবং শিক্ষা দ্বারা মানুষ পাপ থেকে নিবৃত থাকতে পারে।*

[7:27] হে বণী-আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জন্নত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি— যাতে দারেদকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখো না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস করে না।

ব্যাখ্যা: *মানুষকে সুশিক্ষার আবৃত করে অপবিত্র শক্তির কুমন্ত্রণা এবং প্রলোভন থেকে বাঁচার পথ দিয়েছে। পাপ উলঙ্গ, সর্বদাই প্রকাশিত হয়ে থাকে। অপবিত্র শক্তির সাথে বন্ধুত্ব মানুষের জন্য ক্ষতিকারক।*

[7:28] তারা যখন কোনও মন্দ কাজ করে, তখদ বলে, আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ করো, যা তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর নাম করে কোনও অন্যায় কাজ করা মহাপাপ। প্রাকৃতিক ঐশ্বরিক সত্যের ওপর মিথ্যারোপ করাও মহাপাপ।*

[7:29] আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাকো। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন পুণ্যকর্মে এবং প্রেম, ভ্রাতৃতত্ব, শিক্ষা এবং মানবতার আদর্শের লক্ষ্য স্থির রেখে সমাজকল্যাণে নিজেকে নিবিষ্ট করার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত, সেই কারণেই এই সত্যকে অনুভব করে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই বর্জন বাঞ্ছনীয়।*

[7:30] একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।

[7:31] হে বণী-আদম ! তোমরা প্রত্যেকে নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান করো এবং অপব্যয় কোরো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *শালীনতা এবং শৃঙ্খলতা মানবজাতির ভূষণ। অপব্যয় মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকারক।*

[7:32] আপনি বলুন: আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যদ্রব্য বস্তুসমূহকে হারাম করেছেন। আপনি বলুন: এসবে নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বোঝে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী মানুষ সর্বদাই শান্তি এবং পবিত্রতাকে নিজের জীবন-জীবিকার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণীয়তা মনে করে। আনন্দময় এবং সুন্দর জীবন প্রকৃতির আশীর্বাদ এবং প্রকাশিত।*

[7:33] আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার। আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনও সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে কালচক্রে সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। গোপনীয়তা, নির্লজ্জতা এবং পাপ কোনও না কোনও প্রকাশ হয়ে যায়। জিদ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে পবিত্র এবং শান্তির আদর্শের বিরোধিতা করা পরমেশ্বর আল্লাহর অবমাননা (শিরক)। অজ্ঞ মানুষই এই কাজ করে থাকে।*

সন্দেশ: অজ্ঞতা বা মিথ্যা দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চরম মূর্খতা।

[7:34] প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।

ব্যাখ্যা: *প্রত্যেক তথ্যের নির্ধারিত সময় আছে। সময়ের সাথে সাথে সৃষ্টি এবং বিনাশ সংঘটিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা অযৌক্তিক এবং কুসংস্কারের থেকে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করেছে। কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক তথ্য নির্ধারিত সময়েই বিলোপ হয়ে যায়।*

সন্দেশ: হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ জংলি জীবন অতিবাহিত করত আর আজ মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে। কোনও কাজই প্রকৃতির নির্ধারিত সময়ের আগে সম্ভব নয়।

[7:35] হে বণী-আদম, যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনায়, তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোনও আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

ব্যাখ্যা: *মানব এবং মানবসমাজকে শুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পরমেশ্বর আল্লাহ অবতারগণের সৃষ্টি করেছেন এবং অবতারগণের প্রচারিত পথ দ্বারাই মানুষ পাপ এবং চিন্তামুক্ত হয়ে থাকে।*

[7:36] যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাই দোজখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা: *অনুসন্ধানলব্ধ ফল এবং অবতারগণের প্রচারিত আদর্শকে যারা মিথ্যা মনে করে এবং অহংকার যাদের মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে, তারাই অশান্তির আগুনে প্রজ্বলিত।*

[7:37] অতঃপর ওই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলিকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমনকি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে; তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আহ্বান করতে? তারা উত্তর দেবে: আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের প্রতি মিথ্যা এবং তার আদর্শ বর্জন করা মানব এবং মানবসমাজের প্রতি অত্যাচার। ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয় জ্ঞান এবং পবিত্রতার মাপকাঠি দ্বারা। পবিত্র আদর্শ ছাড়া অপবিত্র আদর্শে উপনীত মানুষ সর্বদাই মানবসমাজে বিতর্কিত এবং বিতাড়িত।*

[7:38] আল্লাহ বলবেন: তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে,

তাদের সাথে তোমরাও দোজখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির বিধানে অভদ্র এবং দুষ্কৃত মানুষেরা অশান্তির অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়। মানব অস্তিত্ব উত্তাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদিকাল থেকেই দুষ্কৃত মানবরা এই শাস্তি পেয়ে থাকে। দুষ্কৃতী এবং অপবিত্র দলের মানুষরা সর্বদাই পবিত্র এবং সৎ মানুষদের অভিসম্পাত করে এ এক ভ্রান্ত ধারণা। এ তাদের অজ্ঞানতা।*

[7:39] পূর্ববর্তীরা পরবর্তীকালে বলবে: তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অতএব শাস্তি আস্বাদন করো স্বীয় কর্মের কারণে।

ব্যাখ্যা: *একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা মহাপাপ। মানুষের উচিৎ নিজের দোষগুণের বিচার করা। আত্মমন্থন মুক্তির পথ।*

[7:40] নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জন্নতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্রতা এবং শান্তির আদর্শকে বর্জন করেছে এবং অহংকারে অন্ধ হয়ে সত্যের বহিষ্কার করেছে, তাদের জন্য কখনোই জ্ঞানের আলো উন্মোচিত হয় না। শান্তির স্বর্গ থেকে তারা বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সুচের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বৃহদাকার উটের প্রবেশ অসম্ভব। প্রকৃতি এইভাবেই পাপীদের শাস্তি দেন।*

[7:41] তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী, দুষ্কৃত, অসৎ মানুষদের জন্য অশান্তির আগুনে শয্যা অর্থাৎ এদের বিনিদ্র রজনী এদেরকে নরকের আস্বাদন করিয়ে থাকে। এটাই পাপের প্রতিফল।*

[7:42] যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশি বোঝা দিই না। তারাই জন্নতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র এবং সৎকাজে নিবৃত, তারা সর্বদাই শান্তির জগতে বিরাজমান।*

[7:43] তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে: আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনোও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে; এটি জন্নত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।

ব্যাখ্যা: *এদের মন ঈর্ষা দ্বারা কলুসিত হয় না। এই ধরনের মানুষদের জীবন প্রবাহিত নদ-নদীর মতো শীতল হয়। এরা পরমেশ্বর আল্লাহর স্নেহধন্য এবং প্রকৃতির আদর্শ জ্ঞানকে পরম সত্যরূপে গ্রহণ করে থাকে। এরা শান্তির স্বর্গের অধিকারী।*

[7:44] জন্নতীরা দোজখীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে: হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে: আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক সত্যতা এবং শান্তি এদের কর্মফল। এটাই পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ। অত্যাচারীরা প্রকৃতির অভিশাপে অভিশপ্ত।*

[7:45] যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।

ব্যাখ্যা: *ছিদ্রান্বেষী মানুষ সর্বদাই সত্য এবং শান্তির পথে বাধা প্রদান করে।*

[7:46] উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জন্নতীদেরকে ডেকে বলবে: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনো জন্নতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ সর্বদাই পবিত্রতা এবং শান্তির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আর আশা করে পবিত্র মানুষকে বিপথে চালনা করার।*

[7:47] যখন তাদের দৃষ্টি দোজখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী কোরো না।

ব্যাখ্যা: *যখন পবিত্র মানুষ অপবিত্র মানুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং ওদের কর্মফলে প্রাপ্ত কষ্টকে অনুভব করে তখন অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার।*

সন্দেশ: মানুষ সর্বদাই দুর্বলচিত্ত।

[7:48] আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজের।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানবরা যখন অপবিত্রতার কর্মফল উপলব্ধি করবে এবং পাপীদের নির্দিষ্ট করবে তখন প্রত্যক্ষ করবে যে মানুষের অর্জিত সম্পদ এবং অহংকার সবটাই বৃথা।*

সন্দেশ: এই জগৎ পরমেশ্বর আল্লাহর মায়াময় সৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগতের সত্যতা সুখশান্তি জ্ঞানেই অবস্থিত। মানব হল স্বয়ং প্রভু তবুও ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

[7:49] এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ করো জন্নতে। তোমাদের কোনও আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা এবং অসৎ পথে পরিচালিত মানুষেরা দয়ার পাত্র হন না। অশান্তির নরকে জীবনযাপন করেন এঁরা, কিন্তু পবিত্র এবং সৎ মানুষেরা নিজের কর্মফলে প্রাপ্ত শান্তির স্বর্গে বসবাস করেন।*

[7:50] দোজখীরা জন্নতীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ করো অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযি দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে: আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতার কর্মফল যখন পাপীদের উপর উপস্থিত হয় তখন নিশ্চিতরূপে পবিত্রতার ফল পাওয়ার অভিলাষ করে। পবিত্রতার ফল দুষ্কৃত, পাপী (কাফের)-দের জন্য নিষিদ্ধ।*

[7:51] তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

ব্যাখ্যা: *যারা নিজেদের অস্তিত্বকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভোগবিলাস দ্বারা আবৃত করেছে এবং জ্ঞানের আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কখনোই সুখী হতে পারে না।*

[7:52] আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্যে রহমত।

ব্যাখ্যা: *যদিও এই ধরনের মানুষদের সামনে সত্য জ্ঞান ব্যাখ্যাকৃত, নিজ স্বার্থে তাকে প্রত্যাখ্যান করে পরে অনুতপ্ত হওয়া কখনোই পূর্বে ঘটিত পাপের পরিপূরক নয়। সেক্ষেত্রে পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই সত্য জ্ঞান দ্বারা অলোকিত।*

[7:53] তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে: বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, অমাদের জন্যে কোনও সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুনঃপ্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ পরিণামে সন্দিহান হয়ে অপবিত্রতাকে নিজের ভোগবিলাসের সাথে যুক্ত করে নেয়। অবতারগণ দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মমত এক এবং অভিন্ন। মানুষের অধ্যাত্মবাদ পরীক্ষিত হয় অবতার এবং জ্ঞানীদের আদর্শ দ্বারা। দুষ্কৃত মানুষ সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত কারণ তারা শান্তির আদর্শকে অনুভব করতে পারে না।*

[7:54] নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখো, তাঁর কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বারাক্কাতময় (যে-কোনও কাজে সফলতা দানকারি, উন্নতি দানকারি) যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির অধিকর্তা পরমেশ্বর আল্লাহ। ৬টি তথ্য দ্বারা পৃথিবী সৃষ্ট (৬ প্রকার গ্যাসীয় উপাদানই মূলত পৃথিবী সৃষ্টির কারণ)। সূর্য থেকেই নিক্ষিপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড মহাকাশে অবস্থিত (আকাশ সৃষ্টি করেছেন), গ্রহনক্ষত্রের গতি নির্ধারণ করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সৃষ্ট।*

সন্দেশ: দিন আর রাতের সৃষ্টি হয় পৃথিবীর নিজস্ব পরিক্রমার কারণে। পৃথিবী সৃষ্টির আগে দিন ও রাতের অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে দিন ও রাত সংকেত করে সৃষ্টির প্রত্যেক তথ্যের বিপরীত তথ্যকে। স্রষ্টা হলেন পরমেশ্বর আল্লাহ। তিনিই হলেন মূলসত্তা। পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক শক্তি অপরিবর্তিত থেকে বহু তথ্যবিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি করেছে এবং পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্যরূপে মানুষের কাছে প্রকট করেছে। বাসনাশূন্য ঐশ্বরিক শক্তি মানব চরিত্রের কারণ, কিন্তু মানব চরিত্র দ্বারা এই শক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায়না ।

[7:55] তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *মানব প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃতির কাছে মিনতি করে মানবকল্যাণের এবং শান্তির। উচ্ছৃঙ্খল সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনোই ভালোবাসার পাত্র হয় না।*

[7:56] পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান করো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা: *শৃঙ্খা, শান্তি এবং পবিত্রতা স্থাপনার পর মানবসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা অপরাধ। সামান্য প্রলোভনে অহেতুক বিবাদ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা মহাপাপ। পবিত্র মানুষেরা মানবকল্যাণের স্বার্থে ছোটোখাটো মতভেদ ভুলে শান্তি এবং শিক্ষাকে মূল লক্ষ্য মনে করে।*

[7:57] তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে মৃতদেরকে বের করব— যাতে তোমরা চিন্তা করো।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির পঞ্চ তথ্য মানুষের জন্য আশীর্বাদ। অগ্নি, জল, আকাশ, হাওয়া এবং মাটি এই তথ্য প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত। আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষিত হয়ে মানুষকে খাদ্য প্রদান করে। বিনাশের পর নতুনরূপে সৃষ্টি হয় নতুন তথ্য অর্থাৎ অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট তথ্য পুনরায় অণু-পরমাণুতে পরিণত হয়। মৃত পদার্থ দ্বারা জীবনের সৃষ্টি পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদেই সম্ভব, যা শিক্ষণীয়।*

[7:58] যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে।

ব্যাখ্যা: *যে মানব মস্তিষ্ক জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ (সুজলা-সুফলা ভূমি) এবং যে মস্তিষ্ক মূর্খতা এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ (যে জমিতে উর্বরতা নেই), তার সমস্ততাই মানবসমাজে নির্দেশিত এবং প্রকাশিত।*

[7:59] নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি শাস্তির আশঙ্কা করি।

ব্যাখ্যা: *অবতার নূহ মানবকল্যাণে সত্য বাণী প্রচার করেছিলেন, জন জাতিকে বলেছিলেন পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি ব্যতীত এবং সত্য আদর্শ ব্যতীত কোনও কিছুই গ্রহণীয় নয়, অপবিত্রতা এবং পাপের কর্মফলকে ভয় করতে শিখিয়েছিলেন।*

[7:60] তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

ব্যাখ্যা: *কিন্তু দুষ্কৃতকারী উলটে অবতার নূহকেই পথভ্রষ্ট বলে অপবাদ দিয়েছিলেন নিজ ইচ্ছাপূর্তির লক্ষ্যে।*

[7:61] সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখোনওা ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল।

ব্যাখ্যা: *উনি নিজ জনজাতিকে প্রমাণস্বরূপ ঐশ্বরিক শক্তির বর্ণনা দিয়েছিলেন।*

[7:62] তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জানো না।

ব্যাখ্যা: উপদেশ দিয়েছিলেন সত্য এবং শান্তির পথে চলার কিন্তু কিছু মানুষ ওনার হিতোপদেশ বর্জন করেছিল।

[7:63] তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও।

ব্যাখ্যা: *আশ্চর্যের বিষয়, মানব সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোনও এক বিশেষ মানুষ দ্বারা সত্য এবং শান্তির পথ বর্ণিত হয়, যার দ্বারা মানুষের প্রাকৃতিক কল্যাণ এবং শান্তি হয়।*

[7:64] অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং শান্তির পথকে যার মিথ্যা প্রমাণিত করে, তারা অবশ্যই শান্তির নৌকাভ্রমণ থেকে বঞ্চিত এবং অশান্তি ও কুসংস্কারের গভীর জলে নিমজ্জিত।*

[7:65] আদ সম্প্রদায়ের কাছ প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও উপাস্য নেই।

ব্যাখ্যা: *অবতার আদ এবং তাঁর জনজাতিকে সত্য জ্ঞানসহ তাঁর ভাই হুদকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রাকৃতিক সত্য এবং মানুষকে শিখিয়েছিলেন সঠিক প্রার্থনা পদ্ধতি।*

[7:66] তারা সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

ব্যাখ্যা: *ওঁর জনজাতির বিশিস্ট মানুষেরা ওঁর সত্যের পথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, ওঁকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছিলেন।*

[7:67] সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর।

ব্যাখ্যা: *অবতার হুদ সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাকে প্রমাণ সহকারে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।*

[7:68] তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গামে পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যতা উপলব্ধি করার পর সমাজহিতাকাঙ্ক্ষী হুদ তার বিস্তারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

[7:69] তোমরা কি আশ্চর্য্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশি করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো—যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।

ব্যাখ্যা: *শান্তিকামী ও পবিত্র মানুষকে কখনোই দুর্বল ভাবা উচিৎ নয়। ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক সত্য যারা উপলব্ধি করে, তারা মানবসমাজকে সতর্ক করার জন্যই জন্মগ্রহণ করে থাকে। পবিত্র এবং শান্তিকামী মানুষ সর্বদাই শক্তিশালী। কেন-না তারা ঐশ্বরিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই তথ্যকে স্মরণ করে এবং গ্রহণ করে দুষ্কৃতকারীরা মুক্তি পায়।*

[7:70] তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পুজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দিই? অতএব নিয়ে এসো আমাদের কাছে, যারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ ঐশ্বরিক সত্যকে মানবসমাজে প্রচার করেছেন। কুসংস্কার এবং অসত্য বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, পূর্বপুরুষের অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্ত বিচার বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। সত্যবাদী মানুষ সত্য এবং শান্তির পথ চিনতে ব্যর্থ হয় না।*

[7:71] সে বলল: অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ওইসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে। আল্লাহ এদের কোনও মন্দ ভাবে অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎ মানুষ সর্বদাই প্রচেষ্টা করে মানুষকে বোঝানোর 'পাপের কর্মফল ভয়ানক' এবং এই কর্মফল প্রাকৃতিক নির্ণয়, যা প্রতিটি পাপী মানুষের উপরে অবশ্যই প্রবর্তিত হয়। সমাজে কিছু অযৌক্তিক প্রথা প্রচলিত আছে যা যুগ যুগ ধরে মানবের আত্মতুষ্টির জন্য প্রচলিত। যার যৌক্তিকতা প্রমাণিত নয় তবুও ক্ষণিকের শান্তির আশায় মানুষ তা পালন করে থাকে।*

[7:72] অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর আল্লাহ। অপবিত্রতা এবং দুষ্কৃত মানুষের আচরণ সমূলে বিনাশিত হয়।*

[7:73] সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভূমিতে চরে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

ব্যাখ্যা: *অবতার সামুদের জনজাতিতে তার ভ্রাতা সালেহার জন্ম হয়েছিল পবিত্রতার বাণী প্রচার-প্রসারের স্বার্থে। উনি মানবকল্যাণের স্বার্থে কুসংস্কার ত্যাগ করে সত্যের পথে সমাজকে পরিচালনার লক্ষ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। উনি লোককে শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রাণীদের কষ্ট না দেওয়ার। যাঁরা মানুষকে মনের কষ্ট দেন এবং প্রাণীকুলের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, তাঁরা অবশ্যই অভিশপ্ত জীবন যাপন করে থাকেন।*

[7:74] তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বতগাত্র খনন করো, প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করো। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কোরো না।

ব্যাখ্যা: *পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ করলে প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীতে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী শান্তিকামী মানুষই প্রতিষ্ঠিত। তাদের জীবন সমতল ভূমির মতো পরিষ্কার, পর্বতের মতো বলিষ্ঠ এবং শান্তির গৃহে তারা বসবাস করে। প্রকৃতির দানকে অস্বীকার করে কলহ সৃষ্টি করা মহাপাপ।*

[7:75] তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ইমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কি বিশ্বাস করো যে সালেহকে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন: তারা বলল আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী।

ব্যাখ্যা: *অবতার সালেহ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও ধনী লোকেরা সালেহর দরিদ্র অনুগামীদের সালেহর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল।*

সন্দেশ: ধনী মানুষেরা যে-কোনও সম্প্রদায়ের হোন না কেন তাঁরা মনে করেন, ধনসম্পদ দ্বারা সুখশান্তি অর্জিত করা যায়, যা অবাস্তব।

[7:76] দাম্ভিকরা বলল: তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত।

ব্যাখ্যা: *অহংকারী মানুষেরা অবশ্যই শান্তির থেকে ধনসম্পদের কামনা বেশি করেন।*

[7:77] অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল: হে সালেহ, নিয়ে এ সমস্ত দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রুসূল হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে, উটের পা কেটে উচ্চতা কমানোর প্রচেষ্টা করা অর্থাৎ ধনসম্পদ-প্রতিপত্তির সাথে যদি শান্তি না থাকে তাহলে অবশ্যই তা বৃথা। অহংকারী মানুষ সর্বদাই অবাস্তব দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করার আকাঙ্ক্ষা রাখে।*

[7:78] অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকালবেলায় নিজ নিজগৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

ব্যাখ্যা: *যখন ভূমিকম্পের মতো এদের জীবন কম্পমান হয় অশান্তি দ্বারা তখন শান্তির খোঁজে নতজানু হয় এই ধরনের মানুষ।*

[7:79] সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল: হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলকারীদেরকে ভালোবাসো না।

ব্যাখ্যা: *অনুতাপ এদের বাধ্য করে অবতারগণের আদর্শকে গ্রহণ করতে।*

[7:80] এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি?

ব্যাখ্যা: *অবতার লূত নিজের সম্প্রদায়ের অপবিত্র কর্মের বিরোধিতা করেছিলেন।*

[7:81] তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন করো নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

ব্যাখ্যা: *তাঁর সম্প্রদায় যৌন কামনাকে প্রেমের আদর্শ ছারাই শুধুমাত্র অপ্রাকৃতিক উদ্দীপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং অবশ্যই তাঁরা প্রকৃতির আদর্শের বিরোধী ছিলেন।*

সন্দেশ: প্রেম ব্যতীত যৌন মিলন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচার। যৌন মিলনের পবিত্রতাকে যাঁরা অপ্রাকৃতিক ব্যভিচারী আদর্শ দ্বারা কালিমালিপ্ত করেন, তাঁরা ব্যভিচারী এবং অপ্রাকৃতিক।

[7:82] তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোনও উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়।

ব্যাখ্যা: *ব্যভিচারী এবং অপ্রাকৃতিক সম্ভোগ যারা করে থাকে, উদাহরণস্বরূপ ধর্ষণ, তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত। বহুকামিতা মানুষের শারীরিক ক্ষতিসাধন করে।*

[7:83] অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম।

ব্যাখ্যা: *অবতার লূতের স্ত্রী এবং তাঁর পরিবারবর্গ যাঁরা পবিত্রতার পথ অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন।*

[7:84] অতএব, দেখো গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাকৃতিক জ্ঞান (দৃষ্টি) দ্বারা কিছু লোককে সত্যের পরিচয় করিয়েছিলেন আর পাপীদের পরিণাম মানবসমাজে পরিলক্ষিত।*

[7:85] আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি কোরো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ব্যাখ্যা: *অবতার সয়েব নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের শিখিয়েছিলেন সততার সাথে জীবন*

অতিবাহিত করতে এবং বলেছিলেন, সততা, শান্তি, শিক্ষা এবং পবিত্রতাই প্রার্থনার একমাত্র পথ, যা নিজের ও সমাজের জন্য কল্যাণকর।

[7:86] তোমরা পথেঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিয়েছেন, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য করো কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং সততার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো ভয়ানক অপরাধ। এই পথের সত্যতায় অহেতুক বিঘ্ন প্রদান করা বা ছিদ্রান্বেষন করা অপরাধ। সাম্প্রদায়িকতা কখনোই সমাজের কল্যাণ করতে পারে না। অহেতুক বিবাদ এবং কলহ সৃষ্টিকারীরা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক।*

[7:87] আর যদি তোমাদের একদল ওই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সবুর করো যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জ্ঞান এবং আদর্শগত শিক্ষায় যারা বিশ্বাস রাখে, তারা অবশ্যই ধৈর্যশালী হয়। যারা অশান্তি এবং পাপকে নিজের আদর্শ মনে করে তাদের বিচার সর্বোত্তম পরমেশ্বর আল্লাহর অধিকার।*

[7:88] তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল: হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাসস্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল: আমরা অপছন্দ করলেও কি?

ব্যাখ্যা: *সততা, পবিত্রতা এবং শান্তির বিরুদ্ধে অহংকারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা অবতার সয়েবকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবে এরা ঘৃণা করত পবিত্র এবং শিক্ষার আদর্শকে।*

[7:89] আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব, যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে ছিল যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের অপবিত্র মানুষেরা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে মিথ্যা দ্বারা কলুষিত করত। কিন্তু পবিত্র মানুষ, যারা সত্য জ্ঞানের অধিকারী, তারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে নির্ভরশীল থাকে এবং অপেক্ষা করে বিচারের বাণীর।*

[7:90] তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বললযদি তোমরা শোয়ায়েবকে অনুসরণ করো, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষেরা সর্বদাই হুমকি দ্বারা ভয় প্রদর্শনের চেষ্টা করে। অবতার সয়েবের সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল।*

[7:91] অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকালবেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

ব্যাখ্যা: পাপীদের কম্পমান জীবন সমূলে বিনাশিত হয়।

[7:92] শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনও দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ব্যাখ্যা: অবতার সয়েব দ্বারা প্রচারিত ঐশ্বরিক আদর্শকে যারা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল, তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

[7:93] অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল: হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব?

ব্যাখ্যা: অবতার সয়েব প্রেম, শান্তি, মানবতা এবং শিক্ষার বাণী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছিলেন এবং বলেছিলেন অপবিত্র আদর্শ এবং অন্যের কর্মফল দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত না করতে।

[7:94] আর আমি কোনও জনপদে কোনও নবী পাঠাইনি, তবে (এমতাবস্থায়) যে পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা: মানবসমাজে অবতারের অবতরণ মানবসমাজকে আধ্যাত্মিক সত্যতার শিক্ষা দেয় এবং উচ্ছৃঙ্খলা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে সাথে, সাথে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মুক্তির পথ বলে দেয়।

[7:95] অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছে। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র, অকল্যাণকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদর্শ থেকে সমাজকে মুক্তি প্রদান করেন। যুগ যুগ ধরে চলে আশো অজ্ঞানতাকে জ্ঞানের আলো দ্বারা উন্মোচিত করেন।

[7:96] আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।

ব্যাখ্যা: মিথ্যা এবং পাপকে সম্বল করে যারা জীবন অতিবাহিত করে, তারা অবশ্যই অশান্তি এবং অকল্যাণকর জীবন প্রাপ্ত করে থাকে। প্রকৃতির সমস্ত সুখকর প্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এটাই তাদের কর্মফল।

[7:97] এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন।

ব্যাখ্যা: সত্যের প্রকাশে নিদ্রামগ্ন হয়ে সত্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় এরা। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন এবং জীবিকাই এদের শাস্তি।

[7:98] আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলাধুলায় মত্ত।

ব্যাখ্যা: *ভোগবিলাসে ক্রীড়ামগ্ন থেকে এরা সত্যের উপলব্ধি করতে পারে না। এটাও তাদের শাস্তি।*

[7:99] তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাতে ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।

ব্যাখ্যা: *হতভাগ্য মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে না এবং বুঝতে পারে না সত্য এবং জ্ঞানের পথকে।*

[7:100] তাদের নিকট কি এ কথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে? সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুত আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না।

ব্যাখ্যা: *পাপের শাস্তি চূড়ান্ত হয় প্রকৃতির নিয়মানুসারে। পাপীদের অবসান নিশ্চিত। পাপীদের মস্তিষ্ক এবং বিবেক আবদ্ধ হয়। সত্যের প্রকাশ এবং উপকারিতা এরা অনুভব করতে পারে না।*

[7:101] এগুলো হল সেসব জনপদ, যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌঁছোলেন রসূল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ইমান আনবার জন্য ছিল না, তারপরে যা তার ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ ঐতিহাসিকভাবে বৃত্তান্ত করেন প্রাকৃতিক ঘটনাবলী; অবতারগণের সত্যতাও প্রকৃতিতে প্রমাণিত। পাপীদের (কাফের) হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বজ্রকঠিন পাথরের মতো শক্ত হয়। শান্তি এবং আনন্দের উপভোগ এরা করতে জানে না।*

সন্দেশ: আনন্দ এবং শান্তিই হল পবিত্রতার পুরস্কার। পরমেশ্বর আল্লাহ হলেন সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

[7:102] আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।

ব্যাখ্যা: *এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গীকারস্বরূপ মানুষকে বিবেক এবং জ্ঞান দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই কিছু মানুষ পাপে বিজড়িত থাকে অমান্যকারী।*

[7:103] অতঃপর আমি তাদের পরে মুসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলি দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুত ওরা তাঁর মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখো, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদধন্য ছিলেন। অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল রাজা ফেরাউনকে পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফেরাউন অহংকার এবং জেদের বশবর্তী হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরিণতি হয়েছিল ভয়ানক।*

[7:104] আর মুসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা ফেরাউনকে পরমেশ্বর আল্লাহর আনন্দময় সত্তা বর্ণনা করে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন।*

[7:105] আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বণী-ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিগত সত্য আদর্শ উপলব্ধি করার সুখবর মুসাকে দিয়েছিলেন। প্রমাণসহ ঐশ্বরিক সত্য ইজরায়েল সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝিয়েছিলেন।*

[7:106] সে বলল, যদি তুমি কোনও নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তাহলে তা উপস্থিত করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *অতিরিক্ত জেদ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে রাজা ফেরাউন সত্যের উপলব্ধি করতে পারেনি এবং অবাস্তব প্রমাণের দাবি করেছিল।*

[7:107] তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা সত্য এবং বিজ্ঞানের লাঠি দ্বারা কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক তথ্যকে ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক যেরকমভাবে অজগর সাপ নিজের স্বীকারকে গিলে ফেলে।*

সন্দেশ: এই আয়াতটি সাংকেতিক। কোনও যাদুগরের যাদু বর্ণনা করার জন্য কোরাণ শরিফ নয়।

[7:108] আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক সত্য সমাজের উজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারা প্রকাশিত হয়।*

[7:109] ফেরাউনের সাঙ্গো-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর।

ব্যাখ্যা: *বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশিক্ষিত এবং মূর্খ মানুষেরা প্রথমে মায়াজাল মনে করে থাকে।*

[7:110] সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত?

ব্যাখ্যা: *যারা সত্য এবং বিজ্ঞানের পথে কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার রাজ্য ত্যাগ করে, তারা পবিত্র।*

[7:111] তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে-বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং বিজ্ঞান প্রণয়নকারীরা প্রথমে সমাজে অত্যাচারিত এবং অবহেলিত হয় মূর্খ এবং অজ্ঞানী মানুষ দ্বারা।*

[7:112] যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানী মানুষদের বিচার্য বিষয় হল বিজ্ঞান এবং সত্য।*

[7:113] যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্যে কি কোনও পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি?

ব্যাখ্যা: *মানবসমাজে জ্ঞান এবং সত্যের জয় এবং কুসংস্কার এবং অশিক্ষার পরাজয় ঘটে।*

[7:114] সে বলল, হ্যাঁ, এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *বিজ্ঞানী, পবিত্র এবং সৎ মানুষেরা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।*

[7:115] তারা বলল, হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করো অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানীরা অনুসন্ধান এবং যৌক্তিক তর্ক দ্বারা সত্যের অনুভব করে থাকে।*

[7:116] তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ করো। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে বাধিয়ে দিল, ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং সত্য জ্ঞানের আদর্শকে বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা সমাজে প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেনএক্ষেত্রে মায়াজাল সম্পূর্ণ রূপে সাংকেতিক।*

সন্দেশ: কোরআন শরিফ মায়াজালের প্রতিযোগিতা বর্ণনা করার জন্য নয়।

[7:117] তারপর আমি ওহীযোগে মুসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ করো তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে অবতার মুসা নমসত্য এবং বিজ্ঞনময় আদর্শ (লাঠি) সমস্ত কুসংস্কার অপ্রাকৃতিক আদর্শকে ধূলিসাৎ করেছিল।*

[7:118] সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এবং জয়, মিথ্যা এবং কুসংস্কারের পরাজয় ঘটেছিল।*

[7:119] সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল।

ব্যাখ্যা: *লাঞ্ছিত হয়েছিল অযৌক্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন তথ্য।*

[7:120] এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল।

ব্যাখ্যা: *অযৌক্তিক তথ্য সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।*

[7:121] বলল, আমরা ইমান আনছি মহাবিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি।

ব্যাখ্যা: *সমাজে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সত্য মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।*

[7:122] যিনি মুসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা এবং হারুনের প্রচারিত সত্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য লোকে বিশ্বাস করেছিলেন।*

[7:123] ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ইমান আনল এটা প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পারো। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে।

ব্যাখ্যা: *অহংকারী রাজা ফেরাউন সত্যকে অস্বীকার করে সত্যকে চক্রান্ত আখ্যা দিয়েছিল।*

[7:124] অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূণীতে চড়িয়ে মারব।

ব্যাখ্যা: *হুমকি দিয়েছিল কঠোর শাস্তি প্রদানের।*

[7:125] তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে।

ব্যাখ্যা: *ভীতসন্ত্রস্ত লোক পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল।*

[7:126] বস্তুত আমাদের সাথে তোমরা শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ইমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান করো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমৃত্যু সেই আদর্শকে পালন করে।*

[7:127] ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা ও তার সম্প্রদায়কে? দেশময় হৈচৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্রসন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুত আমরা তাদের উপর প্রবল।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী রাজা ফেরাউন হুমকি দিয়েছিল পবিত্র মানুষদের সন্তান হত্যার।*

[7:128] মুসা বললেন মানুষকে সাহায্য প্রার্থনা করো আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা সকলকে বলেছিলেন পরমেশ্বর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে এবং ধৈর্য ধরতে। পবিত্রতার আর এক ভিত্তি হল ধৈর্য।*

[7:129] তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ করো।

ব্যাখ্যা: *দুর্বল এবং বিভ্রান্ত মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিগৃহীত হবার ভয়ে অবতার মুসার স্মরণ নিয়েছিলেন। মুসা আশ্বস্ত করেছিলেন "শত্রুর পরাজয়"।*

[7:130] তারপর আমি পাকড়াও করেছি— ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাকৃতিকভাবে অত্যাচারী ফেরাউন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছিলেন।*

[7:131] অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মুসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখো তাদের অলক্ষণ যে আল্লাহরই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জীবনে সুখশান্তি এবং কল্যাণ এল তারা তা নিজেদের প্রাপ্য মনে করে এবং দুঃখ উপণীত হলে অবতারগণকে দোষারোপ করতে থাকে। ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। এই বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ।*

[7:132] তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা কিন্তু তোমার উপর ইমান আনছি না।

ব্যাখ্যা: *অতিরিক্ত জেদ এবং অহংকার মানুষকে সত্যের সাথে পরিচয় ঘটাতে ব্যর্থ করে।*

[7:133] সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যঙ্গ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।

ব্যাখ্যা: *অন্তপর পরমেশ্বরআল্লাহ অপবিত্র পাপীদের জীবনে অশান্তি (তুফান), পঙ্গপালের মতো উচ্ছৃঙ্খল এবং অসভ্য সন্তান কীটপতঙ্গের মতো চঞ্চলমস্তিষ্ক এবং রক্তিম জীবন সত্ত্বেও অহংকারীরা সত্য অস্বীকার করে।*

[7:134] আর তাদের উপর যখন কোনও আযাব পড়ে তখন বলে, হে মুসা, আমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া করো, যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ইমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বণী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতার শপথের ভণিতা করে পবিত্রতাকে যারা নিজের প্রয়োজনে অপ্রাকৃতিক এবং অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে, তারা মহাপাপী। স্বার্থপর মানুষ স্বার্থপূর্ণ হলেই পবিত্রতার শপথ ভুলে যায়। ইজরায়েল সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই চরিত্রের ছিল।*

[7:135] অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত— যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।

ব্যাখ্যা: *নির্দিষ্ট কালের জন্য এই ধরনের মানুষ প্রশ্রয় পেয়ে থাকে এবং শর্ত ভঙ্গ করা এদের চরিত্র।*

[7:136] সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম— বস্তুত তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।

ব্যাখ্যা: *অশান্তির সমুদ্রে এরা নিমজ্জিত হয়ে থাকে।*

[7:137] আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভুখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের, যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বণী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু, যা তৈরি করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি, যা কিছু সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের লোকেদের স্থলাভিষিক্ত হয় পবিত্র এবং শান্তিকামী মানুষ। পাপীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা (উচ্চ প্রাসাদ) ধ্বংস হয়ে যায়। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ সুস্পষ্ট।*

[7:138] বস্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বণী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছোল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা; আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতোই

একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়োই অজ্ঞতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েল সম্প্রদায়কে জ্ঞানের সমুদ্রের সম্মুখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। তারা নিজের মনের মতো সত্যকে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিল। তারা অবশ্যই মূর্খ ছিল।*

[7:139] এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা ভুল।

ব্যাখ্যা: *ভিত্তিহীন তথ্য সর্বদাই কালচক্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।*

[7:140] তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোনও উপাস্য *অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন?*

ব্যাখ্যা: *সর্বশক্তিমান আল্লাহই একমাত্র পূজ্য।*

[7:141] আরা সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্রসন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *অপরাধী ফেরাউন পবিত্র মানুষদের পুত্রদের হত্যা করে নারীদের জীবিত রাখত নিজেদের ব্যবহারেয়।*

[7:142] আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাকো। তাদের সংশোধন করতে থাকো এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চোলো না।

ব্যাখ্যা: *ত্রিশ রাতের তপস্যা করার পর দশ রাতের তপস্যা করে অবতার মুসা মানুষ সমাজের চক্র এবং তার সত্য জ্ঞান প্রাপ্য করেছিল। আর মুসা নিজের ভাই হারুনকে এই উপলব্ধি বুঝিয়েছিলেন আর দায়িত্ব দিয়েছিলেন ওঁর মৃত্যুর পর এই সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার।*

[7:143] তারপর মুসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাজির হলেন এবং তাঁর সাথে তার পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাকো, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা নিজের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত পরমেশ্বর আল্লাহর থেকে পবিত্র জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন এবং পরমেশ্বরের প্রকৃতি দর্শনের আগ্রহ করেছিলেন। পরমেশ্বর*

আল্লাহর ঐশ্বরিক জ্যোতি এবং শক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে মুসাকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন। অজ্ঞান মুসা জ্ঞানের প্রকাশে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

[7:144] (পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মুসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকেদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ থাকো।

ব্যাখ্যা: *সত্য জ্ঞান দ্বারা মুসাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি সমাজে সম্মানিত হয়েছিলেন।*

[7:145] আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির প্রত্যেক তথ্যের জ্ঞান এবং তার বিশ্লেষণ করার বুদ্ধি মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। তাই সত্য এবং আবিষ্কৃত জ্ঞানকে ধারন করাই মানুষের দৃঢ় কর্তব্য। অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ধূলিসাৎ হয়ে যায়।*

[7:146] আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বেখবর রয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা: *অসঙ্গত এবং অপ্রয়োজনীয় গর্ববোধ যারা করে, তারা প্রাকৃতিক নিদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। সৎ এবং শান্তির পথ এরা উপলব্ধি করতে পারে না।*

[7:147] বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে, যেমন আমল করত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ জীবের এই সত্য রূপ ও চৈতন্যের তারতম্যের কারণে মানব মস্তিষ্ক এবং চিন্তার সংকোচন এবং প্রসারণ হয়। আনন্দময় আল্লাহর বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যারা অস্বীকার করে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ব্যর্থ অর্থাৎ শান্তি এবং শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা অযৌক্তিক মতবাদ গ্রহণ করে।*

[7:148] আর বানিয়ে নিল মুসার সম্প্রদায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা। একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি এ কথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোনও পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত তারা ছিল জালেম।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি অপরিবর্তনীয় এবং সমস্ত গুণবত্তাসিদ্ধ। অবতার মুসার অনুপস্থিতিতে ওঁর জনজাতি স্বর্ণ-উজ্জ্বল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লালসার বশবর্তী হয়ে অপবিত্র কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং অত্যাচার করেছিলেন নিজেদের অস্তিত্বের সাথে।*

[7:149] অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ

হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

ব্যাখ্যা: *যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, অযৌক্তিক প্রথা এবং কুসংস্কার তাঁদের বিপথগামী করে তুলেছে। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। পরমেশ্বর আল্লাহ অতীব ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[7:150] তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়ো করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য কোরো না।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা মানুষের এই দুর্বল চরিত্র সম্পর্কে নিজের ভাই হারুনকে প্রশ্ন করেছিলেন।*

[7:151] মুসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা করো আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা ঈশ্বরের কাছে অবুঝ মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।*

সন্দেশ: অবতার মুসা স্বার্থপর ছিলেন না। উনি শুধুমাত্র নিজের ভাইয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রাথনা করেননি। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য ওঁর হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ ছিল।

[7:152] অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গজব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

ব্যাখ্যা: *অযৌক্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ যখন সত্যের থেকে দূরে গিয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং মূর্খতাজনিত কারণে এদের মস্তিষ্ক জেদ্র এবং অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন অবশ্যই প্রাকৃতিকরূপে এরা অবধারিত শাস্তি প্রাপ্ত করে।*

[7:153] আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ইমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *ভুল ক্ষমার যোগ্য কিন্তু পাপ কখনোই ক্ষমিত হয় না। ভুল অথবা পাপ করার পর যদি কোনও মানুষ বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করে তার অন্যায় এবং দ্বিতীয়বার তা না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অযাচিত সংঘটিত পাপের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় তবে সমাজকল্যাণস্বার্থে পরমেশ্বর তাকে ক্ষমা করে দেন।*

[7:154] তারপর যখন মুসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত, যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা নিজের জনজাতির অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন। অনির্বচনীয় আল্লাহর সত্যতা প্রকাশ করেছিলেন।*

[7:155] আর মুসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক—সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা করো। তা ছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।

ব্যাখ্যা: *মূর্খতা মানুষকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দেয় এবং এরা অবশ্যই বিপথগামী হয়। খুব সহজেই পাপ এবং অত্যাচার এদের নিষ্ঠুর বানিয়ে দেয়। এটাই এদের বিনাশ।*

[7:156] আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার আযাব তারই উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব, যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

ব্যাখ্যা: *নারকীয় মানসিক যন্ত্রণা এদের সর্বদা বিভ্রান্ত করে। জ্ঞানী, পবিত্র মানুষদের পবিত্র এবং শান্তিময় জীবন প্রদান করে প্রকৃতি। সরকারি যাকাত (সরকারি ট্যাক্স) প্রদানকারী মানুষ ঐশ্বরিক আদর্শ অনুযায়ী সমাজকল্যাণে ব্রতী হয়।*

[7:157] সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ইমান এনেছে, তারা সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ পবিত্র জ্ঞান দ্বারা প্রাকৃতিক শিক্ষার অধিকারী ছিলেন। ধর্মপুস্তক তৌরায়ত ও ইঞ্জিলের আদর্শাবলি মানব মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ হয় এবং সৎকাজের উৎসাহী করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ দেয়। পবিত্র এবং অপবিত্রতার জ্ঞান প্রদান করে এবং সমস্ত ধর্মপুস্তকের আদর্শ দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে। পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে প্রাণীরা অভিন্নত প্রাপ্ত হয়। মানুষ মায়াচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে জ্ঞানী এবং কর্তা মনে করে।*

[7:158] বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আশমান ও জমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারও উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো

আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিতা উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ করো, যাতে সরল পথ প্রাপ্ত হতে পারো।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ মানুষ এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিভ্রান্তি দূর করাই এদের কর্তব্য। সৃষ্টির অধীশ্বর পরমেশ্বর আল্লাহর স্বরূপ ব্যাখ্যা করাই এদের কর্তব্য। মানবসমাজকে সৎপথে পরিচালিত করা এদের দায়িত্ব।*

[7:159] বস্তুত মুসার সম্প্রদায়ে একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে।

ব্যাখ্যা: *মুসার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব এবং প্রাকৃতিক আদর্শ অনুভব করেছিলেন।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর মায়াশক্তির ফলস্বরূপ সৃষ্টির উপাদানগুলির, গুণাবলির সব কিছু আয়ত্ত করা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কেন-না মানুষ সীমিত। ঐশ্বরিক শক্তি হল জগতের উপাদান কারণ। যথার্থভাবে পরিবর্তিত না হয়েও এই শক্তি বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে থাকে।

[7:160] আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বারোজন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত করো এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারোটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তুত জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো। বস্তুত তারা আমার কোনও ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞানতাজনিত কারণে মানুষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। অবতার মূসা জ্ঞানের লাঠি দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমাজকে শাসিত করেছিল। মানব আচরণকে নির্দিষ্ট করেছিল ১০ রকমভাবে। শান্তি এবং শিক্ষাপ্রাপ্তির ১০টি উপায় বলেছিলেন। শারীরিক গঠন প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন হয়, যা প্রাকৃতিক। জলের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সত্য জ্ঞান মুসা নিজের লোকেদের দিয়েছিলেন। সুখশান্তির (মান্না ও সালওয়া) ছায়ায় বসবাস কিভাবে করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন।*

[7:161] আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস করো এবং খাও, তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমারে ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ করো প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদিগকে অতিরিক্ত দান করব।

ব্যাখ্যা: *সংযম, পবিত্রতা, শিক্ষা এবং সততার সাথে জীবন অতিবাহিত যারা করে, তাদের ভুলবশত ঘটিত অপরাধ ক্ষমিত হয়। সৎকর্মীদের এটাই প্রাপ্তি।*

[7:162] অনন্তর জালেমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আশমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারীরা অবশ্যই প্রাকৃতিক অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে থাকে।*

[7:163] আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জন্য সমুদ্রসম প্রকৃতি সর্বদাই দয়াশীল। সমুদ্রের মাছও মানুষের আহারের জন্য প্রকৃতি নির্দিষ্ট করেছে। প্রকৃতির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার মহাপাপ।*

সন্দেশ: *এই আয়াতটির ইসলামিক ব্যাখ্যা আমার মতে অবান্তর। তার কারণ হল, কোরআন শরিফের সমস্ত আয়াত সর্বকালের জন্য পরিপূর্ণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি কাল্পনিক, যার অন্তর্নিহিত সূত্র আমি ব্যাখ্যা করেছি।*

[7:164] আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান— কঠিন আযাব? সে বলল: তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরোবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের কর্তব্য সর্বদা সৎ উপদেশ দেওয়া।*

[7:165] অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন।

ব্যাখ্যা: *পাপীরা সৎ উপদেশ গ্রহণ করে না। উপহাস করে পবিত্র মানুষদের। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পাপী মানুষেরা অত্যাচার করে নিজের এবং সমাজের ওপর এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।*

[7:166] তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে, যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ বানরের মতো চঞ্চল এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তারা অবশ্যই বিপথগামী।*

[7:167] আর সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষদের অন্তিম জীবনও অশান্তিময় হয়। এটাই তাদের শাস্তি। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।*

[7:168] আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণিতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভালো আর কিছু রয়েছে অন্য রকম। তা ছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে।

ব্যাখ্যা: *মানব সম্প্রদায় শুধুমাত্র ২টি ভাগেই বিভক্ত হতে পারে— (১) পবিত্র, সৎ, শিক্ষিত, মানবতা ও শান্তিকামী মানুষ, (২) ঠিক এদের বিপরীত। সুখ – দুঃখ দ্বারা মানবের বৈচিত্র্যময় জীবনের পূর্ণতা প্রদান করেন পরমেশ্বর আল্লাহ।*

[7:169] তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবার তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সেসবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুত আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য উত্তম— তোমরা কি তা বোঝো না?

ব্যাখ্যা: *অশিক্ষার জায়গায় শিক্ষা স্থলাভিষিক্ত হয়, অজ্ঞানতার জায়গায় জ্ঞান, সত্য জ্ঞানের উত্তরাধিকারী যারা, তারা পার্থিব জীবনের মোহমায়া ত্যাগ করে থাকে। পবিত্রতা এবং সত্যকে লক্ষ্য করে এরা অনুসন্ধান চালায় এবং বিস্তারিত অনুসন্ধানলব্ধ ফল সমাজকে প্রদান করে। এদের জন্য শান্তি এবং পবিত্রতার গৃহই উত্তম স্থান।*

[7:170] আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নমাজ প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চয় আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ সত্য জ্ঞান এবং শান্তির অনুগত থেকে পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, সংযম এবং সততার (নমাজ) আদর্শকে ধারণ করে (ধর্ম), তারা অবশ্যই ধন্য।*

[7:171] আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মতো এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধরো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পারো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি মানবসমাজে পাহাড়প্রমাণ। পবিত্রতা এবং শান্তির আদর্শই এই শক্তিশালী তথ্যকে দূরীভূত করে। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে শিক্ষা, শান্তি এবং সংযমের আদর্শকে কঠিনভাবে গ্রহণ করলে অপবিত্র শক্তির থেকে দূরে থাকা যায়।*

[7:172] আর যখন তোমার পালনকর্তা বণী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে এই প্রাণ মানব অস্তিত্বে দৃশ্যমান। এই তথ্যের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য আজ বর্তমান।*

[7:173] অথবা বলতে শুরু করো যে, অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে?

ব্যাখ্যা: *পূর্বপুরুষদের অযৌক্তিক ভ্রান্ত ধারণাকে বর্জন করাই শ্রেয়, যদি তা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত না হয়ে থাকে।*

সন্দেশ: সংস্কার এবং কুসংস্কার দুটির মধ্যে পার্থক্য হল বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক তথ্যের। সংস্কার বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুসংস্কার ভ্রান্ত।

[7:174] বস্তুত এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

ব্যাখ্যা: *বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক তথ্য পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ প্রাপ্ত করে থাকে।*

[7:175] আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষা এবং জ্ঞান দ্বারা মানুষ সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত করে আর মুক্তি পায় ভ্রান্ত ধারণার থেকে।*

[7:176] অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মতো; যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনি, যাতে তারা চিন্তা করে।

ব্যাখ্যা: *কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে অযৌক্তিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে এবং নিজের জীবন অতিবাহিত করতে হাঁপিয়ে ওঠে।*

[7:177] তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করেছে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য এবং যৌক্তিক আদর্শকে যারা মিথ্যা মনে করে, তারাই দুর্দশাগ্রস্ত।*

[7:178] যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে মানুষ সত্য এবং জ্ঞানের পথ প্রাপ্ত করে।*

[7:179] আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।

ব্যাখ্যা: *বস্তুত পরমেশ্বর আল্লাহ অপবিত্র মানুষদের জন্য অশান্তির নরক সৃজন করেছেন। তাদের বুদ্ধি তারা জেদ এবং অহংকার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তাদের দৃষ্টি সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাদের কর্ম সত্য এবং জ্ঞানের বাণী শুনতে ব্যর্থ হয়। এরা ভ্রষ্ট জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।*

[7:180] আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রার্থনা পদ্ধতি এবং নাম সবটাই মানুষের সুবিধার্থে। পরমেশ্বর আল্লাহর এর কোনও প্রয়োজন নেই। যারা অপবিত্র হৃদয় নিয়ে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রার্থনা করে, তারা পুরোটাই ভ্রান্ত।

[7:181] আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে, যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

ব্যাখ্যা: মানুষের মধ্যে একদল সততার সাথে মানবসমাজকে নেতৃত্ব দেয় পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে।

[7:182] যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না।

ব্যাখ্যা: যারা পরমেশ্বর আল্লাহর পবিত্র আদর্শকে বর্জন করেছে, তারা ধ্বংসের পথে পরিচালিত।

[7:183] বস্তুত আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ।

ব্যাখ্যা: প্রকৃতি এদের কিছু সময় অবধি পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করে।

[7:184] তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোনও বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টিভাবে।

ব্যাখ্যা: শিক্ষা এবং সত্যের আদর্শে যারা চলে, তারা উন্মাদ নয়। পাপীরা যা বুঝতে অসমর্থ।

[7:185] তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা বস্তুসামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুত এরপর কিসের উপর ইমান আনবে?

ব্যাখ্যা: সৃষ্টির সমস্ত তথ্যই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পাপীদের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সত্যের পথে অনুভব করতে পারে না।

[7:186] আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনও পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুষ্টমিতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন।

ব্যাখ্যা: অবাধ্য, অপবিত্র, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ নিজেদের অশান্তির মায়াজালে জড়িয়ে ফেলে।

[7:187] আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আশমান ও জমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে, অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র পাপী মানুষেরা অন্তিম বিচারে বিশ্বাসী হয় না। এদের অজ্ঞনতা এদেরকে বিভ্রান্ত করে।

[7:188] আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণসাধনের এবং অকল্যাণসাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোনও অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ইমানদারদের জন্য।

ব্যাখ্যা: সমাজকল্যাণের আদর্শ ছেড়ে যারা ব্যক্তিস্বার্থকে বড়ো করে দেখে, তারা অকল্যাণকর তথ্যের অধিকারী কেন-না মানুষ দ্বারাই মানুষের সমাজ সংগঠিত।

[7:189] তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল, যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান করো তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতেই এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিও মানুষ প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত করেছে।

[7:190] অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভালো দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তার অংশীদার তৈরি করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ তাদের শরিক সাব্যস্ত করা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মাতা-পিতার পবিত্র এবং জ্ঞানী সন্তান প্রকৃতির আশীর্বাদ। আল্লাহ কাউকে নিজের অংশীদার নিযুক্ত করেননি।

[7:191] তারা কি এমন কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: পবিত্র মাতা-পিতার আদর্শে পবিত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে সন্তান বড়ো হয়। পাপীরা আল্লাহর সারকে নস্যাৎ করে থাকে।

[7:192] আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে।

ব্যাখ্যা: যারা সমাজের এবং মানবতার কল্যাণে নিযুক্ত হয়, তারা পবিত্র। পাপীরা নিজের এবং সমাজের সাহায্য করতে অক্ষম হয়।

[7:193] আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান করো সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান।

ব্যাখ্যা: কিন্তু অপবিত্র মানুষ সৎ জ্ঞান এবং পবিত্রতার পথ অনুসরণ করে না।

[7:194] আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাকো, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো?

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও আদর্শকে গ্রহণ করলে তার পবিত্র ফল পেতে ব্যর্থ হয় পাপীরা।

[7:195] তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা ধরে? অথবা তাদের কি চোখ আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পায়, কিংবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাকো তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।

ব্যাখ্যা: *পাপীদের চিন্তা এবং চালিকাশক্তি সীমিত এবং নির্ধারিত। যাদের বিবেক এবং মস্তিষ্কের সমস্ত দ্বার বন্ধ থাকে, সর্বদা চক্রান্তের ভাবনার উদ্রেক হয় এদের মস্তিষ্কে।*

[7:196] আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের।

ব্যাখ্যা: *মানবাসমাজে উপস্থিত সৎ, জ্ঞানসমন্বিত পুস্তক প্রকৃতির আশীর্বাদ এবং সৎকর্মশীলদের অভিভাবক।*

[7:197] আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা না তোমাদের কোনও সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে।

ব্যাখ্যা: *অদৃশ্য পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি মানবের সর্বময় সাহায্যকারী।*

[7:198] আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহ্বান করো, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমরা দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষ সত্য এবং সততার আদর্শে কর্ণপাত করে না। ওরা আশা করে সংযমী, সৎ এবং জ্ঞানীদের সর্বনাশের।*

[7:199] আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ ক্ষমা করে, ভালো এবং সৎকর্মে নির্দেশ প্রদান করে এবং উপেক্ষা করে অজ্ঞান মানুষদের মূর্খতাকে।*

[7:200] আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *মানুষের মনে ক্রোধের উদ্রেক হলে পরমেশ্বর আল্লাহর স্মরণ করলে ক্রোধ প্রশমিত হয়।*

[7:201] যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সংযমী মানুষদের অপবিত্র শক্তি সর্বদা কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের সততা, ধৈর্য, সংযম অপবিত্র শক্তিকে পরাজিত করে।*

[7:202] পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে *যায়, অতঃপর তাতে কোনও কমতি করে না।*

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি মানুষকে সবসময় ভ্রান্তিতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে।*

[7:203] আর যখন আপনি তাদের নিকট কোনও নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে এলেন না, তখন আপনি বলে দিন,

আমি তো সে মতেই চলি, যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে। এটা ভাবনার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত সেসব লোকের জন্যই যারা ইমান এনেছে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি সর্বদা প্রমাণিত হওয়া সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পবিত্র মানুষের কাছে সত্য প্রকাশিত এবং পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ।*

[7:204] আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।

ব্যাখ্যা: *দোদুল্যমান বিবেক যে মানুষদের, তারা ভণিতা করে জ্ঞানপ্রাপ্তির। পবিত্র মানুষ আল্লার আশীর্বাদপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা করে থাকে।*

[7:205] আর স্মরণ করতে থাকো স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে, যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বেখবর থেকো না।

ব্যাখ্যা: *জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত যারা ঐশ্বরিক আদর্শকে সম্বল করে অতিবাহিত করে' তারাই সফল।*

[7:206] নিশ্চয়ই যাঁরা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা করেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ যারা করে, তারা সমাজে সম্মানিত এবং গর্বিত হয়ে থাকে।*

আল আনফাল
(ANFAL)

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[8:1] আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয়া করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করো, যদি ইমানদার হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *পাপ দ্বারা অর্জিত সম্পদের কি করা উচিৎ? তা মানুষেরা প্রশ্ন করতেন অবতারগণদের। (পাপীরা যখন সংযম, পবিত্রতা, প্রেম, শান্তির ইমানের শপথ গ্রহণ করেন আর এই শপথের দৃঢ়তার সাথে উপণীত হয় এবং এই শপথের পূর্ববর্তী সময়ের অপবিত্র উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ একে ইসলামে গনীমতের মাল বলা হয়েছে। এই গনীমতের মাল পরমেশ্বর আল্লাহ এবং রসূলের সুরক্ষার প্রদান করা উচিৎ)। পবিত্র মানুষের অপবিত্র পন্থায় অর্জিত সম্পদকে পবিত্রতার কাজে ব্যবহার করা অন্যায় না।*

[8:2] যারা ইমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শই যখন পবিত্র মানুষ অনুভব করে তখন তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে এবং পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক সত্য এবং উপকারী আদর্শকে আরও বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে।

[8:3] যে সমস্ত লোক, যারা নমাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

ব্যাখ্যা: *প্রেম, পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শিক্ষা, শান্তির আদর্শকে (নমাজ) যারা দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে যা প্রাপ্তি তা থেকে ব্যয় করে।*

[8:4] তারাই হল সত্যিকার ইমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজী।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতপক্ষে পবিত্র এবং সৎ মানুষ এরাই। পরমেশ্বর আল্লাহ এবং প্রকৃতির আশীর্বাদে এরাই উচ্চমর্যাদায় উপণীত। সম্মান এবং শান্তির জীবন এরা প্রাপ্তি করে থাকে।*

[8:5] যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ইমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে এই ধরনের মানুষের হৃদয় সমাজকল্যাণের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয় না। কু সংস্কারের ঘর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন কিন্তু কিছু মানুষ এদের বিরোধিতা করে।*

[8:6] তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে।

ব্যাখ্যা: *সমাজে এক গোষ্ঠী এরকমও থাকে, যারা সত্য প্রমাণিত হবার পরেও অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে। সত্য এবং সমাজকল্যাণে বিরোধিতা করা মৃত্যুর সমান।*

[8:7] আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে, যাতে কোনওরকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে।

ব্যাখ্যা: *প্রাকৃতিক আদর্শ অনুযায়ী সত্য, পবিত্রতা এবং শান্তির পথ যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনুশাসনহীনতায় যাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ থাকে, তারা পবিত্রতার আয়ত্তে কখনোই আসে না। যতক্ষণ না প্রকৃতির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর আল্লার প্রকৃতি সর্বদাই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং করে পাপীদের বিনাশ।*

[8:8] যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা: *সত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশে অসত্যের বিলুপ্তি হয় এবং অপবিত্র কাফের মানুষেরা সমাজে নিন্দিত হয়ে থাকে।*

[8:9] তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে মানবকল্যাণে মানবকে সাহায্য করে থাকে নিজের প্রকৃতি দ্বারা।*

[8:10] আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমতওয়ালা।

ব্যাখ্যা: *মানবচিত্তকে আনন্দময় এবং শান্তিময় করে তোলেন পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের মায়াময় অদৃশ্য শক্তি দ্বারা সর্বদা মানবকল্যাণে মানবকে সাহায্য করে থাকেন।*

[8:11] যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা-গুলো।

ব্যাখ্যা: *বৃষ্টির জলের মতো পবিত্র, শীতল এবং স্বচ্ছ জ্ঞান মানবকে প্রদান করেন পরমেশ্বর আল্লাহ। অজ্ঞান মানুষ জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়। অপবিত্র শক্তির প্রলোভন থেকে মানব এবং মানবসমাজকে মুক্ত করেন, পবিত্র মানুষের হৃদয়কে দৃঢ় করেন।*

[8:12] যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখো। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হানো এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিচালিত ওঁর প্রকৃতি সর্বদাই মানুষকে সাহায্য প্রদান করে, মানুষের প্রতিপালক। প্রকৃতি অপবিত্র (কাফেরদের) অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে তাদের গর্দান এবং মস্তিষ্কে আঘাত করে।*

[8:13] যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুত যে লোক আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

ব্যাখ্যা: *যে মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক আদর্শ, যা অবতারগণ দ্বারা প্রচলিত, তার বিরোধিতা করে— প্রাকৃতিকভাবে এই ধরনের দুষ্কৃতী মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে।*

[8:14] আপাতত বর্তমানে এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখো যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোজখের আযাব।

ব্যাখ্যা: *আনন্দস্বরূপ প্রকৃতির আস্বাদন পবিত্র মানুষ করতে পারে। পাপীরা সর্বদাই অশান্তির আগুনে প্রজ্বলিত হয়।*

[8:15] হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, সৎ মানুষেরা কখনোই অপবিত্রতা এবং পাপের বিরোধিতায় পিছপা হন না। পাপ-পুণ্যের যুদ্ধে পবিত্র মানুষ কখনোই পিষ্ঠ প্রদর্শন করেন না।*

[8:16] আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে, সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

ব্যাখ্যা: *যারা সত্য এবং পবিত্রতায় পিষ্ঠ প্রদর্শন করে, তারা অবশ্যই শাস্তির অধিকারী হয়। অশান্তির নরক এদের বাসস্থান।*

[8:17] সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ইমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র, অসৎ এবং অসৎ আদর্শকে পরমেশ্বর আল্লাহই হত্যা করেন। সমস্তটাই মানুষ এবং প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হয়।*

[8:18] এটা তো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলাকৌশল।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত অপবিত্র আদর্শকে ধ্বংস করেন। দুষ্কৃতীদের সমস্ত চক্রান্তকে দুর্বল করে থাকেন।*

[8:19] তোমরা যদি মীমাংসা কামনা করো, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই করো, তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুত তোমাদের কোনওই কাজে আসবে না তোমাদের দলবল, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো আল্লাহ রয়েছেন ইমানদারদের সাথে।

ব্যাখ্যা: *সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয়ের এর সাথে সাথে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা আর পাপের বিনাশ নিশ্চিত। পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্রতা এবং সত্যের সমর্থক।*

[8:20] হে ইমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই আল্লাহর আদর্শ, যা অবতারগণ দ্বারা প্রবর্তিত তাকে মান্য করেন।*

[8:21] আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।

ব্যাখ্যা: *মানব সম্প্রদায়ে কিছু মানুষ এরকম আছে— সত্য এবং জ্ঞানের কথা শুনেও না শোনার ভান করে।*

[8:22] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না।

ব্যাখ্যা: *যারা অজ্ঞানতা এবং নিকৃষ্ট মানসিকতার মানুষ হয়, যারা সত্যের এবং জ্ঞানের কথা শুনতে এবং বলতেও চায় না, তারা সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ।*

[8:23] বস্তুত আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভচিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ কল্যাণকর কাজে আকর্ষিত হন না।*

[8:24] হে ইমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা পবিত্র কাজে সাড়া দেয়। মানুষের মনে রাখা উচিৎ, পরমেশ্বর আল্লাহ-প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অবস্থান করে এবং প্রকৃতিতেই মানুষের প্রত্যাবর্তন হয়।*

[8:25] আর তোমরা এমন ফ্যাসাদ থেকে বেঁচে থাকো যা বিশেষত শুধু তাদের উপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মফল ঐতিহাসিকভাবে মনে রাখা উচিৎ। পরমেশ্বর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।*

[8:26] আর স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়ে ছিলে দেশে; ভীতসন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিক উদাহরণ সবসময় স্মরণ করা উচিৎ এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা উচিৎ। পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র জ্ঞান এবং তার উদাহরণ প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।*

[8:27] হে ইমানদারগণ, পাপ কাজ কোরো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং পাপ কাজ কোরো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ, সত্য জ্ঞান এবং পবিত্রতার সাথে ছলনা কোরো না। মিথ্যা এবং পাপ দ্বারা নিজেদের সাথেও ছলনা কোরো না।*

[8:28] আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাসওয়ার।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং সত্যকে নিজের সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত কোরো না। পবিত্র মানুষ সর্বদাই অপবিত্র কর্মফলকে ভয় পায়।*

[8:29] হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।

ব্যাখ্যা: *সমাজের থেকে পাপ দূর করা প্রকৃতির আশীর্বাদ। ঐশ্বরিক শক্তি মানুষকে ক্ষমা করে থাকে এবং পরমেশ্বর আল্লাহ দানশীল।*

[8:30] আর কাফেররা যখন প্রতারণা করত, আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত, তেমনি আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তির চক্রান্ত সর্বদাই পবিত্র শক্তির কাছে পরাজিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের প্রকৃতি দ্বারা এই কাজে সম্পাদন করে।*

[8:31] আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষদের কাছে যখন সত্য এবং পবিত্রতার কথা বলা হয় তখন পাপীরা বলে থাকে এ মিথ্যা এবং গল্পকথা মাত্র। জগৎ প্রতিষ্ঠার ধারণাকে অস্বীকার করে এরা সুখশান্তির কামনা করে থাকে।*

সন্দেশ: সুবিদিত তথ্য যার জ্ঞান দ্বারা মানুষেরা প্রয়োজনসিদ্ধ হয় তাকে অস্বীকার করা মূর্খতা। মানব প্রয়োজনের তাগিদেই কর্মচেষ্টা পরিচালিত হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে অহংবোধ শুধুমাত্র তাকে বিভ্রান্ত করবে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মানব চরিত্র হল, মানব কখনোই নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ করে না। জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত তথ্যই এবং তার অন্বেষণই মানুষের সন্দেহের নিরসন ঘটায়।

[8:32] তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের কর্মফলের বিধাতা। পরমেশ্বর আল্লাহ জীবরূপে জগৎ। মানবের অপূর্ণতার কারণ হল মানবকর্ম। জ্ঞান এবং অধ্যয়ন হল পরমেশ্বর আল্লাহর মূল প্রকৃতি। অন্তর্যামী আল্লাহ মানুষের অপূর্ণ চরিত্রেরও অধীশ্বর।*

[8:34] আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না? অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধ্যদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে, যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র এবং দুষ্কৃীত মানুষদের কর্মফলের শাস্তি নিশ্চিত। পবিত্রতার দৃষ্টান্ত (মসজিদ হারাম) সর্বদাই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে থাকে। মানুষের পবিত্রতা এবং সৎশিক্ষাই মানুষের অন্তর আত্মার অভিভাবক।*

[8:35] আর কা'বার (মুসলিমদের পবিত্র ধর্মস্থান) নিকট তাদের নমাজ বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোনও কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আরাধনা মানব চরিত্র এবং পবিত্র সংকল্প দ্বারা আয়োজিত হয়। আচার-বিচার দ্বারা নয়। পরমেশ্বর আল্লাহ দেহবিশিষ্ট জীবের মতো কর্মাধীন নয়।*

[8:36] নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধনসম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে দোজখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র দুষ্কৃত মানুষ সর্বদাই পবিত্র এবং সৎ মানুষদের পথে বাধা দিয়ে থাকে এবং এই কাজে অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।*

[8:37] যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোজখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি হল পবিত্র এবং অপবিত্রকে পৃথক করা এবং কর্মফলের বিধান দেওয়া।*

[8:38] তুমি বলে দাও কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে, ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষেরা পবিত্রতার এবং শান্তির দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করলে অবশ্যই তারা ক্ষমার যোগ্য।*

[8:39] আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সত্য জ্ঞান এবং পবিত্রতা দ্বারা যুদ্ধ করে (জেহাদ) পবিত্র মানুষ।*

[8:40] আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

ব্যাখ্যা: *যারা পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ না করে, তারা পক্ষান্তরে নিজেদের ক্ষতি করে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত প্রকৃতির অভিভাবক। শুধুমাত্র কিছু শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহকে নির্দিষ্ট করা যায় না। উনি অনন্ত। পৃথিবীর প্রত্যেক তথ্যে ভেদ এবং অভেদ বর্তমান, যা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।*

[8:41] আর এ কথাও জেনে রাখো যে, কোনও বস্তুসামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।

ব্যাখ্যা: *মানুষের অবগতির জন্য অপবিত্রতা এবং অসৎ পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদের বণ্টন সমাজকল্যাণে সুষ্ঠভাবে হওয়া উচিৎ, পাপী মানুষেরা যখন পবিত্রতার অঙ্গীকার করে এবং সৎপথে ফিরে আসে, তাদের পাপ দ্বারা অর্জিত সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহার করা উচিৎ।*

সন্দেশ: এই আয়াতটিতে যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদ কিংবা সম্মান নামক সম্পদকে গণীমতের মান বলা হয়েছে। এই 'গণীমতের মাল" পুরোপুরি সাংকেতিক। পবিত্র মানুষ কখনোই লুণ্ঠনে আকর্ষিত হন না এবং লুণ্ঠন অবশ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শবিরুদ্ধ। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত উপদেশ মানুষকে পবিত্রতার পথে নিয়ে যাবে।

[8:42] আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারবদ্ধ হতে, তবে তোমরা একসঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত

হয়ে গিয়েছিল যাতে সেসব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং সততার আদর্শে যারা নিমজ্জিত ছিল, তাদের থেকে দুষ্কৃতী এবং পাপী মানুষেরা আদর্শগতভাবে অনেক দূরে অবস্থান করে। মতানৈক্য সর্বদাই প্রাকৃতিক। কিন্তু বাস্তব পরমেশ্বর আল্লাহর আয়ত্তাধীন। দুষ্কৃতীদের বিনাশ প্রকাশান্তে হয়ে থাকে। সত্য সর্বদাই প্রকাশিত এবং উলঙ্গ।*

[8:43] আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশি করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *অন্তর্যামী পরমেশ্বর আল্লাহ পবিত্র মানুষদের উদ্রেক সম্পর্কে জ্ঞাত। পবিত্র মানুষের পবিত্রতা এবং সত্যের রক্ষা ঐশ্বরিক সত্য দ্বারা সংরক্ষিত হয়।*

[8:44] আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে বেশি, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন' যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং অপবিত্র, পাপপুণ্য, জ্ঞানী এবং মূর্খতা সবটাই সমাজে পরিলক্ষিত। মানুষের সামনে প্রমাণিত। কিন্তু অবুঝ মানুষ কখনও কখনও অনুভব করতে পারে না। সংযম, পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে যারা তুচ্ছ মনে করে তারা মূর্খ। পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় এবং সকলকে ওঁর আদর্শেই প্রত্যাবর্তিত হতে হয়।*

[8:45] হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন কোনও বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারো।

ব্যাখ্যা: *হে পবিত্র মানুষ! তোমরা যদি অপবিত্র দলের সাথে মিলিত হও নিশ্চিতরূপে প্রলোভিত এবং প্রভাবিত না হয়ে নিজ আদর্শে অটল থাকবে। এতেই তোমাদের বিজয় হবে।*

[8:46] আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ, যা অবতারগণের দ্বারা ব্যক্ত তাতে সন্দিহান হয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা দুর্বলতার লক্ষণ। মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে সত্যের অনুভব দ্বারা ধৈর্যশীল তারা অবশ্যই বিজয় প্রাপ্ত করে।*

[8:47] আর তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে

গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয়, যা তারা করে।

ব্যাখ্যা: *অহংবোধ এবং প্রদর্শনীর জন্য যারা সৎকার করে, তাদের কৃতকর্ম প্রকৃতিতে বেষ্টিত।*

[8:48] আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোনও মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুতপায়ে পেছনদিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তি এদের কর্মাবলি এদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। মানবগোষ্ঠীর কোনও পবিত্র সদস্যই এদের বন্ধু হয় না। সত্য এবং পবিত্রতাকে পিঠ প্রদর্শন করা অহংকারী মানুষের চরিত্র। পবিত্র মানুষ সর্বদাই প্রাকৃতিক সত্যকে ভালোবাসে।*

[8:49] যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেন-না আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *রুগ্ণ অন্তর (মুনাফেক) যাদের অর্থাৎ মানসিকভাবে উদার নয়, তারা অবশ্যই প্রতারিত করে পবিত্র মানুষের সত্যতাকে। পবিত্র মানুষ সর্বদাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক এবং ঐশ্বরিক সত্যে বিশ্বাসী হয়।*

[8:50] আর যদি তুমি দেখো, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ (প্রাণ হরণ) করে; প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশচাদ্দশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র দুষ্কৃতী মানুষদের মৃত্যুযন্ত্রণা ভয়ানক। মানব দৃষ্টি যদি দেখতে পেত পাপীদের অন্তর কতটা কলুষিত এবং কষ্টদায়ক তাহলে কোনও মানুষই পাপ কাজ করত না। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির অদৃশ্য চরিত্র পক্ষান্তরে মানুষকে বৈচিত্র্যময় জীবন দান করে।*

[8:51] এই হল সেসবের বিনিময়, যা তোমরা তোমাদের পূর্বে, পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুত এটি এ জন্য যে, আল্লাহবান্দার উপর জুলুম করেন না।

ব্যাখ্যা: *মানুষের অপকর্মের প্রতিফল মানুষকে নিজেকেই ভোগ করতে হয়। প্রকৃতির আদর্শে অবিচারের কোনও জায়গা নেই।*

[8:52] যেমন, রীতি রয়েছে ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বো যারনা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

ব্যাখ্যা: *অত্যাচারী রাজা ফিরন পৃথিবীর সর্বস্থানের অত্যাচারী মানুষদের নির্দেশ করে। এরা শান্তির এবং শিক্ষার আদর্শের বিরোধিতা করে (কুফরী)। প্রকৃতির বিধান এদের*

পাপের ফল প্রদান করে থাকে। পরাক্রান্ত আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি এদের সসীম করে রাখে। অবিভাজ্য অখণ্ড পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতি সব মানুষকে সমান অধিকার প্রদান করেছেন। এই আয়াতটির মাধ্যমে জগতের আদি কারণ এবং মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য পাওয়া যায়। সমস্ত অনুমানই যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং উপলব্ধি করতে হয়।

[8:53] তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সেসব নেয়ামত, যা তিনি কোনও জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অপরিবর্তিত, যা অবিভাজ্য অখণ্ড আল্লাহকে নির্দেশ করে। মানুষের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে তার যুক্তি এবং ব্যক্তিত্বও সীমাহীন। সেই কারণেই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিসংগত সত্যকে নির্ধারণ করে নিজেদের চরিত্রকে উন্নত এবং আধুনিক করাই কর্তব্য।*

সন্দেশ: নিত্যানিত্য বস্তু বিচার ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়চিন্তা এবং তার পরিবর্তন করা বর্জনীয়। পরমেশ্বর আল্লাহর নিয়ত ধ্যান, শ্রদ্ধা এবং তার আদর্শের পালনের মাধ্যমেই মানব শান্তি এবং মুক্তি লাভ করে। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

[8:54] যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুত এরা সবাই ছিল জালেম।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষেরা (ফেরাউন) সত্যকে অসত্য দ্বারা সর্বদা বিঘ্নিত করে রাখে এবং তারা বিনাশিত হয় নিজের কর্মফলের জন্য।*

সন্দেশ: মানুষের অন্তরের দ্বৈতভাব অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুকে অনুশাসিত করে ধাপে ধাপে অদ্বৈত ভাবনায় নিয়ে যাওয়াই মানব কর্তব্য। ভেদ এবং অভেদ উভয়ের সত্যতাই প্রকৃতির প্রমাণিত হয়।

[8:55] সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ইমান আনেনি।

ব্যাখ্যা: *যারা অপবিত্র দুষ্কৃতী এবং পাপকে নিজের (কুফরী) আদর্শ মনে করে, তারা সমাজে অপবিত্র এবং অপমানিত হয়ে থাকে।*

[8:56] যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ, তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং ভয় করে না।

ব্যাখ্যা: *মানব সর্বদাই প্রকৃতি এবং নিজের দায়বদ্ধতার সাথে পবিত্রতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। সতর্কতার সাথে তা পালন করাই শ্রেয়।*

[8:57] সুতরাং যদি কখন তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতি অপবিত্র পাপীদের যে শাস্তি দিয়ে থাকে তা মানব সমাজে দৃষ্টান্তমূলক।*

[8:58] তবে কোনও সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে

তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুড়ে ফেলে দাও, এমনভাবে যেন হয়ে যাও, তোমরাও তার সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা: *চুক্তিভঙ্গকারীদের মানুষ ভালোবাসে না।*

সন্দেশ: দ্বৈতভাবাপন্ন মানুষ কখনোই অঙ্গীকার পালন করতে চায় না। তার কারণ আদর্শহীনতা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খ পরমেশ্বর আল্লাহর অসীমত্বের প্রতিষ্ঠা এবং তার স্বরূপ প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণুপরমাণুতে বিরাজমান এরা অস্বিকার করে।

[8:59] আর কাফেররা যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষেরা সর্বদাই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে এবং নিজ কর্মে গর্বিত হয়।*

[8:60] আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তিসামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জানো না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনও হক অপূর্ণ থাকবে না।

ব্যাখ্যা: *এদের কর্মফল এবং শাস্তি প্রকৃতিগতভাবে নিশ্চিত এবং পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি পবিত্র মানুষ দ্বারাই এদের শাস্তি প্রদান করে থাকেন। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।*

সন্দেশ: মানুষের জিজ্ঞাসু চরিত্র মানুষকে ধাপে ধাপে উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যের অনুভবের স্তরে নিয়ে যায় কিন্তু দুষ্কৃতী পাপী মানবদের উপলব্ধি ক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়।

[8:61] আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সেদিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র দুষ্কৃতীরা যুক্তিগ্রাহ্য এবং পবিত্র তথ্যেরা অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে অবশ্যই তার সমর্থনযোগ্য।*

[8:62] পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি জুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা: *কিন্তু যদি ছল এবং প্রতারণা এদের লক্ষ্য হয় তবে নিশ্চিতারূপে এরা অসফল হবে।*

[8:63] আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বের সাথে 'প্রেম' যুক্ত করে মানবকে আবেগময় করে তোলা হয়েছে। অপবিত্র দুষ্কৃতী মানুষদের হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব থাকে না। এদের কঠিন হৃদয় আবেগহীন হয়।*

[8:64] হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে, তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ, যা অবতারগণ দ্বারা প্রচারিত, তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকাই মানব কর্তব্য।*

[8:65] হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু-শোর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশো লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর, তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আদর্শ পবিত্র মানুষকে অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সমাজকল্যাণে উৎসাহিত করে থাকে এবং এই আদর্শ সর্বদাই বিজয়ী। অপবিত্রতা এবং পাপশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, এই আদর্শের কাছে পদানত হতে বাধ্য।*

[8:66] এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশো লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু-শোর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু-হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষের আদর্শকে যদি কেউ দুর্বল ভাবে তবে তা অবশ্যই কালচক্রে ভুল প্রমাণিত হয়। সত্যের বিজয় এবং অসত্যের পরাজয় নিশ্চিত। ধৈর্যশীল মানুষ সবসময় সময়ের অপেক্ষা করে।*

[8:67] নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ সংগত কারণেই প্রকৃতির সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে, যার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষকে লোভী এবং উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে।*

[8:68] যদি একটি বিষয় না হত, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছোত।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর বিধান মানবের জন্য মঙ্গলময়।*

[8:69] সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

ব্যাখ্যা: *পাপ দ্বারা অর্জিত সম্পদ অধিক গ্রহণের পর তার পবিত্র ব্যবহার কোনও অন্যায় নয়।*

সন্দেশ: সম্পদ পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির দান। এর অধিকার শুধুমাত্র প্রকৃতির। অন্যায়ভাবে নিজের অধীনস্থ করা লোভের বশবর্তী হয়ে তা মহাপাপ।

[8:70] হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনওরকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন, যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *যে সকল মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লোভের কারাগারে বন্দী, তাদের সত্যের আদর্শ দ্বারা মুক্ত করাই পবিত্র মানুষের কর্তব্য।*

[8:71] আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়— বস্তুতঃ তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র মানুষ বিশ্বাস ভঙ্গ করে পবিত্রতা এবং সত্যের আদর্শের সাথে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।

[8:72] এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, যারা ইমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ইমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি, তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেসবই দেখেন।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ নিজেদের অর্থ শ্রম মানবকল্যাণে ব্যয় করে থাকে।

[8:73] আর যারা কাফের, তারা পারস্পরিক সহযোগী বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়োই অকল্যাণ হবে।

ব্যাখ্যা: অপবিত্র মানুষ এবং পাপ একে অপরের বন্ধু এবং বিভ্রান্ত।

[8:74] আর যারা ইমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারা হল সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।

ব্যাখ্যা: পবিত্র মানুষ, যাঁরা সত্যের পথে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং মানবকল্যাণের সাথে সাথে প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই সম্মানিত।

[8:75] আর যারা ইমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।

ব্যাখ্যা: পবিত্রতা, শিক্ষা, শান্তি, সত্যের অঙ্গীকার যাঁরা করেছেন, সাথে সাথে এই আদর্শের প্রচার-প্রসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরাই সফল এবং সম্মানিত।

আল তাওবা
(AL-TAUBAH)

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[9:1] সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরেকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শের বাইরে সমস্ত তথ্যের সাথে সম্পর্ক ছেদ করাই বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ পরমেশ্বর আল্লাহ এবং অবতারগণের আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও আদর্শ গ্রহণীয় নয়।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব— এই তিনটি তথ্যই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং নিত্য। ঐশ্বরিক শক্তিই হল জগৎ এবং জীবের নিয়ন্ত্রন্তা। জীব এবং জগৎ পরমেশ্বর আল্লারই অভিন্ন স্বরূপ। পরমেশ্বর আল্লাহ বিবর্তিত হয়ে জগৎরূপে প্রকাশিত। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত তথ্যই সসীম এবং সেই কারণেই সসীম কোনও তথ্য অসীম পরমেশ্বর আল্লাহকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। অবতারগণ যে আদর্শ এবং পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যতা মানব সম্প্রদায়কে শিখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যাওয়া মহাপাপ।

[9:2] অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এদেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জীবনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়— শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য। সবসময়ই মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঐশ্বরিক সত্যের আধারে পরিচালিত হওয়া উচিৎ। ঐশ্বরিক শক্তিকে দুর্বল করা অসম্ভব। যারা চেষ্টা করে, তারা অপবিত্র কাফির।*

সন্দেশ: সুবিজ্ঞাত লক্ষণ দ্বারাই কোনও তথ্যের সন্দেশ নির্দেশ করা যায় এবং এক তথ্যকে অপর তথ্যের থেকে পৃথক করা যায়। সীমাবদ্ধ কোনও বস্তু অসীম অনন্ত তথ্যকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। ঐশ্বরিক তরঙ্গই সমস্ত তথ্যের মূলসত্তা এবং অদ্বৈত। অদ্বৈত অনন্ত সত্তার কোনওরকম আকার সম্ভব নয়, যা নিরাকার।

[9:3] আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই ঘোষণা এবং আহ্বান করেন পবিত্র এবং সৎ পথে চলার। যারা অসৎ পথে চলে (মুশিরেক), তাদের সাথে প্রকৃতির এবং পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও সম্পর্ক নেই। সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার পথ যারা বর্জন করেছে, তারা কোনওভাবেই পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে দুর্বল করতে পারে না।*

[9:4] তবে যে মুশরেকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনও ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

ব্যাখ্যা: *প্রাণীকে ঘৃণা করা ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের হত্যা, মানুষকে অযৌক্তিক কাজে প্ররোচনা দেওয়া, নিজ স্বার্থে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অধার্মিক পথে ছেড়ে দেওয়া। এই সমস্তটাই কাফের এবং মুশরেকরা করে থাকে। এই ধরনের মানুষরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গকে নিজ পেশারূপে গ্রহণ করে। এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে কিছু মানুষ পরবর্তীকালে সত্যের উপলব্ধি করতে পারে এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।*

[9:5] অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরেকদের হত্যা করো, যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নমাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *আদর্শ এবং জ্ঞান দ্বারা অপবিত্র মানুষের (মুশরিক) অপবিত্র আদর্শকে হত্যা করাই শ্রেয়। প্রতি ক্ষেত্রে অপবিত্র আদর্শকে অবরোধ করা এবং বন্দি করা পবিত্র মানুষের কর্তব্য। অপবিত্র মানুষ পবিত্রতার শপথ গ্রহণ করলে তাদের ক্ষমা প্রদান করাই শ্রেয়।*

সন্দেশ: বৈচিত্র্যময় পৃথিবী পরমেশ্বর আল্লাহর সৃষ্টি। কোনও মানুষেরই অন্য মানুষকে হত্যার অধিকার নেই। এই আয়াতটি কোনওভাবেই মানুষকে হত্যার প্ররোচনা দেয় না। এই আয়াতটির উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র আদর্শগতভাবে ভীতি প্রদর্শন করা।

[9:6] আর মুশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র, অশান্ত, অজ্ঞান মানুষদের পবিত্রতার আদর্শে আশ্রয়প্রার্থী করে সুখশান্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই পবিত্র মানুষের কাজ।*

[9:7] মুশরেকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

ব্যাখ্যা: *যারা শান্তিভঙ্গকারী, তারাই প্রাকৃতিক চুক্তিভঙ্গকারী। পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে যারা ভঙ্গ করে, তারা জীবনের শান্তি লাভ করতে অক্ষম থাকে।*

[9:8] কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনও মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহতা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা কখনোই সত্য এবং পবিত্র আদর্শের উপরে বিজয়ী হতে পারে না। পবিত্রতা, সত্য এবং শান্তির সাথে ভণিতা করা জঘন্য অপরাধ। যারা এই জঘন্য কাজ করে, তাদের কোরআন শরিফে ফাসেক বলা হয়েছে।*

[9:9] তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নগণ্য মুল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলেছে, তা অতি নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা: *যারা সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে নগণ্য অর্থের বিনিময়ে বিকৃত করে তারা অপরাধী।*

[9:10] তারা মর্যাদা দেয় না কোনও মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারই সীমালংঙ্ঘনকারী।

ব্যাখ্যা: *সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনোই পবিত্র এবং শান্তিকামী মানুষদের মর্যাদা দেয় না।*

[9:11] অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নমাজ কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।

ব্যাখ্যা: *শিক্ষা, প্রেম, শান্তি, পবিত্রতা, মানবতা এবং ভ্রাতৃত্ব (নমাজ)-এর আদর্শে যারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজের অর্জিত অর্থ এবং শ্রমকে সমাজকল্যাণে ব্যবহার করে (যাকাত) তারা সবাই একে অপরের ভাই এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত।*

সন্দেশ: মানবজাতিকে কেবলমাত্র ২টি সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়— (১) পবিত্র শান্তিকামী মানুষ ও (২) অপবিত্র পাপী মানুষ।

[9:12] আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ, এদের কোনও শপথ নেই, যাতে তারা ফিরে আসে।

ব্যাখ্যা: *প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং চুক্তি অস্বীকার করা অধার্মিকদের কাজ। সত্য এবং শান্তির আদর্শকে যারা বিঘ্নিত করে এবং শান্তিকামী মানুষদের যারা হত্যা করার চেষ্টা করে আত্মরক্ষার স্বার্থে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরাধ নয়। মূল্যহীন প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তি এক্ষেত্রে অবান্তর।*

[9:13] তোমরা কি সেইে দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প নিয়েছে রসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আদর্শকে যারা হত্যা করার প্রচেষ্টা করে এবং শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শে বিরোধিতা করে, তাদেরকে কখনোই ভয় করা উচিৎ নয়। পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে যারা বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে, তারা কখনোই পাপীদের ভয় পায় না।*

[9:14] যুদ্ধ করো ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

ব্যাখ্যা: *পাপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (জেহাদ) পবিত্র মানুষদের কর্তব্য। পরমেশ্বর আল্লাহ*

প্রকৃত পাপীদের শাস্তি দেন এবং লাঞ্ছিত করেন। পবিত্র এবং শিক্ষিত মানুষদের বিজয় নিশ্চিত।

[9:15] এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *ক্রোধ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে এবং উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। মানুষের ক্রোধ প্রশমিত করে পরমেশ্বর আল্লাহর শান্তির আশীর্বাদ। পরমেশ্বর আল্লাহ মহাবিজ্ঞানী এবং কৌশলী।*

[9:16] তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা: *প্রকাশিত না-হওয়া সত্যের কারণে মানুষের আদর্শগত বিবাদের সৃষ্টি হয়। মানুষ ধৈর্যহীন হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সঠিক উপলব্ধি মানুষকে ধৈর্যশীল করে তোলে এবং সন্দেহপ্রবণ মনকে কখনোই অপবিত্র পথে ঠেলে দেয় না।*

[9:17] মুশরেকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপীরা কখনোই শান্তি এবং শিক্ষার মসজিদের রক্ষক হতে পারে না। ঐশ্বরিক আদর্শকে অস্বীকার করে যারা নিজেদের কাফের বলে ঘোষণা করে তারা ব্যর্থ। অশান্তির অগ্নি তাদের বাসস্থান।*

[9:18] নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করেছে যাকাত আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা: *শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শ স্থান (মসজিদ) পবিত্র মানুষ দ্বারা রক্ষিত থাকে। যারা প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শিক্ষা, শান্তি (নমাজ) প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজের শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে এবং অপবিত্র পাপশক্তিকে ভয় করে না? তাদের মস্তিষ্কই সত্য জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত।*

[9:19] তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ইমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে মানবকল্যাণের স্বার্থে এবং সংরক্ষণ করে শান্তি ও সত্য জ্ঞানের আদর্শকে (মসজিদ) এবং সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে অপবিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে (জেহাদ), তারা অবশ্যই মর্যাদার পাত্র। পরমেশ্বর আল্লাহ অত্যাচারীদের ঘৃণা করেন।*

[9:20] যারা ইমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড়ো মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।

ব্যাখ্যা: *যে সকল পবিত্র মানুষ নিজ অর্জিত অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করেন সমাজকল্যাণস্বার্থে এবং শান্তি ও শিক্ষার পথে অপবিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শিক্ষার আদর্শ দ্বারা, তারাই মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সফল।*

[9:21] তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জন্নতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালক। পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শই মানুষকে শান্তির স্বর্গ প্রদান করে থাকে।*

[9:22] তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।

ব্যাখ্যা: *সুখ এবং শান্তিময় জীবন এদের স্থায়ী বাসস্থান এবং সম্মাননীয় পুরস্কার।*

[9:23] হে ইমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ কোরো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপের আদর্শ কখনোই গ্রহণীয় নয়। এক্ষেত্রে নিজের নিকট আত্মীয় হলেও তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা বাঞ্ছনীয়।*

[9:24] বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান— যাকে তোমরা পছন্দ করোআল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

ব্যাখ্যা: *সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার পথে নিকট আত্মীয়রা বাধা প্রদান করে এবং নিকট আত্মীয় দ্বারা অত্যাচারিত হবার সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা থাকে তবে অবশ্যই ধৈর্যশীল হয়ে সত্য, পবিত্রতা এবং শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্রমাগত প্রয়াস করে যাওয়া উচিৎ। পরমেশ্বর আল্লাহ অপবিত্র মানুষদের পথ প্রদর্শন করার সুযোগ দেন।*

[9:25] আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনও কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের পরম বন্ধু এবং সাহায্যকারী। পাপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উনি সর্বদা পবিত্র মানুষদের সহযোগিতা করে থাকেন। অপবিত্র এবং মূর্খ মানুষদের কাছে বিস্তীর্ণ পৃথিবী ভীষণই সংকীর্ণ।*

সন্দেশ: পবিত্র এবং জ্ঞানী মানুষ, যিনি পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করেন আদর্শ দ্বারা, তিনিই অদ্বৈত অনন্ত আল্লাহকে বুঝতে পারেন। সকল দ্বৈত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত

রাখতে পারেন। যেহেতু পৃথিবীতে সমস্ত অস্তিত্ব এবং তথ্যের সৎ এবং অসৎ দুটি গুণই বর্তমান এবং তার সাথে সাথে মানব মস্তিষ্কের সসীম চরিত্র হবার কারণে মানুষ সর্বদাই মায়াময় এবং পরিবর্তনশীল। সত্য চিরকালই সত্য আর মিথ্যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। পরমেশ্বর আল্লাহ সত্য-মিথ্যার প্রকাশ কালচক্রে দিয়ে থাকেন। সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্য আলো এবং অন্ধকারের মতো। মানবের কাছে বাস্তব সত্য হল দৃশ্যমান এবং অনুভবশীল। অনুমান কখনোই বাস্তব, সত্য নয় যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে। অযৌক্তিক ধারণা দ্বারা সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় না।

[9:26] তারপর আল্লাহ হাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।
এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *মুক্ত আত্মার এবং জ্ঞানের স্বরূপ হন অবতার। অবতারগণ প্রকৃতির উত্তম সৃষ্টি। মানবকল্যাণে প্রকৃতি এঁদের নিযুক্ত করেন পাপবিনাশক শক্তিরূপে। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক আদর্শ, যা মানব অস্তিত্বের সাথে যুক্ত, সেটিই সঠিক এবং মানব চরিত্রের চূড়ান্ত রূপ (শুদ্ধ চৈতন্য মানব)। বাস্তবিক পক্ষে পাপমুক্ত মানব শুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান এবং মুক্ত জীব ও স্বয়ং সচতেন।*

[9:27] পরে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার তৌবা নাসিব করেন; উনি ক্ষমাকারি দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি এবং ঐশ্বরিক শক্তি বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর অধীশ্বর এবং যাকে ইচ্ছা শুদ্ধ চৈতন্য প্রদান করেন।*

[9:28] হে ইমানদারগণ! মুশরেকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষেরা অবশ্যই ঘৃণিত। তাদেরকে কখনোই পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার গৃহে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া উচিৎ নয়, যতক্ষণ না তারা শান্তির শপথ গ্রহণ করেছে। মানুষের দুঃখ এবং দারিদ্র্য প্রাকৃতিক। এই সময় ধৈর্যশীল হওয়া মানুষকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করে দেয়।*

[9:29] তোমরা যুদ্ধ করো তাহলেকিতাবে ওই লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশবে ইমান রাখে না বলে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিজিয়া প্রদান করে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পন্থায় অর্জিত অর্থ অধিগ্রহণ এবং পবিত্রতার পথে ব্যয় করাকে ইসলামে 'জিজিয়া' বলে। পাপীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে বাজেয়াপ্ত অর্থ সমাজকল্যাণে ব্যবহার করা উচিৎ।*

সন্দেশ: প্রচলিত ধারণা আছে, ইসলামিক দেশগুলিতে জিজিয়া নামক ট্যাক্স সংখ্যালঘু অ-মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত। কোরআন শরিফ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অধিকার।

তাহলে এই অর্থে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যালঘু। তাহলে কি মুসলমানদের জন্যও এই ট্যাক্স ধার্য হবে? মনে রাখতে হবে, কোরআন শরিফ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমান অধিকার প্রদান করে।

[9:30] ইহুদীরা বলে, ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোনও উল্টো পথে চলে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক শক্তি সৃষ্টির কারণ সমস্ত সৃষ্টির সত্তা এবং জীবাত্মাও বটে। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তির থেকে অভিন্ন প্রাণীদের বংশবৃদ্ধির সূত্রে মানুষ মুক্ত জীব কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তির সাথে অভিন্ন। ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা মানব অস্তিত্ব সৃষ্টি হলেও মানবের বংশবৃদ্ধির তথ্য পরমেশ্বর আল্লাহর চরিত্রাধীন নয়। জীবাত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ঐশ্বরিক শক্তির সাথে মিলিত হয় এবং জীব পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করে। মানবসত্তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বগুলিকে রূপদান করে সুতরাং জীব সৃষ্টি কখনোই পরমেশ্বর আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টি নয়। প্রাণ শুধুমাত্র রুবাত্মার অনুসরণ করে। সেই কারণেই পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও সন্তানও নেই কিন্তু সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা তিনি। জীবাত্মার সমস্ত গুণ সসীম। কিন্তু পরমাত্মার অসীম অস্তিত্ব। জীবাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে না।*

সন্দেশ: কালচক্রে প্রমাণিত হয়েছে, ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই সৃষ্টির সমস্ত তথ্য পরিচালিত যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় পারমাণবিক শক্তি বলে। এই আয়াত বলা হয়েছে, পরমেশ্বর আল্লাহ অপবিত্র কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্যকে হত্যা করবেন কালচক্রে।

[9:31] তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।

ব্যাখ্যা: *যারা সসীম মানব অস্তিত্বকে অসীম অনন্ত ঐশ্বরিক শক্তির সাথে তুলনা করে এবং মারিয়ামপুত্র যিশুকে পরমেশ্বর আল্লাহর রূপদান করে, তারা অবুঝ। পরমেশ্বর আল্লাহর আদশ (প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শান্তি, শিক্ষা এবং অহিংসা) গ্রহণ দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহর একমাত্র প্রার্থনা পদ্ধতি।*

[9:32] তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক জ্যোতি (পারমাণবিক শক্তি) কখনও বিলীন হয় না। সত্য এবং শান্তির পথ লোভী মানুষদের মনঃপূত না হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। অপবিত্র পাপী মানুষেরা ঐশ্বরিক আদর্শকে অস্বীকার করে বলেই পাপ করে। কারণ পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তিকে ভয় করা এবং অস্বীকার করাই এদের চরিত্র। কিন্তু পবিত্র সৎ মানুষেরা এই আদর্শকে অনুভব করে ভালোবাসতে জানে।*

[9:33] তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণ দ্বারা প্রকৃতি মানুষকে প্রেম, শান্তি শিক্ষা এবং মানবতার আদর্শ শিখিয়েছেন, যা পরম সত্য এবং এই আদর্শই বিজয়ী।*

সন্দেশ: প্রচলিত ইসলামী ধারণা অনুযায়ী হজরত মহম্মদ এবং কোরান শরিফই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্তিম আদর্শবাণী। প্রশ্ন হল, হজরত মহম্মদের পূর্ববর্তী অবতারগণ কি ভুল আদর্শ প্রচলন করেছিলেন কিংবা তাঁদের আদর্শ সম্মানিত পুস্তকগুলিকে বদলে দেওয়া হয়েছিল? পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ কখনও বদলায় না। যা মানবের জন্য নির্দিষ্ট সর্বকালের জন্য। যদি কেউ মনে করে, ওঁর আদর্শকে বদলে দেওয়া সম্ভব তবে নিশ্চিতরূপে তা পরমেশ্বর আল্লাহর জন্য অপমানকর। সর্বব্যাপী, নিত্য, অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক জ্যোতি সমস্ত কালচক্রের জন্য পরিপূর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। ওঁর কোনও পরিণামের বিলীন অসম্ভব। তিনিই একমাত্র পূজ্য। অহংকার বিমূঢ় আত্মা হয়ে মানুষ নিজেকে কর্তা বলে ঘোষণা করে থাকে। অহংবোধ মানুষকে বধির করে তোলে।

[9:34] হে ইমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ কখনোই অন্য মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করেন না। কিন্তু অপবিত্র পাপী মানুষেরা এই কাজে সিদ্ধহস্ত হন এবং অশান্তির নরকে জীবিকা নির্বাহ করে। পবিত্র মানুষ জ্ঞান দ্বারা ঐশ্বরিক পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে অনুভব করে গ্রহণ করে থাকে।*

সন্দেশ: মানুষের অতিরিক্ত লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে উজ্জ্বল মৃত্তিকা (সোনা-রূপা)-র প্রতি লোভাবনত করে থাকে, যা অবাস্তব।

[9:35] সেদিন জাহান্নমের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ করো জমা করে রাখার।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষ অশান্তির নরকের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে থাকে। এটি প্রকৃতির বিধান। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এদের কর্মফল প্রকাশিত করবে।*

[9:36] নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আশমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরেকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *সৃষ্টির শুরু থেকেই দিন এবং রাতের গণনা মানুষ সূর্য ও চাঁদকে দেখে নির্ধারিত করত। মোটামুটি পৃথিবীর সমস্ত স্থানেই সপ্তাহ, মাস এবং বছরের গণনা প্রায় একই রকম। আয়াতে চার মাসের উল্লেখ আছে, তার কারণ হল, বছরের চার মাস ব্যতীত বাকি পুরো বছরটাই সমাজকল্যাণে পাপীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই চার মাস পাপীদের পরিবর্তনের সুযোগের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে, যাতে পাপীরা সময় না পাওয়ার অভিযোগ না তোলে। ধর্ম*

এবং অধর্মের যুদ্ধে অধার্মিকদের মানবতায় এবং পবিত্রতায় ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

[9:37] এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য লোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্বের সাথেই বৈধ এবং অবৈধ, সৎ-অসৎ চরিত্র বর্তমান। সমাজে কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ তা প্রাকৃতিকরূপে মানব মস্তিষ্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রকৃতি মানবের জন্য পথপ্রদর্শকা। অবৈধ কাজগুলি সর্বদাই মানবসমাজে প্রকাশিত হয়ে থাকে। মানব সর্বদাই নিজেকে কর্তারূপে মনে করে, যা মানবের ভ্রম। অজ্ঞানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মোহমায়ায় লিপ্ত হয়।*

সন্দেশ: সর্বব্যাপী আল্লাহ মানবকে পরিচালিত করেন সকলের মস্তিষ্কে অবস্থান করে। জ্ঞানাগ্নি সমস্তরকম কুকর্মকে ভস্মীভূত করে। পরমেশ্বর আল্লাহ সত্য জ্ঞানে অধিকারীদের প্রিয়পাত্ররূপে গ্রহণ করে থাকেন।

[9:38] হে ইমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই সমাজকল্যাণ এবং পবিত্রতার পথে নিজের শ্রম এবং অর্থ দ্বারা সংঘর্ষ করে লোভ, মোহমায়া এবং বিলাসিতা দ্বারা নিজের চরিত্রকে কলুষিত করে না। তারা কখনোই ভোগী হয়নি। মায়াবদ্ধ মানব নিজের মায়াকে পাপ দ্বারা কলুষিত করে না। পাপ এবং অপবিত্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মানবজীবনে পরম সত্তার উপলব্ধি পরমেশ্বর আল্লাহর উপলব্ধির সমান। জীবাত্মাকে জাগ্রত করে রাখা পবিত্র মানবের কাজ। পবিত্র মানবের জীবাত্মা পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে লীন হয়ে যায়।*

[9:39] যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং সমাজকল্যাণের জন্য পবিত্র মানুষ নিজের মোহমায়া ত্যাগ করে আর অপবিত্র মানুষ মোহমায়া এবং ভোগবিলাসে জীবন যাপন করে থাকে এবং প্রাপ্তি করে মর্মান্তিক শাস্তি। যে মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে লীনহতে চায়, তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয় এবং পবিত্র গুণাবলিতে ভূষিত হয়ে অনন্ত কল্যাণ গুণাবলির পরাকাষ্ঠারূপে আল্লার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে মিলিত হতে পারে।*

[9:40] যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হোয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যো তামরা দেখোনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *সত্যের প্রকাশ এতটাই উজ্জ্বল, যা গভীর গুহার অন্ধকারেও নিজের উজ্জ্বলতা হারায় না। অর্থাৎ সমাজ যতই কুসংস্কারে ডুবে থাক না কেন, সত্যের আবিষ্কারক কখনও না কখনও প্রমাণ সহকারে সম্মানিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি সত্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় মমতাময় এবং দয়াময়। ওঁর অদৃশ্য শক্তি যুগ যুগ ধরে মানবসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে। এই আয়াতে পরমেশ্বর আল্লাহর 'কলমা'র কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মানব সর্বদাই ঐশ্বরিক আদর্শে পরিচালিত হয়ে পরমেশ্বর আল্লাহর স্তুতি গাইবে অর্থাৎ পরমেশ্বর আল্লাহর সত্যের প্রচার করবে, তাকেই কলমা বলে।*

[9:41] তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।

ব্যাখ্যা: *পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করা নিজের ধন এবং শ্রম দ্বারা মানব কর্তব্য। এতে কুঁড়েমি কিংবা ভয় পাওয়া পক্ষান্তরে নিজেরই ক্ষতি। সভ্য মানুষ জ্ঞান অন্বেষণে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে নিজেকে জ্ঞানের প্রকাশে প্রকাশিত করবে— এটাই বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতাকে দূর করাও মানবের জন্য জেহাদ।*

সন্দেশ: এই আয়াতটি কখনোই অস্ত্র এবং যুদ্ধ দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে না, তার কারণ, এর আগের আয়াতটিতে পরমেশ্বর আল্লাহর অদৃশ্য শক্তির কথা বলা হয়েছে। যখন পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের অদৃশ্য শক্তি দ্বারা মানব মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ, তখন মানুষকে যুদ্ধে উৎসাহিত কেন করবে? যুদ্ধ, জঘন্যতম অপরাধ যা মানব অস্তিত্বকে বিনাশের দিকে ঠেলে দেয়।

[9:42] যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হত, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা: *কঠিন পথ হলেও সত্যের ফল অবশ্যই প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়। পবিত্র মানব সর্বদাই সত্য এবং শান্তির আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। মিথ্যা এবং ভণিতা যাদের প্রিয়, তারা অপবিত্র।*

[9:43] আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।

ব্যাখ্যা: *সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী মানুষ সমাজে প্রকাশিত হয়ে যায় কালচক্রে।*

[9:44] আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ইমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভালো জানেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। যারা এই তথ্যে বিশ্বাসী এবং সমাজকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে, তারাই সফল।*

[9:45] নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ইমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

ব্যাখ্যা: *অবিশ্বাসী পাপী মানুষদের যন্ত্রণার অব্যহতি কখনও সম্ভব না, যদি না তারা পথ পরিবর্তন করে।*

সন্দেশ: মানব মস্তিষ্কের সাথে প্রকৃতি সন্দেহের সৃষ্টি করে মানুষকে একাধারে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে এবং উপর দিকে কিছু মানুষকে কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়। এই তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সৌন্দর্য। সকল তথ্যের পালক, স্রষ্টা এবং গ্রাসকারী হল প্রকৃতি।

[9:46] আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল, বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা এবং পাপের বিরুদ্ধে অভিযান পরমেশ্বর আল্লাহর মনঃপূত বিধান। স্বার্থপর মানুষদের সমাজ কখনও পছন্দ করে না।*

[9:47] যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, আর অশ্ব ছুটত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ জালিমদের ভালোভাবেই জানেন।

ব্যাখ্যা: *স্বার্থপর মানুষেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সিদ্ধহস্ত। এরা সর্বদাই পবিত্র কর্মে বিঘ্ন প্রদান করে থাকে। মিথ্যা দ্বারা সত্যকে কলুষিত করে। সমস্ত পবিত্র কর্মে অযৌক্তিক সমালোচনা করে বিঘ্নিত করে।*

[9:48] তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগসন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উল্টো-পাল্টা করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দ বোধ করল।

ব্যাখ্যা: *দুস্কৃতীদের প্রধান চরিত্র হল সৎ এবং পবিত্র কর্মে বিরোধিতা বিনষ্ট এবং তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা। সত্যকে না বুঝেই তার বিরোধিতা করা এদের চরিত্র। প্রমাণিত সত্য সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত।*

[9:49] আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *যখন মানুষের বিবেক সত্য দ্বারা প্রজ্বলিত হয় তখন অবশ্যই তারা অপবিত্রতা থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা করে। পাপীরা অশান্তির নরক দ্বারা বেষ্টিত।*

[9:50] আপনার কোনও কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং কোনও বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।

ব্যাখ্যা: *পাপীরা হিংসুটে হয়ে পবিত্র মানুষদের পীড়া দেওয়ার চেষ্টা করে আর আনন্দ পায় শান্তিকামী মানুষদের কষ্ট প্রদান করে।*

[9:51] আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছোবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

ব্যাখ্যা: *মানুষের লক্ষ্য এবং ভাগ্য প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় তবুও প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃতির দ্বারা সব কিছুই নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত তাহলে মানুষের কর্মফল এবং এই ধর্মপুস্তকগুলির কি প্রয়োজন? মানুষকে প্রাণীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীর অধিকার প্রদান করা হয়েছে। উত্তম মস্তিষ্ক দ্বারা মানুষের জীবনধারার প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির সাথে একাত্ম অনুভব করার পর মানব যে ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করে থাকে তা যথার্থরূপে শক্তিমত্তা সত্যের আলোয় প্রকাশিত। দুর্বলতা মানব চরিত্রকে যেমন বৈচিত্র্যময় করে, ঠিক সেইভাবে অশান্ত করে তোলে। এই অশান্ত জীবন থেকে বাঁচার জন্যই এই সমস্ত ধর্মপুস্তক এবং কর্মফলের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে উপস্থিত। প্রকৃতিই মানুষের অভিভাবক তাই প্রকৃতি মানুষকে জ্ঞানের প্রকাশে প্রজ্বলিত করে।*

[9:52] আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করো; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।

ব্যাখ্যা: *মানবের দ্বারাই মানবের কর্মফল নির্ধারিত হয় প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী। পরমেশ্বর আল্লাহকে দু-ভাবে অনুভব করা যায়। একটি যথার্থ, অপরটি মায়া, যা অদৃশ্য। সেই কারণেই মানব প্রতীক্ষা এবং ধৈর্য মানবকে যথার্থ আল্লাহর সাথে পরিচিত হতে সহযোগিতা করে।*

[9:53] আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনও কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পন্থায় কিংবা প্রদর্শনের জন্য যারা অর্থ ব্যয় করে, অবশ্যই তারা অবাধ্য এবং সমাজে অপ্রয়োজনীয়।*

[9:54] তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোনও কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নমাজে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সংকুচিত মনে।

ব্যাখ্যা: *প্রদর্শনীয় দান এবং অপবিত্র পন্থায় দাণ গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্রতা এবং শান্তির পথে যারা অলসতা দেখায়, তাদের দান পুরোপুরি বিফলে যায়।*

[9:55] সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল, এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।

ব্যাখ্যা: *মানবের উচ্চাশা সর্বদাই ধনসম্পদ এবং সন্তানের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু যথার্থ আল্লাহকে অনুভব করতে পারলে এই মায়া থেকে মুক্তি সম্ভব। যারা এই তথ্য অনুভব করতে পারে না, তারা অপবিত্র কাফের। লোভ, মায়া ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ বিবেকহীন হয়ে আসুরিক ও অপবিত্র পন্থা অবলম্বন করে এবং এই পথেই শান্তি প্রাপ্তি করার প্রচেষ্টা করে, যা অবাস্তব।*

[9:56] তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কুসংস্কার এবং মিথ্যাকে ভস্মীভূত করে। আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় তথ্য হল জ্ঞান। যারা ভীরু এবং লোভী, তারাই আল্লার শপথ নিয়ে সোজা পথে জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টা করে এবং নিজেকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়ে থাকে।*

[9:57] তারা কোনও আশ্রয়স্থল, কোনও গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি আবৃত হয়ে থাকার দরুন মানব মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সত্য প্রকাশিত হলে ক্ষিপ্র পলায়ন করে বিভিন্ন পন্থা দ্বারা এরা অবাধ্য।*

[9:58] তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়।

ব্যাখ্যা: *ইচ্ছাপূর্তি এবং প্রাপ্তি যাদের লক্ষ্য হয় এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির বদলে যারা অন্য কোনও তথ্যকে নিজের আদর্শের লক্ষ্য মনে করে, তারা বিফল হলে বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়।*

[9:59] কতই না ভালো হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সকল বস্তু কিংবা তথ্যের অন্তরস্থ এবং বহিরস্থ সর্বত্রই অবস্থিত হয়ে মানবকে জ্ঞান প্রদান করে থাকে। অপরিবর্তনীয়, অভিন্ন একই শক্তির বিভিন্ন আকারে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন তথ্যে অবস্থান করে, ঐশ্বরিক শক্তি এক এবং অভিন্ন। এই শক্তির বিভাজন মানুষের ভ্রম মাত্র। সেই কারণেই করুণাময় আল্লাহ মানবকে যা প্রদান করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে মানুষের শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। পরিতুষ্টি না থাকলে মানুষ অশান্ত হয়ে যায় এবং জ্ঞানাসক্তি (আল্লাহ) না থাকলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়।*

[9:60] যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিতা বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *সব থেকে পবিত্র দান হল মানুষকে শিক্ষা এবং জ্ঞান দান করা। মানুষকে অজ্ঞানতার দাসত্ব থেকে সাথে সাথে পাপ থেকে মুক্ত করা মানব কর্তব্য। আধ্যাত্মিক সাধনা,*

প্রার্থনা পদ্ধতি সবটাই জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। দ্বৈত ধারণা পরমেশ্বর আল্লাহর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সৌন্দর্য।

[9:61] আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুত তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার, তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্যের আদর্শে যারা বিশ্বাস রাখে তা অবশ্যই নিজ কল্যাণে। জ্ঞান এবং শিক্ষাপ্রাপ্তি পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদ। অবতার এবং জ্ঞানীমানুষদের যারা ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে, তারা অবুঝ এবং আহরণ ও প্রাপ্তি করে থাকে বেদনাদায়ক শাস্তি।*

[9:62] তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়, যাতে তোমাদের রাজি করাতে পারে। অবশ্য তারা যদি ইমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে রাজি করা অত্যন্ত জরুরী।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতার অভিনয় এবং ভণিতা করা এবং বারবার ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করা মানুষকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। সত্য এবং পবিত্রতার পথ মানুষকে সুখশান্তি এবং আনন্দ প্রদান করে। পরমেশ্বর আল্লাহ আদিত্য এবং আনন্দময়।*

[9:63] তারা কি এ কথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে, তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোজখ; তাতে সম সবয় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান।

ব্যাখ্যা: *নরকযন্ত্রণা পাপী মানুষদের জীবনকে অশান্তির আলিঙ্গনে লিপ্ত করে দেয়। এই অপদস্থ জীবন তাদের কর্মফল।*

[9:64] মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোনও সুরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকো; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন, যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ।

ব্যাখ্যা: *সত্যের উন্মোচন মিথ্যাবাদী এবং অপবিত্র লোককে ভয়ভীত করে। যারা উপহাস করে সত্যের, তাদের চরিত্র প্রকাশিত হয়।*

[9:65] আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথায় কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাঁট্টা করছিলে?

ব্যাখ্যা: *সত্যের প্রকাশকে কৌতুক দ্বারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা পাপীদের বিফল প্রচেষ্টা।*

[9:66] ছলনা কোরো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছই ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনও কোনও লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।

ব্যাখ্যা: *ভণ্ডামি এবং জিদ মানুষকে বারংবার অপবিত্র পথে ঠেলে দেয়। যারা পাপী, তাদের শাস্তি প্রকৃতিতে নির্ধারিত।*

[9:67] মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; শিখায় মন্দ কথা, ভালো কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী (মুনাফেক) সর্বদাই অসৎ কাজের পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং নিষেধ করে মানবিকতায় এবং সততায়। এরা অবাধ্য এবং অনুশাসনহীনতায় আবদ্ধ।*

সন্দেশ: আজকের পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষ, যারা ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে এবং মানবসমাজের পবিত্রতা এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি কবে, তারাই মুনাফেক।

[9:68] ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোজখের আগুনের তাতে পুড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপীদের অশান্তির নরকের স্থায়ী জীবন প্রাপ্ত হয়, যা যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক।*

[9:69] যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকের তোমাদেরো চেয়ে বেশি ছিল শক্তিতে এবং ধনসম্পদের ও সন্তানসন্ততির অধিকারীও ছিল বেশি; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা, আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা— যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও বলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন।

ব্যাখ্যা: *ধনসম্পদ দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা মূর্খতা। ভাগ্যবান সে-ই হয়, যার জীবন এবং মস্তিষ্ক শান্তি এবং সুখময় হয়। ভাগ্য এবং কর্মফল দ্বারা অর্জিত প্রাপ্তি মানুষকে সত্যের সাথে পরিচয় হতে সাহায্য করে।*

সন্দেশ: এই বিচিত্র জগৎ আপাত প্রতীয়মান সত্তা মাত্র। সত্য অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারাই সত্যকে অনুভব করতে হয়। শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা সম্প্রদায়ের আয়তন বৃদ্ধি করা ভ্রান্ত ধারণা। শুধুমাত্র দুটি সম্প্রদায়ই প্রযোজ্য মানবসমাজে। এক পবিত্র, দ্বিতীয় অপবিত্র।

[9:70] তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছোয়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আদের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল। তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুত আল্লাহ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত।

ব্যাখ্যা: *যারা ইতিহাস এবং প্রমাণকে অস্বীকার করে এবং অবতারগণের সুস্পষ্ট বার্তা বুঝতে চায় না। তারা ভ্রান্ত এবং অত্যাচারী। তারা নিজেদের অস্তিত্ব দ্বারা নিজের এবং সমাজের ক্ষতিসাধন করে থাকে।*

সন্দেশ: মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অহংবোধ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় যুক্ত হয় তখন মানুষ নিজেকেই কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে। একাধারে যেরকম এই মায়াচ্ছন্ন স্বভাব মানুষকে

সমাজবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ— এই সমস্ত আবেগকে অনুভব করায়, অন্যদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত অহংবোধ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে থাকে।

[9:71] আর ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, নমাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎ মানুষেরা একে অপরের বন্ধু। তারা মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত করে আর পাপকাজ থেকে নিবৃত করে। প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শান্তি এবং শিক্ষার (নমাজ) আদর্শ গ্রহণের দ্বারা আল্লাহর আরাধনা করে। অনুসরণ করে আল্লা এবং অবতারগণের নির্দেশিত পবিত্র এবং শান্তির পথকে। পরমেশ্বর আল্লাহ পরাক্রান্ত এবং কৌশলী।*

সন্দেশ: সত্য এবং প্রমাণিত জ্ঞান এবং শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রার্থনা পদ্ধতি ও দান কখনোই মানুষের মুক্তিলাভের পথ হতে পারে না। প্রার্থনা পদ্ধতি ও দান শুধুমাত্র নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্যই। সামাজিক মলিনতা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অনন্ত আনন্দে লীন হওয়া প্রার্থনা পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়।

[9:72] আল্লাহ ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদায়ের মাঝে সবচেয়ে বড়ো হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা, শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম মানবের সাথে পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির বন্ধন এবং এই আদর্শকে যারা গ্রহণ করে, তাদের জীবনে নদ-নদীর শীতল জলের মতো শান্তি প্রবাহিত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। তাই সমস্ত তথ্যই পরিণামে বিলীন হয়। এই উপলব্ধিই মানুষকে পবিত্র এবং আনন্দময় জীবন দান করে থাকে এবং এটাই মানবের জন্য সফলতা।*

[9:73] হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোজখ এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা।

ব্যাখ্যা: *যুদ্ধ করা উচিৎ পাপের বিরুদ্ধে। অপবিত্র এবং পাপশক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা উচিৎ। পাপীদের পরিণাম নিকৃষ্ট হয়।*

[9:74] তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর, যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসবে তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবে না আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোনও সাহায্যকারী সমর্থক নেই।

ব্যাখ্যা: *মিথ্যা শপথ এবং অঙ্গীকার অপবিত্র এবং পাপী (কাফের) লোকদের চরিত্র। এই ধরনের সত্যকে (ইসলাম) উপলব্ধি করার পরেও তার বিরুদ্ধাচরণ করে। আকাঙ্ক্ষা*

না পূরণ হলে এই ধরনের মানুষ তাঁর অবতারগণদের দোষারোপ করে থাকে। এদের কষ্টদায়ক জীবন এবং মানসিক যন্ত্রণা এদের শান্তি বিঘ্নিত করে দেয়।

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর সম্পর্কে এবং তাঁর প্রকৃতির যথার্থ জ্ঞানই মানুষের মনের শঙ্কা এবং নানত্য দূর করে। ভ্রান্তির কারণ হল অবিদ্যা।

[9:75] তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব।

ব্যাখ্যা: *আল্লাহ সকল তথ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপেই সর্বত্র বিরাজমান। পবিত্রতার, সত্যতার ও শিক্ষার পথ অনুসরণ করেই পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় এবং পবিত্র কর্মফলপ্রাপ্তি ঘটে।*

[9:76] অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাদের কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙে দিয়ে।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃপণতা অবাস্তব। সমাজকল্যাণে যারা নিজ অর্জিত অর্থ এবং শ্রম সামান্য ব্যয় না করে, তারা পরমেশ্বর আল্লাহর বিরোধী।*

সন্দেশ: অজ্ঞানতার কোনও বাস্তব সত্তা হয় না।

[9:77] তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।

ব্যাখ্যা: *আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন অপবিত্র মানুষদের হয় না। এর কারণ হল, এরা মানবতা, প্রেম, শান্তি এবং শিক্ষার চুক্তিভঙ্গকারী এবং মিথ্যাবাদী মুনাফেক।*

[9:78] তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ তাদের রহস্য ও শলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়?

ব্যাখ্যা: *যেহেতু পরমেশ্বর আল্লাহ সকল তথ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপেই সর্বত্র বিরাজমান সেহেতু উনি সর্বজ্ঞ। সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ই তাঁর কাছে পরিজ্ঞাত।*

[9:79] সে সমস্ত লোক, যারা ভৎর্সনা-বিদ্রুপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি, যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং শিক্ষার উপহাস যারা করে থাকে, তাদের জন্য বেদনাদায়ক শান্তি প্রকৃতিতেই বর্তমান।*

[9:80] তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।

ব্যাখ্যা: *মানব দ্বারা অর্জিত ৭০ রকমের পাপের কোনও ক্ষমা নেই। অজান্তে সংঘটিত ভুল ক্ষমাযোগ্য কিন্তু সব জেনে একই ভুল বারবার সংঘটিত করলে তা পাপ বলে*

বিবেচিত হবে। সত্য, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শে যারা বিরোধিতা করে, তারা পাপী (কাফের)।

সন্দেশ: অপবিত্র শক্তির ৭০ রকমের চরিত্র এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[9:81] পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নমের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত।

ব্যাখ্যা: *পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যারা অনীহা প্রকাশ করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে অবতারগণের প্রবর্তিত আদর্শের এবং সমাজকল্যাণে নিজের শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, তারা অবশ্যই নরকযন্ত্রণায় ভস্মীভূত হবে এবং অজ্ঞানী।*

সন্দেশ: বার্ধক্য এবং জরা সবটাই প্রাকৃতিক। মানুষ নিজে পবিত্র এবং সৎ গুণাবলিতে ভূষিত হয়ে সমাজকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই 'ইমান'। ভয়, উৎকণ্ঠা, প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে নরকযন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

[9:82] অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র মানুষের সুখ ক্ষণস্থায়ী। দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা বিস্তর। এটা তাদের কর্মফল।*

[9:83] বস্তুত আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোনও শ্রেণিবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনও আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ যতই কঠিন হোক না কেন, পবিত্র মানুষ কখনোই এতে দুর্বলতা প্রকাশ করে না এবং যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অবশ্যই নিজের অকল্যাণ সাধন করে থাকে।*

সন্দেশ: ধর্মশাস্ত্র এবং সমস্তরকম সত্য জ্ঞানসমন্বিত শাস্ত্র সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী মানুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। যুক্তিকে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যের প্রামাণ্য হতে হয়। তা না হলে তা অযৌক্তিক। স্বয়ং প্রকাশ আল্লা সত্যে এবং জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে মানব মস্তিষ্কে।

[9:84] আর তাদের মধ্যে থেকে কারও মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নমাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষদের মৃত্যু সমাজে সম্মান পায় না ও পবিত্র মানুষের সহযোগিতাও এরা পায় না। আর এদের মৃত্যুতে মানুষ শোক প্রকাশও করে না।*

[9:85] আর বিস্মিত হোয়ো না তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এসবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে।

ব্যাখ্যা: *পাপ দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ এবং অপবিত্র সন্তানাদি কখনোই পবিত্র মানুষকে বিমুগ্ধা করতে পারে না। এটাই পাপীদের শাস্তি।*

সন্দেশ: পাপ অর্জিত ধনসম্পদ দ্বারা যারা বিলাসিত করে ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে এবং এই ধনসম্পদ দ্বারা নিজ সন্তানদের বিলাস এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের শিক্ষা এবং অভ্যাস করায় তার উজ্জ্বলতা যতই প্রকট হোক না কেন তা কখনোই পবিত্র মানুষকে প্রভাবিত করে না। 'আমি' বা 'অহং' ধারণা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে বিভ্রান্ত করে দেয়। শুধুমাত্র জ্ঞান, অনুশাসন এবং শিক্ষা দ্বারাই সত্যের অবলোকন করা যায়।

[9:86] আর যখন নাযিল হয় কোনও সুরা যে, তোমরা ইমান আনো আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে, আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং আধুনিক তথ্য আবিষ্কৃত হলে (সুরা নাজিল হওয়া) পাপী মানুষ কিছুক্ষণের জন্য পরমেশ্বর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে আসে এবং আবিষ্কর্তার সঙ্গী সেজে পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে থাকে, ইচ্ছাপূর্তি না হলেই পিঠ প্রদর্শন করে। অজ্ঞানতার কোনও বাস্তব সত্তা নেই— এটা বুদ্ধির অতীত রহস্য ও অনির্বচনীয়, যা বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর প্রাকৃতিক সত্তা।*

[9:87] তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারে। আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুত তারা বোঝে না।

ব্যাখ্যা: *পাপীদের বজ্রকঠিন হৃদয় ওদের মস্তিষ্ককে আবদ্ধ করে অপবিত্র আদর্শের গৃহে অবস্থান করতে বাধ্য করায়। এরা অবুঝ।*

সন্দেশ: কোরআন শরিফ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য পরিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ উপদেশনামা।

[9:88] কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক, যাঁরা ঈমান এনেছেন, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্র মানুষ, তারা অবশ্যই নিজের ধনসম্পদ এবং শ্রমের দ্বারা অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে এবং মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে।*

সন্দেশ: সত্যই জগৎ। পরমেশ্বর আল্লাহ হলেন শুদ্ধ এবং অনিয়ন্ত্রিত সত্তা এবং সেই কারণেই এই সত্তায় কোনও অনিশ্চয়তা থাকা উচিৎ নয়।

[9:89] আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ এবং তার প্রকৃতি সুখশান্তি প্রদান করে থাকে পবিত্র মানুষদের। তাদের জীবনে প্রবাহিত হয় নদ-নদীর শীতল জলরাশির মতো শান্তি। জ্ঞানের চর্চা দ্বারা সত্যই বিরাজমান আল্লাহকে অনুভব করা যায় এবং নিজের অস্তিত্বের সাথে ধারণা করা যায়। বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রজ্ঞানই মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহর উপলব্ধি করাতে সাহায্য করে।*

[9:90] আর ছলনাকারী বেদুইন লোকেরা এল, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই, যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব, যারা কাফের।

ব্যাখ্যা: *অজ্ঞান এবং অশিক্ষিত মানুষ না বুঝেই অবতারগণের আদর্শের বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই কাজ এবং কারণে সম্পর্ক স্থাপন করে। অনুমান দ্বারা শুধুমাত্র সংকেতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণেই যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তারা সত্যের অনুধাবন করতে অক্ষম হয় এবং অবতারগণের আদর্শকে মিথ্যা বলে মনে করে।*

[9:91] দুর্বল, রুগণ, ব্যয়ভার্ব বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনও অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোনও পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *বার্ধক্য এবং জরা প্রাকৃতিক হবার কারণে পবিত্র মানুষ এদের সাহায্যে নিজের শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করলে কোনও অপরাধ নেই। দুর্বল মানুষের সহযোগিতা মানব কর্তব্য। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী এবং অসীম, ক্ষমাকারী, দয়ালু।*

সন্দেশ: আয়াতের শেষে ক্ষমাকারী ও দয়ালুকে আল্লাহর ঐশ্বরিক চরিত্রের সাথে জুড়ে মানবকে আদেশ করা হয়েছে নিজের অস্তিত্বের সাথে এই চরিত্রকে ঐশ্বরিক চরিত্ররূপে ধারণ কর।

[9:92] আর না আছে তাদের উপর, যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান করো এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোনও বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করার, তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনও বস্তু পাচ্ছে না, যা ব্যয় করবে।

ব্যাখ্যা: *অর্থ এবং শ্রম ব্যয়ে যারা অসমর্থ কিন্তু পবিত্রতায় বিশ্বাসী, তারা পাপী নয়, তারা অসহায় এবং অসমর্থ। তাদের অশ্রুই তাদের অসহায়তার প্রমাণ। এদের সহায়তা করে পবিত্র মানুষ কখনোই প্রতিদানের আশা করে না।*

[9:93] অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুত তারা জানতেও পারেনি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা, শান্তি, শিক্ষা, মানবতা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ব মানব চরিত্রের আদর্শগত অনুভব, যা মানব অস্তিত্বের সাথে প্রকৃতিগতভাবে যুক্ত। কোরআনের আয়াতগুলির সার্থকতা মানবের জন্য তখনই পূর্ণ হয়, যখন আয়েত কোনও কর্মের সাথে যুক্ত হয়। আর এই সার্থকতা উপলব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ধর্মপুস্তকগুলি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। বিলাস আসক্ত মানুষ এই আদেশ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়।*

[9:94] তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল করো না, আমি কখনও তোমাদের কথা

শুনব না; আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন, যা তোমরা করছিলে।

ব্যাখ্যা: *পাপী মানুষেরা সর্বদাই বিভিন্ন অছিলায় পবিত্রতা এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভণিতা এদের মুখ্য চরিত্র। পরমেশ্বর আল্লাহ, ওঁর প্রকৃতি এবং অবতারগণ দ্বারা প্রচারিত আদর্শ এরা অস্বীকার করে এরা বিশ্বাসঘাতকতা (কাফের এবং মুস্লিক)।*

[9:95] এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো— নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হল দোজখ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ এদের চরিত্র। পবিত্র মানুষ এদের উপেক্ষা করে। এরা অপমানজনক জীবন প্রাপ্ত করে থাকে।*

[9:96] তারা তোমার সামনে কসম খাবে, যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাজি হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা'আলা রাজি হবেন না এ নাফরমান লোকদের প্রতি।

ব্যাখ্যা: *শপথগ্রহণ যাদের ভণিতা হয় এবং অবাধ্যতা করে, পরমেশ্বর আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করেন না।*

সন্দেশ: বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি মানুষের বুদ্ধির তারতম্য সৃষ্টি করেছে ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা। তাই যুক্তিও সীমাহীন। যে যুক্তি প্রমাণিত তা অবশ্যই গ্রহণীয়। সমস্ত যুক্তির ভিত্তিই সত্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই যুক্তির ভিত্তি।

[9:97] বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী।

ব্যাখ্যা: *যাদের জীবন সূক্ষ্ম মরুর মতো, যাদের জীবনে শীতল নদ-নদীর মতো শান্তি প্রবাহিত হয় না, তারা নিশ্চিতরূপে কোনও-না কোনও পাপের কর্মফলপ্রাপ্ত হয়েছে (নমুনাফিক)। ঐশ্বরিক সত্য জ্ঞান খুব সামান্যই এরা উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং কৌশলী।*

[9:98] আবার কোনও কোনও বেদুইন এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোনও দুর্দিন আসে কি না, সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা: *শান্তি, শিক্ষা, পবিত্রতার পথে এই ধরনের মানুষ নিজের অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করলে তা অর্থদণ্ড মনে করে। বাধ্যতামূলকভাবে এদের ওপরে আইন প্রণয়ন করলে এরা তার বিরোধিতা করে আর পবিত্র এবং সৎ মানুষের সর্বনাশ কামনা করে। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং বিজ্ঞানময়।*

[9:99] আর কোনও কোনও বেদুইন হল তারা, যারা ইমান আনে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নৈকট্যপ্রাপ্তি এবং অবতারগণের নৈকট্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পবিত্রতা শিক্ষা এবং সততাকে যারা মাধ্যম করে, তারাই আশীর্বাদধন্য। অপবিত্র মানুষদের মধ্যেও পবিত্রতা এবং শিক্ষার উজ্জ্বল প্রকাশ সম্ভব। পরমেশ্বর আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।*

সন্দেশ: মানব চরিত্রে আশা-আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনকে প্রাণাজ্জ্বল করে কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় এই চরিত্র যদি কারও মধ্যে থাকে তবে তা অভিশাপ।

[9:100] আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শে যারা অগ্রানুসারী এবং নিষ্ঠাকর্মে উৎসাহী মানবসমাজ এবং প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট। সত্ত্বায় লীন হয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজের চরিত্রের উন্নতিসাধন সততা, শিক্ষা এবং পবিত্রতায় বলিষ্ঠ হওয়া মানুষের জীবনে শীতল নদ-নদীর মতো শান্তির শীতলতা স্থাপন করে। এটাই তাদের সাফল্য।*

[9:101] আর কিছু কিছু তোমার আশপাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদিনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনঢ়। তুমি তাদের জানো না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দুবার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, সৎ এবং শান্তিকামী মানুষদের সাথেও অপবিত্র, পাপী (মুনাফেক) মানুষ তাকে এবং ভণিতা করে পবিত্রতার। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞত।*

[9:102] আর কোন কোন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটি বদ কাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎকাজের সাথে অপবিত্র এবং পাপকাজ মিলিত হতে পারে না। পাপ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা, শিক্ষা এবং শান্তির আদর্শ গ্রহণ করে পাপ আদর্শকে বর্জন করে, অবশ্যই তিনি ক্ষমা প্রাপ্তি করবেন।*

সন্দেশ: অজ্ঞাতে সংঘটিত ভুল পাপ নয়, বারংবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই পাপ যার কোনও ক্ষমা নেই। পাপ আদর্শ ত্যাগ করে পাপ অর্জিত সম্পদ পবিত্রতার পথে ব্যয় করা পুণ্যের কাজ। পবিত্র মানুষ এদের আশীর্বাদ করেন, যাতে এদের শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। সর্বজ্ঞাত পরমেশ্বর আল্লাহ এদের অজ্ঞানতা দূর করে এদের মস্তিষ্কে শান্তি এবং শিক্ষারূপে প্রকাশিত হন।

সন্দেশ: ক্রিয়া মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং ক্রিয়া দ্বারাই মানুষের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সাথে সাথে ধর্মও নির্ধারিত হয়। শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আল্লাহ তাদের অস্তিত্বে বিরাজমান থাকে যারা পবিত্র এবং সৎ।

[9:103] তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারো এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুই শোনেন, জানেন।

ব্যাখ্যা: *পাপ অর্জিত সম্পদ পবিত্রতার পথে ব্যয় করা অন্যায় নয়। পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।*

[9:104] তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন। বস্তুত আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষের সৎ কাজ এবং সমাজকল্যাণে মানুষের উৎসর্গ সবটাই গ্রহণ করেন। দয়াময় আল্লাহ আনন্দময় সত্তার কারণ।*

[9:105] আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে হবে।

ব্যাখ্যা: *মানুষের সব পবিত্র এবং সৎকাজ সমাজে এবং প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। এটি প্রাকৃতিক।*

সন্দেশ: এ ক্ষেত্রে প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয়।

[9:106] আবার অনেক লোক রয়েছে, যাদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন, না-হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা: *মানব সম্প্রদায়ে কিছু মানুষ আছে, যারা সর্বদা প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে। পরমেশ্বর আল্লাহবিজ্ঞানময় এবং প্রাণময়।*

[9:107] আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোঁকের জন্য ঘাটিস্বরূপ, যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।

ব্যাখ্যা: *যারা প্রমাণিতভাবে পবিত্রতার মসজিদকে অপবিত্রতার জন্য ব্যবহার করে থাকে এবং পবিত্রতার পথে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মানবকল্যাণে ভণিতা করে। জ্ঞানময় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। বিজ্ঞানময় আল্লাহ সব সত্যেরই কারণ।*

[9:108] তুমি কখনও সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে পবিত্র এবং সৎ মানুষেরাই সম্মানিত এবং শান্তি প্রাপ্ত করে থাকে।*

সন্দেশ: জ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, আচার-বিচার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব না। এ শুধুমাত্র মানুষের চিত্তশুদ্ধির কারণ।

[9:109] যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোনও গর্তের কিনারায় যা ধসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোজখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না।

ব্যাখ্যা: *যারা পবিত্রতা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং তার উপরে ভিত্তি করে সমাজকল্যাণে আত্মসমর্পণ করে, তারাই মানবসমাজে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু যারা অপবিত্রতা এবং পাপকে গ্রহণ করে, তাদের জীবন ভাঙা নদীতীরের মতো। অত্যাচারীদের পরমেশ্বর আল্লাহ সরল পথ দেখান না।*

সন্দেশ: সরল পথ এবং কঠিন পথ পরমেশ্বর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়। এক্ষেত্রে মানবের কি ভূমিকা? পরমেশ্বর আল্লাহকে কল্পিত গুণাবলির সীমায় আবদ্ধ করা যায় না। উনি সব তথ্যের কারণ হয়েও মানবকে সত্তায় লীন হয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার পথপ্রদর্শন করেন। তিনি হলেন কল্পিত জীবাত্মার মূলভিত্তি।

[9:110] তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর কল্পময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় সত্তা উপলব্ধি জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব। মানুষের অন্তর অট্টালিকার মতো, যার অস্তিত্বে পবিত্র এবং অপবিত্র দুটি সত্তাই বর্তমান যা সর্বদাই মানুষের অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং সাফল্যকে ধৈর্য দ্বারা পরীক্ষা করে। উনি সত্য জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ। উনি সর্বজ্ঞ এবং কুশলী।*

[9:111] আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জন্নত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ, অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতিরক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।

ব্যাখ্যা: *মানুষ ধনসম্পদ এবং বিলাসিতার বিনিময়ে স্বর্গসুখ প্রাপ্তি করে। পবিত্রতার পথে সংঘর্ষ যারা করেন এবং শান্তিস্থাপন দ্বারা প্রাকৃতিক অঙ্গীকার করে থাকেন তাঁদের অন্তর আনন্দময় এবং শান্তিময় হয়ে যায়। অঙ্গীকার পালন করা সততার সাথে লেনদেন মানবচিত্তকে প্রফুল্ল এবং মনোময় করে তোলে। সমস্ত মানব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি আল্লাহ। কিন্তু ওঁর কোনও জনক নেই আর অধিপতিও নেই।*

[9:112] তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার (দুনিয়ার সাথে), সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশদানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও ইমানদারদেরকে।

ব্যাখ্যা: *যারা প্রতিজ্ঞা করে সততা এবং পবিত্রতার প্রার্থনাকে সমাজকল্যাণকল্পে উৎসর্গিত*

করে সংযম দ্বারা বিলাসিতার ত্যাগ করে (রোজা) প্রেম, শান্তি, মানবতা, শিক্ষা এবং ভ্রাতৃত্বের (রকু ও সাজদা) আত্মসমর্পণ করে, সংগত কাজে নির্দেশ দান করে ও অপবিত্র কাজে বাধা দান করে, সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করে শান্তি এবং মানব ভ্রাতৃত্বে তারাই পবিত্র (মুমিন)। পবিত্র এবং সততার সাথে অপবিত্রতার এবং পাপের কোনওরকম অঙ্গীকার কিংবা আপস করে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রতা এবং শান্তির সাথে আপস করে না। কিন্তু যারা পবিত্রতা এবং সত্তার আদর্শকে আবেগ দ্বারা প্রভাবিত করে, তারা নরকবাসী। নিজের সতত্ত্বায় লীন হয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে অপবিত্রতা বর্জন করে পবিত্রতাকে গ্রহণ করা মানব কর্তব্য। ভুলকে পাপে পরিণত যারা করে না, তারা পবিত্র। জীবাত্মার মূলভিত্তি হলেন পরমেশ্বর আল্লা ঐশ্বরিক জ্যোতি দ্বারাই মানব অস্তিত্বের সৃষ্টি।

সন্দেশ: মানব চরিত্রে বিশেষ কিছু গুণ—

(১) পবিত্রতা, শান্তি এবং শিক্ষার অঙ্গীকার এবং অপবিত্রতার বর্জন (তওবা)।

(২) প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, শিক্ষা এবং জ্ঞান দ্বারা প্রার্থনার ভিত্তি স্থাপন করা (ইবাদত)।

(৩) শিক্ষা এবং জ্ঞান অন্বেষণ দ্বারা এবং প্রকৃতির সেবা দ্বারা যারা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হন (ইমানদার)। পরমেশ্বর আল্লাহর কোনও প্রশংসার প্রয়োজন নেই ওনারে স্তুতি এবং প্রশংসা মানব চরিত্রকে পবিত্র রাখতে সাহায্য করে।

(৪) জ্ঞান, শিক্ষা এবং শান্তির আদর্শকে প্রচার এবং প্রসার করা (সাফার)।

(৫) সততার এবং ঐশ্বরিক সত্যকে গ্রহণ এবং সম্মান করা (রকু)।

(৬) প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, শিক্ষা এবং মানবতার আদর্শে আত্মসমর্পণ করা (সাজদা)।

(৭) পবিত্রতার আদর্শ প্রচার করা এবং পাপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করা।

(৮) পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত সামাজিক বন্ধনগুলির পালন করা এবং সুরক্ষা প্রদান করা।

(৯) সংযম দ্বারা আত্মশুদ্ধি করা (রোজা)।

(১০) এই আদর্শই মানবের জন্য পবিত্র এবং সঠিক পথ।

প্রথাগত প্রার্থনা পদ্ধতি দ্বারা মানুষ পরমেশ্বর আল্লাহর সার্বভৌম অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করেছে নিজের সুবিধার্থে কোরআন শরিফে বর্ণিত এই শব্দগুলি চরিত্র দ্বারা পালন করলে ওঁর সার্বভৌম অস্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হয়। সুরা ২২ (আল-হায) আয়াত সংখ্যা ৭৮ দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রথাগত পুজাপদ্ধতি, যাকে, মুসলমানরা নমাজ বলে তা হজরত মহম্মদের পূর্বসূরী অবতার ইব্রাহিমের ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং পালন পদ্ধতি একই ছিল অর্থাৎ প্রার্থনা পদ্ধতির প্রথাগুলি আদর্শগতভাবে একই ছিল। দুজনের সম্প্রদায়কেই 'মুসলমান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায় মুসলমান কোনও সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে না এটি একটি মানব চরিত্র। অনেকে এই তথ্যের সাথে মূর্তি পূজাকে জুড়ে দেয় কিন্তু তা অবাস্তব। ধর্মের মূলভিত্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র সৎ চরিত্র দ্বারাই পবিত্র ধর্ম পালন করা যায়, এই আদর্শ কোনও প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

[9:113] নবী ও মুমিনের উচিৎ নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক— এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোজখী।

ব্যাখ্যা: *নিকট আত্মীয়রা যদি পাপকাজে লিপ্ত হয় তবে পবিত্র মানুষ তাদের পাপকাজ থেকে বিরত করে কিন্তু কর্মফলের মুক্তির প্রার্থনা করে না। পবিত্র মানুষ অপবিত্র এবং পাপী মানুষের শুদ্ধিকরণের জন্য সংঘর্ষ ও প্রার্থনা করে।*

[9:114] *আর ইব্রাহিমা কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির* কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু। তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহিম ছিলেন বড়ো কোমলহৃদয় সহনশীল।

ব্যাখ্যা: উদাহরণস্বরূপ অবতার ইব্রাহিমের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ওঁর পিতা অশান্তির আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তার কারণ উনি ঐশ্বরিক সত্তার দাবী করতেন এবং অহংকার এবং জিদে অন্ধ ছিলেন। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতে ওঁর মৃত্যু এক ঐতিহাসিক উদাহরণ। ইব্রাহিমের পিতার নাম ছিল হিরণ্যকশিপু এবং ওঁর ভাইয়ের নাম ছিল প্রল্লাদ, যিনি কোরআন শরিফে অবতার আদ নামে পরিচিত। অবতার ইব্রাহিম ছিলেন দয়াশীল (অনুমান মাত্র)।

[9:115] আর আল্লাহ কোনও জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

ব্যাখ্যা: সঠিক পথের উপলব্ধি হবার পর পবিত্র মানুষ কখনোই বিভ্রান্ত হন না। সত্য জ্ঞানের মূল ভিত্তি হল ঐশ্বরিক জ্যোতি, যা আনন্দস্বরূপ। পরমেশ্বর আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

[9:116] নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য আশমানসমূহ ও যমিনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনও সহায়ও নেই, কোনও সাহায্যকারীও নেই।

ব্যাখ্যা: সব তথ্যের মূলসত্তা এবং কারণ হল ঐশ্বরিক শক্তি এবং জ্যোতি। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ওঁরই। জীবনমৃত্যুর অধীশ্বর এবং মানবের পরম বন্ধু এবং সাহায্যকারী।

[9:117] আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।

ব্যাখ্যা: অনুগৃহীত হয় পবিত্র মানুষ এবং অবতারগণ। মানবজীবনে দুর্যোগের মুহূর্তে উনি সর্বদাই অনুগত। যাদের বলে ঐশ্বরিক সত্যে দ্বিধা আছে, তাদের ক্ষনি ক্ষমা করেন। উনি দয়াময়, অন্নময় এবং প্রাণময়।

[9:118] এবং অপর তিনজনকে, যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও আশ্রয়স্থল নেই— অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃ সন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।

ব্যাখ্যা: প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের জীবন কষ্টদায়ক ছিল। জীবন আর জীবিকা সংঘর্ষ এবং সংকীর্ণতা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কাপড়, আগুন এবং আচ্ছাদনের কোনও

প্রাভদান ছিল না। মানবসমাজে তিন প্রকৃতির মানব সৃষ্টি করেছেন পরমেশ্বর আল্লাহ যা হল নর, নারী এবং ক্লীব, পরমেশ্বর আল্লাহর অনুগ্রহে মানবজীবন আধুনিক থেকে আধুনিকতম হয়েছে। মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা সরল হয়েছে এবং প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষ ক্রমাগত বলিষ্ঠ হয়ে চলেছে।

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহর বিজ্ঞানময়, প্রাণময় সত্তা প্রমাণ করে, এই আয়াতে বর্ণিত তিন প্রকার মানুষ হল নর, নারী এবং ক্লীব। এছাড়া মানবসভ্যতায় সম্প্রদায়িকতার কোনও জায়গা নেই। এটি মানুষের ভ্রম।

[9:119] হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ পাপের কর্মফলকে ভয় করে ও সত্য-নিষ্ঠার অঙ্গীকার করে থাকে।*

সন্দেশ: মানব আত্মা আনন্দময়। পরমেশ্বর আল্লাহ জগতের প্রথম এবং মূল কারণ।

[9:120] মদিনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিৎ নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ, যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়— তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা: *উদাহরণস্বরূপ মদিনা এবং তার আশপাশের মরুবাসীদের কথা বলা যেতে পারে, যারা সত্য, শিক্ষা এবং শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর এবং অনুগামী হয়নি। যারা ভোগবিলাসিতাকে শান্তির জীবন অপেক্ষায় প্রিয় মনে করেছিল। নিজের ভুল উপলব্ধি করার পর এদের মধ্যে যারা পবিত্রতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা সমাজে ক্ষমিত।*

[9:121] আর তারা অল্পবিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা: *এদের মধ্যে যারা শ্রম এবং অর্থ দ্বারা মানবসেবা করে না এবং নিজের তৈরি সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেন, তাদের কর্মফল শূন্য।*

[9:122] আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দ্বীনরজ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।

ব্যাখ্যা: *মানবসমাজে প্রত্যেক মানুষের কর্ম এবং নিষ্ঠা প্রাকৃতিকরূপে নির্ধারিত। অজ্ঞান পাপী মানুষদের সামনে যতই পবিত্রতার সুফল বর্ণনা করা হোক না কেন, তারা তাদের অহংকার এবং জিদ এই সুফল গ্রহণে বঞ্চিত করে। সাবধান হওয়া উচিৎ এই ধরনের মানুষের চক্রান্ত থেকে আর পবিত্র মানুষেরা এদের সাবধান করে থাকে।*

[9:123] হে ইমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভবক রুক আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই নিজের আশপাশে উপস্থিত অপবিত্র মানুষদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে সমাজকে সুস্থ, সরল, বলিষ্ঠ ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে। পাপীরা কখনোই যেন এদের দুর্বল না ভাবে।*

[9:124] আর যখন কোনও সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সুরা তোমাদের মধ্যেকার ইমান কতটা বৃদ্ধি করল? অতএব যারা ইমানদার, এ সুরা তাদের ইমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে মানবসমাজে কিছু আবিষ্কৃত হলে (সুরা) পবিত্র মানুষের বিশ্বাস আরও বলিষ্ঠ হয় এবং প্রফুল্ল করে তাদের বিবেককে।*

[9:125] বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল।

ব্যাখ্যা: *যাদের অন্তর বিকারগ্রস্ত অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, মোহ, মায়া (কাফের), তারা ঈর্ষান্বিত হয় পবিত্র মানুষের জীবন-জীবিকার এবং মৃত্যু ঘটে অশান্তির নরকে।*

[9:126] তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু-একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।

ব্যাখ্যা: *মানব সম্প্রদায়ে অপবিত্র, পাপী মানুষেরা সর্বদাই বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে বিপর্যয় তাদের জীবন-জীবিকার অঙ্গ, তা সত্ত্বেও তারা পবিত্রতার শপথ নেয় না।*

[9:127] আর যখনই কোনও সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোনও মুসলমান তোমাদের দেখছে কি না— অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন নিশ্চয়! তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।

ব্যাখ্যা: *পবিত্রতা এবং শান্তির পথ বর্ণিত হলে এরা তার থেকে দূরে সরে যায়। এরা বোধহীন, আদর্শহীন।*

[9:128] তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের আগমন এবং তাদের আদর্শ মানবসমাজের দুঃখ-কষ্ট দূর করে। অবতারগণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী। পরমেশ্বর আল্লাহ প্রাণময়, দয়াময়।*

[9:129] এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ অপবিত্র মানুষদের চরিত্রে দুঃখিত হয় না। ঐশ্বরিক সত্যকে বলিষ্ঠরূপে ধারণ করে নিজের ধর্ম পালন করে এবং ঐশ্বরিক সত্তাকেই সার্বভৌম সত্তা মনে করে।*

ইউনুস
(YUNUS)

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

[10:1] আলিফ-লাম-র, এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

ব্যাখ্যা: *আলিফ-আল্লা, লাম-লা ইলাহাল্লিল্লেহা, রা-রাইনা।*

সন্দেশ: রাইনা শব্দের বিস্তারিত অর্থ বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্যকে অস্বীকার না করা। এই সুরাটিতে প্রমাণিত হয়েছে, পরমেশ্বর আল্লাহ সব তথ্যের কারণ এবং কল্পিত গুণাবলির সীমায় আবদ্ধ করা যায় না। উনি হল কল্পিত জীবাত্মার মূলভিত্তি। সমস্ত মানব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হলেন আল্লাহ। বিশ্বের উৎপত্তির কারণ অর্থাৎ— লাম। এই তথ্যকে অস্বীকার করা যায় না। আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি পরমেশ্বর আল্লাহর আশীর্বাদে দাবী করছি, আমার মস্তিষ্কপ্রসূত কোরআনে ব্যাখ্যায় একমাত্র গ্রহণীয়, যাকে অস্বীকার করা যায় না, যা প্রমাণিত। বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বাস্ত্রজ্ঞানই মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহর উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই তথ্যগুলির সার্থকতা পরিপূর্ণ হয়, যখন তা কর্মের সাথে যুক্ত হয়। পরমেশ্বর আল্লাহকে অনুমান বা উপমান দ্বারা প্রমাণ করা অসম্ভব। শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া ওনাকে সত্যকে জানা যায় না। ধর্মের সত্যকে প্রমাণ করে ধর্ম শাস্ত্র এবং জ্ঞান দ্বারা ধর্মের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়া মানব কর্তব্য। জ্ঞান দ্বারা ধর্মকে ধারণ করে পালন করতে হয়। কর্মফল অদৃষ্ট। জ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা কোনও কিছুই মুক্তির পথ হতে পারে না। এতে শুধুমাত্র মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, যা ক্ষণস্থায়ী। প্রঞ্চময় এ জগতে পাপপুণ্য সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। এদের গুণাবলি কখনোই এক অস্তিত্বে অবস্থান করতে পারে না।

[10:2] মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্যে থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ইমানদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাঁদের পালনকর্তার কাছে। কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি মানবকুলের মধ্যেই বিশিষ্ট কোনও মানব দ্বারা নিজের রহস্যময় তথ্যের উন্মোচন এবং আবিষ্কার করেন। মানবকে সত্য জ্ঞানের সাথে পরিচিত করানো এবং পরিচয় করানো মানবের জন্য ক্ষতিকর তথ্যের। পবিত্র, সৎ, শিক্ষিত এবং শান্তিকামী মানুষ সর্বদাই সম্মানিত এবং উচ্চপদে অবস্থিত। পাপী, অহংকারী এবং বিলাসিতায় অন্ধ মানুষ এই তথ্যকে অস্বীকার করে।*

সন্দেশ: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একদল মানুষ আছে, যারা আমাকে তান্ত্রিক, ঠগ বলেছে এবং সাথে সাথে অপবাদ দিয়েছে, আমি নিজের রক্ত ব্যবহার করে কোরআন লিখি এবং মানুষকে তা পান করাই। যারা আমাকে অপবাদ দিয়েছে তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

[10:103] নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি তৈরি করেছেন আশমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ

তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত করো। তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না?

ব্যাখ্যা: *বিগ ব্যাং এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টির মূল বৈজ্ঞানিক রহস্য হল ছয় প্রকারের গ্যাসীয় অস্তিত্ব। এই সমস্তটাই সম্ভব হয়েছিল ঐশ্বরিক শক্তি অর্থাৎ অটোমেটিক শক্তি দ্বারা। প্রকৃতির সেবাই প্রার্থনার একমাত্র পথ।*

সন্দেশ: এই আয়াতটিতে ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল— এ কথা বলা হয়েছে। এটি কাল্পনিক। দিন ও রাতের সৃষ্টি হয় সূর্যের সম্মুখে পৃথিবীর চক্রাকার আবর্তনের জন্য এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ। পৃথিবীর বাইরে সবটাই সূর্যের আলোয় আলোকিত। সেখানে রাত্রি নামের কোনও তথ্য নেই। সূর্যালোকের ছায়া হল পৃথিবীর নিজস্ব চক্রাকার প্রদক্ষিণের ফল, যা মানুষের জন্য অন্ধকার অর্থাৎ রাত। পারমাণবিক শক্তি দ্বারাই সমস্ত তথ্য সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত তথ্যের ব্যবস্থাপক। এই শক্তি সমস্ত তথ্যের বাইরে এবং অন্তরে অবস্থান করে। অপরিবর্তনীয়, অভিন্ন একই শক্তি বিভিন্ন আকারে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন তথ্যের সৃষ্টি করে। এই কারণেই পরমেশ্বর আল্লাহর বিভাজন মানুষের ভ্রম মাত্র। মানুষের জন্য দ্বৈত ধারণা পরমেশ্বর আল্লাহর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কারণ। উনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণটাই সমস্ত তথ্যই পরিণামে বিলীন হয়। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি অন্তর্নিহিত শক্তিরূপেই বিরাজমান।

[10:4] তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, আবার পুনর্বার তৈরি করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতিতেই মানব অস্তিত্ব বিলীন হয়— এটাই প্রাকৃতিক সত্য। বিনাশের পর পুনরায় সৃষ্টি করা প্রকৃতির নিয়ম। মানুষের কর্মফলও প্রাকৃতিক আর অপবিত্র পাপীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক অশান্তির নরক।*

[10:5] তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য, যাদের জ্ঞান আছে।

ব্যাখ্যা: *সূর্যের উজ্জ্বল প্রকাশ এবং সূর্যালোক দ্বারা চন্দ্রকে আলোকিত করাও পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি। এই প্রকৃতি দ্বারাই পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে দিন-রাত এবং মাস-বছর গণনা করতে শিখিয়েছেন। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল প্রকার কুসংস্কারকে ভস্মীভূত করেছেন। ওঁর জ্ঞানময় অস্তিত্ব মানব সম্প্রদায়কে জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট করেছে। যারা জ্ঞানী এবং স্বসত্তায় লীন হয়ে নিজের কর্মবিচার করতে সক্ষম, তারা সীমাহীন আল্লাকে সমীম রূপে কখনোই বিভ্রান্ত হয় না। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান দ্বারাই সত্যকে অনুভব করা যায়।*

[10:6] নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আশমান ও জমিনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য, যারা ভয় করে।

ব্যাখ্যা: *রাত এবং দিন পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। পরমেশ্বর আল্লাহ আকাশ ও ভূমণ্ডলের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে পরিচালনা করেন। পবিত্র মানুষদের জন্য এ এক নিদর্শন।*

[10:7] অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎলাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর।

ব্যাখ্যা: *আত্মার সাথে পরমত্মার মিলন পবিত্র মানুষদের পবিত্রতার প্রাপ্তি। যারা এই মিলনকে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই পাপী অপবিত্র মানুষ।*

সন্দেশ: এই আয়াতটির বৈজ্ঞানিক আধার ঐশ্বরিক কণা (গড পার্টিকলস নিউট্রিনো) যার বৈজ্ঞানিক নাম হিগস-বোসন। এই ঐশ্বরিক কণা প্রবল গতিতে সমস্ত তথ্যের মধ্যে প্রবাহিত এবং যার দ্বরাই সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়। এই কণাই পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে রেখেছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন, মানুষের শরীরের তরঙ্গ, তাপমান— সবটাই এই কণার নিয়ন্ত্রণাধীন।

[10:8] এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন। সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র পাপী মানুষ অশান্তির নরকে বসবাস করে।*

[10:9] অবশ্য যেসব লোক ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ইমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কানন-কুঞ্জের প্রতি, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ।

ব্যাখ্যা: *যাঁরা পবিত্রতার সাথে আধ্যাত্মিকভাবে অন্যকে অনুভব করেন এবং পবিত্র কাজ করেন, তাঁরাই ঐশ্বরিক জ্যোতি সমস্ত প্রাণীর জন্য এক এবং অভিন্ন।*

সন্দেশ: অহংবোধ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রকৃতির কোনও কিছুই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। প্রকৃতি মানুষের বিবেকে অহংবোধের সৃষ্টি করে মানুষকে একাধারে যেরকম প্রেরণা দান করে, ঠিক অন্যদিকে মাত্রাধিক অহংবোধ মানুষকে অপবিত্র পথে ঠেলে দেয়। উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মারও অহং চেতনা থাকে। আল্লার দীপ্তিতেই সকল তথ্য দীপ্তমান। এই দীপ্তি ছাড়া মানবচেতনা অসম্ভব।

[10:10] সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ'। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য' বলে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র পরমেশ্বর আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যৌক্তিকতা পায়। যেহেতু শাস্ত্র শাশ্বত এবং স্বাধীন জ্ঞানের উৎস, সেহেতু ঐশ্বরিক কণা দ্বারা প্রকৃতিগতভাবে স্বয়ং প্রকাশ।*

[10:11] আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌঁছে দেন যত শীঘ্র তার কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। সুতরাং যাদের মনে

আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টুমিতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি।

ব্যাখ্যা: *ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবটাই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্তা এবং কর্মের যা সম্পর্ক, ঠিক সেইরকম পরমেশ্বর আল্লাহ এবং সৃষ্টির সম্পর্ক। ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই সব কর্ম নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য মানুষ অবকাশ পায় কিন্তু নিষ্কৃতি পায় না। পরমেশ্বর আল্লাহ মানব মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। প্রার্থনা পদ্ধতি হল অজ্ঞ মানুষের স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ অভিজ্ঞতা।*

[10:12] আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয় কখনও কোনও কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।

ব্যাখ্যা: *বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মানুষ যখন কষ্ট পায় তখন প্রার্থনা দ্বারা কষ্ট লাঘব করার প্রচেষ্টা করে মানুষের স্বার্থপর চরিত্র কষ্ট লাঘবের পর পুনরায় চারিত্রিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। এরা সীমালঙ্ঘনকারী স্বার্থপর মানুষ।*

[10:13] অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ইমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে।

ব্যাখ্যা: *অবতারগণের শান্তিময় সত্য আদর্শকে উপেক্ষা করে যারা অবাধ্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নেয়, তারা প্রকৃতিগতভাবে অশান্তির শাস্তি পেয়ে থাকে।*

[10:14] অতঃপর আমি তোমাদেরকে জমিনে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি, যাতে দেখতে পারি তোমরা কি করো।

ব্যাখ্যা: *বিভ্রান্ত মানুষের স্থলাভিষিক্ত করা হয় পবিত্র জ্ঞানী মানুষের তথ্য দ্বারা।*

[10:15] আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোনও কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি।

ব্যাখ্যা: *কুসংস্কারে নিমজ্জিত বিবেকহীন মানুষ সত্যের উপলব্ধি করতে চায় না। তারা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। প্রমাণিত সত্যকেও অস্বীকার করে। অবাধ্যচারণ করাই তাদের ধর্ম, প্রাপ্ত করে অভিশপ্ত জীবন।*

[10:16] বলে দাও, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর না-ই বা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না?

ব্যাখ্যা: *সত্যের উন্মোচন এবং আবিষ্কার সবটাই ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরমেশ্বর আল্লাহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বস্তু নয়। আধ্যাত্মিকভাবে ওঁকে অনুভব করতে হয়। উনি সব মানুষের অন্তরাত্মা তাই ওঁকে মানুষের মতো কল্পনা করা যায় না। অবুঝ মানুষ এই সত্যকে বুঝতে অক্ষম হয়।*

[10:17] অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোনও কল্যাণ হয় না।

ব্যাখ্যা: *যারা সত্য, পবিত্র শান্তির বিধানের উপর মিথ্যাচার করে, তারাই অত্যাচারী বিভ্রান্ত করে মানুষকে অবাস্তব তথ্যে বিশ্বাস করায় তারা পাপী এবং দুষ্কৃতী।*

[10:18] আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আশমান ও জমিনের মাঝে? তিনি পূত, পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে, যাকে তোমরা শরীক করছ।

ব্যাখ্যা: *যারা সত্য জ্ঞান, পবিত্রতা, সততা, শান্তি এবং শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কুসংস্কারকে নিজের লক্ষ্য মনে করে, তারা অবশ্যই মানবসমাজ এবং নিজের ক্ষতিসাধন করে ইসলামে আরবি ভাষায় একে শিরক বলা হয়। পরমেশ্বর আল্লাহ মানব মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে অবস্থান করেন।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু না হওয়ায় তাঁকে শুধুমাত্র জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকভাবে অনুভব করা যায়। মানুষ যতই মূর্তিপুজা কিংবা কোনও গৃহকে ঈশ্বরের বাসস্থান বা অবস্থানরূপে কল্পনা করে তা নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত ধারণা। চারিত্রিক পবিত্র গুণাবলি এবং জ্ঞানধারণ কারীই সঠিক ধর্ম পালন করা যায়। বুদ্ধিগ্রাহ্য যৌক্তিক শাস্ত্র জ্ঞানী পরমেশ্বর আল্লাহকে অনুভব করতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র প্রার্থনা পদ্ধতি দ্বারা অসম্ভব। প্রার্থনা পদ্ধতি হল অজ্ঞ মানুষের স্বতঃসিদ্ধ অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা কিছুটা হলেও মানুষের পাপবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়।

[10:19] আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা, যদি তোমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত না হয়ে যেত; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে, তার মীমাংসা হয়ে যেত।

ব্যাখ্যা: *এই তথ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা মূর্খতা। সত্য-মিথ্যার বিচার এবং তার সমাধান সবটাই প্রাকৃতিক।*

[10:20] বস্তুত তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

ব্যাখ্যা: *কিছু মানুষ আশা করে, সমস্ত তথ্যের আবিষ্কারের স্বত্ব তার অধিকারে থাকুক। ধৈযশীলতা এবং প্রমাণ এই ধারণাকে সর্বদাই পরাস্ত করে।*

[10:21] আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত, সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ

করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানারকম ছলনা তৈরি করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরি করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখেন তোমাদের ছল-চাতুরী।

ব্যাখ্যা: মানুষের মানসিক বিকার এবং ক্লেশ মানুষকে সত্যের সাথে প্রতারণা করার সাহস যোগায়। কারসাজি করে সত্যকে বিঘ্নিত করবে।

[10:22] তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সবদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোলো, তাহলে নিঃ সন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ব্যাখ্যা: প্রফুল্লময় আল্লাহ মানুষকে স্থলে এবং জলে সর্বদাই সুরক্ষা প্রদান করে থাকেন। মানুষের জীবন একটি জলযানের মতো। সুখ-দুখের হাওয়ায় এই জলযান প্রবাহিত হয়। দুর্যোগের দ্বারাও মানবজীবনকে বৈচিত্র্যময় করা হয়। কৃতজ্ঞ মানুষ কখনই পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে না।

[10:23] তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ, শোনো, তোমাদের অনাচার তোমাদের উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করবে ।

ব্যাখ্যা: পরিত্রাণ পাওয়ার পর যে মানুষ পুনরায় অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, সে বিশ্বাসঘাতক, অবাধ্য, অশান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল। সব মানুষকেই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রাকৃতিক অস্তিত্বে বিলীন এবং প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

[10:24] পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আশমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল, যা মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠল আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোনও আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য, যারা লক্ষ্য করে।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর উত্তম সৃষ্টি হল জল, বৃষ্টি এবং রৌদ্র। এই তথ্যের সাহায্যে মানুষকে জমিতে ফসল ফলাবার শিক্ষা প্রদান করেছেন পরমেশ্বর আল্লাহ। এটি মানুষের জন্য এক নিদর্শন।

[10:25] আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

ব্যাখ্যা: *মানুষের জন্য নির্ধারিত মানুষের নিরাপত্তা এবং সত্যের পথ ঈশ্বরের বিধান।*

[10:26] যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জন্নতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল।

ব্যাখ্যা: *মঙ্গলজনক এবং কল্যাণজনক কর্মেই মানুষ শান্তি এবং সুখ ও শান্তির স্বর্গে স্থায়ী বাস করে।*

[10:27] আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎকর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোজখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।

ব্যাখ্যা: *যারা অপবিত্র পাপী, তাদের প্রতিফলে অপদস্থতা অশান্ত জীবন এবং অপমানজনক অবসান হয়। অশান্তি তাদের জীবনকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করে।*

[10:28] আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শেরক করত, তাদেরকে বলব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও— অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করোনি।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা এবং পাপের বিশ্লেষণ যখন মানুষ বিবেক দ্বারা করে থাকে ও যখন পাপী মানুষদের বুদ্ধি অজ্ঞানতা দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং মহাচ্ছন্ন হয় লোভ, মায়া, উচ্চাকাঙ্খ দ্বারা তখন এই অপবিত্র মানুষদের বিবাদ শুরু হয় নিজের মধ্যে উপস্থিত ঐশ্বরিক সত্যের সাথে, ঐশ্বরিক অস্তিত্ব এই ধরনের মানুষদের পবিত্রতার আদেশ দান করে। এই দ্বন্দ্ব পাপ এবং পুণ্যের। প্রত্যেক মানুষকে এর সম্মুখীন হতেই হবে। অতের আত্মার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হবে অপবিত্র পাপী (মুশিকে) দের হৃদয়। তারা উপলব্ধি করবে, অপবিত্র কল্পিত গুণাবলির সীমায় পরমেশ্বর আল্লাহ আবদ্ধ হন না।*

[10:29] বস্তুত আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে জানতাম না।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্য সমস্ত দ্বন্দ্বের সাক্ষীরূপে প্রকাশিত করে। যারা পাপকে নিজের আরাধনার লক্ষ্য করেছে, তাদের কাছে সততা এবং পবিত্রতার পরিচয় প্রাকৃতিকভাবে হয় কিন্তু তারা অস্বীকার করে।*

[10:30] সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে, যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে, যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত।

ব্যাখ্যা: *যখন অপবিত্র মানুষ নিজের স্বরূপ অন্তরাত্মা দ্বারা উপলব্ধি করে এবং পূর্বকর্মের জন্য লজ্জিত হয় এবং ওদের কর্মকাণ্ড (পূজা) সবটাই বিফল হয় এবং প্রমাণিত হয় অবাস্তব তথ্যের, তখন অবশ্যই তারা মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা করে থাকে।*

[10:31] তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আশমান থেকে ও জমিন

থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কে-ই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বারে করেন? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না?

ব্যাখ্যা: *শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর আল্লাহ বিশ্বের উৎপত্তির কারণ। মানুষের সমস্ত রকম প্রয়োজন (রিজক) পুন করেছেন পরমেশ্বর আল্লার প্রকৃতি। প্রকৃতিতে পরিবর্তন এবং বিবর্তন রেখে (জন্মমৃত্যু) সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তবুও মানব অজ্ঞানতা প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর আল্লাহকে চিনতে ভুল করে।*

সন্দেশ: বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বাস্থ্য জ্ঞান মানুষকে পরমেশ্বর আল্লাহর এবং তার প্রকৃতির সত্যতা উপলব্ধি করে সাহায্য করে। ধর্মকে প্রমাণ করে ধর্মশাস্ত্র এবং সেই ধর্মকে উপলব্ধি করে পালন করাই হল ধর্মপালন। পাপীদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকে না। মায়া অদৃশ্য পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের যোগমায়া বল দ্বারা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যা সত্যের আলোয় প্রকাশিত।

[10:32] অতএব, আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া? সুতরাং কোথায় ঘুরছ?

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহই মানুষের অধীশ্বর। যারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তারা বিভ্রান্ত।*

[10:33] এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদেগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ইমান আনবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রপঞ্চ ময় বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি পাপশক্তিকেও প্রকাশ করে থাকে। বৈচিত্র্যময় জীবন প্রদানের লক্ষ্যে কখনোই পাপশক্তির বিনাশ হয় না তাই প্রকৃতি।*

[10:34] বলো, আছে কি কেউ! তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বলো, আল্লাহই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ?

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সর্বব্যাপী নিত্য এবং প্রয়োজনীয়। উনিই সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। দ্বৈত ধারণা পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য মানুষের জন্য এক বিস্ময়।*

[10:35] জিজ্ঞেস করো, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে, যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বলো, আল্লাহই সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে, তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার?

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষ সর্বদাই সত্য এবং শান্তির পথ নির্দেশ করে। অজ্ঞানের কোনও বাস্তব সত্তা নেই, সেই কারণেই পবিত্র মানুষকে জ্ঞান এবং শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। জ্ঞানলাভে সৎ মানুষের প্রথম অধ্যায় হল শিক্ষাপ্রাপ্তি, যা আধ্যাত্মিক সাধনার ভিত্তি। সত্য অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারাই সত্যকে অনুভব করা যায়। এই বিচিত্র জগতে জ্ঞানই হল আপাত প্রতীয়মান সত্তা।*

[10:36] বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোনও কাজেই আসে না। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।

ব্যাখ্যা: *অহংবোধের কারণে মানুষ নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে এবং অনুসরণ করে পূর্ববর্তী ধারণাকে এবং এক্ষেত্রে মায়াচ্ছন্ন হয়ে মানুষ সংসারবদ্ধ হয়ে জন্মমৃত্যু, সুখ-দুঃখ আবেগে জড়িয়ে পড়ে যা স্বাভাবিক। কিন্তু পরমেশ্বর আল্লাহ অসীম এবং অপরিবর্তনীয়। উনি শাশ্বত।*

[10:37] আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে, যা তোমার প্রতি দেয় হয়েছে, যাতে কোনও সন্দেহ নেই— তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত ধর্মপুস্তকই কোরআনের মতো শাশ্বত এবং পরমেশ্বর আল্লাহ দ্বারা সৃষ্ট, যা ইতিহাসকে সাক্ষ্য দান করে। পরমেশ্বর আল্লাহর বিধান অনুসারে সৃষ্টি স্থিতি এবং বিনাশ সবই এই জগতের চরিত্র, যা ধর্মপুস্তকে বর্ণিত। ধর্মশাস্ত্রগুলি হল সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী মানুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত।*

[10:38] মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সুরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *সমস্ত শাস্ত্রই পরমেশ্বর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানসমন্বিত তথ্য। যা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু মানব অস্তিত্বও পরমেশ্বর আল্লাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু শাস্ত্রগুলিও ঐশ্বরিক।*

[10:39] কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে, তারা অক্ষম। অথচ এখনও এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখো, কেমন হয়েছে পরিণতি।

ব্যাখ্যা: *মানব অস্তিত্ব সসীম হবার কারণে অনেক তথ্যই প্রকৃতিতে বর্তমান, যা মানবের কল্পনার অতীত এবং প্রকৃতির ইচ্ছানুসারেই কালচক্রে প্রকাশিত হয়। যারা অদৃশ্য মায়াকে কল্পনা করে সসীম করার প্রয়াস করে, তারা অবশ্যই অত্যাচার, যার পরিণতি ভয়ংকর।*

[10:40] আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুত তোমার পরওয়ারদেগার যথার্থই জানেন দুরাচারীদিগকে।

ব্যাখ্যা: *অদৃশ্য শাশ্বত পরমেশ্বর আল্লাহর ওপর কেউ বিশ্বাস রাখে, কেউ রাখে না। এই বিষয়ে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তারা মহাপাপী।*

সন্দেশ: পরমেশ্বর আল্লাহই একমাত্র পূজ্য এবং একমাত্র প্রার্থনা পদ্ধতি হল প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, শান্তি এবং শিক্ষার আদর্শকে ধারণ করে পালন করা।

[10:41] আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বলো, আমার জন্য আমার কর্ম আর তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়দায়িত্ব নেই তোমরা যা করো, সেজন্য।

ব্যাখ্যা: কোনও মানুষই অপর মানুষের কর্মফলের উত্তরদায়িত্ব পালন করে না।

[10:42] তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে, যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে!

ব্যাখ্যা: কিছু মানুষ আছে, যাদের বিবেক মোহ দ্বারা আবদ্ধ। বিবেকহীন মানুষ সত্যের আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে।

[10:43] আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে, যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে!

ব্যাখ্যা: বিবেকহীন মানুষের দৃষ্টি সত্যের এবং শান্তির পথ দেখতে পায় না।

[10:44] আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহ দয়াবান। মানুষ যতক্ষণ না স্বসত্তায় লীন হয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ তার শান্তি এবং মুক্তি সম্ভব নয়।

[10:45] আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে এবং সরল পথে আসেনি।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহ সমস্ত মানবকুলকে একত্রিত করবে। একে অপরের সাথে পরিচয় ঘটাবে, যা আজ পৃথিবীতে প্রমাণিত।

[10:46] আর যদি আমি দেখাই, তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোনও কিছু, যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যা হোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে।

ব্যাখ্যা: পাপীরা যতক্ষণ না বিপদগ্রস্ত হয়, ততক্ষণ নিজের কর্মের উপলব্ধি করতে পারে না।

[10:47] আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না।

ব্যাখ্যা: মানবজাতি এবং মানব সভ্যতার প্রতিটি ধাপে সত্য প্রকাশিত হয় এবং অবতারগণের সাথে সাথে জ্ঞানী মানুষ দ্বারা সমাজে প্রবর্তিত ও প্রকাশিত হয় এটাই পরমেশ্বর আল্লাহর ন্যায়বিচারের স্তম্ভ।

[10:48] তারা আরও বলে, এ ওয়াদা করে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই কাজ এবং কারণে সম্পর্ক স্থাপন করে। বুদ্ধির তারতম্যের কারণে যুক্তিও সীমাহীন। যুক্তিকে অনুসন্ধান দ্বারা প্রামাণ্য হতে হয়। কিছু মানুষ আছে, যারা প্রমাণিত সত্যের উপরেও প্রশ্ন করে।

[10:49] তুমি বলো, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই এক একটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে।

ব্যাখ্যা: *সুখ-দুঃখ, বার্ধক্য-জরা, জন্মমৃত্যু সবটাই পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতি, যা বৈচিত্র্যময় জগতে মানব অস্তিত্বের সাথে যুক্ত। প্রত্যেক মানুষেরই নির্ধারিত কাল আছে। এর সাথে সাথে মানব সভ্যতাও নির্দিষ্ট।*

[10:50] তুমি বলো, আচ্ছা দেখো তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে?

ব্যাখ্যা: *যে মানুষের বিবেক যখন আবদ্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সে পাপী এবং পরমেশ্বর আল্লাহর শাস্তি ও অভিশাপ তার উপরে বর্তমান।*

[10:51] তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাগাদা করতে?

ব্যাখ্যা: *কর্মফলের প্রাপ্তির পরেও অজ্ঞান মানুষ যা অস্বীকার করে এবং আরও প্রমাণের জয় দ্রুততা করে, তারা অর্বাচীন।*

[10:52] অতঃপর বলা হবে গোনাহগারদিগকে, ভোগ করতে থাকো অনন্ত আযাব— তোমরা যা কিছু করতে, তার তাই প্রতিফল।

ব্যাখ্যা: *এই ধরনের মানুষ কুকর্মের প্রতিফলস্বরূপ অজ্ঞানতা এবং অশান্তি ও অসম্মানের অভিশাপে জর্জরিত হয়।*

[10:53] আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম, এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষদের কাছে এরা বারংবার সঠিক এবং শান্তির পথ অনুসন্ধান করে। এর অর্থ হল, আত্মশুদ্ধির বদলে মিথ্যা অনুসন্ধানকে এরা প্রাধান্য দেয়।*

[10:54] বস্তুত যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে, যা আছে সমগ্র জমিনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুত তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সংগত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতিতে মানব কখনোই অবিচারের স্বীকার হয় না। অত্যাচারী মানুষ কখনোই মুক্তির জন্য নিজের শ্রম এবং সম্পদ ব্যয় করে না। এরা নিজের কুকর্ম গোপন করার প্রয়াস করে সর্বদা।*

[10:55] শুনে রাখো, যা কিছু রয়েছে আশমানসমূহে ও জমিনে সবই আল্লাহর। শুনে রাখো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধীশ্বর। উনি শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।*

[10:56] তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ব্যাখ্যা: *প্রাণসঞ্চার এবং মৃত্যুর সবটাই পরমেশ্বর আল্লার বিধান। সমস্ত অস্তিত্বেরই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন হয়।*

[10:57] হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

ব্যাখ্যা: *মানুষকে যেরকম ব্যাধি প্রদান করেছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। পবিত্র মানুষকে জ্ঞান এবং শান্তি দ্বারা আশীর্বাদ করেছেন। এটাই পরমেশ্বর আল্লাহর বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য।*

[10:58] বলো, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম, সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ।

ব্যাখ্যা: *প্রফুল্লময় জ্ঞানময় আনন্দময় আদিত্যময় আল্লাহ আশীর্বাদ করেন পবিত্র এবং সৎ মানুষদের, যা জ্ঞানী এবং শান্তিকামী মানুষদের প্রাপ্তি।*

[10:59] বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছ?

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ মানুষকে চিনতে শিখিয়েছেন প্রকৃতিতে কোনটি গ্রহণীয়, কোনটি বর্জনীয়। এক্ষেত্রে মিথ্যারোপ মানুষের নিজের ক্ষতি।*

[10:60] আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর সত্য এবং বিজ্ঞানময় তথ্যে মিথ্যারোপ করে তারা পাপী এবং অশান্তির আগুনে জর্জরিত। এই চরিত্র তাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ। অনুগ্রহশীল আল্লার অনুগ্রহ থেকে এরা বঞ্চিত। এরা কৃতজ্ঞতা স্বীকারে অক্ষম।*

[10:61] যে-কোনও অবস্থাতেই তুমি থাকো এবং কোরআনের যে-কোনও অংশ থেকেই পাঠ করো কিংবা যে-কোনও কাজই তোমরা করো অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না জমিনের এবং না আশমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনও কিছু আছে, না বড়ো, যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।

ব্যাখ্যা: *প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ কোনও কিছুই গোপন করতে পারে না। পাপীরা তাদের কর্ম আবৃত করার চেষ্টা করে মিথ্যা দ্বারা। প্রকৃতি পরিদর্শক তার কাছে তার অগোচরে কিছুই সম্ভব না। প্রকৃতিতে সব কিছুই বর্তমান।*

[10:62] মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনও ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শকে যারা বলিষ্ঠরূপে ধারণ করে, তারা কখনোই ভীত কিংবা মর্মপীড়িত হয় না।*

[10:63] যারা ইমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক আদর্শের সাথে প্রেম এবং তাকে নিজের অস্তিত্বের সাথে ধারণ করাই পবিত্র মানুষের লক্ষণ (ইমানদার)। যারা প্রেম করে বন্ধনে আবদ্ধ, পরমেশ্বর আল্লাহর সাথে তারা সর্বদা স্বতন্ত্র থাকে, যাতে তাদের অস্তিত্ব দ্বারা পরমেশ্বর আল্লাহ রুষ্ট না হন।*

[10:64] তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনও হেরফের হয় না। এটাই হল মহাসফলতা।

ব্যাখ্যা: পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়, তাঁর নিয়মও। ওঁর প্রবর্তিত আর্শকে মানুষ ধারণ করে সফলতা পায়।

[10:65] আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: মনোময়, বিজ্ঞানময়, প্রাণময় আল্লা সমস্ত সম্মানের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্বজ্ঞ।

[10:66] শুনছ, আঢ়মানসমূহে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর। আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে-তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: সৃষ্টির সমস্ত তথ্যই পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও অস্তিত্বকে ধারণ করাই অমঙ্গলজনক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই কার্য এবং কারণে সম্পর্ক স্থাপন করে। অনুমান যতক্ষণ না প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ তার অস্তিত্ব দুর্বল থাকে। অনুমানের দ্বারা মিথ্যা সৃষ্টি অযৌক্তিক।

[10:67] তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা শ্রবণ করে।

ব্যাখ্যা: রাত এবং দিনের সৃষ্টি মানব অস্তিত্বকে প্রাণময় এবং সৌন্দর্য প্রদান করে। পরমেশ্বর আল্লাহর বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যে এ এক বিশেষ উদাহরণ।

[10:68] তারা বলে, আল্লাহ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন— তিনি পবিত্র, তিনি অমুখ্যাপেক্ষী। যা কিছু রয়েছে আশমানসমূহে ও জমিনে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে তার কোনও সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করো-যার কোনও সনদই তোমাদের কাছে নেই?

ব্যাখ্যা: অপরিবর্তনীয় অভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তি বিভিন্ন তথ্যে অবস্থান করে। উনি কখনোই মানুষের মতো সন্তান ধারণ করে না। পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই সব কর্ম নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। উনি সব মানুষের অন্তরাত্মা তাই ওঁকে মানুষের মতো পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না এবং কল্পিত গুণাবলির সীমায় আবদ্ধ করা যায় না। কল্পিত জীবাত্মার মূলভিত্তি হওয়া সত্যেও উনি কল্পনার ঊর্ধ্বে।

[10:69] বলে দাও, যারা এরূপ করে, তারা অব্যাহতি পায় না।

ব্যাখ্যা: যারা পরমেশ্বর আল্লাহর অস্তিত্বে মিথ্যারোপ করে, তারা অবশ্যই বিফল হয়।

[10:70] পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব— তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

ব্যাখ্যা: এ জগতে এরা শুধুমাত্র ক্ষণিক স্বস্তি প্রাপ্তি করে থাকে।

[10:71] আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে

আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়তসমূহের মাধ্যমে নসিহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত করো এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেললো এবং আমাকে অব্যাহতি দিয়ো না।

ব্যাখ্যা: *অবতার নূহ মানব সভ্যতার বিকাশকল্পে জ্ঞান এবং শান্তির বাণী প্রসার করেছিলেন।*

[10:72] তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন করো, তবে আমি তোমাদের কাছে কোনও রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।

ব্যাখ্যা: *উনি পবিত্রতা, শান্তি, শিক্ষার প্রচারের জন্য কোনও প্রতিফল আশা করেননি। ওঁর আত্মসমর্পণ সমাজকল্যাণের স্বার্থে সমর্পিত ছিল।*

[10:73] তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি, যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য করো, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা: *সত্যের প্রকাশে মিথ্যারোপ করে যারা সত্যকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, তারা নিমজ্জিত হয় অজ্ঞানতার অন্ধকারে যা গভীর সমুদ্রের মতো। এবং সত্যনিষ্ঠা পবিত্র মানুষেরা মুক্তি পায় অশান্তি এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে।*

[10:74] অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী-রসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ইমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেশ সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর।

ব্যাখ্যা: *যুগ যুগ ধরে অবতারগণ সত্য এবং শান্তির আদর্শ ঐতিহাসিক নিদর্শনসহ মানুষকে বর্ণনা করেছিলেন। দুষ্কৃতী, উচ্ছৃংঙ্খল এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয় সত্যের উপলব্ধি করতে অক্ষম।*

[10:75] অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মুসা ও হারুনকে, ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলি সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে।

ব্যাখ্যা: *সত্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবতার মুসা এবং হারুনকে অত্যাচারী অহংকারী রাজা ফেরাউনের বিরুদ্ধে নির্ভীক অবস্থান গ্রহণ করেছিল।*

[10:76] বস্তুত তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগল, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু।

ব্যাখ্যা: *ফেরাউন সত্যকে কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল।*

[10:77] মুসা বলল, সত্যের ব্যাপারে এ কথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌঁছোবার পর? এ কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা দৃঢ়তার সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন এবং পরাজিত করেছিলেন মিথ্যাকে।*

[10:78] তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পারো? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না।

ব্যাখ্যা: *পিতৃপুরুষদের কুসংস্কার এবং মিথ্যাচার যারা বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগ করতে চায় না, তারা অবুঝ, অবিশ্বাসী।*

[10:79] আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে।

ব্যাখ্যা: *রাজা ফেরাউন ও মিথ্যা এবং কুসংস্কারের আদর্শকে সর্বোপরি মনে করতেন।*

[10:80] তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ করো, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাকো।

ব্যাখ্যা: *অপবিত্রতা এবং কুসংস্কার মানবসমাজে পাপের মতো বিষাক্ত এবং সাপের মতোই বক্র আদর্শ এদের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত।*

[10:81] অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।

ব্যাখ্যা: *কুসংস্কারের তথ্য এতটাই বিভ্রান্ত, যা কালচক্রে বিনাশ হয়ে যায়। বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীরা কখনোই সংঘটিত হতে পারে না।*

[10:82] আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপূত নয়।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের ঐশ্বরিক জ্যোতি দ্বারা নিজের সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। উনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। পাপীরা এ জ্যোতির আনন্দ থেকে বঞ্চিত।*

[10:83] আর কেউ ইমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া—ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোনও বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল।

ব্যাখ্যা: *শুধুমাত্র কিছু নিকট এবং ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া অবতার মুসার সত্যতায় কেউ বিশ্বাস করেনি। বেশিরভাগ মানুষই অত্যাচারী রাজা ফেরাউনের ভয়ে ভীত ছিল। ওর শোষণের স্বীকার হয়েও অত্যাচারী রাজা ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাবার সাহস লোকেরা পায়নি।*

[10:84] আর মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ইমান এনে থাকো, তবে তারই উপর ভরসা করো যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা বারংবার সত্য, শান্তি, শিক্ষা এবং পবিত্রতার দিকে সবাইকে আহ্বান করেছিলেন।*

[10:85] তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিয়ো না।

ব্যাখ্যা: *অবুঝ লোকেরা পরমেশ্বর আল্লারৈ প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও তাদের দুর্বলতা ফেরাউন দ্বারা উৎপীড়িত হবার ভয়ে তাদেরকে পবিত্রতা এবং শান্তির পথে অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল।*

[10:86] আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে।

ব্যাখ্যা: *তাঁরা অনুগ্রহ করেছিলেন অত্যাচার মুক্তির।*

[10:87] আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ করো। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নমাজ কায়েম করো আর যারা ইমানদার, তাদেরকে সুসংবাদ দান করো।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা এবং তাঁর ভাইকে আল্লাহর আশীর্বাদে মিশরে শান্তির গৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পবিত্র মানুষদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।*

[10:88] মুসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ, এবং সম্পদ দান করেছ— হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করব! হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।

ব্যাখ্যা: *অবতার মুসা জানতে চেয়েছিলেন, কেন অত্যাচারিত রাজা ফেরাউনকে ধনসম্পদ দ্বারা শোভিত করা হয়েছিল? কিন্তু মানুষ লালায়িত হয়ে ফেরানের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ফেরাউন নিজের ধনসম্পদ এবং প্রতিপত্তি দিয়ে প্রলোভিত করত এবং মানুষকে কুপথে যেতে প্ররোচনা করত। মুসা আহ্বান জানিয়েছিলেন ফেরাউনের বিনাশের।*

[10:89] বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব তোমরা দুজন অটল থাকো এবং তাদের পথে চোলো না, যারা অজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর বিধানে মুসার অনুগ্রহ নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং লোক অজ্ঞানতার পথ ছেড়ে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছিল।*

[10:90] আর বণী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোনও মাবুদ নেই তাঁকে ছাড়া, যাঁর উপর ইমান এনেছে বণী-ইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা: *ইজরায়েল সম্প্রদায়ের মানুষদের দুঃখকষ্টের সাগর পার করে জ্ঞানের এবং শান্তির আলোকে প্রবেশ করিয়েছিলেন পরমেশ্বর আল্লাহ। আর অত্যাচারী রাজাদের এবং তার অনুগামীদের অজ্ঞনতার দুঃখকষ্টের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিলেন।*

সন্দেশ: রাজা ফেরাউনের মমি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওঁর সম্বন্ধে যে গল্পকথা প্রচলিত আছে তা ভ্রান্ত।

[10:91] এখন এ কথা বলছ অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ব্যাখ্যা: *রাজা ফেরাউন এবং তার অনুগামীরা ছিল ভ্রান্ত এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী।*

[10:92] অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে, যাতে তোমার পশ্চাদ্‌বর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না।

ব্যাখ্যা: *রাজা ফেরাউনের দেহ সংরক্ষিত করার বিজ্ঞান পরমেশ্বর আল্লাহ ওই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের দিয়েছিলেন এবং ওঁর পার্থিব শরীর আজও সংরক্ষিত।*

[10:93] আর আমি বণী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তুসামগ্রী। বস্তুত তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি, যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদেগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল।

ব্যাখ্যা: *ইজরাইলের সম্প্রদায়ের মানুষদের জ্ঞান এবং পবিত্রতা প্রদান করা হয়েছিল। উৎকৃষ্ট সভ্যতা দ্বারা তাদের বিকশিত করা হয়েছিল। পরমেশ্বর আল্লাহ বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের আদর্শ অনুযায়ী কিছুকাল পরে আবার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল ওই সম্প্রদায়ে। আদর্শগত মতভেদের বিচার পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়।*

[10:94] সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোনও সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকো, যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হোয়ো না।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহ নিজের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব দ্বারা ঐতিহাসিক প্রমাণ পবিত্র গ্রন্থের আকারে মানব সভ্যতায় প্রকাশিত করেন। সন্দেহপ্রবণ মানুষ পরম সত্যেও সন্দেহ প্রকাশ করে।*

সন্দেশ: ক্রিয়া মানুষের চেষ্টার উপরে নির্ভরশীল এবং ক্রিয়া দ্বারাই মানুষের ধর্ম নির্ধারিত হয়।

[10:95] এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হোয়ো না, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *যারা পরমেশ্বর আল্লাহর আদর্শ এবং অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তারা বিবেকহীন পাপী মানুষ। পরমেশ্বর আল্লাহর প্রকৃতির একাত্ম অনুভব করে মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত করে তা সর্বদাই সত্যের আলোয় প্রকাশিত হয় এবং পবিত্র।*

[10:96] যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদেগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা ইমান আনবে না।

ব্যাখ্যা: *অহংকার এবং জিদে আবদ্ধ মানব বিবেক কখনোই সত্য এবং শান্তির পথে বিশ্বাসী হয় না।*

[10:97] যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শন এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আযাব।

ব্যাখ্যা: *বেদনাদায়ক শাস্তি দ্বারা এদের অন্তরকে প্রকৃতি সর্বদা উৎকণ্ঠিত করে।*

[10:98] সুতরাং কোনও জনপদ কেন এমন হল না, যা ইমান এনেছে, অতঃপর তার সে ইমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ইমান আনে তখন আমি তুলে নিই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব— পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছোই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা: *অবতার ইউনুসের সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ সত্যের পথে অগ্রসর হয়েছিল এবং শিক্ষা ও শান্তি দ্বারা উপকৃত হয়েছিল এবং মুক্তি পেয়েছিল লজ্জাজনক শাস্তি থেকে। এদের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠেছিল।*

[10:99] আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ইমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ইমান আনার জন্য?

ব্যাখ্যা: *বৈচিত্র্যময়, প্রাণময় অল্লাহ নিজের শক্তিবলে সমস্ত মানুষকে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করতে পারতেন। তাতে মানবের জীবন একঘেয়ে হয়ে যেত। মানবজীবনকে বৈচিত্র্যময় করার লক্ষ্যেই অপবিত্র শক্তির সৃষ্টি (ইবলিশ) এবং সেই কারণেই একে অপরের কর্মফলের প্রতি মানুষের কোনও উত্তরদায়িত্ব নেই।*

[10:100] আর কারও ইমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না, তাদের উপর।

ব্যাখ্যা: *জ্ঞানহীন মানুষদের বিবেক পরমেশ্বর আল্লাহর শক্তি দ্বারাই কলুষিত হয়।*

[10:101] তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখো তো আশমানসমূহে ও জমিনে কি রয়েছে। আর কোনও নিদর্শন এবং কোনও ভীতিপ্রর্দশনই কোনও কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য, যারা মান্য করে না।

ব্যাখ্যা: *এই তথ্য প্রমাণিত হয় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তথ্যের অবলোকন করলে।*

[10:102] সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতোই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন; এখন পথ দেখে; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম।

ব্যাখ্যা: *ঐতিহাসিকভাবে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলন অপবিত্র এবং স্বৈরাচারী আদর্শের জন্য, তাদের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে।*

[10:103] অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নিই নিজের রসূলগণকে এবং তাদেরকে, যারা ইমান এনেছে এমনিভাবে। ইমানদারদের বাঁচিয়ে নেওয়া আমার দায়িত্বও বটে।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র এবং সৎ মানুষেরা অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হন। এদের আত্মার মিলন পরমাত্মার সাথে হয়ে থাকে।*

[10:104] বলে দাও— হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাকো, তবে (জেনো) আমি তাদের এবাদত করি না, যাদের এবাদত তোমরা করো আল্লাহ ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ তা'আলার, যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে আমি ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই সংশয়হীন হয়ে সত্তায় লীন হয়ে পরমেশ্বর আল্লার আদর্শ (প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষা, শান্তি এবং মানবতা) অনুভব করে এবং ধারণ করে এবং সম্মানজনক মৃত্যু প্রাপ্ত করে। পবিত্র মানুষের সম্প্রদায় এদের ইতিহাসকে সর্বদা নিজ অস্তিত্বের সাথে যুক্ত করে।*

[10:105] আর যেন সোজা দ্বীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র মানুষেরা সর্বদাই পাপীদের পবিত্রতা, শিক্ষা এবং শান্তির পথে আহ্বান জানান।*

[10:106] আর নির্দেশ হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভালো করবে না, মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ করো, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: *অপকারী এবং দুঃখময় তথ্যের আনুগত্য (প্রার্থনা) স্বীকার বর্জনীয়।*

[10:107] আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোনও কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডানোর মতো তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানীকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে, তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।

ব্যাখ্যা: *পবিত্র, প্রাণময়, জ্ঞানময়, দয়াময় আল্লাহ মানুষের ক্লেশ, ক্লান্তি এবং দুঃখ দূর করেন। অজ্ঞানতা দূর করে শিক্ষা দ্বারা মানুষের মস্তিষ্ককে বিকশিত করেন। তিনি ক্ষমাকারী, দয়ালু, আনন্দস্বরূপ।*

[10:108] বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে, সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই।

ব্যাখ্যা: *পরমেশ্বর আল্লাহর ঐশ্বরিক সত্য প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশিত হয়। মানব তা গ্রহণ করে নিজ কল্যাণে। আর যে বিভ্রান্ত হয়, পথভ্রষ্ট হয়, তার কর্মফলও নির্দিষ্ট।*

[10:109] আর তুমি চলো সে অনুযায়ী, যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর করো, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

ব্যাখ্যা: *ঐশ্বরিক সত্য এবং আদর্শ ধৈর্যের সাথে ধারণ করেন পবিত্র মানুষ। পরমেশ্বর আল্লাহ পরম মীমাংসাকারী।*